ইউলিয়ান সেমিওনভ

রোমাঞ্চকর সতেরটি মুহূর্ত

ইউলিয়ান সেমিওনভ

রোমাঞ্চকর সতেরটি মুহূর্ত

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

অঙ্গসজ্জা: ভ. ইভাশেঙ্কো

Юлиан Семенов

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ

На языке бенгали

Julian Semyonov

SEVENTEEN MOMENTS OF SPRING

In Bengali

দ্বিতীয় সংস্করণ

© বাংলা অনুবাদ · 'রাদুগা' প্রকাশন · ১৯৮৩

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$С\frac{4702010200-013}{031(01)-88}$ 100–88

ISBN 5-05-001767-X

পিতার স্মৃতির উদ্দেশে

১

পার্কে বুলবুলের কাকলী শোনে স্টির্‌লিৎস হঠাৎ অবাকই হল। দমকা বাতাসে কেমন যেন নীলচে আঁচ লেগেছে। পায়ের নিচের বরফ এখনো শক্ত, তবু এর হালকা জলরঙে স্পষ্টই বসন্তের আভাস মিলছে।

পার্কের পুরনো বিশাল সব গাছের গুঁড়িগুলিকে বিদঘুটে কালো দেখাচ্ছে। বাতাসে আঁষটে গন্ধ। গত বছরের ঝরে পড়া ফার-পাতার যে-গন্ধে বসন্তের নিশ্চিত ইসারা মেলে সেটি এখনো স্পশ্ট হয়ে ওঠে নি। অথচ এরই মধ্যে বুলবুল গাইছে, উদ্বেল কাকলীর মূর্ছনায় বাতাস ভরে তুলছে — অন্ধকার নিথর পার্কে অসহায় অর্থহীন প্রতিধ্বনি ছড়াচ্ছে।

সূর্য ডুবে গেছে। গাছের কালো গুঁড়িগুলি সাদা বরফের উপর হালকা বেগুনির নিটোল ছায়া ফেলছে।

স্টির্‌লিৎস মনে মনে বলল, 'বেচারি, জমে যাবে,' তারপর ওভারকোটটি গায়ে জড়িয়ে ঘরে ফিরল। 'ওকে বাঁচান যাবে না, পাখীদের মধ্যে কেবল বুলবুলই পোষ মানে না।'

সে ঘড়ি দেখল। ঠিক সাতটা।

'ও এখনই এসে পড়বে,' সে ভাবল, 'ও তো কখনই দেরি করে না। পথে কারও সঙ্গে যাতে দেখা না হয় সেজন্য ওকে স্টেশন থেকে সোজা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এখানে আসতে বলেছি। যাকগে, আমি অপেক্ষা করব। জায়গাটি সত্যি চমৎকার, অপেক্ষা করার মতোই।'

ঠিক এখানে, হ্রদের পাড়-ঘেঁষা নিজস্ব একটি ছোট বাড়িতেই স্টির্‌লিৎস এই এজেন্টটির সঙ্গে বরাবর দেখা করে। ওক বনের গভীর নির্জনে লুকনো এই জায়গাটি গোপন আলাপের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। বাড়িটি কেনার আগে তাকে টাকা মঞ্জুরের জন্য এস.এস ওবেরগ্রুপেনফুয়েরের পলকে তিন-তিনটি মাস ভজতে হয়েছে। 'অপেরা' হাউসের যেসব নাচিয়েরা বোমা ফেটে মারা পড়েছিল তাদের ছেলেমেয়েরা থাকত এখানে। ওরা বেশ

মোটা টাকাই দাবি করেছিল আর এস.এস ও এস.ডি-র অর্থ ও প্রশাসন দফ্তরের বড়কর্তা পল সরাসরি তার সুপারিশটি নাকচ করেই দিয়েছিল। সে বলেছিল, 'আপনার মাথাই দেখছি বিগড়ে গেছে। এই বিলাসিতা কেন? আপনি সহজেই সস্তা বাড়ি ভাড়া নিতে পারেন। আমরা তো আর যেখানে খুশি টাকা ছড়াতে পারি না! তাছাড়া যে জাতির কাঁধে এই যুদ্ধের ভার তার পক্ষে এটা তো অন্যায়ও বটে।'

অগত্যা স্টির্‌লিৎস তার বড়কর্তাকে সারজমিনে বাড়িটা দেখানোর জন্য এখানে এনেছিল। নিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক গোয়েন্দা অনুষদের প্রধান, চৌত্রিশ বছর বয়সী এস.এস ব্রিগাডেনফুয়েরের ওয়াল্টার শেলেনবার্গ তীক্ষ্মবুদ্ধি ও সৌন্দর্যপ্রিয়। কিছুই আর বলতে হয় নি তাকে। উঁচুদরের এজেণ্টদের সঙ্গে আলোচনার জন্য জায়গাটি যে আদর্শ তা সে তখনই বুঝেছিল। বাড়িটি কেনা হয়েছিল 'রবার্ট লেই রাসায়নিক কারখানার' প্রধান ইঞ্জিনিয়র জনৈক বোলসেনের নামে, তার ব্যবহারের জন্য। এই ধরনের কেনা-কাটার জন্য বরাবরই বাছাই করা লোকের বন্দোবস্ত ছিল। এখানে বোলসেন হল এস.এস স্টাণ্ডারটেনফুয়েরের ফন স্টির্‌লিৎস। সে মোটা বেতন আর বাড়তি রেশন দিয়ে পরে এক দারোয়ান রেখেছিল।

...টেবিলে খাবার সাজিয়ে স্টির্‌লিৎস রেডিও খুলল। লণ্ডন বেতারে লঘুসঙ্গীত বাজছে। গ্লেন মিলার বাদকদল 'সান ভ্যালি সেরিনেইড' ছায়াছবির একটি গান বাজাচ্ছে। ছবিটি হিমলারের ভাল লেগেছিল আর একটিই কপি কেনা হয়েছিল সুইডেন থেকে। তারপর থেকে এটি প্রিন্স-আলব্রেখ্‌ট-স্ট্রাসেতে হামেশাই দেখান হচ্ছে, বিশেষভাবে রাতের হামলার সময় কয়েদীদের জিজ্ঞাসাবাদ অসম্ভব হয়ে উঠলে।

স্টির্‌লিৎস দারোয়ানকে ডাকার ঘণ্টা বাজাল। দারোয়ান এলে পরদিন সকাল ঠিক ছ'টার সময় ফেরত আসার শর্তে রাতের জন্য সে তাকে বাড়ি যাবার ছুটি দিল।

আলেক্সের জন্য — জাস্টাস

বার্লিন

ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব রণাঙ্গনে সৈন্যবাহিনীর শক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি:

১. সৈন্যদল 'কুরল্যাণ্ড'	২০ ডিভিসন
মোট শক্তি	২ লক্ষ ৩২ হাজার

প্রস্তুত সৈন্যসংখ্যা	১ লক্ষ ১০ হাজার
২. সৈন্যদল 'উত্তর'	২৮ ডিভিসন
মোট শক্তি	৩ লক্ষ ৮৪ হাজার
প্রস্তুত সৈন্যসংখ্যা	১ লক্ষ ৪১ হাজার
৩. সৈন্যদল 'ভিস্টুলা'	৩৭ ডিভিসন
মোট শক্তি	৫ লক্ষ ২৭ হাজার
প্রস্তুত সৈন্যসংখ্যা	২ লক্ষ ৮০ হাজার
৪. সৈন্যদল 'কেন্দ্র'	৪৩ ডিভিসন
মোট শক্তি	৪ লক্ষ ১৩ হাজার
প্রস্তুত সৈন্যসংখ্যা	১ লক্ষ ১১ হাজার
৫. সৈন্যদল 'দক্ষিণ'	৩৫ ডিভিসন
মোট শক্তি	৪ লক্ষ ৪৯ হাজার
প্রস্তুত সৈন্যসংখ্যা	১ লক্ষ ৪৩ হাজার
সর্বমোট শক্তি	২০ লক্ষ ৫ হাজার
সর্বমোট প্রস্তুত সৈন্যসংখ্যা	৮ লক্ষ ৬৫ হাজার

উৎস: সংরক্ষিত সৈন্যদলের লেফটেনাণ্ট-কর্নেল।

জাস্টাস।'

'আলেক্সের জন্য — শ্যুয়ার্ট্স্

ভিয়েনা

১·২·১৯৪৫, সংরক্ষিত সৈন্যবাহিনীর শক্তি:

(ক) স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধাররত সহ সংরক্ষিত সৈন্য	৫ লক্ষ ৪৬ হাজার;
(খ) প্রশিক্ষণ ইউনিটের স্থায়ী সৈন্য	১ লক্ষ ৪৭ হাজার;
(গ) সামরিক স্কুল ও কোর্সে প্রশিক্ষণরত	১ লক্ষ ১৩ হাজার;
(ঘ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন	৬ লক্ষ ৫০ হাজার;
(ঙ) আঞ্চলিক ইউনিট	২ লক্ষ ৫ হাজার;
(চ) গ্যারিসন ইউনিট	১৮ হাজার ৫ শ';
(ছ) অন্যান্য সার্ভিস ও ইউনিট	১ লক্ষ ৪৩ হাজার;
(জ) বিবিধ	৩ লক্ষ ১০ হাজার।

সর্বমোট: ২১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শ'।

উৎস: ভেরমাখ্ট কেন্দ্রীয় দফ্তরের স্টেনোগ্রাফার।

শ্যুয়ার্ট্স্।'

'আলেক্সের জন্য — গ্রেটা

সম্প্রতি প্রাপ্ত দলিল মোতাবেক অনুমিত ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি নাগাদ জার্মানির শিল্পোৎপাদের পরিমাণ:

গোলাবারুদ	১৯৪১ সালের মোট পরিমাণের তিনগুণ;
অস্ত্রশস্ত্র	১৯৪১ সালের মোট পরিমাণের দ্বিগুণ;
ট্যাঙ্ক	১৯৪১ সালের মোট পরিমাণের সাতগুণ;
বিমান	১৯৪১ সালের মোট পরিমাণের তিনগুণ;
জাহাজ	১৯৪১ সালের মোট পরিমাণের দেড়গুণ।

উৎস: স্পেয়েরের মন্ত্রীদফ্তরের
পরিকল্পনা বিভাগের সেক্রেটারি।

গ্রেটা।'

'আলেক্সের জন্য — জিগফ্রিড

কোপেনহেগেন

গতকাল স্পেনের পতাকাবাহী একটি ইয়াটে দুজন উচ্চপদস্থ এস.ডি অফিসরকে দেখা যায়। 'নীলাকাশ' নামের এই ইয়াটটি তারপর স্টকহোল্মে রওয়ানা দেয়। এস.ডি অফিসরদের কাছে জলবিদ্যা ইঞ্জিনিয়রদের কাগজপত্র রয়েছে। তাদের বিদায় দিতে আসে রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা শেলেনবার্গ।

উৎস: বন্দরের নিরোধন বিভাগ।

জিগফ্রিড।'

'আলেক্সের জন্য — এঞ্জেলা

মিউনিখ

স্থানীয় রাইখ নিরাপত্তা কার্যালয়ে উচ্চপদস্থ এস.এস অফিসরদের কয়েকটি গাড়ি পেঁছিয়। এখান থেকে তারা ফরাসী ও মার্কিনী গাড়ি নিয়ে সুইজারল্যান্ড রওয়ানা হয়। গতকাল পর্যন্ত এই ধরনের পাঁচটি গাড়ি সুইজারল্যান্ডের দিকে গেছে।

উৎস: সীমান্ত এলাকার মোটর মিকানিক।

এঞ্জেলা।'

'আলেক্সের জন্য — টমাস

লাইপজিগ

হ্যান্ডেল্স ব্যাঙ্ক থেকে রোজই মোটা অঙ্কের টাকা স্পেনিশ ব্যাঙ্কে পাঠান হচ্ছে। প্রাপকদের সঠিক নাম আজও জানা যায় নি। পার্টির সাধারণ কর্মী বা তাদের স্ত্রীরা এক লক্ষ থেকে চার লক্ষ পর্যন্ত মার্ক জমা দিচ্ছে। জানা গেছে এটা তাদের নিজস্ব জমা নয়।

উৎস: ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়র।

টমাস।'

সোভিয়েত গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আলেক্স এইসব তথ্যের যাথার্থ্য জানার জন্য যথাসম্ভব এগুলির খুঁটিনাটি বার বার যাচাই করেছে। তারপর এগুলি রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে।

জমে-ওঠা বহু অনুত্তরিত প্রশ্নের ফলে এমন এক কঠিন ও কৌতূহলপ্রদ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যেজন্য গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান সঙ্গত কারণেই অদূর ভবিষ্যতে অতি জটিল একটি কাজের সম্ভাবনা আঁচ করল।

সে তার সেক্রেটারিকে বলল, 'ঝামেলা এড়ানোর জন্য আগ থেকেই বেতার বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। জাস্টাসের কাছে একটি বিশেষ খবর পাঠাতে বলুন: সঠিক কিছু নয়, তবে শীঘ্রই একটি বিশেষ কাজের জন্য তাকে যেন প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। মনে হয়, আগামী কাজের ভারটি ওর উপরই পড়বে। আমি খুবই আশা করছি, সে ব্যাপারটি ভালমতোই গোছাতে পারবে আর এটিই হবে তার শেষকাজ।'

...১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত বাহিনী ক্রাকোভের প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেলল। সারা শহরে সতর্কভাবে মাইন পুতে রাখা সত্ত্বেও এটি প্রায় আনকোরা অবস্থায় বেদখল হলে কালটেনব্রুনার গেস্টাপোর পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগের প্রধান ক্রুগারকে ডেকে পাঠায়। এই বিশেষ প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যবস্থাটির দায়িত্ব ছিল ক্রুগারের।

ক্রুগারের চওড়া ভারি মুখের দিকে কালটেনব্রুনার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ফুয়েররের কাছে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে এমন কোন যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য আপনার আছে কি?'

ক্রুগারের স্বভাবে কাটখোট্টা চাষীসুলভ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। সে প্রশ্নটির জন্য অপেক্ষা করছিল আর এর উত্তরও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এই মোকাবিলার সময় সে অনেক কিছুই ভাবল: এস.এস এবং পার্টিতে এই পনেরো বছর কাজের মধ্যে সে যথাকর্তব্য সম্পর্কে ভালভাবেই ওয়াকিবহাল হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। সে জানত ঝট করে উত্তর দেয়া কিংবা নিজেকে পুরোপুরি নির্দোষ বলা তার পক্ষে সমান মারাত্মক হবে।

'না,' ভ্রূ কুঁচকে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রুগার বলল। কথায় আবেগ ঢেলে সে বলে চলল, 'আমার কোনই সঠিক ব্যাখ্যা নেই... থাকা সম্ভবও নয়। আমি সৈনিক আর যুদ্ধ যুদ্ধই। আমি কোন বিশেষ সহানুভূতিই আশা করছি না।'

নিখুঁত হিসাব-নিকাশ করেই সে এমনটি বলল। সে জানত তার

আত্মসমালোচনার কঠোরতার উপরই কালটেনব্রুনারের দুর্বল হওয়ার মাত্রা নির্ভর করছে। খরগোসকে দৌড়তে দেখলেই তো কুকুর সবচেয়ে বেশি ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু খরগোস চিত হয়ে পড়ে থাকলে কুকুর কী করবে ফুগার তা নিশ্চিত না জানলেও এস.এস-র ব্যাপার-স্যাপার সে ভালই জানত। অধিক আত্মনিন্দা ও এইসঙ্গে আত্মরক্ষার চেষ্টা এড়ানোর উপরই যে কালটেনব্রুনার বা অন্য কারও দয়া-মায়ার মাত্রা নির্ভর করছে তাতে তার কোন সন্দেহ ছিল না।

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে কালটেনব্রুনার বলল, 'মেয়েদের মতো নেকামি করুন না,' আর ফুগার তখনই বুঝল তার ফন্দিতে ফল ফলেছে। 'আবার এমনটি না ঘটে সেজন্য একটা তদন্ত করতে হবে।'

ফুগার বলে চলল, 'ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর, আমি স্বীকার করছি আমার দোষের কোন সীমা নেই। কিন্তু স্টাণ্ডারটেনফুয়েরর স্টির্লিংসের বক্তব্যটাও এবার শোনা উচিত। আমাদের পরিকল্পনার খুঁটিনাটি সহ সবই যে পুরো-পুরি নিখুঁতভাবে, যথেষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে করা হয়েছে তা তো সে জানত।'

কালটেনব্রুনার কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এতে স্টির্লিংসের কী করার ছিল? সে হল গোয়েন্দা বিভাগের লোক, ক্রাকোভে তার অন্য অঢেল কাজ ছিল।'

'আমি জানি সে হারানো ভি-২ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাকে সবকিছু বলা উচিত ভেবেছি। আমি মনে করতাম সে ফিরে এসে রাইখস্‌ফুয়েরর বা আপনাকে পুরো ব্যাপারটি সম্পর্কে বলবে। আমি আপনার কাছ থেকে আরও কিছু নির্দেশ আশা করছিলাম, কিন্তু তা এসে পৌছয় নি।'

'এই তৎপরতার খুঁটিনাটির সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে কি স্টির্লিংসও ছিল?'

'সঠিক জানি না। এজন্য দোষ একা আমারই,' স্টির্লিংসকে তড়িঘড়ি জড়ান ভুল হয়েছে বুঝতে পেরে ফুগার বলল, 'আমার কোন কৈফিয়ৎ নেই, কেবল যুদ্ধে প্রাণ দিয়েই এখন এই দোষস্খলন করতে পারি।'

'আর এখানে কে লড়াই করবে? একা আমি? ফ্রণ্টে যেকেউ রামশ্যাম পিতৃভূমি বা ফুয়েররের জন্য প্রাণ দিতে পারে! বোমাবর্ষণের মাঝখানে বসে এখান থেকে জানোয়ারগুলিকে খতম করা এর চেয়ে অনেক কঠিন।'

ফুগার চলে যাওয়ার পর কালটেনব্রুনার তার সেক্রেটারিকে ডেকে বলল, 'স্টির্লিংসের গত দু'বছরের কাগজপত্র একটু ঘেঁটে দেখুন। কিন্তু

হুঁশিয়ার, এটি যেন শেলেনবার্গের নজরে না পড়ে। কোন হৈ-চৈ বাঁধাবেন না। স্টির্লিৎস কর্মী হিসাবে খুবই মূল্যবান। সে দারুণ সাহসী। তার উপর অযথা দোষ চাপান বড় রকমের আহাম্মকি হবে। এটি অনেকটা নিয়মিত তদন্তের মতোই... আর ক্রুগারকে নির্দেশ পাঠান — আমি তাকে প্রাগের গেস্টাপো দলের সহ-প্রধান করছি, সেখানে সে শ্বাস ফেলার ফুরসত পাবে না।'

'আপনার কী মনে হয়, পাস্তর, মানুষের স্বভাবে মানবিকতা আর পশুশক্তির মধ্যে কোনটি প্রবল?'

'সম্ভবত এদের মধ্যে একটা ভারসাম্য রয়েছে।'

'অসম্ভব।'

'কেবল এটিই সম্ভব।'

'না!'

'না হলে অনেক আগেই একটি অন্যটিকে ছাড়িয়ে যেত।'

'আত্মিক চিন্তার তুলনায় হীন প্রবৃত্তিগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেয়ার জন্য আপনি আমাদের নিন্দা করেন, কিন্তু আত্মিক ব্যাপার-স্যাপার আসলে সত্যিই গৌণ, ওগুলি খামিরে গজানো ছাতলা।'

'আর ওই খামিরটি কী?'

'উচ্চাশা। যাকে আপনারা বলেন লোভ, আর আমি বলি — নারীর শয্যাসঙ্গী হওয়াটা একটি সুস্থ বাসনা। নিজের ঈপ্সিত ক্ষেত্রের চূড়োয় ওঠা সুস্থ আকাঙ্ক্ষা বৈকি। আকাঙ্ক্ষা না থাকলে প্রগতির লয় ঘটবে। মানবপ্রগতিকে পেছনে হঠাতে চার্চ কিছু কম চেষ্টা করে নি। চার্চের কোন যুগের কথা আমি বলছি নিশ্চয়ই তা বুঝেছেন?'

'নিশ্চয়ই, ওটি আমি জানি, ভালই জানি। কিন্তু আমি অন্য কিছুও জানি। আমি ফুয়েরেরের সঙ্গে মানুষ হিসাবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির কোনই পার্থক্য দেখছি না।'

'সত্যি?'

'সত্যি। তার চোখে মানুষ একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী পশু, নিজের ঠাঁই বাড়ানোর জন্য উৎসুক সুস্থ জোরালো একটি জন্তুবিশেষ।'

'আপনি মারাত্মক ভুল করছেন। ফুয়েরেরের চোখে জার্মান মাত্রেই সে কেবল পশুই নয়, একটি সুশ্রী পশুও।'

'সেজন্য আপনার কাছে মানুষ মাত্রেই একটি ডাহা পশুবিশেষ।'

'আমি প্রত্যেকটি মানুষকে তার পূর্বপুরুষের নিরিখে দেখি। মানুষ হল এপের সন্তান আর এপ পশু বৈকি।'

'এখানেই আপনার চিন্তার গলদ। আপনার বিশ্বাস মানুষ এপের সন্তান। কিন্তু যে এপটি মানুষের পূর্বপুরুষ আপনি ওটি দেখেন নি, আর ওটি এব্যাপারে আপনার কানে কানেও কিছু বলে নি। আপনি ওকে কোনদিন ছোঁন নি আর এমনটি দুরাশাও বটে। আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে খাপ খায় বলেই ওগুলি আপনি বিশ্বাস করেন।'

'কিন্তু ঈশ্বর কি নিজমুখে আপনাকে বলেছেন যে তিনিই মানুষের স্রষ্টা?'

'অবশ্যই কেউ কিছু আমাকে বলে নি। আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বও প্রমাণ করতে পারব না। এটা প্রমাণের নয়, বিশ্বাসের ব্যাপার। আপনি এপে আর আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আপনি এপে বিশ্বাস করেন, কারণ আপনার মানসিক গড়নের সঙ্গে এটি মেলে। আমি আস্তিক, কারণ ঈশ্বরবিশ্বাস আমার লক্ষ্যের অনুকূল।'

'এখানেই ব্যাপারটিকে আপনি কিছুটা গোলমেলে করে ফেলছেন। এপে নয়, আমি মানুষে বিশ্বাসী।'

'...যে-মানুষ এপের সন্তান তাতে। আপনি মানুষে এপ দেখেন, আর আমি দেখি ঈশ্বর।'

'অর্থাৎ যত জীব তত শিব?'

'তাই।'

'ফুয়েরর বা গোয়েরিং, বা হিমলারেও?'

'প্রশ্নটি খুবই কঠিন। আমরা তো আসলে মানুষের স্বভাব নিয়েই কথা বলছি। ওইসব প্রতিনায়কের মধ্যে অবশ্য অধঃপতিত দেবদূতের কিছু চারিত্র্যও থাকে বৈকি। তাদের স্বভাব নিষ্ঠুরতা, ভোগেচ্ছা, মিথ্যা, হীনতা, হিংস্রতার নিগড়ে এমনই বন্দী যে এতে আর মানবিকতার বিন্দুমাত্র অবকাশও থাকে নি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে এই পৃথিবীতে জন্মানোর পর মানুষের পক্ষে তার এপ-পূর্বপুরুষের পথে চলার আর কোন প্রয়োজন আছে।'

'ওই বিশেষ পথের কথা কেন?'

'ওটি আমার নিজস্ব পরিভাষা।'

'অর্থাৎ এপ খতমের জন্য আমরা ঈশ্বরের নিয়মকে মেনে চলব?'

'সম্ভবত তা নয়।'

'যেসব প্রশ্ন আমাকে আলোড়িত করে আপনি বার বার কেবল সেগুলিই এড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনি 'হ্যাঁ' বা 'না' বলছেন না। প্রত্যেকেই তার বিশ্বাস অনুযায়ী 'হ্যাঁ' বা 'না' এমন একটা স্পষ্ট উত্তর পেতে চায়। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে এটা একই সঙ্গে 'হ্যাঁ ও না', 'না ও হ্যাঁ'। এগুলি হল 'এটি আমার মনে হয় না', 'সম্ভবত নয়' এই ধরনের সব ইতিবাচক উত্তর। আপনার তত্ত্বের চেয়ে আপনার কাজের ব্যাপারটিই আমার অসহ্য ঠেকে।'

'আমার কাজের ধারা আপনার অপছন্দ। ...অথচ আপনি বন্দীশিবির থেকে সরাসরি আমার কাছেই এসেছিলেন। এই দুটিকে মেলান কীভাবে?'

'প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এপ আর ঈশ্বরের গুণাগুণ থাকার যে-কথাটি বলেন, এটি আরেকবার প্রমাণিত হল। আমার মধ্যে কেবল স্বর্গীয় গুণ থাকলে আমি আপনার কাছে আসতাম না। আমি পালাতাম না, এবং এস.এস জল্লাদদের মনে মানবিক বোধ জাগানোর জন্য আগুয়ান হয়ে ওদের হাতে প্রাণ দিতাম। যদি ওদের হাতে পড়েন তাহলে আপনি এগিয়ে আসবেন, না আঘাতটি এড়াতে চাইবেন?'

''আগুয়ান হওয়া' বলতে কী বোঝাচ্ছেন? আবার আপনি প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে সরাসরি নাৎসি রাষ্ট্রযন্ত্রের মোকাবিলা করতে চাইছেন? প্রতীকী অভিব্যক্তিতে আগুয়ান শব্দের অর্থ এক, আগেই বলেছি এটি মানুষের বিবেকের প্রতীক। আর যে-যন্ত্র আপনি আগুয়ান হতে রাজি কি না তা জিজ্ঞেস করে না সেখানে ধরা পড়ার অর্থ আলাদা। এই যন্ত্র মূলগতভাবে, পুরোপুরিই বিবেকহীন। ...যন্ত্রের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা একেবারেই নিরর্থক। পথের পাথর বা দেয়ালে মাথা খোঁড়া আর এখানে অন্য একটি মানুষের সঙ্গে কথা বলা আসলে একই ব্যাপার নয়।'

'পাস্তর, এটি বলতে আমি খুবই সঙ্কোচ বোধ করছি। আমি এমন কিছু বলতে চাইছি যা আপনার গোপন ব্যাপার। কিন্তু ফ্রাউ আইসেনস্টাড্‌ট্ আমাকে বলেছিলেন... কথাটি হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে ফসকে গিয়েছিল, সেজন্য আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না ...কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যি যে আপনি এক সময় গেস্টাপোর কাছে কয়েদ ছিলেন?'

'তা, হ্যাঁ, কী বলা যায়, ছিলাম বৈকি...'

'বুঝলাম। আপনি এনিয়ে কথা বলতে চান না। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যুদ্ধশেষে আপনার ভক্তরা আপনাকে আর এতটুকুও বিশ্বাস করবে না?'

'হাজার হাজার লোককেই তো গেস্টাপো ধরেছিল।'

'কিন্তু কেউ যদি তাদের কানে কানে বলে যে পাণ্ডুরকে প্ররোচক হিসাবে অন্যান্য বন্দীদের সেলে পাঠানো হয়েছিল যাদের প্রায় কেউই ফেরে নি আর যারা ফিরেছিল, যেমনটি আপনি, তারা হল লাখে একজন — তখন? আপনার উপর ভক্তদের বিশ্বাস টলে যাবে, নয় কি? তখন আপনি আর তাদের কীই বা বুঝাতে পারবেন?'

'অবশ্য এভাবে যে-কারও সুনাম ধসিয়ে দেয়া যায়। এমনটি ঘটলে আমার পক্ষে নিজের ভাগ্য ফেরান অসম্ভবই হবে।'

'আর তখন?'

'তখন? অস্বীকার করা, সবটুকু শক্তি দিয়ে অস্বীকার করা যেপর্যন্ত না মানুষ আমার কথা বিশ্বেস করতে শুরু করে। আর তারা যদি তখনো আমার দিকে মুখ ফিরিয়েই থাকে তাহলে... তাহলে আমার আত্মিক মৃত্যুই ঘটবে।'

'আত্মিক মৃত্যু? অর্থাৎ তখনো আপনি রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষই থাকবেন?'

'তিনিই আমাদের বিচারক। যদি বেঁচে যাই, বেঁচে থাকবই।'

'আপনার ধর্ম কি আত্মহত্যার বিরোধী?'

'সেজন্যই আমি নিজেকে খতম করব না।'

'কিন্তু প্রচারের সুযোগ হারিয়ে তখন আপনি কী করবেন?'

'প্রচার ছাড়াই আমি আমার বিশ্বাস অটুট রাখব।'

'অন্যদের মতো যেকোন একটি কাজে আপনার সমস্যার বিকল্প সমাধান দেখছেন না কেন?'

''কাজ' বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?'

'বিজ্ঞানের মিনার তৈরির জন্য পাথর কাটা। এর চেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত আপাতত মনে আসছে না।'

'আপনার চোখে ধর্মতত্ত্বের একজন স্নাতকের পক্ষে যদি পাথর কাটাই সমাজসেবার নিদর্শন হয়ে থাকে তবে আমার বলার কিছু নেই। যদি তাই হয় তবে বন্দীশিবিরে ফিরে গিয়ে মরা পুড়ানোর চুল্লিতে ঢুকে পড়াই তো আমার জন্য সবচেয়ে ভাল হবে...'

'আমি কিন্তু সবসময়ই আপনাকে 'যদিসূচক' প্রশ্ন করছি। আমি আসলে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, ভবিষ্যৎ চিন্তা জানতে চাই।'

'তাহলে আপনি ভাবেন যে, কোন মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে ভক্তদের মধ্যে ফেরা আসলে আলসেমী বা ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছু নয়? একে আপনি

কাজ ভাবেন না? আপনার কাছে কাজ মানে পাথর কাটা। কিন্তু আমার চোখে আত্মিক শ্রম খুবই জরুরি ব্যাপার।'

'পেশার হিসাবে আমি একজন সাংবাদিক। আমার লেখাগুলি কেবল নাৎসিরাই নয়, গির্জার কর্তৃপক্ষও বেআইনী করেছিল।'

'মানুষ সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যা অশুদ্ধ বলেই গির্জা ওর নিন্দা করেছিল।'

'আমি মানুষের কোন ব্যাখ্যা দিই নি। আমি ব্রেমেন ও হাম্‌বুর্গের বস্তিবাসী চোর আর বেশ্যাদের জগতের একটি ছবি এঁকেছিলাম। হিটলারের রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে এটা ছিল শ্রেষ্ঠ জাতি সম্পর্কে কুৎসা প্রচার। এতে খোদ মানুষকেই হেয় করেছি বলে গির্জা আমার উপর দোষারোপ করেছিল।'

'জীবন-সত্য সম্পর্কে আমরা ভীত নই।'

'হ্যাঁ, তাই! আমি দেখিয়েছিলাম এসব মানুষ গির্জার কাছে আশ্রয় চাইছে আর গির্জা তাদের বিমুখ করছে: আসলে ভক্তরাই এদের ফিরিয়ে দিয়েছিল আর পাস্তরের পক্ষে ভক্তদের বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব ছিল না।'

'অবশ্যই আমি যেতাম না। এই সত্য তুলে ধরার জন্য আমি আপনাকে নিন্দা করছি না। তবে আগামী মানুষের উপর এটি আরোপের ক্ষেত্রেই আমার আপত্তি।'

'পাস্তর, আপনার উত্তরে প্রচারের চেয়ে রাজনীতির ঝাঁজটাই কি একটু বেশি নয়?'

'নিজের মনে যা আছে আসলে আপনি তাই আমার মধ্যে দেখেন। আপনি আমার যে রাজনৈতিক ছায়াটি দেখেন সেটি পুরোটার একটা অংশ মাত্র, যেমনটি কারও কারও কাছে লগ-রোলার পেরেক মারার একটি হাতুড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। লগ-রোলার যেহেতু লম্বা ও ভারি সেজন্য এটি হাতুড়ি হিসাবেও চলে বৈকি। এটি হল বস্তুর গুণাগুণের একটি ভগ্নাংশ বোঝানোর দৃষ্টান্ত। এই রোলার তো ঠিক পেরেক মারার হাতুড়ি নয়, অঙ্ক কষার হাতিয়ার।'

'পাস্তর, আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি আর আপনি উত্তরের বদলে আমার দিকে পেরেক ছুড়ছেন। অবশ্য বেশ চাতুরির সঙ্গে আমার কাছ থেকেই জবাবগুলি বের করে নিচ্ছেন, যদিও আমিই এখানে প্রশ্নকারী। গোড়া থেকেই আপনি আমাকে চলতি মতের বিরোধী বলে ধরে নিয়েছেন, অথচ আমি একজন সত্যিকার সন্ধানী। আপনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েও নিজেকে এর বাইরে ভাবছেন কেন?'

'সেটা ঠিক। আমি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি। সত্যিসত্যিই যুদ্ধে আটকা পড়ে গেছি। কিন্তু আমি খোদ যুদ্ধের বিরুদ্ধেই লড়ছি।'

'আপনার যুক্তিগুলি বস্তুবাদী খোলে মোড়া বটে।'

'আমি জনৈক বস্তুবাদীর সঙ্গেই যে কথা বলছি।'

'তাই আমার বিরুদ্ধে আমারই অস্ত্র চালাচ্ছেন?'

'আমি বাধ্য হয়েই তা করছি।'

'শুনুন... আপনার ভক্তদের কল্যাণের জন্য আমি চাই আপনি আমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। আমি আপনাকে তাদের ঠিকানা দেব। বিশ্বাস করেই আমি ঠিকানা দিচ্ছি... পাস্তর, এই বেচারাদের সঙ্গে বেইমানী করবেন না...'

'আবার সেই কথা! আমি আপনাকে বলেছি...'

এই আলাপের রেকর্ডিং শোনার পর স্টির্লিংস আচমকা উঠে দাঁড়াল। সে জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে যেন সেই লোকটির চাহনি এড়াতে চাইল যে আগের দিন পাস্তরের সাহায্য চেয়েছিল আর এখন দে'তো হাসি হাসছে তার নিজের কণ্ঠস্বর শুনে শুনে, কনিয়াক গিলছে, মৌজ করে সিগারেটের ধুঁয়ার রিং ছাড়ছে।

'পাস্তরের কাছে কি যথেষ্ট সিগারেট ছিল না?' না ফিরেই স্টির্লিংস বলল।

দেয়াল-জোড়া মস্ত জানালায় দাঁড়িয়ে সে দেখছে এক দঙ্গল কাক বরফের উপর রুটি নিয়ে মারামারি করছে। দারোয়ানটি দ্বিগুণ রেশন পাচ্ছে, পাখ-পাখালির জন্য তার প্রেম উথলে উঠেছে। সে ঘুণাক্ষরেও জানে না যে স্টির্লিংস এস.ডি-র লোক। তার বদ্ধমূল ধারণা বাড়িটি হয় সমকামীদের কিংবা মালদার বেনিয়াদের আড্ডাখানা। এর ধারেকাছেও সে কোন মেয়েলোকের ছায়া দেখে নি। এখানে দলবল এলে কেবল গোপন কথাবার্তাই চলে, আসে বাছাই বাছাই খাবার আর সরেস মদ।

'হ্যাঁ, সিগারেট ছাড়াই কাজটি প্রায় হাসিল করেছি... ব্যাটা ভারি বকবক করে আর সিগারেট ছাড়া তখন আমার মরার অবস্থা...'

এজেন্টের নাম ক্লাউস। দু'বছর আগে তাকে কাজে নেওয়া হয়েছে। এই প্রাক্তন প্রুফ-রিডারটি বাড়তি থ্রিলের ঝোঁকে নিজেই কাজটি জোগাড় করেছে। কাজে সে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। সরলতা আর খোলাখুলি মতামত জানিয়ে সে সহালাপীদের তাক লাগিয়ে দিতে পারে। দ্রুত ফল

ফলানোর জন্য তাকে ইচ্ছামতো কথা বলার অধিকার দেয়া হয়েছে। স্টির্‌লিংস যতই ঘনিষ্ঠভাবে ক্লাউসকে দেখছে ওর সম্পর্কে ততই তার ভয় বাড়ছে।

'হয়ত সে অসুস্থ,' একবার স্টির্‌লিংস ভেবেছিল। 'বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তড়পানো এক ধরনের অসুখ বৈকি। ক্লাউস লম্ব্রসোকে* সরাসরি মিথ্যা প্রমাণ করে। আমার দেখা অপরাধীদের মধ্যে তার জুড়ি নেই, অথচ কী মনভোলানো, কী চমৎকার...'

টেবিলের কাছে এসে স্টির্‌লিংস ক্লাউসের মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তোমার মনে হয় বুড়ো রাজি হবে?'

'অবশ্যই। পাদ্রী আর বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কাজ করাই আমার বেশি পছন্দ। কাউকে সোজাসুজি ফাঁদে পড়তে দেখা ভারি আমুদের। জানেন, কখনো আমার ইচ্ছে হয় বলি, 'হেই হন্দ বোকা! থামো! কোন জাহান্নমে চলেছ?''

'অবশ্য এমনটি বলা বাড়াবাড়িই হবে,' স্টির্‌লিংস বলল, 'এটা ঠিক যুক্তিসঙ্গতও নয়।'

'আপনার কাছে মাছের টিন নিশ্চয়ই নেই। মাছ না খেয়ে খেয়ে আমি পাগলা হয়ে যাচ্ছি। আমার ফসফরাস চাই। এটি স্নায়ুকোষের জন্য...'

'তোমাকে কিছু ভাল টিনের মাছ দিচ্ছি। কী তোমার পছন্দ!'

'তেলে জরানো মাছই আমার ভাল লাগে।'

'তা জানি, কিন্তু কোথাকার, দেশী বা...'

''বা',' ক্লাউস জোরে হেসে উঠল। 'ঠিক দেশপ্রেমিকের মতো না শোনালেও ফরাসী বা ম্যার্কিনী খাবার-দাবার আর মদই আমার পছন্দ...'

'ওলিভ তেলে জরানো, মশলা দেয়া, ফসফরাস চুইয়ে পড়ছে এমন ফরাসী সার্ডিনই তোমাকে দেব ... গতকালই আমি তোমার কাগজপত্রগুলি দেখছিলাম।'

'এগুলিতে বারেক চোখ বুলাতে, এমন কি তা আড়চোখে হলেও, এজন্য আমি যেকোন কিছু দিতে পারি।'

'তুমি যেমনটি ভাবছো এটি তেমন কিছু নয়। এইমাত্র তুমি একটি জটিল কাজ করেছো এটি জানা থাকলে তোমার কথা, হাসি কিংবা লিভার-

---

* লম্ব্রসো চেসারে (১৮৩৫-১৯০৯) — ইতালীয় মনোরোগবিদ ও অপরাধবিজ্ঞানী, বুর্জোয়া অপরাধবিদ্যার প্রতিক্রিয়াশীল নৃতাত্ত্বিক প্রবণতার উদ্ভাবক।

ব্যথার অনুযোগও অনেকের কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে। কিন্তু দলিলপত্র, সে তো একেবারেই কাটখোট্টা ব্যাপার: রিপোর্ট, আরও রিপোর্ট, অভিযোগ, তোমার অভিযোগ, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ... এসবই গাদা গাদা। ... না, এর কোনটিই বিন্দুমাত্রও কৌতূহল জাগাবে না। এতে যা দেখার আছে তা হল তোমার চেষ্টা আর রিপোর্টের ফলে সাতানব্বই জনকে গ্রেপ্তার করা গেছে। আমি এদের মোট সংখ্যাটি বের করেছি ... এদের কেউ তোমার বিরুদ্ধে কিছুই বলে নি, যদিও গেস্টাপো তাদের ঠিকমতোই জেরা করেছিল।'

'আপনি আমাকে এসব বলছেন কেন?'

'জানি না ... হয়ত আমি কিছু ব্যাখ্যার চেষ্টা করছি। ... তোমাকে আশ্রয় দিয়ে পরে কেউ গ্রেপ্তার হলে কি কখনো তোমার মনে কোন অনুশোচনা হয়েছে?'

'আপনার কী মনে হয়?'

'এনিয়ে কখনো ভাবি নি।'

'ঈশ্বর জানেন। তাদের সঙ্গে একা লড়াইয়ে আমি যেন কিছু একটা শক্তি অনুভব করি। এসব লড়াই আমার কাছে কৌতূহলপ্রদ। পরে তাদের কপালে কী ঘটবে আমি তা জানি না। আর আমাদের ভাগ্যেই কী আছে কে জানে? অন্যদের?'

'ঠিক কথা,' স্টির্‌লিৎস একমত হল।

'আমার পর সব জাহান্নমে গেলেই বা কি। তাছাড়া, আমাদের লোকজনদের মধ্যে আছে ভীরুতা, লোভ, দোষারোপের প্রবণতা। এমনটি সকলের ক্ষেত্রেই সত্য। দাসদের মধ্যে মুক্ত থাকা অসম্ভব... এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই দাসদের মধ্যে স্বাধীনতম দাস থাকাই কি ভাল নয়? এই ক'বছর চিন্তাভাবনার দিক থেকে আমি পুরোপুরিই স্বাধীন ছিলাম ...'

তারপর স্টির্‌লিৎস তাকে জিজ্ঞেস করল, 'শুনো, গতকাল সন্ধ্যায় পাস্তরের কাছে কে এসেছিল?'

'কেউ না ...'

'ন'টার কাছাকাছি।'

'আপনি ভুল করছেন,' ক্লাউস জোর দিয়ে বলল, 'কোন অবস্থায়ই আপনার কেউ ওখানে যায় নি। আমি একাই ছিলাম।'

'হয়ত কেউ পাস্তরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ... আমার লোকজন ওকে চিনতে পারে নি।'

'ওই বাড়িতে কি পাহারা বসিয়েছে?'

'অবশ্যই, সব সময়ই ... তাহলে তুমি নিশ্চিত যে বুড়ো ধরাই দেবে।'

'সে ঠিকই ধরা দেবে। সেরা বিরোধী, জনদরদী বা জনপ্রিয় নেতা হিসাবে আমার কারিকুরি ভালই ফল দেয়। লোকজন আমার চাপের কাছে, যুক্তির কাছে নথি স্বীকার করে।'

'চমৎকার, চমৎকার, তুমি দারুণ, ক্লাউস। তবে দেমাকে মাথা গুলিয়ে ফেল না। যাকগে, এবার কাজের কথায় আসা যাক। তুমি আমাদের এক ফ্ল্যাটে কয়েকদিন বিশ্রাম নেবে। তারপরই তোমার জন্য কিছু জরুরি কাজ রয়েছে। কাজটা অবশ্য আমার আওতায় নয়।'

স্টির্‌লিৎস সত্য কথাই বলছিল: গেস্টাপোর জনকয়েক সহকর্মী এক সপ্তাহের জন্য ক্লাউসকে চেয়েছে। কলোনে দুজন রুশ 'পিয়ানোবাদক' একটি বেতারবার্তা পাচার করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছে। এ পর্যন্ত তাদের মুখ খোলান যায় নি। এদের জন্য একজন যুতসই লোক প্রয়োজন। ক্লাউসই তেমন লোক। আর স্টির্‌লিৎস তাকে খুঁজতে রাজি হয়েছে।

'ওই ছাইরঙা ফোল্ডার থেকে একটা কাগজ নাও,' স্টির্‌লিৎস বলে চলল, 'আর লিখ: 'স্টান্ডারটেনফুয়েরর, আমি ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছি। আমি সাধ্যমতো আমার কাজ করেছি এবং এখন এভাবে আমার পক্ষে চলা আর সম্ভবপর নয়। আমার কিছু বিরতি প্রয়োজন...''

দরখাস্তে সই দিতে দিতে ক্লাউস বলল, 'এটা কিজন্য?'

স্টির্‌লিৎস তার হাতে এক তাড়া নোট দিয়ে বলল, 'সপ্তাহখানেকের জন্য ইন্‌সব্রুকে ছুটিতে গেলে নিশ্চয়ই তোমার কোন ক্ষতি হবে না। ওখানে জুয়াখানা এখনো চালু রয়েছে আর আগের মতোই মেয়েরাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওটি ছাড়া তোমাকে আমি সপ্তাহের জন্য ওখানে পাঠাতে পারি না।'

'ধন্যবাদ,' বলল ক্লাউস, 'কিন্তু আমার হাতে এখনো অঢেল টাকা রয়েছে।'

'আরও কিছু বেশিতে কোন ক্ষতি হবে না, নাকি...?'

'না, নিশ্চয়ই না,' প্যান্টের পেছনের পকেটে টাকা গুজতে গুজতে ক্লাউস বলল। তারপর হেসে যোগ করল, 'শুনেছি, আজকাল গনোরিয়ার চিকিৎসায় নাকি অঢেল খরচা।'

'আরেকবার ভেবে দেখ, সত্যি কেউ তোমাকে পাস্তরের ওখানে দেখেছে কিনা?'

'এনিয়ে ভাববার কিছু নেই, ওখানে কেউ ছিল না।'

'আমি আমাদের লোকজনের কথাও বলছি।'

'ওখানে আপনাদের কেউ পাহারায় থাকলে হয়ত তারা আমাকেই দেখেছে। কিন্তু তাও অসম্ভব। কোন জনপ্রাণী আমার চোখে পড়ে নি।'

স্টির্‌লিৎসের মনে পড়ল পাস্তর প্লাগ এখন যে গাঁয়ে আছে সেখানে কয়েদিদের একটি নকল প্যারেড আয়োজনের আগে কীভাবে সে ক্লাউস্‌কে কয়েদিদের ডোরা-কাটা পোষাকে সাজিয়েছিল। এক সপ্তাহ আগে ক্লাউসের দেখা মুখটি সে স্মরণ করল: মহৎ সাহসোজ্জ্বল চোখ, নিজের আশু ভূমিকা পালনে নিবিষ্ট। তখন স্টির্‌লিৎস তার সঙ্গে কথা বলেছিল একেবারে আলাদা স্বরে। কারণ পাশেই ছিল এক পুরোদস্তুর সন্ত। তার মুখের ভঙ্গি তখন কী স্বর্গীয়ই না ছিল, কী করুণ শুনাচ্ছিল তার কণ্ঠস্বর আর কী আশ্চর্য সব শব্দই না সে বেছেছিল।

'তোমার নতুন ফ্ল্যাটে যাওয়ার পথে চিঠিটি আমরা পোস্ট করব,' স্টির্‌লিৎস বলল, 'আর এইসঙ্গে আরেকটি পাস্তরকেও, যাতে কোন সন্দেহের সুযোগ না থাকে। ওটি বরং তুমিই লিখ। তোমার যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য আমি কফি তৈরি করতে চললাম।'

সে যখন ফিরে এল তখন ক্লাউস দ্বিতীয় কাগজটি ধরে রয়েছে।

সে চাপা হাসির সঙ্গে স্তোত্রপাঠের সুরে আবৃত্তি করে বলল, 'সততা চায় সক্রিয়তা। সংগ্রামের ভিতেই আদর্শ জন্মায়। বড় বড় কথা বলা, অথচ পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় থাকা দলের প্রতি, নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। অসততার জন্য নিজেকে ক্ষমা করলেও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ক্ষমা মেলে না। তাই আমার নিষ্ক্রিয়তাকে আমি কখনই ক্ষমা করি না। নিষ্ক্রিয়তা বিশ্বাসঘাতকতার চেয়েও মারাত্মক। আমি বিদায় নিচ্ছি। আত্মপরীক্ষা ও আত্মসততা প্রতিপাদন করুন। ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।' কেমন হল? খারাপ নয়, কী বলেন?'

'পুরোপুরি সাহিত্য। আচ্ছা, বল তো এ কি তোমার মহলা?'

'ঠিক তাই। আমার পরমায়ু হাজার বছরের। কারণ, যেকোন লোকের সঙ্গে কাজ করতে করতে আমি নিজের মহলা দিই আর যাকে আপনার সামনে দেখছেন এ সে নয়, সে একেবারে আলাদা একটি মানুষ। আমি নিজেই তাকে চিনি না — সাহসী, বলবান, সুশ্রী ...'

'তুমি কি কখনো লেখার চেষ্টা করেছ?'

'না। যদি কখনো লিখতে পারতাম ... যদি কোনদিন ...' ক্লাউস হঠাৎ

চুপ করল এবং আড়চোখে বারেক স্টির্‌লিৎসকে দেখল।

'চালিয়ে যাও... আমাদের ভান করার কিছু নেই। তুমি তো বলেই ফেলেছিলে যে লিখতে পারলে আর আমাদের কাছে কখনই আসতে না।'

'অনেকটা তাই।'

'অনেকটা নয়,' স্টির্‌লিৎস শুধরে দিল, 'আসলে তুমি এটাই বলতে চেয়েছিলে, নয় কি?'

'তাই।'

'সাবাস, আমার কাছে লুকন কেন? এটার কোন প্রয়োজন নেই। বাকি হুইস্কিটুকু গিলে এবার চল। অন্ধকার তো হয়েই এলো। উড়োজাহাজের দঙ্গল এখনই হয়ত এসে পড়বে।'

'ফ্ল্যাটটি অনেক দূরে?'

'বনের মধ্য দিয়ে প্রায় মাইল ছয়েক। জায়গাটি খুবই নিরালা। আজ রাতে তোমার ভাল ঘুম হবে।'

গাড়িতে উঠার পর স্টির্‌লিৎস জানতে চাইল পাস্তর প্রাগ প্রাক্তন চেনসেলর ব্রুনিং* সম্পর্কে কিছু বলেছে কি না।

'সে তো আমার রিপোর্টেই রয়েছে। কথাটি বলামাত্র সে একেবারে থ মেরে গিয়েছিল। আমি আর এগুতে ভয় পাচ্ছিলাম।'

'ঠিকই করেছিলে... আর সে কি সুইজারল্যান্ড সম্পর্কে কিছু বলেছে?'

'না।'

'এ পর্যন্ত ভালই। ব্যাপারটি এবার অন্যদিক থেকে দেখতে হবে। সে একজন কমিউনিস্টকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে সেটাই বড় কথা। যোগ্য কাজ, পাস্তর!'

কপালে গুলি করে স্টির্‌লিৎস ক্লাউসকে মেরে ফেলল। কেন বা কার হুকুমে তাকে মারছে স্টির্‌লিৎস তাকে কিছুই বলল না, যেমনটি সিনেমায় হামেশাই ঘটে। সম্মিলিত বাহিনীর বিমান এসে পড়লে তারা ঝিলের পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এটি নিষিদ্ধ এলাকা আর স্টির্‌লিৎস আগেই জানত যে সবচেয়ে কাছের গার্ড-পোস্টটি এখান থেকে মাইলখানেক দূরে। বিমানের হামলার মুখে পিস্তলের শব্দ কারও কানে যাবে না। সে আরও হিসাব করেছিল যে এককালে বড়শিওয়ালাদের ঘাট হিসাবে ব্যবহৃত কংক্রিটের

* হেনরিখ ব্রুনিং — প্রতিক্রিয়াশীল জার্মান রাজনৈতিক নেতা, ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩২ সাল অবধি রাইখস্‌চেনসেলর।

প্ল্যাটফর্ম থেকে ক্লাউস সরাসরি জলে গড়িয়ে পড়বে, পেছনে রক্তের চিহ্নও থাকবে না। অবশ্য এনিয়ে ভাববার কিছু নেই: যখন রোজ রাতেই বৃষ্টি হচ্ছে তখন নিষিদ্ধ এলাকায় কংক্রিটের ঘাটে ওই রক্ত তেমন কিছু বিপজ্জনক নয়। মোটেই নয়।

ক্লাউস টু শব্দটিও না করে নিরেট পাথরের মতোই জলে পড়ল। জলের ওই জায়গাটায়ই স্টির্‌লিংস তার পিস্তলটি ছুড়ে ফেলল (স্নায়বিক ক্লান্তিতে আত্মহত্যা তত্ত্বের জন্য খুবই মানানসই, আর সে তো নিজেই আনুষঙ্গিক কাগজপত্র লিখে রেখে গেছে) এবং তারপর দস্তানা খুলে বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে তার গাড়িতে এল।

'জাস্টাসের জন্য — 'কেন্দ্র' থেকে

স্টকহোল্‌মে নাৎসি ও পশ্চিমী কূটনীতিবিদদের মধ্যে যোগাযোগের খবর আপনি জানেন কি এবং জানলে কতটা? রিবেনট্রপের সহযোগী ক্লাইস্ট সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতে পারেন?'

''কেন্দ্রের' জন্য — জাস্টাস

আমার মনে হয় না এই মুহূর্তে নাৎসি ও পশ্চিমী কূটনীতিবিদদের মধ্যে কোন বড় রকমের যোগাযোগ সম্ভব। তদুপরি যারা সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবে সেইসব বিশ্বাসঘাতকদের জন্য হিটলারের হুকুমে রাইখস্‌চেনসেলর হিমলার মৃত্যুদণ্ডের হুমকি দিয়েছে। ডক্টর ক্লাইস্ট বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের একজন গেস্টাপো এজেন্ট। আমি জেনেছি যে অতীতে পশ্চিমের সঙ্গে তার কোন বড় ধরনের যোগাযোগ ছিল না। স্টকহোল্‌মে তার কাজকর্ম প্রটোকল ধরনের এবং যতটুকু আমি জানি সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাকে কোন নির্দেশ দেয়া হয় নি।

জাস্টাস।'

এস.ডি রাইখ নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান এর্নস্ট কালটেনব্রুনারের কথায় ভিয়েনা এলাকার টান ছিল। এটি ফুয়েরর আর হিমলারের অপছন্দ জেনেই সে একদা একেবারে প্রথম শ্রেণীর জনৈক স্বরবিদের কাছ থেকে সঠিক জার্মান উচ্চারণ রপ্ত করেছিল। কিন্তু এতে তার তেমন কিছু লাভ হয় নি। সে ভিয়েনাকেই ভালবাসত। এটি ছিল তার নয়নমণি। উচ্ছল অথচ কিছুটা কর্কশ ভিয়েনীয় আঞ্চলিক ভাষা ছেড়ে কোনদিন শুদ্ধ জার্মান ভাষায়

কথা বলার ঘণ্টাখানেক ফুরসতও তার হত না। তাই সে নিজেকে জার্মান দেখানোর ভানটি একবার ছেড়েই দিয়েছিল এবং ভিয়েনার চলতি ভাষায়ই সবার সঙ্গে কথাবার্তা চালাত। নিজের কর্মচারীদের সঙ্গে সে ভিয়েনার ভাষার বদলে ইন্সব্রুকের কথ্যভাষাই ব্যবহার করত: পাহাড়ী এলাকার অস্ট্রীয়দের কথা বলার ধরন একটু আলাদা আর কালটেনব্রুনার এই সুযোগে মাঝেমাঝে অধস্তনদের হেনস্তা করে মজা পেত — তার কোন কথা না বুঝলেও তারা চুপ করে থাকত, বিব্রত হত, অস্বস্তি বোধ করত।

'সিব্লিংস নয়, স্টির্লিংস,' বিদ্রূপের হাসি হেসে কালটেনব্রুনার টেলিফোনে বলল, 'যতটুকু জানি আমাদের স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে সিব্লিংস বলে কেউ নেই, আর আপনার এজেন্টদের সম্পর্কে আমার কোন উৎসাহ নেই। যদি সম্ভব হয় কাজটা একটু তাড়াতাড়ি করুন। ধন্যবাদ, আমি অপেক্ষা করব।'

সে গেস্টাপোর বড়কর্তা এস.এস গ্রুপেনফুয়েরর মুলারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পার্টি ও আমাদের যৌথ লড়াইয়ের কমরেড সম্পর্কে আমি অযথা আপনার সন্দেহ জাগাতে চাই না। কিন্তু বাস্তব তথ্যাদি বলছে: প্রথমত, পরোক্ষভাবে হলেও ক্রাকোভের ব্যর্থতার জন্য স্টির্লিংসও দায়ী। সে ওখানেই ছিল। অথচ কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনার ফলে শহরটির বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হল না, যদিও এটি ধুলোয় গুঁড়িয়ে যাওয়ার কথা ছিল। দ্বিতীয়ত, সে হারানো ভি-২ নিয়ে তদন্ত করছিল, কিন্তু কিছুই পেল না। ব্যাপারটির কোনই হদিস মিলল না। ঈশ্বরের দোহাই, যেন ওটি সে ভিস্টুলার লাগোয়া বিলে ডুবিয়ে দেয়... তৃতীয়ত, এখন সে প্রতিশোধের অস্ত্র সংক্রান্ত কিছু ব্যাপারের সঙ্গেও জড়িত এবং এতে ব্যর্থতা না বর্তালেও কোন উল্লেখ্য সাফল্য বা জয় কিছুই তো আমাদের চোখে পড়ছে না। 'দায়িত্বে থাকার' অর্থ তো কেবল আমাদের মতবিরোধীদের জেলে পুরা নয়। যারা সঠিক চিন্তা করছে আর ভবিষ্যতের দিকে নজর রাখছে তাদের সাহায্য দেয়াও তো এই কাজের অংশ। ... চতুর্থত, বলশেভিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি যোগাচ্ছে এমন একটি চলতি বেতারের খোঁজ নিতে স্টির্লিংসকে বলা হয়েছিল। সেটি এখনো বার্লিনের আশেপাশে ঘুরছে। মুলার, আপনি ফাইলপত্র না ঘেঁটে এখনই যদি এই সন্দেহ থেকে আমাকে রেহাই পেতে সাহায্য করেন তবে খুবই খুশি হব। স্টির্লিংসকে আমি পছন্দ করি। কিন্তু অল্প কদিন আগে আমার মনে হঠাৎ তার সম্পর্কে এমন কিছু সন্দেহ জেগেছে যেগুলি থেকে পুরোপুরি মুক্ত না হলে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।'

গতকাল সারারাত মুলার কাজ করেছে। তার মাথা এখন পাক খাচ্ছে। তাই নিজের স্বভাবসিদ্ধ স্থূল তামাশার বদলে সে জবাব দিল, 'এর আগে ওর সম্পর্কে সতর্ক হতে কেউ আমাকে বলে নি। কাজের কোনই ভুলত্রুটি হবে না এটা তো অসম্ভব।'

'তাহলে কি আমারই বড় রকমের ভুল হয়েছে?'

ক্লান্তি সত্ত্বেও কালটেনব্রুনারের প্রশ্নের ঝাঁজ মুলার বুঝতে পারল।

'কেন?' সে জবাব দিল। 'আপনার সন্দেহ পুরোপুরি খুঁটিয়ে দেখা দরকার। এছাড়া আমার দলবলের আর কী কাজ? এ না হলে ফ্রণ্টে ফাঁকিবাজ কুঁড়ে ছাড়া আমাদের আর কীই বা বলা যাবে! আপনার কাছে আর কোন খবর আছে?'

সিগারেটে আচমকা এক কামড় বসিয়ে কালটেনব্রুনার চুপ করে রইল। কিছুটা তামাক গলায় চলে যাওয়ায় সে অনেকক্ষণ কাশল। তার মুখ নীলচে হয়ে গেল, গলার শিরা ফুলে গিয়ে অচিরেই সেগুলি কালচে-লাল হয়ে উঠল।

কাশির দমকে বেরিয়ে আসা চোখের জল মুছতে মুছতে সে জবাব দিল, 'কীভাবে কথাটা বলা যায়। জানি না কীভাবে... কয়েক দিন আগে আমাদের সকল এজেন্টের সঙ্গে তার কথাবার্তা রেকর্ড করার হুকুম দিয়েছিলাম। যাদের আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি তারা আমাদের মারাত্মক অবস্থা, আমাদের যুদ্ধনেতাদের অদূরদর্শিতা, রিবেনট্রপের আহাম্মকী, গোয়েরিংয়ের বোকামী নিয়ে খোলাখুলিই কথাবার্তা বলে, রুশীরা বার্লিনে পেঁছিলে আমাদের হাল কী দাঁড়াবে তা নিয়ে আলোচনা চালায়। অন্যদিকে স্টির্‌লিংস কেবলই বলে, 'এসব বাজে কথা, সবকিছুই ঠিক আছে, ভাল চলছে।' পিতৃভূমি আর ফুয়েররের জন্য ভালবাসার অর্থ কার্যরত বন্ধুদের তো অন্ধকারে রাখা নয়। আমি নিজেকেই জিজ্ঞেস করি — সম্ভবত সেই হদ্দবোকা, আহাম্মক? তাছাড়া আমাদের লোকজনদের মধ্যেও হাবারাম কিছু কম নেই যারা গোয়েবল্‌সের চাতুরিগুলি নির্বোধের মতো ব্যবহার করে থাকে। না, সে তেমনটি নয়। তাহলে কেন সে তার মনের ভাব লুকোয়? হয় কারও উপরই তার বিশ্বাস নেই কিংবা সে কোন ব্যাপার সম্পর্কে ভীত, অথবা সে কোন রুইকাতলা ধরার ফিকিরে আছে বলে নিজেকে পুরোপুরি নির্দোষ রাখতে চায়। যদি তাই হয়, তবে সে কী ধরতে চায়? স্টির্‌লিংস যেসব কাজের দায়িত্বে আছে তাতে অনায়াসেই সে যেকোন একটি নিরপেক্ষ দেশে যেতে পারে... আমি নিজেকেই জিজ্ঞেস

করেছিলাম — সে কি ফিরবে? এবং যদি আসেও তবে কি সে ওখানে বিরোধী বা আজেবাজে লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে না? আমি এর কোন সদুত্তর খুঁজে পাই নি।'

আগেকার এসব যুক্তির কোনটিই মুলারের একটুও মনে ধরে নি। তবে শেষের বক্তব্যে কালটেনব্রুনারের বিশ্লেষণী মনের যে পরিচয় ছিল সেটা তাকে স্বীকার করতে হল। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি প্রথমে তার কাগজপত্রগুলি দেখবেন, নাকি আমিই এগুলি সরাসরি নিয়ে নেব?'

'আপনিই নিন,' জবাব দিল কালটেনব্রুনার। আসলে অনেক আগেই সে ওগুলি দেখেছিল। 'আমাকে এখন যেতে হবে, ফুয়েররের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা।'

মুলার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কালটেনব্রুনারের দিকে তাকাল, গড়খাই থেকে পাওয়া আনকোরা কিছু খবর সে আশা করছিল। কিন্তু নিরাশ হতে হল। কালটেনব্রুনার এক বোতল 'নাপলিয়ঁ' কনিয়াক নিয়ে এসে মুলারের দিকে একটি গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল:

'গতরাত ওটি যথেষ্ট চলেছিল কি?'

'এক ফোঁটাও না।'

'তাহলে চোখদুটি জবাফুল হয়ে আছে কেন?'

'আমি একটুও ঘুমুতে পারি নি। প্রাগের ব্যাপারে অঢেল কাজ ছিল। আমাদের লোকরা একদল আন্ডারগ্রাউন্ডের খোঁজ পেয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওখানে কিছু মজার ব্যাপার-স্যাপার ঘটবে।'

'ওখানে ক্রুগার আপনার খুবই কাজে আসবে। খুবই পরিশ্রমী ছেলে, তবে বুদ্ধিতে কিছু খাটো। কনিয়াকটুকু গিলে ফেলুন। এতে মনমেজাজ খুলে যাবে।'

'ঠিক উল্টো, কনিয়াকে আমার ঝিমুনি ধরে যায়। ভদকাই আমার পছন্দ।'

'এতে ঝিমুনি আসবে না,' কালটেনব্রুনার হেসে গ্লাস তুলে বলল। 'চিয়ার্স!'

সে এক ঢোকেই পুরোটা গিলে ফেলল। তার কণ্ঠমণি হঠাৎ উপর দিকে খানিকটা উঠে গেল।

'সে ওটি ঠিকই হজম করতে জানে,' মুলার নিজেরটি খেতে খেতে ভাবল, 'এখন নিশ্চয়ই আরেক গ্লাস ঢালবে।'

কালটেনব্রুনার একটি কড়া জাতের সস্তা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আরেকটা হোক?'

'ধন্যবাদ, সানন্দে,' জবাব দিল মুলার, 'কনিয়াকটি সত্যি চমৎকার।'

২

'ফুয়েররের আদেশে এবং কেইটেল, জোড্‌ল, বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের হাভেল, রাইখস্‌লেইটর বোরমান, এস.এস রাইখস্‌ফুয়েররের দফতরে এস.এস ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর ফেগেলাইন, শিল্পের রাইখস্‌মন্ত্রী স্পেয়ের, অ্যাডমিরাল ফোস, তৃতীয় শ্রেণীর ক্যাপ্টেন লুডে-নেইরাট, অ্যাডমিরাল ফন পুটকামের, সহকারী ও স্টেনোগ্রাফারদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভার একটি নিখুঁত বিবরণী।

বোরমান: কে সবসময় এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করছে? আমাদের অসুবিধা হচ্ছে! মোহদয়গণ, দয়া করে একটু চুপ করবেন!

পুটকামের: কর্নেল ফন বেলোভকে ইতালিতে লুফ্‌টভাফের সম্পর্কে কিছু সংবাদ জানাতে বলছিলাম।

বোরমান: আমি বিশেষ কারও কথা বলছি না। সকলেই কথা বলছে, একটা বিরক্তিকর হল্লা সৃষ্টি হয়েছে।

হিটলার: এতে আমার কোন অসুবিধা হয় না। হের জেনারেল, ম্যাপে কুরল্যান্ডের শেষ অবস্থাটি এখনো দাগান হয় নি।

জোড্‌ল: আমার ফুয়েরর, হয়ত আপনার চোখে পড়ে নি। এখানেই সকালের অবস্থাটি দাগান হয়েছে।

হিটলার: লেখাগুলি খুবই ছোট। ধন্যবাদ। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি।

কেইটেল: জেনারেল গুডেরিয়ান কুরল্যান্ড থেকে সৈন্য সরানোর জন্য আবার চাপ দিচ্ছেন।

হিটলার: এটা অযৌক্তিক। এখন জেনারেল রেনডুলিচের বাহিনী লেনিনগ্রাদ থেকে তিনশ মাইল দূরে, রুশীদের পেছনে থেকে ওদের চল্লিশ থেকে সত্তরটি ডিভিসনের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে। ওখানে সরে এলে বার্লিনের দিকে এগুনোর শক্তিহার সঙ্গে সঙ্গে বদলাবে আর গুডেরিয়ান যাই ভাবুক সেটা মোটেই আমাদের পক্ষে যাবে না। কুরল্যান্ড থেকে সৈন্য সরালে বার্লিন এলাকায় প্রতিটি জার্মান ডিভিসনের জায়গায় অন্তত তিনটি রুশ ডিভিসন থাকবে।

বোরমান: হের ফিল্ডমার্শাল, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ না হলে...

কেইটেল: আমি সৈনিক, রাজনীতিবিদ নই।

বোরমান: সর্বাত্মক যুদ্ধের এযুগে এই ধারণাদুটি এখন মিশে গেছে।

হিটলার: লিবাভার যুদ্ধের কথা মনে রেখে কুরল্যান্ড থেকে সৈন্য সরাতে কমপক্ষে আরও ছ'মাস লাগবে। এটা হবে খুবই হাস্যকর। অলীক কল্পনার বদলে সত্যিকার ঘটনার ভিত্তিতে বিচার করলে আমরা জিতব কিনা সেটা কয়েক ঘণ্টা, সত্যিকার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্থির হয়ে যাবে। যাদের চোখ খুলা রয়েছে, যে বিচার করতে, সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে তাকে একটি সরল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে: আশু জয় কি সম্ভব? আমি সরাসরি কোন স্পষ্ট উত্তর দাবি করছি না। অন্ধবিশ্বাস নয়, আমি চাই তথ্যপুষ্ট বিশ্বাস। এখনকার সম্মিলিত বাহিনীর মতো এত অসঙ্গতিপুষ্ট এমন বিরোধী সমন্বয় পৃথিবীতে কেউ কোনদিন দেখে নি। কেবল পুরোপুরি হতাশ, কিছু না হারানোর এক পরিস্থিতিতেই এমন সামঞ্জস্যহীন মতের, লক্ষ্যের, উপাদান ও চরিত্রের সহাবস্থান সম্ভবপর। আমি এখানে কনসেনট্রেসন ক্যাম্পের কথাই বলছি। সেখানে নাকি পোপের ভক্ত, কমিউনিস্ট নাস্তিক, ফরাসী র‍্যাডিকাল ও ব্রিটিশ রক্ষণশীলরা আগুন-লাগা বাড়ির মানুষের মতোই আছে। নিরাশার মধ্যেই এই ধরনের ঐক্য গড়ে ওঠে। এটি হতাশদের ঐক্য। এর কোন আশা নেই, লক্ষ্য নেই। যেখানে রুশ, ব্রিটিশ ও মার্কিনীদের লক্ষ্য পরস্পরের একেবারে উল্টো সেখানে আমাদের লক্ষ্য সবার কাছেই স্পষ্ট। ওরা যেখানে পরস্পরবিরোধী ভাবাদর্শে বিভক্ত সেখানে একটি সাধারণ ভাবাদর্শই আমাদের প্রেরণার উৎস, আমাদের জীবনের অভীষ্ট। যেখানে তাদের মধ্যে মতানৈক্য বাড়ছে, আরও বাড়বে অথচ সেখানে আমাদের ঐক্য আজ অতীতের তুলনায় এমন এক নিটোল গুণগত পর্যায়ে পৌঁছেছে যা অতীতের কষ্টকর অথচ মহান সেই প্রচারাভিযানের সময় আমি গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। কূটনৈতিক বা অনুরূপ কোনভাবে আমাদের শত্রুদের জোট দ্রুত ভেঙে ফেলার চিন্তা ন্যূনপক্ষেও একটি অবাস্তব স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। লড়াইয়ের ময়দানে এদের প্রচন্ড আঘাত হেনে, আমাদের অনমনীয় দৃঢ়তা, অফুরান শক্তি দেখিয়েই কেবল আমরা এই জোটভাঙ্গার দিন ঘনিয়ে আনতে পারি। আমাদের বিজয়ের কামান গর্জনেই শুধু এটি চৌচির হতে পারে। বলপ্রয়োগ ছাড়া পশ্চিমী গণতন্ত্রকে আর কিছুতেই টলান যাবে না। স্তালিনকে দমানোর একমাত্র ওষুধ হল একদিকে তার পশ্চিমী জোটের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি, অন্যদিকে তার মাথায় মুগুর মারা।

মনে রাখবেন স্তালিন এখন আর ব্রিয়ান্স্কের বনে বা ইউক্রেনের মাঠে যুদ্ধ করছে না, তার সৈন্যরা আজ পোল্যান্ডে, রুমানিয়া ও হাঙ্গেরিতে। রুশীরা এখন 'বাইরের দুনিয়ায়' আসার ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাদের মনোবল ভেঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু আমি রুশী বা আমেরিকানদের দিকে তাকিয়ে কথা বলছি না। আমি তাকিয়ে আছি জার্মানদের দিকে! কেবল আমাদের জাতিই জয়ী হতে পারে আর সে জয়ী হবেই! আজ সারা দেশই একটি পুরো সামরিক ক্যাম্প হয়ে উঠেছে। সারা দেশ বলতে আমি বোঝাচ্ছি জার্মানি, অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, হাঙ্গেরি ও ইতালির কিছুটা, চেক ও বোহেমীয় অঞ্চল এলাকার বড় অংশ, ডেনমার্ক আর হল্যান্ডের কিছুটা। এ হল ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, বৈষয়িক ও আত্মিক শক্তির খনিবিশেষ। জয়ের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন তা আমাদের হাতের মুঠোয়। এগুলির যথাযথ ব্যবহার সহ দ্রুত জয়লাভ এখন আমাদের উপর, আমাদের সামরিক বাহিনীর উপরই নির্ভর করছে। বিশ্বাস করুন, আমাদের সেনাবাহিনীর হাতে প্রথম পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুজোট ভেঙে পড়বে। ওদের প্রত্যেকটি শরিকের সংকীর্ণ স্বার্থ তাদের সাধারণ যুদ্ধকৌশলকে ছাপিয়ে উঠবে। দ্রুত জয়লাভের জন্য আমার সুপারিশ হল: ৬ নং এস.এস পানসার সেনাবাহিনী বুদাপেস্টের কাছে প্রতি-আক্রমণ শুরু করবে, ফলত একদিকে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে জাতীয় সমাজতন্ত্রের দক্ষিণী দুর্গের মজবুত অবস্থান নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে রুশীদের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতিও চালান যাবে। মনে রাখবেন, ঠিক ওই দক্ষিণেই আমাদের সত্তর হাজার টন তেল রয়েছে। তেল তো যুদ্ধধমনীর প্রাণদ রক্ত ছাড়া আর কিছু নয়। ওই তেল হারানোর চেয়ে আমি বার্লিন ছেড়ে দেয়াই বরং বেশি পছন্দ করব। এই তেলই অস্ট্রিয়াকে দুর্ভেদ্য করেছে এবং ইতালিতে কেসেলরিংয়ের দশ লক্ষ সৈন্যকে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। 'ভিস্টুলা'-বাহিনী সংরক্ষিত সৈন্যদের নিয়ে পমেরানিয়া আক্রমণের পাদভূমি সামনে রেখে অটল মনোবল সহ রুশীদের প্রতি-আক্রমণ করবে। এস.এস রাইখস্‌ফুয়েররের বাহিনী রুশীদের প্রতিরোধ ভেঙে ফেলে ওদের পেছনে পৌঁছে নিজেরাই আক্রমণের উদ্যোগ নেবে। স্টেটিন বাহিনীর সাহায্যে তারা রুশ ফ্রন্ট পেরিয়ে যেতে পারবে। সংরক্ষিত সৈন্য আনা স্তালিনের এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে, বিপুল দূরত্ব তাকে বেকায়দায় ফেলবে। অথচ এই দূরত্বের ব্যাপারটি আমাদেরই কাজে লাগবে। যে-সাতটি রক্ষাব্যূহের দৌলতে বার্লিন দুর্ভেদ্য, তাই আমাদের রণনীতির নিয়ম ডিঙ্গিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ থেকে বড় বড় বাহিনী

পশ্চিমে পাঠানোর সুযোগ দেবে। আমাদের হাতে তখন অঢেল সময় থাকবে। সংরক্ষিত বাহিনী আবার গড়ে তুলতে স্তালিনের লাগবে দুই-তিন মাস, আর এটি আমরা পারব মাত্র পাঁচ দিনে। সাবেকী রণকৌশলের বিরুদ্ধে হলেও জার্মানির দূরত্বগুলির কল্যাণে এটি সম্ভবপর হবে।

জোড্‌ল: তাসত্ত্বেও সাবেকী রণকৌশলের সঙ্গে প্রশ্নটি মিলিয়ে দেখাই বাঞ্ছনীয়।

হিটলার: এর মানে?

জোড্‌ল: আপনার কথাগুলি খুবই জ্ঞানগর্ভ ও দূরদর্শী। কিন্তু একটি জায়গায় আমি আপনার সঙ্গে একমত নই এবং তা হল সাবেকী যুদ্ধবিদ্যার সঙ্গে পরিকল্পনাটিকে পুরোপুরি না মেলানোর সিদ্ধান্ত।

হিটলার: এটি তো পুরো পরিকল্পনা নয়। এটি হল মোটামুটি আমি যা ভেবেছি। সবকিছু ঠিক হলে শেষে সদরদফ্‌তরে বিশেষজ্ঞরা এর বিভিন্ন খুঁটিনাটি ভেবে দেখবে। আমাদের সামরিক বাহিনীর হাতে আছে প্রতিরোধের জন্য সুসংগঠিত চল্লিশ লক্ষের বেশি মানুষ। আমাদের কাজ হল মারাত্মক আঘাত হানার জন্য এদের সঠিকভাবে কাজে লাগান। ১৯৩৮ সালের আগস্টে আমাদের সীমান্ত যেখানে ছিল আমরা এখন সেখানে আছি। জার্মান জাতি আজ এক নিটোল ঐক্যে দৃঢ়বদ্ধ। ১৯৩৯ সালের তুলনায় এখন আমাদের যুদ্ধশিল্পের উৎপাদন চারগুণ। তখনকার তুলনায় আমাদের সৈন্যসংখ্যাও আজ দ্বিগুণ। আমাদের ঘৃণা এখন প্রচণ্ড, জয়েচ্ছা অদম্য। একটি প্রশ্ন — যুদ্ধের সাহায্যেই যে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করব এতে কোন সন্দেহ আছে কি? কিংবা সামরিক সাফল্যেই না আসবে রাজনৈতিক সাফল্য?

কেইটেল: রাইখস্‌লেইটর বোরমান বলেন আজকাল সৈনিকের নাকি রাজনীতিজ্ঞ হওয়াও প্রয়োজন।

বোরমান: আপনার কি তা মনে হয় না?

কেইটেল: অবশ্যই।

হিটলার: ফিল্ডমার্শাল, আগামী কালের মধ্যে এর পুরোটা ঠিক করে ফেলুন।

কেইটেল: নিশ্চয়ই। আমরা একটা সাধারণ খসড়া করব এবং এতে আপনার মত থাকলে এর খুঁটিনাটি শেষ করা যাবে।'

ইভা ব্রাউনের ভগিনীপতি ফেগেলাইন এই বৈঠকের খবর নিয়ে হিমলারের সদরদফ্‌তরে এসে বলল, 'ফুয়েরর সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধান সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।'

হিমলার জিজ্ঞেস করল, 'সামরিক বাহিনীর লোকেরা তাঁর পরিকল্পনা শুনে কী বলল?'

'ব্যাজস্তুতির ভাবটা তারা লুকোতে পারে নি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে সামরিক বাহিনীও এখন যুদ্ধের রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।'

'আত্মসমর্পণ?' বিষণ্ণ স্বরে হিমলার বলল। 'যুদ্ধে কি তাদের বিরক্তি ধরে গেছে?'

'আত্মসমর্পণ কেন? আলাপ-আলোচনা...'

স্টির্‌লিৎস যখন ঘরে ফিরল তখন সাতটা। সবে সন্ধ্যা শুরু হয়েছে। বছরের এই সময়টা বিশেষভাবে সে পছন্দ করে: যখন বরফের ছিটেফোঁটা প্রায় নেই, ভোরে রোদের আলোয় উঁচু পাইন গাছের আগা জ্বলজ্বল করে আর মনে হয় গ্রীষ্মই এসে গেছে, এবার মগেল্‌সেয়ে হ্রদে গিয়ে মাছ ধরে কিংবা ডেকচেয়ারে শুয়ে শুয়ে সারাটা দিন কাটান যায়।

স্টির্‌লিৎস আজকাল পটস্‌ডামের কাছে বাবেল্‌সবার্গের শহরতলীতে এক ছোট বাড়িতে থাকে। যে-মহিলাটি বাড়িটি দেখাশুনা করে সে গেছে এক সপ্তাহ আগে থুরিঙিয়ার পাহাড়ে বোনঝির কাছে। সারাদিন বোমা ফাটার শব্দ তার সয় নি, মেজাজটাই বিগড়ে গিয়েছিল।

কাছের সরাইখানা — 'শিকারী'র মালিকের মেয়েটি এখন বাড়িটি দেখাশুনা করে। সে তরুণী, সুন্দরী, লোভনীয়া। 'খুব সম্ভব স্যাক্‌সনি থেকে,' বৈঠকখানার কার্পেট পরিষ্কারের জন্য বিরাট ভ্যাকুম ক্লিনার নিয়ে ধস্তাধস্তি করার সময় ওকে দেখে স্টির্‌লিৎস ভাবল, 'ওই কালো চুল, নীল চোখ। অবশ্য ওর কথায় বার্লিনের টান রয়েছে, তবু স্যাকসনিরই মেয়ে হবে।'

সে তার পুরনো মডেলের হাতঘড়িটির দিকে তাকিয়ে ভাবল: 'এবার নতুন একটা কেনার সময় হয়েছে। ঘড়ি সব সময় কিছুটা জোরে বা আস্তে চললে মানিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু এটা কখনো জোরে, কখনো ধীরে চলে... অসহ্য... অকেজো।'

'কটা বাজে?' স্টির্‌লিৎস মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল।

'সাতটার মতো...'

'ভাগ্যবতী বটে, 'সাতটার মতো' বললেও ওর চলে। সময় সম্পর্কে না ভাবলেও যাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই তারাই দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখী। কিন্তু মানতেই হবে ওর কথায় বার্লিনের স্পষ্ট টান, এমন কি মেকলেনবার্গেরও।'

মেয়েটি চলে গেলে স্টির্‌লিৎস ভারি ব্ল্যাক-আউট পর্দা টেনে পড়ার আলোটা জ্বালল। সে চুল্লোর কাছে উবু হতেই দেখতে পেল ওখানে কাঠগুলি সাজান তার পছন্দমতো পরিচ্ছন্ন চৌখুপি করে, এমন কি একটি নীল রেকাবিতে কিছু শুকনো বার্চ-ছালও রাখা।

'এটি তো তাকে বলি নি... কিংবা হতে পারে... হ্যাঁ, বলেছিলাম। মেয়েটির স্মরণশক্তি ভালই,' সে বার্চের ছালে আগুন দিতে দিতে ভাবল, 'তরুণদের আমরা বুড়ো শিক্ষকের চোখেই দেখি, আর বাইরে থেকে এভাবে দেখা হাস্যকর। কিন্তু দেখছি আমি নিজেকে বুড়ো ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। বয়স তো উনচল্লিশে পৌঁছল...'

বার্চের শুকনো টুকরোগুলিতে আগুন না ছড়ান পর্যন্ত স্টির্‌লিৎস অপেক্ষা করল। তারপর রেডিও খুলে মস্কো ধরল। রুশ রম্যান্‌স চলছে। তার মনে পড়ল একবার গোয়েরিং তার অফিসরদের বলেছিল: 'শত্রুবেতারের অনুষ্ঠান শোনা দেশপ্রেমিকের উচিত নয়। কিন্তু ওরা আমাদের বিরুদ্ধে আজেবাজে যা বলছে অনেক সময় তা আমার শোনার ইচ্ছা হয়।' স্টির্‌লিৎসের তখনই মনে হয়েছিল লোকটি আহাম্মক ভীরু: সে যে শত্রুবেতারের অনুষ্ঠান শোনে এই খবর দিয়েছিল তার চাকর আর শোফার। আসলে শোফারটি ছিল মুল্যারের লোক। '২ নং নাৎসি'ই যদি নিজের জন্য এমনি অজুহাত খোঁজে তাহলে সে যে কত বড় ভীরু সেটাই প্রমাণিত হয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার পুরোপুরি হতাশাও ধরা পড়ে। পক্ষান্তরে স্টির্‌লিৎস ভাবল সে হলে এসব অনুষ্ঠান শোনার ব্যাপার মোটেই লুকোত না। কঠোর সমালোচনা সহ শত্রুবেতারের অনুষ্ঠানের একটা যথাযথ আলোচনাই এখানে সবচেয়ে মানানসই হত।

পিয়ানো কনসার্টের একটা কোমল অংশ দিয়ে রম্যান্‌সটি শেষ হল। ঘোষকের দূরাগত কণ্ঠস্বরে — সম্ভবত সে জার্মান — বুধ ও শুক্র বারের অনুষ্ঠানসূচির ফ্রিকুয়েন্সির ঘোষণা শোনা গেল। স্টির্‌লিৎস নম্বরগুলি টুকে রাখল। এগুলি ছিল তারই জন্য সাঙ্কেতিক সংবাদ। গত ছ'দিন থেকে সে এজন্য অপেক্ষা করছিল। সে সংখ্যাগুলি একটি কলামে সুন্দরভাবে

লিখল। নম্বরগুলি নেহাৎ কম ছিল না। শ্রোতারা যাতে সবগুলি ঠিকমতো লিখে নিতে পারে সেজন্য ঘোষক আরেকবার এগুলি পড়ল।

তারপর শুরু হল আরও একটি সুন্দর রুশ রম্যান্স।

স্টির্লিৎস বইয়ের আলমারি থেকে মঁতানের এক খণ্ড বের করল এবং সংখ্যার জায়গায় শব্দ বসিয়ে প্রখ্যাত প্রাজ্ঞ ফরাসী চিন্তকের জ্ঞানগর্ভ ব্যঞ্জনায় লুকোন গূঢ়লিপির সঙ্গে এগুলি মেলাতে লাগল।

সাঙ্কেতিক বেতারবার্তার অর্থোদ্ধারের পর সে সংখ্যা ও শব্দ লেখা কাগজটি পুড়ে ছাইগুলি উনুনে ঢেলে দিল। তারপর খানিকটা ব্র্যান্ডি গিলে ভাবল, 'ওরা আমাকে কী ভাবে? জিনিয়াস না ঈশ্বর? অবিশ্বাস্য...'

স্টির্লিৎসের পক্ষে এমনটি ভাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। মস্কো থেকে তাকে দেয়া কাজটি ছিল:

'জাস্টাসের জন্য — আলেক্স

আমরা জানতে পেরেছি যে সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডে উচ্চপদস্থ এস.ডি ও এস.এস অফিসরদের দেখা যাচ্ছে এবং তারা সম্মিলিত বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। বিশেষত, বার্নে এস.ডি এজেন্টরা অ্যালেন ডালেসের লোকজনদের সাথে যোগাযোগের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত জরুরি বিধায় আপনাকে জানতে হবে যে এই যোগাযোগের চেষ্টা কি (১) ইচ্ছাকৃত মিথ্যা সংবাদ, (২) উচ্চপদস্থ এস.ডি অফিসরদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, (৩) কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নির্দেশে পরিচালিত কোন কর্মসূচি।

যদি বার্লিনের নির্দেশেই এস.ডি ও এস.এস এজেন্টরা কাজ করে থাকে তাহলে জানা খুবই জরুরি যে কে তাদের পাঠিয়েছে, অর্থাৎ রাইখের কোন নেতা পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে।

আলেক্স।'

এস.এস স্টান্ডারটেনফুয়েরের স্টির্লিৎসের ছদ্মনাম জাস্টাস। মস্কোয় তার আসল নাম: কর্নেল মাক্সিম মাক্সিমভিচ ইসায়েভ। আর এটি জানে শুধু নিরাপত্তা বিভাগের তিন প্রধান...

...স্টির্লিৎসের কাছে বেতারবার্তাটি পৌঁছনোর ছ'দিন আগে সোভিয়েত গোয়েন্দাদের পাঠান খবরগুলি পড়ে স্তালিন মস্কোর শহরতলীতে তাঁর বাংলোয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানকে ডেকে পাঠান। সেখানে তিনি তাকে বলেন:

'জার্মানির শক্তি পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে, এখন আর সে মোটেই বিপজ্জনক নয়, এমনটি শুধু হাতুড়ে রাজনীতিবিদরাই বিশ্বাস করতে পারে। জার্মানি শক্ত স্প্রিংয়ের মতো। এটিকে কেবল দুদিক থেকে সমানভাবে প্রচণ্ড চাপ দিয়েই ভাঙা চলে, আর তাই আমাদের করতে হবে। পক্ষান্তরে, একদিকে চাপ দিয়ে ঠেকনো বানিয়ে ফেললে স্প্রিংটি লাফিয়ে ওঠে অন্যদিকে আঘাত করতে পারে। প্রথমত, হিটলারবাদীদের অতলান্ত গোঁড়ামির যেহেতু কোনই পরিবর্তন ঘটে নি এবং দ্বিতীয়ত, জার্মানির যুদ্ধসামর্থ্যও যেহেতু অটুট রয়েছে সেজন্য এই আঘাতটি হবে খুবই মারাত্মক। তাই পশ্চিমের সোভিয়েতবিরোধীদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছনোর জন্য নাৎসিদের চেষ্টার ব্যাপারটাকে আপনি অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তৎপরতা হিসাবে দেখবেন। মনে রাখবেন, পৃথক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ব্যক্তিরা হবে হিটলারের অতিঘনিষ্ঠ সহকর্মী যারা পার্টি ও জনগণ উভয়তই খুবই প্রভাবশালী। এদের উপর এখন কড়া নজর রাখা দরকার। এটা তো জানা কথা যে, কোন স্বৈরাচারীর পতন আসন্ন হলে তার অতিঘনিষ্ঠরা প্রাণ বাঁচানোর দায়ে হামেশাই বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে। সকল রাজনৈতিক খেলারই এটি ধরন। এই সম্ভাব্য ঘটনাগুলি এড়িয়ে গেলে আপনারা নিজের কাছেই দোষী হবেন।'

কোথায় অনেক দূরে বিমান হামলার সাইরেন বাজছে আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে কামানের গোলাগুলি। বিজলীস্টেশনের বাতি নিভে গেছে। স্টির্‌লিৎস অনেকক্ষণ চুলোর সামনে বসে রইল: জ্বলন্ত কাঠের টুকরো ঘিরে আগুনের নীলচে আভা, তারপর লালচে-কালো আঙরা।

'এখন ঘুলঘুলিটি আটকে দিলে আমার অক্কা পেতে তিন ঘণ্টাই যথেষ্ট,' ঢুলে ঢুলে স্টির্‌লিৎস ভাবল। 'মস্কোর ইয়াকিমান্‌কা স্ট্রীটে দিদিমার বাড়িতে একবার আমাদের প্রায় এই অবস্থাই হয়েছিল। দিদিমা আগেভাগেই চুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। এখনকার মতো এইসব কালচে-লাল আঙরা তখনো চুলোয় জ্বলছিল, ছিল নীলচে আগুনের আঁচও। আমাদের যে-গ্যাস প্রায় মেরেই ফেলেছিল ওটির বর্ণ, গন্ধ কিছুই ছিল না। মনে হয়...'

গনগনে আঙরাগুলি পুরো কালো হয়ে উঠা আর নীলচে আঁচ একেবারে নিবে যাওয়া অবধি সে অপেক্ষা করল। তারপর চুলোর উপরের ঘুলঘুলি বন্ধ করে স্যাম্পান-বোতলের মুখে আটকান একটি বড়সড়ো মোমবাতি জ্বালল। বোতলের গায়ে গলে-পড়া মোমের অদ্ভুত নক্‌শাগুলির দিকে সে

বারেক অবাক হয়ে তাকাল। অনেকগুলি মোমবাতি পোড়াতে পোড়াতে বোতলের বদলে এটি এখন অদ্ভুত এক পাত্র হয়ে উঠেছে, অনেকটা গ্রীক পানপাত্রের মতোই, কেবল একটিই ব্যতিক্রম: এটি লালচে-সাদা। স্টির্‌লিৎসের যে-বন্ধুরা স্পেনে গেছে তাদের সে কয়েকটি রঙিন মোমবাতি আনতে বলেছে। বোতলগুলি গলে যাওয়া রঙিন মোমের অদ্ভুত ও আশ্চর্য নক্‌শায় ঢেকে গেলে সে তাদের ওগুলি উপহার দেবে।

কাছেই কোথায় পরপর দুটি বড় বড় বোমা ফাটল। 'বিস্ফোরক বোমা', সে ভাবল। 'বড় বড় বিস্ফোরক বোমা। আমাদের ছেলেরা বোমা ফেলার ঠিক জায়গাগুলি চেনে। দুর্দান্ত চিজ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার মুখে ওদের হাতে মারা পড়লে রীতিমতো লজ্জার ব্যাপারই হবে। আমাদের লোকজন আমার এতটুকু চিহ্নও আর খুঁজবে না। বাতাসে এমনি মিলিয়ে যাওয়া এক ভয়ঙ্কর চিন্তা। সাশেঙ্কা,' এই ভাবনার মাঝখানে স্টির্‌লিৎস হঠাৎ যেন সামনে স্ত্রীর মুখ দেখতে পেল। 'সাশেঙ্কা আর আমার ছেলে সাশা। এটি মোটেই মরার সময় নয়। যাই ঘটুক টিকে থাকার চেষ্টা করতে হবে। একা থাকলে মরাটা তত শক্ত নয়। কিন্তু ছেলের মুখ দেখার পর এমনটি ভয়ঙ্কর বৈকি। যত সব আহাম্মক ঔপন্যাসিকরাই লেখে: 'সে তার প্রিয় পরিবার-পরিজনদের মধ্যে শান্তিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল।' সন্তানদের কাছে মারা যাওয়া, শেষ বারের মতো তাদের মুখ দেখা, তাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়া যখন বাকি থাকবে শুধু চির অন্ধকার, তাদের করুণ হাহাকার।'

একবার উন্টার ডেন লিন্ডেনে সোভিয়েত দূতাবাসের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শেলেনবার্গ ও জনৈক তরুণ সোভিয়েত কূটনীতিবিদের আলোচনা স্টির্‌লিৎস তার নিজস্ব বিরস ভঙ্গিতে শুনেছিল। জার্মান রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আর ওই রুশীর মধ্যে আলাপ চলছিল জাদু, সম্মোহন, ভাগ্যগণনা ইত্যাদির উপর বিশ্বাস সম্পর্কে মানুষের অধিকার নিয়ে। দূতাবাসের ওই সচিব ওগুলিকে 'বুনো আজগুবী ব্যাপার' বলেছিল। হালকা আলাপে বরাবরই শেলেনবার্গ চতুর, বিশ্বাস্য ও স্বচ্ছন্দ। শেলেনবার্গ রুশীটিকে ধীরে ধীরে তার যুক্তিতে জড়িয়ে ফেলছে দেখে স্টির্‌লিৎস ক্ষুব্ধ হয়েছিল। 'ও আলো ফেলে ফেলে দেখছে,' সে ভেবেছিল, 'ও শত্রুকে পরখ করছে। আলাপের সময়ই মানুষের চরিত্র সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে, আর শেলেনবার্গ প্রতিপক্ষকে যেমনটি অসহায় করে ফেলে এমনটি আর কারও মধ্যে দেখি নি।'

'আপনার কাছে দুনিয়ার সবকিছুই যদি এত স্বচ্ছ হয়ে থাকে,' শেলেনবার্গ মন্তব্য করল, 'তাহলে জাদু সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসকে আপনি অবশ্যই আজগুবী বলতে পারেন। কিন্তু সত্যিই সবকিছুই কি আপনার কাছে এতই স্বচ্ছ? আমি ভাবাদর্শের কথা বলছি না, ধরুন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত...'

এই অবস্থায় তরুণ সচিবটি ধৈর্য হারিয়ে কড়া জবাব দিয়েছিল, 'তাহলে কি পদার্থবিদ বা গণিতজ্ঞকে কোন সমস্যা সমাধানের আগে গলায় কোন মাদুলি পরতে হবে? এ একেবারেই বাজে ব্যাপার।'

'এই প্রশ্নের পরই তার থেমে যাওয়া উচিত ছিল,' স্টির্‌লিৎস মনে মনে ভাবল, 'কিন্তু সে নিজেকে থামাতে পারে নি, আর নিজের প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছে। তর্কের সময় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন: তাহলেই তো প্রতিপক্ষের সত্যিকার চেহারা ধরা পড়ে। তাছাড়া প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রশ্ন করার চেয়ে অনেক কঠিন...'

'পদার্থবিদ বা গণিতজ্ঞের পক্ষে মাদুলি নেওয়ার সম্ভাবনা কি আপনি অস্বীকার করেন?' শেলেনবার্গ জিজ্ঞেস করল।

'সম্ভাবনার কথা বাতিল করা খুবই নেতিবাচক ব্যাপার। আসলে সম্ভাবনার ধরনটি সম্ভাব্য প্রত্যয়েরই নামান্তর মাত্র।'

'মন্দ হয় নি,' স্টির্‌লিৎস ভাবল, 'কিন্তু আরও যুতসই কিছু করা উচিত ছিল।... 'আপনি কি মনে করেন না যে' এই ধরনের কিছু ওকে জিজ্ঞেস করা চলত। সে এমনটি করল না আর সেজন্যই তাকে কোণঠাসা হতে হল।'

'আমরা কি তাহলে জাদুকে বোধগম্যতার অতীত কোন বর্গের মধ্যেই ধরব? নাকি আপনার আপত্তি আছে?'

এই সময় স্টির্‌লিৎস তার সাহায্যে এগিয়ে এসে বলল, 'এই তর্কে জার্মান পক্ষ জিতে গেছে। তবে সত্যের খাতিরে বলা প্রয়োজন যে, জার্মানির প্রশ্নের জবাবে রাশিয়ার উত্তরগুলিও খুবই চমৎকার হয়েছে। বিষয়টি এখানেই শেষ। তবে রুশ পক্ষ প্রস্তাবের পক্ষে এবং জার্মান বিপক্ষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে আমাদের কী হত বলা মুস্কিল...'

'আপনি কি আমার সঙ্গে একমত, ভায়া?' স্টির্‌লিৎস তরুণ কূটনীতিকের দিকে তাকিয়ে বলল। ওর মুখের পেশীর টান-টান অবস্থা দেখে বোঝাই যাচ্ছিল যে সে শিক্ষাটি ঠিকমতোই গ্রহণ করেছে। ছেলেটিকে সরে যেতে দেখে সে মনে মনে ভাবল: 'বাছা, এনিয়ে বেশি কষ্ট পেয়ো না।

অন্য কারও চেয়ে আলোচনার ওখানটায় আমার বাধা দেয়াই ভাল হয়েছে... কেবল সৌভাগ্য মাদুলির ব্যাপারটিতেই তুমি ভুল করেছ। বিপদের মধ্যে যেতে আমি যখন খুবই মনমরা হয়ে পড়ি, যখন হামেশাই বিপদের সঙ্গে আমাকে সহবাস করতে হয়, আমার জীবন বিপন্ন হওয়ার ভয় থাকে তখন আমি গলায় একটি মাদুলি — সাশেঙ্কার একগোছা চুল-ভরা একটি লকেট ঝুলিয়ে রাখি। পুরনোটি বেশি রকম রুপী হওয়ায় ওই মূল লকেটটি বদলে আমি একটি ভারি, দামী জার্মান লকেট পরছি। কিন্তু সাশেঙ্কার হালকা সোনালী চুলের গোছাটি সবসময়ই আমার কাছে থাকে। ওটিই আমার সৌভাগ্যের মাদুলি...'

আজ থেকে তেইশ বছর আগে দ্জের্জিন্স্কির নির্দেশে প্রথমে সাংহাই ও পরে প্যারিসে প্রবাসী শ্বেতরুশীদের মধ্যে একটি কাজের জন্য ভ্লাদিভস্তোকে ছাড়ার আগে সাশেঙ্কার সঙ্গে তার শেষ দেখা। কিন্তু বহু দূরের সেই ভয়ংকর ঝড়োদিনের পর আর কখনই তার মুখ সে ভুলতে পারে নি, সে তার অস্তিত্বের এক অচ্ছেদ্য সঙ্গী হয়ে উঠেছিল।

স্টির্লিৎস মোমবাতি নিয়ে টেবিলে এল। কয়েকটি কাগজের টুকরোকে সে পেসেন্স খেলার মতো টেবিলের উপর সাজাল। এক টুকরোয় মোটাসোটা একটি লোকের ছবি এঁকে নিচে গোয়েরিং নামটি লিখবে ভেবে শেষে মত বদলাল। সে দ্বিতীয়টিতে গোয়েবল্সের ও তৃতীয়টিতে কাটা-দাগ সহ বোরমানের মুখ আঁকল। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে চতুর্থ টুকরোয় লিখল 'এস.এস রাইখস্ফুয়েরর' — তার বড়কর্তা হেনরিখ হিমলারের উপাধি।

তিনটি কাগজ সরিয়ে রেখে স্টির্লিৎস গোয়েরিংয়ের ছবিটিতে অনেকগুলি বৃত্ত ও চৌখুপি এঁকে এগুলিকে মোটা দুটি রেখা বা একটি সরু রেখার সঙ্গে, কখনো বা অস্পষ্ট কতকগুলির বিন্দুর সঙ্গে যোগ করতে লাগল। এইসব আঁকাজোকার অর্থ কেবল সেই জানত।

...একজন গোয়েন্দা হিসাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনার মাঝখানে এলে প্রায় অভিনেতার মতোই সে আবেগপ্রবণ, সংবেদী হয়ে ওঠে। কিন্তু এই প্রগাঢ় আবেগকে শান্ত যুক্তি, কঠোর যাথার্থ্যের নিচে চাপা দিতে হয়।

দৈবাৎ এবং সর্বদাই রাতে স্টির্লিৎস কখনো ইসায়েভ হয়ে উঠলে সে ভাবে: সত্যিকার গোয়েন্দার কাজ কী? খবর সংগ্রহ, তথ্যাদি বিচার, রাজনৈতিক তাৎপর্য জানার জন্য, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এগুলি কেন্দ্রে পাঠান? নাকি খোদ গোয়েন্দারই উচিত একক সিদ্ধান্ত টানা, নিজস্ব পরিকল্পনা নেওয়া ও নিজের যুক্তিগুলি দেখান? এবং মাক্সিম ইসায়েভ,

যদি মনে কর ভবিষ্যতে কী ঘটবে তুমিই তা জানো, তাহলে সেই ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করার কি অধিকার তোমার আছে? ইসায়েভের মতে গোয়েন্দার অসুবিধা হল অঢেল ব্যতিক্রমী সব নতুন তথ্য তার সামনে ভবিষ্যতের চেহারাকে অস্পষ্ট করে দেয়, তার সিদ্ধান্তকে বিষয়ীগত করে তোলে, তা ঘটনার সত্যিকার অবস্থার একটি বিষয়গত বিশ্লেষণের ফল হয়ে ওঠে না: হোক তা ভয়াবহ কিংবা উৎসাহজনক। ইসায়েভ মনে করে যে, গোয়েন্দা বিভাগকে রাজনৈতিক পরিকল্পনার অধিকার দিলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে যেখানে প্রচুর সুপারিশ থাকলেও শাঁসাল তথ্য থাকবে খুবই কম। তার বিশ্বাস, প্রথমত ও প্রধানত একজন গোয়েন্দা হিসাবে তার পুরোপুরি বিষয়গত হওয়া উচিত। কিন্তু আপসোস এই যে, গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারটি পূর্বনির্ধারিত একটি রাজনৈতিক কর্মপন্থার অধীন। সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্বলতা সম্পর্কে নিজের দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রথম দৃষ্টিতে যতটা মনে হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ততটা দুর্বল নয় — সামরিক নেতাদের এই সতর্ক মতামত সম্পর্কে অনাস্থা দেখিয়েই হিটলার তার সর্বনাশটি ঘটিয়েছে। আর গোয়েন্দা বিভাগ রাজনৈতিক দায়দায়িত্বের উদ্যোগ নিলেও একই সর্বনাশের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এক্ষেত্রে গোয়েন্দাকে মূল ঘটনাবলীর সম্পর্কে নিজের মতামত দেয়া এবং রাজনীতিবিদদের কাছে কতকগুলি সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ সহ তার মতে সবচেয়ে উপযোগী সমাধানটি উপস্থাপনের সুযোগ দেয়াই তো আদর্শ।

ইসায়েভ বিশ্বাস করে যে নিজের দেয়া পূর্বাভাসের অভ্রান্ততা সম্পর্কে অবিশ্বাসী হওয়ার অধিকার একজন গোয়েন্দার আছে। কিন্তু বিদ্যমান ঘটনা তদন্তের সময় বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হওয়ারও কোন অধিকার তার নেই।

এই কয়েক বছরে সংগৃহীত তথ্যাদির সর্বশেষ বিশ্লেষণের সময় স্টির্‌লিৎস এর যাবতীয় খুঁটিনাটি বিচারে বাধ্য হয়েছিল: লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের ঝুঁকি নেবার এই ব্যাপারে কোন ভুলত্রুটি ঘটানোর অবকাশ তার ছিল না।

...১৯৪২ সালে কিল শহরের উপর আটশ মার্কিন 'উড়ন্ত দুর্গের' আক্রমণের পর স্টির্‌লিৎস হিটলারের উত্তরাধিকারী, '২ নং নাৎসি' গোয়েরিং সম্পর্কে সত্যিকার খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছিল। শহরটি প্রায় ভস্মে পরিণত হয়েছিল। গোয়েরিং হিটলারকে এতে তিনশটি বিমানের অংশ গ্রহণের কথা জানিয়েছিল। কিন্তু কিল নগরপাল গ্রোহে, বিমান

হামলার চব্বিশ ঘণ্টায় যার প্রায় সব চুল পেকে গিয়েছিল, সে তার খবরে গোয়েরিংয়ের এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সহ এতে আটশ বিমানের অংশ গ্রহণ, তথা শহর রক্ষায় জার্মান বিমান বাহিনীর পুরোপুরি অপারগতার কথা উল্লেখ করেছিল।

হিটলার গোয়েরিংয়ের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে শেষে মুখে অসীম বিরক্তি ফুটিয়ে বাঁ হাতটি অস্থিরভাবে নাড়তে শুরু করেছিল যেন দাদগ্রস্ত কেউ নিজের গতর চুলকাচ্ছে। তারপর শুরু হয়েছিল আক্রমণ।

গোয়েরিংয়ের দিকে না তাকিয়েই হিটলার উত্তেজিত, বেদনার্ত স্বরে বলেছিল, 'জার্মানির শহরগুলিতে একটিও বোমা পড়বে না, জাতিকে কথাটি কে বলেছিল? কে দিয়েছিল পার্টিকে এই ভরসা? জুয়াখেলার কথা আমি পড়েছি আর ধাপ্পাবাজি শব্দটি আমার জানা। জার্মানি জুয়াখেলার শতরঞ্জি নয়।' হিটলার গোয়েরিংয়ের দিকে বারেক অশুভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে চলেছিল, 'গোয়েরিং, আপনি ধনদৌলত আর বিলাসিতায় গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন! যুদ্ধের এই দিনগুলিতে আপনি রোমান সম্রাট বা ইহুদি ধনীদের মতোই থাকছেন। আপনি তীরধনুক নিয়ে হরিণ শিকার করছেন, আর আমার দেশের মানুষ শত্রুবিমানের গুলিতে প্রাণ দিচ্ছে। জাতির মহত্ত্ব বৃদ্ধিই নেতার পেশা! সাধারণ জীবনযাত্রাই নেতার ভাগ্য! কথা ও কাজের সামঞ্জস্যই তো নেতার কর্তব্য!'

পরে খবর রটে যে এটি শোনার পর গোয়েরিং বাড়ি গিয়ে জ্বর আর হিস্টিরিয়ায় শয্যাশায়ী হয়েছিল। কোন শহরে বোমা পড়লে সে নিজেই সেখানে সরেজমিনে তদন্ত করতে যেত, স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথাবার্তা বলত, ক্ষতিগ্রস্তদের তখনই সাহায্য দেয়ার দাবি জানাত, শহরের বিমান ধ্বংসী কামানগুলি নতুনভাবে সাজাত এবং শেষে শয্যাশায়ী হত, তার রক্তচাপ বাড়ত, আঙুলগুলি বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে উঠত, কপালের পাশ দিয়ে আগুনের হলকা ছুটত, মাথা ধরত। হিমলার পরে গোয়েরিং সম্পর্কে সন্দেহজনক তথ্যভিত্তিক দলিলের জন্য সংবাদ সংগ্রহের সময় মেডিকেল রিপোর্ট তলব করেছিল। চিকিৎসকদের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে এমতাবস্থায় সত্যিই গোয়েরিংয়ের রক্তচাপ অনেকটাই বেড়ে যেত।

সেই ১৯৪২ সালেই হিটলারের সরকারী উত্তরাধিকারীকে এই ধরনের অপমানজনক সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল এবং ততোধিক তা ফুয়েররের সাঙ্গপাঙ্গদের সামনেই। এই ঘটনাবলী হিমলারের আনুষঙ্গিক দলিলে স্থান পেয়েছিল এবং পরদিন, এমন কি হিটলারের অনুমতি ছাড়াই

এস.এস প্রধান 'ফুয়েররের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর' সব টেলিফোন টেপ করার আদেশ জারি করেছিল।

কিন্তু এই শায়েস্তার ব্যাপারটি শেষ হওয়ার পর হিটলার বোরমানের সঙ্গে আলাপের সময় মন্তব্য করত, 'গোয়েরিংই কেবল আমার উত্তরাধিকারী হতে পারে। প্রথমত, সে কখনই ব্যক্তিগত রাজনীতিতে নাক গলায় নি। দ্বিতীয়ত, সে খুবই জনপ্রিয়। তৃতীয়ত, সে-ই শত্রু সংবাদপত্রগুলির ব্যঙ্গচিত্রের মূল বিষয়।'

এই হল একটি লোক সম্পর্কে হিটলারের বক্তব্য যার সক্রিয় কার্যকলাপের পুরোটাই ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে নিয়োজিত, যে-মানুষ অন্য কারও কাছে নয়, নিজের স্ত্রীর কাছেই অকপটে বলেছে এবং মাইক্রফোনেও নয় ('সহকর্মীরা' তার কথাবার্তায় কান পাততে পারে তখন তা সে বিশ্বাস করত না), রাতে বিছানায় শুয়ে, 'আমার মধ্যে তো আমি থাকি না, থাকেন ফুয়েরর।'

গোয়েরিং ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বৈমানিক, কাইসারের জার্মানির বীর। নাৎসিদের প্রথম ব্যর্থতার পর সে সুইডেনে পালিয়ে সেখানে বেসামরিক বিমানের বৈমানিকের কাজ নেয়। একবার তার বিমানটি ঝড়ে পড়লে বলতে গেলে অলৌকিকভাবেই সে রকেলস্টাড্ট্ দুর্গের মাঠে ওটি নামিয়ে ফেলে। ওখানেই কর্নেল ফন ফোকের কন্যা কারিনা ফন কাট্সভের সঙ্গে তার দেখা। সে তাকে স্বামীত্যাগে প্ররোচনা দেয় ও শেষাবধি তারা জার্মানিতে পৌঁছয়। তখনই ফুয়েররের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। ১৯২৩ সালের ৯ নভেম্বরে সে মিউনিখে নাৎসিদের ব্যর্থ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে ও আহত হয়। ভাগ্যের বলেই সে গ্রেপ্তারি এড়ায় এবং ইন্সব্রুকে অপেক্ষারত কারিনার সঙ্গে মিলিত হয়। তারা তখন নিঃস্ব। কিন্তু স্থানীয় এক হোটেল মালিকের বদান্যতায় একেবারে নিখরচায় তাদের একটি আশ্রয় জুটে যায়। গোয়েরিংয়ের মতো সেও ছিল নাৎসি, ইহুদীপ্রাধান্যপীড়িত, যারা ইন্সব্রুকে সত্তর ভাগ হোটেলই দখল করেছিল। তারপর গোয়েরিং ভেনিসের 'ব্রিটানিয়া' হোটেলের মালিকের আমন্ত্রণে সেখানে পৌঁছয় ও ১৯২৭ সাল অবধি ওখানেই থাকে। জার্মানিতে নাৎসিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শনের পর সে দেশে ফিরে এবং ছমাসেরও কম সময়ের মধ্যে আরও এগারো জন নাৎসির সঙ্গে রাইখস্টাগের নির্বাচনে জয়লাভ করে। অস্ট্রীয় বিধায় হিটলার নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে নি।

পরবর্তী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারটি তখন খুবই জরুরি হয়ে উঠেছিল। ফুয়েররের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গোয়েরিং পার্টির কাজ ছেড়ে দিয়ে কেবল রাইখস্টাগের ডেপুটি পদেই বহাল থাকে। ক্ষমতাপ্রত্যাশী একটি পার্টির পক্ষে সম্ভাব্য শক্তিভিতগুলির সঙ্গে যোগাযোগ তৈরির কাজটির দায়িত্বই তাকে দেয়া হয়েছিল। পার্টির ব্যবস্থাধীনে সে বাডেনস্ট্রাসেতে একটি বিলাসবহুল বাড়ি ভাড়া নেয় এবং সেখানেই প্রিন্স হয়েনৎসলার্ন, প্রিন্স কোবুর্গ ও হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে গোয়েরিংয়ের নিয়মিত মোলাকাত ঘটতে থাকে। কারিনা ছিল এসব আড্ডার মক্ষীরাণী। সুন্দরী, অভিজাত এই মহিলাটিকে দেখে সকলেই মুগ্ধ হত। সুইডিশ অভিজাত বংশের এই নারী নির্বাসিত জনৈক বীরযোদ্ধাকে বিয়ে করে বলশেভিক বর্বরতার কাছে অসহায় অনিয়ন্ত্রিত পশ্চিমী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে সহায়তা দিচ্ছে, এটা ছিল তার এক বড় আকর্ষণ।

এই দম্পতির আয়োজিত প্রতিটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আগেই বার্লিনের নাৎসি পার্টি-সংগঠনের একজন নেতা, গোয়েবল্‌স খুব ভোরে তাদের বাড়ি আসত। অবশ্য গোয়েবল্‌স ছিল গোয়েরিং ও পার্টি-সংগঠনের মধ্যেকার প্রধান যোগসূত্র। সে পিয়ানো বাজাত আর গোয়েরিং, কারিনা ও কারিনার প্রথম বিয়ের সন্তান টমাস লোকসংগীত গাইত। রাইখস্টাগের নাৎসি ডেপুটিদের এই নেতার কাছে মার্কিন বা ফরাসী জাজের চপল তাল মোটেই পছন্দসই ছিল না।

পার্টি তহবিল থেকে ভাড়া নেওয়া এই ব্যক্তিগত বাড়িতেই ১৯৩১ সালের ৫ জানুয়ারি হিটলার, শাখ্‌ট ও টেসেনের মধ্যে বৈঠক বসেছিল। এটি ছিল জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের নেতা হিটলার এবং ফিনান্স ও শিল্প কুবেরদের মধ্যেকার বোঝাপড়ার এক চমৎকার প্রেক্ষিত।

তারপরই এল হিটলারের জয়জয়কার। কিছুদিনের মধ্যেই কারিনা গেল সুইডেনে এবং সেখানেই মৃগীরোগে তার মৃত্যু হল। তার শেষ ইচ্ছা ছিল: হেরমান যেন ফুয়েররকে অটুট নিষ্ঠায় সেবা করে যায়।

রেম অভ্যুত্থানের পর বড় বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে পার্টি-নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে বলে বহু নেতৃস্থানীয় নাৎসি যখন ফুয়েররের বিরোধিতা করছিল তখন সাধারণ পার্টি-কর্মীদের বলতে শোনা যেত: 'গোয়েরিং তো আর হেরমান নেই, সে এখন প্রেসিডেন্ট। আজকাল সে আর পার্টি-কর্মীদের বাড়িতে ডাকে না, নিজের অফিসে লাইনে দাঁড় করিয়ে তাদের অপমান করে। সে বিলাসে ডুবে আছে।'

গোড়ার দিকে ব্যাপারটি নিয়ে কানাকানি কেবল সাধারণ পার্টি-সদস্যদের মধ্যেই সীমিত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোয়েরিং বার্লিনের শহরতলীতে 'কারিনহল' নামে একটি প্রাসাদ তৈরি করলে লেই, সাউকেলের মতো নেতারাই হিটলারের কাছে এনিয়ে অভিযোগ করে। গোয়েবল্সের মতে বাডেনস্ট্রাসের মূল বাড়িটি পাওয়ার পরই গায়েরিংয়ের মধ্যে অধঃপতনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সে বলেছিল, 'বিলাসিতা সবসময়ই দুর্নীতির আকর। গোয়েরিংকে সাহায্যে দেয়া দরকার। ওকে কোনমতেই হয়রান চলে না।'

তারপর হিটলার কারিনহলে যায় এবং ফিরে এসে বলে, 'গোয়েরিং শান্তিতে থাকুক। আসলে সে-ই তো কেবল পশ্চিমী কূটনীতিবিদদের সঙ্গে চালচলনে ঠিকমতো পাল্লা দিতে পারে। আমরা না হয় কারিনহলকে বিদেশী অতিথিদের অভ্যর্থনালয় হিসাবেই ধরব। এই ঠিক! হেরমান এটা পেতে পারে। আমরা ধরে নেব কারিনহল জনসম্পত্তি আর গোয়েরিং ওখানকার অছি...'

চেক দূতাবাস থেকে পাঠান একটি খবর ধরা পড়লে জানা যায় যে, গোয়েরিং তার সময়ের বেশির ভাগই ওই প্রাসাদে তার প্রিয় দুই লেখক জুলে ভার্নে ও কার্ল মে-র বই পড়ে কাটায়, ওখানকার মাঠে পোষা হরিণ শিকার করে, নিজস্ব সিনেমা দেখে। আর একনাগাড়ে পাঁচ-পাঁচটি অ্যাডভেঞ্চার ফিল্ম দেখা তার পক্ষে কিছুই নয়। ছবি দেখার সময় সে তার অতিথিদের এই বলে আশ্বাস দেয় যে আখেরে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে...

গোয়েরিংয়ের মেদবহুল শরীর আঁকা ছবিটি একপাশে সরিয়ে স্টির্লিৎস আরেকটি কাগজে মন দিল। ওতে ছিল গোয়েবল্সের ছবি। তার উপনাম ছিল 'বাবেল্সবার্গের ষাঁড়'। রাইখ চলচ্চিত্র স্টুডিও আর অভিনেত্রীদের শহর বাবেল্সবার্গে হানা দেয়ার পরই গোয়েবল্স এই নামটি পেয়েছিল। গোয়েবল্সের দলিলে তার স্ত্রী ও গোয়েরিংয়ের একটি আলাপের রেকর্ড রয়েছে। গোয়েবল্স যখন চেক অভিনেত্রী লিদা বারোভার সঙ্গে থাকত — ঘটনাটি তখনকার।

গোয়েরিংয়ের মন্তব্য: 'মেয়েলোকই ওর সর্বনাশ ঘটাবে। কী কেলেঙ্কারী! আমাদের ভাবাদর্শের দায়িত্বে থেকে এসব আজেবাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া তার জন্য যে কত লজ্জাকর!'

পরে ফুয়েরর বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য গোয়েবল্‌সের স্ত্রীকে সমর্থন দিয়ে বলেছিল, 'আমার সহানুভূতি সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। যতক্ষণ না আপনার স্বামী জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের মতো আচরণের শিক্ষালাভ করছে — যে হবে উচ্চ নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন, নিজের পরিবারের প্রতি সর্বদা অতি দায়িত্বশীল — ততদিন ওর সঙ্গে আমি আর কোন সরাসরি যোগাযোগই রাখব না।'

এতদিনে এসবই অতীতলিপ্ত। সেই বছর জানুয়ারি মাসে হিটলার গোয়েবল্‌সের জন্মদিনে তার বাড়ি গিয়েছিল। গোয়েবল্‌সের স্ত্রীর জন্য আনা একটি ফুলের তোড়া হাতে দিয়ে হিটলার বলেছিল, 'আমার দেরির জন্য ক্ষমা চাইছি। কিন্তু এই ফুলের জন্য সারা বার্লিন আমাকে ঢুঁড়ে বেড়াতে হয়েছে। গোয়েবল্‌স বার্লিনের সবগুলি ফুলের দোকানই বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ, সর্বাত্মক যুদ্ধে ফুল নিষ্প্রয়োজন।'

চল্লিশ মিনিট পর হিটলার চলে গেলে মাগডা গোয়েবল্‌স মন্তব্য করেছিল, 'ফুয়েরর গোয়েরিংদের কাছে কোনদিনই আসেতেন না।'

বার্লিন যখন ধ্বংসস্তূপ, রাইখের হাজার বছরের ইতিহাসে যুদ্ধসীমা যখন রাজধানীর আশি মাইলের মধ্যে তখন একদিন মাগডা গোয়েবল্‌সের সাফল্যের, আনন্দের সেই পরমোৎসব মুহূর্তটি এসেছিল: ছ'বছর পর আরেকবার হিটলার তাদের বাড়ি এসেছিল এবং অভিভূত স্বামী দাঁড়িয়েছিল তার পাশে।

'এগুলির আর কোনই গুরুত্ব নেই,' স্টির্‌লিৎস ভাবল, 'এখন এগুলি সবই ফাঁপা, নিরর্থক।'

সে একটি বড় বৃত্ত আঁকল এবং তারপর সেটিকে স্পষ্ট সরল রেখায় ভরাট করল। গোয়েবল্‌সের ডায়েরির যাকিছু সে জানত সেগুলি সে মনে করতে লাগল। সে জানত হিমলার ওই ডায়েরির লেখাগুলি সম্পর্কে কৌতূহলী ছিল এবং সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টাও চালিয়েছিল। এক সময় এর কয়েকটি পৃষ্ঠার ফোটোকপি স্টির্‌লিৎস পেয়েছিল এবং ওই পর্যন্তই: অদ্ভুত স্মরণশক্তির অধিকারী বলেই সে একবার চোখ বুলানোর পর এর পুরোটাই যান্ত্রিকভাবে তার মনে সেঁটে গিয়েছিল।

'ডিসেম্বর ৯, ১৯৪৩: ব্রিটেনে ফ্লু-র প্রকোপ চলছে,' গোয়েবল্‌স লিখেছে, 'এমন কি রাজাও অসুস্থ। ব্রিটেনের এতে মারাত্মক মারী লাগলে চমৎকার হত। কিন্তু সেটি হবার নয়।'

'মার্চ ২, ১৯৪৩: বার্লিন থেকে ইহুদিদের নির্মূল না করা পর্যন্ত

আমি থামব না। ওবেরসালজ্‌বার্গে স্পেয়েরের সঙ্গে আলাপের পর আমি গোয়েরিংয়ের কাছে গিয়েছিলাম। ভাঁড়ারে ২৫ হাজার বোতল স্যাম্পেন রেখেও সে নিজেকে জাতীয় সমাজতন্ত্রী বলে জাহির করে! তার পোশাকের রঙের দিকে লজ্জায় তাকানই দায়। যে যেমন তাকে তেমনটি গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায়ই বা কি।'

স্টির্‌লিৎস আপনমনে হাসল: তার মনে পড়ল হিমলার গোয়েবল্‌স সম্পর্কে কীভাবে এই কথাগুলির প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করেছিল। এসব সেই ১৯৪২ সালের ঘটনা। গোয়েবল্‌স তখন শহরতলীতে থাকত, পরিবার থেকে আলাদাভাবে আর কোন বড় বাড়িতে নয়, 'কাজের জন্য তৈরি' একটি আটপৌরে ঘরে। ওটি ছিল এক ঝিলের ধারে। জলের কিনারের নল-খাগের ভেতর দিয়ে তিন দিকের বেড়া আর সামনের মূল ফটক এড়িয়ে বাড়িটির উঠনে পৌঁছন যেত। ওখানটায় জল ছিল খুবই কম, প্রায় হাঁটু অবধি আর এস.এস পাহারাঘাঁটি ছিল ওপারে। অভিনেত্রীরা ওখানেই গোয়েবল্‌সের কাছে আসত। তারা শহরতলীগামী ইলেকট্রিক ট্রেনে এসে শেষে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটাপথ ধরত। গাড়ি করে মেয়েলোক আনার ব্যাপারটি একজন জাতীয় সমাজতন্ত্রীর পক্ষে অনুচিত বিলাস বলেই গোয়েবল্‌স ভাবত। সে ওদের ওই নল-খাগের বন দিয়ে নিজেই নিয়ে আসত আর পরদিন পাহারাদাররা ঘুমে থাকতে থাকতেই তাদের ওই পথটি দেখিয়ে দিত। হিমলার এই যাতায়াতের ব্যাপারটি জানত এবং সেই সময়ই সে বলেছিল, 'যে যেমন ঠিক তেমনটিই তাকে গ্রহণ করা উচিত।'

গোয়েরিং ও গোয়েবল্‌সের ছবি-আঁকা কাগজের টুকরোগুলি স্টির্‌লিৎস মোমবাতির উপর ধরল এবং আঙুলে আগুনের আঁচ না লাগা অবধি ওগুলি পুড়োল। শেষে চুলোয় ফেলে দিয়ে ঢালাই লোহার একটি বড়সড়ো খুন্তি দিয়ে আগুন উঁচিয়ে টেবিলে ফিরে একটা সিগারেট ধরাল।

এবার সে হিমলার ও বোরমানের ছবি-আঁকা বাকি কাগজদুটি হাতে নিল। 'গোয়েরিং আর গোয়েবলস্‌কে আমি বাতিল করলাম। ওদের উপর কেউ কোন ভরসা করবে না। এই ধরনের যোগাযোগ গোয়েরিংয়ের পক্ষে সম্ভবপর হলেও এই মুহূর্তে সে অপদস্থ অবস্থায় রয়েছে। কাউকেই সে বিশ্বাস করছে না। আর গোয়েবল্‌স? না। ওই ধরনের ব্যাপারের সঙ্গে সে কিছুতেই জড়াবে না। সে গোঁড়া, অন্ধ। সে একেবারে ধ্বংসের শেষ সীমানা পর্যন্ত যাবে। যা হোক ওকে হিসাবের মধ্যে ধরা নিরর্থক।

কারণ, সে একেবারে সরাসরিই একটি জোট খুঁজবে। তাহলে বাকি থাকে আর দুজন: হিমলার বা বোরমান। এদের একজনের কাছ থেকে বাকী সকলের বিরুদ্ধে কাজ করার নিশ্চয়তা পেলেই আমি জিতলাম। আর যদি হিসাবে ভুল হয় তাহলে খতম এবং একেবারে সরাসরি। কিন্তু এদের কার উপর ভরসা করতে পারি? বোধহয় হিমলারের। সে নিশ্চয়ই কোন আলাপ-আলোচনার চেষ্টা করবে না। হিমলার জানে সে ঘৃণায় আকণ্ঠ ডুবে আছে। তাহলে হিমলার, হিমলারকেই।'

ঠিক সেই মুহূর্তে গোয়েরিং ফুয়েররের গড়খাই থেকে কারিনহলে ফিরছিল। তাকে তখন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। তার গাল চুপসে গিয়েছিল। ব্যথায় কপাল চৌচির হচ্ছিল। সকালেই সে ফ্রণ্টে গিয়েছিল ঠিক যেখানটায় সোভিয়েত ট্যাঙ্ক তাদের প্রতিরোধ ভেঙে দিয়েছিল। তারপর ওখান থেকে সে ছুটে গিয়েছিল হিটলারের কাছে।

'ফ্রণ্টে সংগঠন বলতে কিছু নেই,' সে ব্যাখ্যা করছিল, 'পুরোপুরি হুল্লোড়। সৈন্যরা বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। অফিসরদের কেউ কেউ দেখলাম মাতলামী করছে। বলশেভিকদের আক্রমণে সৈন্যরা ভয় পেয়েছে, জন্তুর মতো... মনে হয়...'

বাঁ হাতটিকে বশে রাখার জন্য বাঁ কনুইকে ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে হিটলার আধবোজা চোখে তার কথা শুনছিল।

'আমার মনে হয়,' গোয়েরিং আবার বলল। কিন্তু হিটলার তাকে আর এগুতে দিল না। সে দাঁড়িয়ে উঠে সিঁদুরে-লাল চোখদুটি মেলল, তার গোঁফ ঘৃণায় খাড়া হয়ে উঠল। সে পুরনো দিনের মতো জোর গলায় ঘোষণা করল, 'আপনাকে আর ফ্রণ্টে যেতে আমি বারণ করছি, আতঙ্ক ছড়াতে নিষেধ করছি!'

এই প্রথম সে ফুয়েররের কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'এটা আতঙ্ক ছড়ান নয়, সত্যি কথা!' এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল কীভাবে তার হাত ও পায়ের আঙুলগুলি হিম হয়ে যাচ্ছে। 'ফুয়েরর, এটা সত্যি কথা, আর আপনাকে সত্যি ঘটনা বলাই আমার উচিত!'

'চুপ! আপনি বরং ওই বিমান নিয়েই থাকেন। যেখানে ঠাণ্ডা মাথা, দূরদৃষ্টি ও মনের জোর দরকার সেখানে আর মাথা গলাবেন না। মনে হচ্ছে ওটা আপনার জন্য নয়। আজ থেকে আপনি আর কখনই ফ্রণ্টে যাবেন না আর এই শেষ কথা।'

গোয়েরিং চূড়ান্ত অপমানিত, বিধ্বস্ত বোধ করল। তার মনে হল শ্মুণ্ডট, বুর্গডর্ফ — হিটলারের এসব দেহরক্ষীদের মতো তুচ্ছ লোকগুলি তার পেছনে হাসছে।

কারিনহলে পৌঁছেই সে দেখল লুফ্‌টভাফের সদরদফ্‌তর থেকে কিছু লোক তার জন্য অপেক্ষা করছে: গড়খাই থেকে বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে গোয়েরিং তার কর্মচারীদের এখানে জমায়েত হওয়ার হুকুম দিয়েছিল। কিন্তু বৈঠক বসান আর গেল না। জনৈক দেহরক্ষী খবর আনল যে এস.এস রাইখস্‌ফুয়েরর হিমলার এসেছে।

গোয়েরিং হিমলারকে তার পাঠাগারে অভ্যর্থনা করল। বরাবরের মতো হিমলার শান্ত আর হাসিমুখেই ছিল। হাতে চামড়ার একটি মোটা কালো ব্রিফকেস নিয়ে সে ঘরে ঢুকে আরামকেদারায় বসল, চশমা খুলে হরিণের চামড়ার টুকরো দিয়ে অনেকক্ষণ চশমার কাচ ঘসল এবং একেবারে হঠাৎ কোন ভূমিকা ছাড়াই ঘোষণা করল, 'ফুয়েররের জাতির নেতা থাকার আর কোন অধিকার নেই।'

এস.এস নেতার এই কথাগুলির ভয়দ তাৎপর্য বোঝার আগেই যান্ত্রিকভাবে গোয়েরিং জবাব দিল, 'তাহলে উপায়?'

'যা হোক গড়খাইয়ের লোকজনদের মধ্যে তো এস.এস কর্মীরাও রয়েছে,' হিমলার আগের মতোই শান্ত, অটল স্বরে বলে চলল, 'তবে ওটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। ফুয়েরর তাঁর কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। কোন সিদ্ধান্ত নেবার সামর্থ্য আর তাঁর নেই। জনগণের সামনে হাজির হওয়ার এবার সময় এসেছে।'

হিমলারের কোলে রাখা মোটা কালো ব্রিফকেসটির দিকে গোয়েরিং বারেক তাকাল। তার মনে পড়ল গত বছর জনৈকা মহিলাকে তার স্ত্রী টেলিফোন আলাপের সময় বলেছিল, 'তুমি এখানে এলেই ভাল হয়। টেলিফোনে কথা বলা বিপজ্জনক, কারণ টেলিফোন আজকাল টেপ করা হচ্ছে।' তখন টেবিলে সশব্দে আঙুল ঠুকে স্ত্রীকে সে বুঝিয়েছিল, 'এসব নিয়ে কথা বল না। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' আর এখন মোটা কালো চামড়ার ব্রিফকেসটির দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, এর ভেতর নিশ্চয়ই একটি টেপরেকর্ডার আছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তার আলাপ ফুয়েররকে বাজিয়ে শোনান হবে, অর্থাৎ সে খতম হবে।

'সে সবকিছুই বলতে পারে,' হিমলারের দিকে তাকিয়ে গোয়েরিং ভাবল, 'প্ররোচকদের এই বাপজানটি মানুষ হিসাবে সৎ নাও হতে পারে।

আজ সকালে ফুয়েররের কাছে আমার অপমানিত হওয়ার খবরটি ও নিশ্চয়ই জেনে গেছে আর এখন এসেছে তার কাজের শেষটুকু হাসিলের মতলবে।'

ওদিকে হিমলার '২ নং নাৎসির' ভাবনা আঁচ করতে পেরে গোয়েরিংকে উৎসাহ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, 'আপনিই উত্তরাধিকারী, তাই আপনিই হবেন প্রেসিডেন্ট আর আমি রাইখস্‌চেনসেলর।' সে বুঝেছিল যে এস.এস নেতা বলে তাকে জাতি অনুসরণ করবে না। তার একটা আড়াল দরকার, আর এজন্য গোয়েরিংই আপাতত সবচেয়ে সেরা পছন্দ।

গোয়েরিং আবারও যান্ত্রিকভাবে উত্তর দিল, 'অসম্ভব...' মুহূর্তখানেক ইতস্তত করে কালো ব্রিফকেসে আটকান টেপরেকর্ডারে কথাবার্তা যাতে টেপ না হয় সেজন্য ফিস্‌ফিস করে যোগ করল, 'অসম্ভব। কেবল একজনই প্রেসিডেন্ট ও চেনসেলর হতে পারে।'

হিমলারের মুখে এক ঝলক হাসি চমকে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ারে বসে থেকে হঠাৎ স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে একটি পার্টি-স্যালুট ঠুকে সে গোয়েরিংয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একেবারে নিঃশব্দে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে গেল।

৩

স্টির্‌লিংস পড়ার ঘর ছেড়ে গ্যারেজে গেল। তখনো বোমা পড়ছিল, তবে সম্ভবত জসেন এলাকার কোথাও। অন্তত তাই তার মনে হল। সে দরজা খুলে গাড়িতে বসে সুইস টিপল। ইঞ্জিন চাপা হুঙ্কার ছাড়তে লাগল।

গাড়ি চালাতে স্টির্‌লিংস ভালবাসে। কোন একটি কাজ শুরু করার পথ খুঁজে না পেলে সে গাড়ি নিয়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা বার্লিনের চারপাশের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। প্রথমত সে অ্যাকসেলেরেটর জোরে চেপে সোজাসুজি সামনে তাকায়: গতি তাকে সতর্ক হতে, গাড়ির সঙ্গে একাত্ম হতে বাধ্য করে। তাই তার মাথা থেকে যাবতীয় আজেবাজে চিন্তাভাবনা উবে যায়। গতি তার বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর করে, সবকিছু ভুলে যেতে সাহায্য দেয়। তারপর এই ভয়ঙ্কর গাড়িচালান শেষ হলে সে কোন এক ছোট কাফেতে বিশ্রাম নেয়: জানালার কাছে একটি টেবিলে বসে পাশের বনে হাওয়ার মর্মর শোনে এবং শেষে ডবল পেগ কনিয়াক গিলে শান্তভাবে হাতের কাজটি নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে। জোরে গাড়ি চালানোর সময় সর্বদাই

স্টির্লিংসের মাথাটি খুবই পরিষ্কার থাকে। বিপদের সঙ্গে এই দোস্তি নিরাবেগ চিন্তার অনুকূল, অন্তত স্টির্লিংসের ক্ষেত্রে।

তার বেতারচালক এরউইন ও ক্যাথি থাকে স্প্রে নদীর তীরে কেপেনিকে। ইতিমধ্যে তারা দুজনই শুয়ে পড়েছে। ক্যাথি সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর ইদানীং সকাল সকাল শুয়ে পড়ার অভ্যাসটি তারা রপ্ত করে নিয়েছে।

'তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে,' স্টির্লিংস বলল, 'অন্তঃসত্ত্বা হলে যাদের আশ্চর্য দেখায় তুমি সেই দুর্লভদেরই একজন...'

ক্যাথি বলল, 'অন্তঃসত্ত্বা নারী মাত্রেই সুন্দরী, শুধু এটি দেখার মতো সময় তোমার ছিল না।'

'না, তা নেই,' স্টির্লিংস হেসে সম্মতি জানাল, 'তুমি ঠিকই বলেছ...।' সে ক্যাথির গাল টিপে বলল, 'আমাদের জন্য কিছু একটা বাজাবে?'

ক্যাথি পিয়ানোয় বসে স্বরলিপির স্তূপ থেকে বাখ তুলে নিল। স্টির্লিংস জানালার কাছে গিয়ে এরউইনকে ডাকল।

'ব্যাপার হল,' কীভাবে শুরু করা যায় ভেবে বলল, 'আমাকে একটি নতুন কাজ দেয়া হয়েছে।' সে মুচকি হাসল। 'রাজা-উজিরদের কে কে আলাদাভাবে পশ্চিমের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে... অর্থাৎ খুব উপরের কোন নেতার কথাই বোঝান হচ্ছে। কী বিপদ, অ্যা? অদ্ভুত বটে? তারা যেন ধরেই নিয়েছে যে গত বিশ বছর ধরে ব্যাপারটি ভালভাবে চলেছে বলেই আমি ঈশ্বর বনে গেছি। হিমলারের ডেপুটি, এমন কি ফুয়েররের গদিটি চাইলেও বোধহয় মন্দ হত না? হাইল স্টির্লিংস! কেমন শোনাচ্ছে? আমি যে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি এটা তোমার চোখে পড়ছে?'

'এটা তোমার জন্য মানানসই!' জবাব দিল এরউইন।

ক্যাথি বাজনা শেষ করলে স্টির্লিংস বলল, 'প্রসবের ব্যাপারটা নিয়ে তুমি কী ভেবেছ?'

'যতটুকু এখন পর্যন্ত জানি তাতে কোন বিকল্পের কথা ভাবা হয় নি,' ক্যাথি জবাব দিল।

'সেদিন একজন স্ত্রীরোগবিদের সঙ্গে কথা বলছিলাম... আমি তোমাদের ভয় দেখাতে চাই না...' সে ক্যাথির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'আমাদের জন্য আরও দু'একটা বাজাও, প্লিজ। আমি তোমাদের ভয় দেখাতে চাই না,

যদিও আমি নিজেই ঘাবড়ে যাচ্ছি। সেই বুড়ো ডাক্তার বলেছিল সে নাকি আঁতুড় ঘরে যেকোন স্ত্রীলোকের জাতীয়তা সনাক্ত করতে পারে।'

'অর্থাৎ?' এরউইন জিজ্ঞেস করল।

ক্যাথির বাজনা বন্ধ হয়ে গেল।

'বাজাও, ক্যাথি, বাজাও,' স্টির্‌লিৎস বলল, 'প্রথমে আমার কথা শোন, তারপর আমরা এটি এড়ানোর সেরা পথটি খুঁজব। স্ত্রীলোকরা প্রসবের সময় কান্নাকাটি করে।'

'ধন্যবাদ,' ক্যাথি হেসে মন্তব্য করল, 'আমি তো ভেবেছিলাম ওরা বুঝি গান গায়।'

স্টির্‌লিৎস দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল। 'দেখ মেয়ে, ব্যাপার হল তারা মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে ওঠে। একেবারে জন্মস্থানের কথ্যভাষায়। তুমি শুরু করবে রিয়াজান এলাকার চোস্ত রুশীতে 'মা-মা' বলে...'

ক্যাথি বাজাতে লাগল। কিন্তু স্টির্‌লিৎস দেখল তার চোখ জলে ভরে উঠেছে।

'তাহলে কী করা?' এরউইন জিজ্ঞেস করল।

'তোমাদের যদি সুইডেনে পাঠাই? সম্ভবত এটি আমার জন্য খুব কঠিন হবে না।'

'অর্থাৎ যোগাযোগের শেষ সূত্রটিও তুমি হারাবে?' ক্যাথি জিজ্ঞেস করল।

'কিন্তু আমি তো থাকব,' এরউইন বলল।

স্টির্‌লিৎস দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল। 'তোমাকে ছাড়া তারা কখনই ক্যাথিকে একা যেতে দেবে না। যুদ্ধে পঙ্গু হিসাবে তোমার স্বাস্থ্যনিবাসে থাকা দরকার এবং সেজন্য স্টকহোল্‌মের জার্মান আত্মীয়দের কাছ থেকে তুমি আমন্ত্রণ পেয়েছ... তারা ক্যাথিকে কখনই একা যেতে দেবে না। আসলে তোমারই কাকা হল সুইডিশ নাৎসি, ওর তো নয়...'

'তাহলে আমরা এখানেই থাকব,' ক্যাথি বলল। 'কিছু ভেব না, আমি জার্মানিতেই চেঁচাব।'

'তুমি মাঝে মাঝে দু' একটা রুশী শাপশাপান্ত আওড়াতে পার, তবে হুশিয়ার, তা বার্লিনের টানে,' স্টির্‌লিৎস তামাশা করল। 'সিদ্ধান্তটি কাল পর্যন্ত মুলতুবি রাখা যাক। বীরত্ব বাদ দিয়ে ব্যাপারটি ভালভাবে ভেবে দেখতে হবে। এবার চল, এরউইন। কিছু খবর পাঠান দরকার। আগামীকালের উত্তরের উপরই সবকিছু নির্ভর করছে।'

পাঁচ মিনিট পর তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। এরউইনের হাতে স্যুটকেসবন্দী বেতারযন্ত্র। তারা রান্‌সডর্ফ থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে এক গভীর জঙ্গলে পৌঁছলে স্টির্‌লিৎস গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করল। আগের মতোই বোমা পড়ছিল। এরউইন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল:

'শুরু করব?'

'তাই,' স্টির্‌লিৎস বলল, 'চল।'

'অ্যালেক্সের জন্য — জাস্টাস

আগের মতোই আমি নিশ্চিত যে পশ্চিমের কোন প্রধান নেতাই এস.এস বা এস.ডি-র সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলবে না। তা সত্ত্বেও আমাকে যে কাজের ভার দেয়া হয়েছে সেজন্য আমি যথাসাধ্য করব।

কিন্তু এটা কেবল আপনাদের পাঠান তথ্যের কিছুটা হিমলারের কাছে দেয়ার বিনিময়েই হতে পারে। একমাত্র তার সমর্থনের দৌলতেই আপনাদের মতে যারা যোগাযোগের সম্ভাব্য পথ খুঁজছে তাদের উপর সরাসরি নজর রাখা আমার পক্ষে ভবিষ্যতে সম্ভব হবে। হিমলারের কাছে আমার 'রিপোর্ট', যা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই যথাস্থানে আমাকে ঠিক করে নিতে হবে, তাতেই আমি সব খবরাখবর জানাতে পারব, যা আপনাদের ধারণাকে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করবে। এছাড়া এখন আর কোন পথ নেই। এতে আপনারা রাজি থাকলে এরউইনের মাধ্যমে আমাকে এগিয়ে যাবার খবর পাঠাবেন।

জাস্টাস।'

মস্কোয় স্টির্‌লিৎসের সাঙ্কেতিক সংবাদটি পৌঁছনোর পর 'কেন্দ্রের' প্রধান মন্তব্য করলেন, 'সে সোজা সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে। সে যদি সরাসরি হিমলারের কাছে যায় তাহলে নির্ঘাত খতম হয়ে যাবে। এমন কি, আমরা যদি ধরেও নিই যে হিমলার ওকে নিয়ে বিড়াল-ইঁদুর খেলা খেলবে। অবশ্য এমন সম্ভাবনা খুবই কম। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্টির্‌লিৎসের মতো কাউকে নিয়ে হিমলার একাজ করবে না। কাল সকালে ওকে যেন সরাসরি বারণ করে দেয়া হয়।'

'কেন্দ্র' যা ইতিমধ্যে জেনেছে ইসায়েভ তা জানত না। গত কয়েক মাসের খবর থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে এই কাজের হোতা স্বয়ং হিমলার।

...সে আচমকা জেগে উঠল। তার সারা শরীরে কাঁপুনি, যেন কেউ তার কাঁধে ঝাঁকোনি দিয়েছে। সে বিছানায় বসে চারদিকে তাকাল। না, সবকিছুই শান্ত, নিঃশব্দ, ক্ষুদে এলার্ম ঘড়ির উজ্জ্বল কাঁটায় পাঁচটার ইসারা।

'এখনো বেলা হয় নি,' হিমলার ভাবল, 'আমাকে আরও একটু ঘুমুতে হবে, অন্তত ঘণ্টাখানেক।'

সে হাই তুলে বালিশে ঢলে পড়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে বনের শব্দ আসছিল। সারা রাত বরফ পড়েছে। কল্পনায় সে শূন্য, নির্জন বনের এক অনুপম ছবি দেখছিল। হঠাৎ ওই বনে একা যাওয়ার কথা ভেবে শিশুর মতো সে দারুণ ভয় পেল।

'না,' সে আচমকা নিজেকে ধমকাল, 'না, না, না।'

সে বিছানা ছেড়ে উঠল এবং কাঁধের উপর ড্রেসিং গাউনটি চড়িয়ে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। আলো না জ্বালিয়েই সে আরামকেদারার একটি হাতলের উপর বসল এবং কালো টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল।

'আমি আমার মেয়েটিকে ফোন করব,' সে ভাবল, 'সে খুবই খুশি হবে, বেচারী, জীবনে সুখের মুখ দেখে নি।' বিরাট টেবিলের কাচের ঢাকনির নিচে আধো আলোয় দুটি কিশোর মুখের আদল সে আঁচ করতে পারল।

তারপর একেবারে আকাশ ফুঁড়ে বোরমানের মুখটি সামনে হাজির হল। সে ভাবল এই বদমাশটার জন্যই এখন ফোন তুলে মেয়েটিকে বলতে পারছে না, 'সুপ্রভাত সোনামণি, বাবা বলছি। রাতে কী স্বপ্ন দেখলে বল না?' আর ছেলেদুটোকেও ফোন করা অসম্ভব। কারণ, তার স্ত্রী এদের মা নয়। এরা মার্থার সন্তান। হিমলারের মনে পড়ল এদের জন্য ১৯৪৩ সালে বাভারিয়ার নিরাপদ এলাকায় একটি ছোট বাড়ি তৈরির চেষ্টায় পার্টি-তহবিল থেকে আশি হাজার মার্কের ঋণ চাওয়ার সময় বোরমান কীভাবে চুপ করে ছিল। তার চোখে ভাসল: বোরমান খবরটি হিটলারকে দেয়ার পর সদরদফ্‌তরে একসঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ার সময় ফুয়েরের অনেকবার কীভাবে তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তারপর ছ'বছর স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস না করা সত্ত্বেও সে বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারে নি। প্রতিটি সরকারী অভ্যর্থনায় তাকে এই স্ত্রী নিয়েই নিয়মিত হাজিরা দিতে হয়েছে।

'এটা আসলে বোরমানের দোষ নয়,' হিমলার ভাবল, 'তার ঘাড়ে সব দোষের বোঝা চাপান আমার উচিত নয়। বিবাহবিচ্ছেদের জন্য পাওনা

অপমান আমাকে অবশ্যই সইতে হবে। কিন্তু এই ছোট্ট মেয়েটিকে কষ্ট দেয়া কোন কাজের কথা নয়।'

অতীত দিনের কথা মনে করে হিমলার হাসল। সে তখন স্ত্রী আর ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে নুরেনবার্গের বস্তিতে ঠান্ডা ঘরে অনাহারে, অর্ধাহারে কোনক্রমে দিনগুজরান করত। ঈশ্বর, কতকাল আগের এসব ঘটনা যেন সেদিনের কাহিনী মনে হয়। অথচ এরই মধ্যে আঠারো বছর পেরিয়ে গেছে। তখন সে ছিল ফুয়েররের 'ভাই' গ্রেগর স্ট্রাসারের সচিব: সারা জার্মানি চুড়ে বেড়াত, স্টেশনে রাত কাটাত, রুটি আর কফি নামক একটি পানীয় দিয়ে ক্ষুধা মেটাত, বিভিন্ন পার্টি-সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ রাখত। সেই ১৯২৬ সালেও সে বুঝতে পারে নি যে স্ট্রাসার প্রয়োজনের তাগিদে এস.এস নিরাপত্তা বাহিনী গড়ার পরিকল্পনা করে নি, বরং এটি ছিল এস. এ. নেতা রেমের বিরুদ্ধে তৎকালীন জায়মান লড়াইয়েরই এক ফলশ্রুতি। হিমলার তখন সত্যিই বিশ্বাস করত যে কমিউনিস্টদের হামলা থেকে পার্টি-নেতাদের বাঁচানোর জন্যই এস.এস প্রয়োজন। সে নিশ্চিত ছিল যে জার্মানে মেহনতিদের একমাত্র বন্ধু ও মহান নেতা এডল্ফ হিটলারকে খুন করাই কমিউনিস্টদের মূল লক্ষ্য। সে তার টেবিলের সামনে হিটলারের এক প্রকান্ড ছবি ঝুলিয়ে রেখেছিল। হিটলার তারপর স্ট্রাসারের সঙ্গে দেখা করতে এসে শুকনো, দাগ-ফুটকি চেহারার একটি লোকের মাথার উপর নিজের এই বিরাট ছবিটি দেখে বলেছিল, 'অন্যান্য জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের এত উপরে একজন নেতাকে উঠান কি উচিত?'

হিমলার জবাব দিয়েছিল, 'আপনি শুধু নেতা হলে আমি এই পার্টিতে থাকতাম না। আমি পার্টিতে এজন্যই আছি যে এর নেতা শুধু নেতা নন, এক দিশারী নক্ষত্রও!'

হিটলার তাকে মনে রেখেছিল। আর স্ট্রাসারও এন.এস.ডি.এ.পি-র বাভারিয়া এলাকার সচিবের এই উত্তর শুনে কিছুটা মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু লোকটির অকৃতজ্ঞতার দরুন এই অজ্ঞাত কুলশীলকে পার্টির নেতৃত্বে তোলায় স্ট্রাসারও মনে মনে অনুতাপ করেছে। নবগঠিত এস.এস বাহিনীর প্রধান হিসাবে হিটলারের কাছে হিমলারের নাম প্রস্তাবের সময় স্ট্রাসার ভেবেছিল যে রেমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এস.এস তার সহায়ক হবে: পার্টি ও হিটলারের উপর প্রভাব খাটাতে তাকে সাহায্য দেবে। হিমলারকে প্রথম দুশো এস.এস-এর নেতৃত্ব দেয়া হয়। মাত্র দুশো। কিন্তু এদের ছাড়া ১৯৩৩ সালে হিটলারের ক্ষমতালাভ সম্ভব হত না। হিমলার এটি ভালই

জানত। কিন্তু ১৯৩৩ সালের জয়ের পর হিমলারের ভাগ্যে শুধু মিউনিখের পুলিস প্রধানের পদটি জুটেছিল। তারপর স্ট্রাসার তার সঙ্গে দেখা করে। সে-ই হিমলারকে শুরুতে পার্টিতে আনে। সে ছিল পার্টির প্রধান তাত্ত্বিক ও ভাবাদর্শবিদ, তথা এস.এস বাহিনী তৈরির প্রথম পরিকল্পক। ইতিমধ্যে স্ট্রাসার হিটলারবিরোধী হয়ে উঠেছিল। সে খোলাখুলি পার্টি-নেতাদের সামনে হিটলারকে ধনকুবেরদের কাছে আত্মবিক্রীত বলে ঘোষণা করত।

হিমলার তখন তাকে বাধা দিত। এন.এস.ডি.এ.পি-র প্রতিটি সদস্যের পক্ষে হিটলারের প্রতি অনুগত থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে সে বলত, 'আপনি পার্টি-কংগ্রেসে আপনার সন্দেহের কথা অবশ্যই বলতে পারেন, কিন্তু বিরোধী হিসাবে আপনি আপনার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন না। এতে পার্টি-ঐক্যের ক্ষতি হয়।'

নিজের বাড়িতে এক পারিবারিক উৎসব সন্ধ্যায় হিমলার ঘোষণা করেছিল, 'একদা আমি গরীব ঘরের এস.এস. যুবক ও অভিজাত পরিবারের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে একটি নতুন শ্রেণী গড়ে তোলায় স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু এখন এসব ছেড়ে জাতির শত্রু — কমিউনিস্ট, ইহুদী ও অন্যান্যদের নিয়েই আমাকে তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। ফুয়েরর এটাই চান বলে এর অন্যথা হবার জো নেই।'

হিমলার তখনকার মূল ঘটনাগুলি লক্ষ্য করছিল। সে দেখেছিল জয়ের ঘটনা কীভাবে মানুষকে আবিষ্ট করেছে এবং ফলত বাস্তব কাজকর্মগুলিকে কিছুটা অন্তরালবর্তী হয়েছে। সঙ্গত কারণেই সে ভেবেছে যে, বার্লিনে পার্টি-নেতারা সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে এবং রাতের বেলায় কূটনৈতিক সম্বর্ধনায় হাজির হয়ে তাদের অধিকাংশ সময় নষ্ট করছে। অর্থাৎ জাতীয় সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সুফলটুকুর স্বাদ নিচ্ছে। হিমলারের কাছে এসবই মনে হয়েছে অকালপক্ক। সে নিজের দিক থেকে এক মাসের মধ্যে ডাখাউতে একটি আদর্শ বন্দীশিবির গড়ে তুলেছিল।

'যে আশি লক্ষ মানুষ কমিউনিস্টদের ভোট দিয়েছে তাদের মধ্যে সত্যিকার জার্মান নাগরিকসুলভ চেতনা সঞ্চারের পক্ষে এটি হল আদর্শ শিক্ষায়তন। পুরো আশি লক্ষকে বন্দীশিবিরে আনা হাস্যকর বৈকি। প্রথমত, একটি ক্যাম্পে আতঙ্কের আবহ সৃষ্টি করতে হবে। তারপর ভেঙে-পড়া মানুষগুলিকে ক্রমান্বয়ে মুক্তি দিলে ওরাই জাতীয় সমাজতন্ত্রের সেরা নকিব হয়ে উঠবে। তারা বন্ধুবান্ধব ও সন্তানসন্ততিদের আমাদের সরকারের প্রতি অনুগত করে তুলবে।'

এই সময় গোয়েরিং তার এক নিজস্ব প্রতিনিধিকে হিমলারের কাছে পাঠায়। ডাখাউ ক্যাম্পে অনেক ঘণ্টা কাটানোর পর সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার কি মনে হয় না এই বন্দীশিবিরের ব্যাপারটি নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় মারাত্মক হৈচৈ বাঁধবে — এগুলি যে সংবিধানসম্মত নয় অন্তত সেজন্য?'

'আপনি কেন সরকারের শত্রুদের গ্রেপ্তার সংবিধানসম্মত নয় বলে মনে করেন?'

'এর কারণ, আপনার কয়েদিদের অনেকেই আদালতও দেখে নি। এদের অভিযুক্ত করা হয় নি। এতে বৈধতার আঁচ অবধি লাগান হয় নি।'

হিমলার সমস্যাটি নিয়ে ভাবনাচিন্তার আশ্বাস দিয়েছিল। গোয়েরিংয়ের লোকটি চলে যাওয়ার পর সে এই গ্রেপ্তারি এবং বিচার বা অভিযোগ ছাড়াই এদের বন্দীশিবিরে রাখার পক্ষে আশ্চর্য যুক্তি দেখিয়ে হিটলারকে একটি চিঠি লিখেছিল। সে দেখিয়েছিল যে, 'এটা হল জনগণের ক্রোধ থেকে জাতীয় সমাজতন্ত্রের শত্রুদের রক্ষা করার এক মানবিক প্রচেষ্টা। জাতির এই শত্রুদের বন্দীশিবিরে না রাখলে এদের মৃত্যুর জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হত, জনগণ নিজেরাই বিচারের ভার নিত।'

চিঠিটি যাতে হিটলারের কোন সহকারীর কারসাজিতে বেহাত না হয় তাতে নিশ্চিত হবার জন্য হিমলার সেদিনই এক বিরাট মিছিলের আয়োজন করে সেখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে চিঠির প্রত্যেকটি শব্দ উল্লেখ করেছিল। বক্তৃতাটি পরদিন সকল সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল।

১৯৩৩ সালের শেষ নাগাদ গোয়েরিংয়ের অধীনস্থ বার্লিনের পুলিস বিভাগে কেলেঙ্কারির এক ঘটনা ঘটলে সেই রাতেই হিমলার মিউনিখ থেকে বার্লিন পৌঁছয় ও ফুয়েররের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে। সে তাকে 'জাতির সেরা সন্তান' — এস.এস-কে 'পুরনো সরকারের পুরনো ধরনে অভ্যস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিসের' বদলি হিসাবে গ্রহণের সুপারিশ করে।

এই সুপারিশ মেনে গোয়েরিংকে অসন্তুষ্ট করার ইচ্ছা হিটলারের ছিল না। সে হিমলারকে অস্পষ্ট ধরনের উত্তর দিয়েছিল। সজোরে করমর্দনের পর তার সঙ্গে পাঠাগারের দ্বারগোড়া অবধি এসে, কাছ থেকে মর্মভেদী একটি দৃষ্টিতে তাকে বিদ্ধ করে এক ঝলক হেসে হিটলার বলেছিল, 'ভবিষ্যতে অসুবিধা এড়ানোর জন্য আপনি অন্তত একদিন আগে আপনার চমৎকার সুপারিশগুলি আমাকে জানাবেন। আমাকে যে নোট পাঠিয়েছেন এবং মিউনিখের মিছিলে অবিকল যে বক্তৃতা করেছেন আমি সেটাই বলছি।'

হিমলার হতাশ হয়ে বার্লিন ছেড়েছিল। কিন্তু এক মাস পর বার্লিনে তলব না করেই তাকে মেকলেনবার্গ ও লুবেকের রাজনৈতিক পুলিসের প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল। তার এক মাস পর ২০ ডিসেম্বর সে বাডেনের রাজনৈতিক পুলিসের প্রধানের পদটিও পেয়েছিল। এভাবে ডিসেম্বরের ২১, ২৪, ২৫ ও ২৭ তারিখে সে যথাক্রমে হেসেন, ব্রেমেন, স্যাক্সনি ও থুরিঙ্গিয়া এবং হাম্বুর্গে একই পদে নিযুক্ত হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে কেবল গোয়েরিংয়ের অধীনস্থ প্রুশীয় এলাকা ছাড়া সারা জার্মানির রাজনৈতিক পুলিসের সে প্রধান হয়ে উঠেছিল।

হিটলার গোয়েরিংয়ের কাছে একটি আপোস প্রস্তাব দিয়েছিল: সে হিমলারকে সারা জার্মানির গোয়েন্দা পুলিসের প্রধান নিযুক্ত করবে, কিন্তু সে গোয়েরিংয়ের কাছে দায়ী থাকবে। গোয়েরিং ফুয়েররের দেয়া এই আপোস প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিল। সে বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়েই এটি গ্রহণ করেছিল। কারণ, সে ভালই জানত যে টোটেলিটেরিয়ান শাসন ব্যবস্থায় গোয়েন্দা পুলিসের প্রধানই শেষপর্যন্ত সবচেয়ে উঁচুতে ওঠে। গোয়েরিংয়ের মতো অবস্থার কাউকে এই পদে নিযুক্ত করা অপমানকর: যা হোক সে তো মার্শাল, প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও রাইখস্টাগের প্রেসিডেন্ট। পুলিসের বড়কর্তা হওয়ার জন্য দরকষাকষি তার কাছে লজ্জাকর মনে হয়েছিল। তার সামনে দুটো পথ ছিল: হিমলারকে তার সমর্থক হিসাবে স্বপক্ষে টানা কিংবা তাকে বশে এনে নিজ পরিকল্পনার অধীনস্থ করা। গোয়েরিং প্রথম পথটি বেছে নেয় নি। সে হিমলারের মতো মুখচোরা, সাধারণ একটি মানুষকে যথেষ্ট মনোযোগযোগ্য ভাবে নি। দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়ে সে তার সচিবালয়কে এক নির্দেশ দিয়ে ফুয়েররের মন্ত্রিদফ্তরের একটি প্রস্তাব মোতাবেক হিমলারকে দেশরক্ষা বিভাগের উপমন্ত্রী ও গোয়েন্দা পুলিসের প্রধানের উপাধিতে ভূষিত করতে বলেছিল। এতে হিমলার পুলিস সংক্রান্ত কোন ব্যাপার আলোচনার সময় মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে যোগদানের অধিকার পেয়েছিল। প্রস্তাবে উল্লিখিত 'রাইখের নিরাপত্তার দায়িত্ব' এই বাক্যাংশ গোয়েরিং নিজেই কেটে বাদ দিয়েছিল। হিমলারের জন্য এটি সে মানানসই মনে করে নি। খসড়াটি ফুয়েররের মন্ত্রিদফ্তরে অনুমোদিত হওয়ার পর গোয়েরিং দলিলটি কাগজে ছাপার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল।

কাগজে ঘোষণাটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে হিমলার সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত দুজন সহকর্মীকে ডেকে পাঠিয়ে এই নিয়োগের সরকারী ভাষ্যের বিকল্প

হিসাবে অন্যতর একটি ব্যাখ্যা কাগজে দিতে বলেছিল। হিটলারের আপোস প্রস্তাব গ্রহণের সময় হিমলারের মূল উপাধি এস.এস রাইখস্‌ফুয়েরর পদবিটি বাতিল করার কথা বিস্মৃত হয়েই গোয়েরিং মারাত্মক ভুল করেছিল। পরদিনই সকল প্রধান প্রধান কাগজ, বিশেষত চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী কাগজগুলিতে নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল: 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জিত হল — এস.এস রাইখস্‌ফুয়েরর হিমলারের নেতৃত্বে ফৌজদারী ও রাজনৈতিক পুলিস বিভাগগুলি, গেস্টাপো ও রক্ষীবাহিনী একত্রিত হল। এটি রাইখের সকল শত্রুর বিরুদ্ধে একটি হুঁশিয়ারিস্বরূপ। জাতীয় সমাজতন্ত্রের কঠোর হস্ত এবার দেশ ও বিদেশের প্রতিটি প্রতিপক্ষের, প্রতিটি শত্রুর উপর উত্তোলিত হল।'

হিমলার অতঃপর বার্লিনে এসে রিবেনট্রপের পড়শী হয়ে এক বিলাসবহুল প্রাসাদে বসবাস শুরু করল। কমিউনিস্টদের উপর জয়লাভের সাধারণ উৎসবপর্বে হিমলার ও তার সহকারী হেড্রিখ শত্রুদের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমত ও প্রধানত বন্ধুদেরও দলিল তৈরিতে মন দিয়েছিল। হিমলার নিজে তার প্রাক্তন নেতা গ্রেগর স্ট্রাসারের দলিল তৈরির ভার নিয়েছিল। সে জানত তার এই শিক্ষক ও প্রথম উপদেষ্টাকে খতম করেই কেবল সে সম্পূর্ণ অপবাদমুক্ত হতে পারে। সেজন্যই স্ট্রাসারকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করানোর উপযোগী যাবতীয় তথ্যাদি সে জোগাড় করেছিল।

১৯৩৪ সালের ২০ জুন হিটলার আসন্ন রেমবিরোধী প্রচারাভিযান সম্পর্কে আলোচনার জন্য হিমলারকে তলব করেছিল। এটি হিমলারও আশা করছিল। সে অবশ্য ফুয়েররের কর্মসূচির ধরনটি না জানলেও গোয়েন্দাদের রিপোর্ট এবং নিত্যকার টেলিফোন আলাপের রেকর্ডের হাজার হাজার পৃষ্ঠা থেকে এমন একটা কিছু আঁচ করতে পেরেছিল।

রেমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ যে হিটলারের গোড়ার দিকের দিনগুলির সকল সাঙ্গাতদের উৎখাত করার অজুহাত, হিমলার সেটা বুঝেছিল। পুরনো দিনের সহকর্মীদের কাছে হিটলার ছিল অন্যদের মতো একজন মানুষ, পার্টি-কর্মী। কিন্তু আজ এডলফ হিটলার হবে জার্মান জাতির দিশারী আলো, আদর্শ। তাই পুরনো পার্টি-কর্মীরা তার গলগ্রহ হয়ে উঠেছিল।

শত্রুদের প্রচারে প্রভাবিত পুরনো কর্মীদের অতি সাধারণ একটি দল সম্পর্কে হিটলারের মুখে তীব্র অভিযোগ শোনার পর হিমলার সবকিছুই বুঝেছিল। হিটলার পুরো সত্যটি কাউকে, এমন কি অতিঘনিষ্ঠদেরও বলতে পারত না। হিমলার এর পুরোটাই ভালভাবে আঁচ করতে পেরেছিল

এবং এজন্য তার পক্ষে চার হাজার পুরনো কর্মী, বস্তুত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের সময়কার হিটলারের যাবতীয় সহকর্মীদের দলিলগুলি ফুয়েররের সামনে তুলে ধরতে পেরেছিল। এতে তার সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি ধরা পড়েছিল। আর হিটলার এই সাহায্যের কথা ভুলে নি: কুকার্যের বৈধতা প্রমাণের সহায়তাই তো সেরা সাহায্য।

কিন্তু হিমলার আরও এগিয়ে গেল। ফুয়েরর কী করতে যাচ্ছে তা আঁচ করে সে নিজেকে নেতার কাছে এমনই অপরিহার্য করে তুলেছিল যে এতে শুধু সম্ভাব্য অন্যতর কোন শোধন থেকে আত্মরক্ষাই নয়, ভবিষ্যতের সকল শোধনই তার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটিও পাকাপোক্ত করে নিয়েছিল।

'আমি স্ট্রাসারের মতোই একজন পুরনো কর্মী,' হিমলার ভেবেছিল, 'কিন্তু যদি জাতির সামনে প্রমাণ করতে পারি যে স্ট্রাসার বিশ্বস্ত কর্মীর বদলে আসলে উচ্চাভিলাষী ও নিরেট সুবিধাবাদী তাহলে আমার পথটি চিরদিনের জন্য খোলসা হয়ে যাবে।'

হিটলার শোর্ফাইডে গোয়েরিংয়ের পল্লীভবনে হিমলারকে আমন্ত্রণ করলে সে এক রোমাঞ্চকর ঘটনার ব্যবস্থা করেছিল: পূর্বব্যবস্থা মোতাবেক রেমের এস. এ-এর পোশাকে এক জাল এজেণ্ট হিটলারের যাত্রাপথে ফুয়েররের খোলা গাড়িতে গুলি চালালে সেই চরম মুহূর্তে হিমলার তাকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'মাইন ফুয়েরর! আপনার প্রাণরক্ষার জন্য আত্মদানে কী যে অপার আনন্দ!'

এই প্রথম একজন পার্টি-কর্মীর মুখে 'মাইন ফুয়েরর' কথাটি উচ্চারিত হল। হিমলারই এই শব্দাবলীর আবিষ্কারক এবং এরই দৌলতে হিটলারের উপর দেবজ্যোতি আরোপিত হয়েছিল।

'এই মুহূর্ত থেকে আপনি আমার সদোর ভাই, হেনরিখ,' হিটলার বলেছিল, এবং কথাগুলি উপস্থিত সকলেই শুনেছিল।

রেম উৎখাতের সফল অভিযান এবং নিজের শিক্ষক স্ট্রাসার ও চার হাজার পুরনো পার্টি-কর্মীকে গুলি করে হত্যার পর পরই কেরানীকুলের উদ্যোগে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছিল যেন আন্দোলনের গোড়ার দিকে হিমলার ছাড়া আর কেউই হিটলারের পাশে দাঁড়ায় নি।

'অ' বলার পর অনিবার্য 'আ' বলার মতো হেড্রিখ একটি নতুন ধারণা হাজির করেছিল: এস.এস ডিভিসন গড়ে তোলার সময় এসেছে এবং তাই হবে শাসনযন্ত্রের মূল ঘাঁটি। গোয়েরিংয়ের আছে বিমান বাহিনী।

সেনাপতিদের — সৈন্যবাহিনী আর এই পর্যায়ে হিমলারের আছে শুধু গোয়েন্দা, গুপ্তচর ও প্ররোচক। বলা বাহুল্য, তার সৈন্যবাহিনীও প্রয়োজন। হামবুর্গের 'জার্মানি' এবং মিউনিখের 'দ্যয়েচল্যান্ড' এস.এস ডিভিসন নিয়েই এই বাহিনী গঠনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৯৩৫ সালের ৭ অক্টোবর হিমলারের জন্মদিনে ফুয়েরর এই তারবার্তা পাঠিয়েছিল: 'প্রিয়সাথী হিমলার! এই জন্মদিনে আমি জাতীয় সমাজতন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে আপনার ভবিষ্যৎ উদ্যোগের জন্য অশেষ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এডলফ হিটলার।'

১৯৩৬ সালে হেড্রিখের প্ররোচনায় হিটলারের কাছে হিমলার একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করে। এতে ছিল: গোয়েবল্সের প্রচারযন্ত্র দুনিয়ায় সকলকে জানাবে যে সার্ এলাকা দখল প্যারিস বা লন্ডনকে চ্যালেঞ্জ করা নয়। এটি মস্কোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার আনুষঙ্গিক একটি অপরিহার্য ব্যবস্থামাত্র। এর পর পরই সে প্রতি সন্ধ্যায় অতিঘনিষ্ঠদের নিয়ে আয়োজিত হিটলারের 'গোলটেবিল' বৈঠকে যোগদানের সুযোগ পেয়েছিল।

গোয়েরিং, হেস ও গোয়েবল্সের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ করমর্দন বিনিময় করলেও হিমলার ন্যাৎসি আদর্শের জন্য সংগ্রামরত তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে তথ্যাদি সংগ্রহে মুহূর্তও বিরত থাকে নি।

স্টির্লিৎস আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল। 'কেন্দ্রের' সঙ্গে যোগাযোগ করার পর তার শক্তির শেষটুকু অবধি উজাড় হয়ে গেছে, তার স্নায়ুগুলি ভেঙে পড়ার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখন দৈহিক ক্লান্তি তার উপর বোঝার মতো ভর করেছে।

তার পথটি বনের বুক চিরে চলেছে। এরই মধ্যে বাতাসের তোড় থেমে গেছে। আকাশ এখন পরিষ্কার, তারাভরা।

'মনে হচ্ছে এই ধরনের যোগাযোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে মস্কোর ধারণাই ঠিক,' পরিস্থিতি বিচার করতে করতে স্টির্লিৎস ভাবল। 'তাদের হাতে সঠিক কোন প্রমাণ না থাকলেও এটিকে সত্য মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। হিটলারের মন্ত্রিপরিষদের ভেতরকার লড়াইয়ের ব্যাপারটি মস্কো জানে। আগে এসব কোন্দলের ছিল একটাই লক্ষ্য — ফুয়েররের নেকনজরে পড়া। আর এখন সম্ভবত উল্টো প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গোয়েরিং, বোরমান, হিমলার ও রিবেনট্রপ — রাইখ, এস.এস ও পার্টির এসব মূলধনদের কায়েমী স্বার্থ রাইখের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। এদের প্রত্যেকের জন্যই আলাদাভাবে

শান্তির উদ্দেশ্যে একটি সমঝোতায় পৌঁছন আত্মরক্ষারই নামান্তর। অবশ্য যদি সেটা কারও পক্ষে সম্ভবপর হয়। তারা তাদের দুর্ভাগা দেশবাসী, তাদের দুর্দশা নিয়ে মোটেই ভাবিত নয়। জার্মান রাষ্ট্র সম্পর্কেও তাদের বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। এরা প্রত্যেকেই নিজের কথা, ব্যক্তি হিসাবে নিজের কথা ভাবছে। অথচ, মুহূর্তের জন্যও জার্মানির, জার্মান জাতির ভবিতব্যের কথা ভাবছে না। এমতাবস্থায় ৫ কোটি জার্মান এদের আত্মরক্ষার খেলায় তাস ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ এরা এখনো সৈন্য, পুলিস ও এস.এস নিয়ন্ত্রণ করছে এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার আশ্বাস পেলে খুশিমতো রাইখের দিকবদল ঘটাতে পারে...’

হঠাৎ উজ্জ্বল আলোর ঝলকে স্টির্‌লিৎসের চোখে ধাঁধা লাগল। সে চোখ বন্ধ করে যন্ত্রের মতো গাড়ির ব্রেক কষল। জঙ্গল থেকে দুটি এস.এস মোটর সাইকেল বেরিয়ে তার পথ আটকাল এবং চালকরা স্টির্‌লিৎসের গাড়ির দিকে সাবমেশিনগান তুলে ধরল।

... হিমলার আরামকেদারা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। তুষারের চাদর-ঢাকা বনে রূপের হাট বসেছে: রুপোলী ডালপালায় চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে, শীতের দুনিয়া নিবিড় নৈশব্দ্যমগ্ন, আকাশের বেগুনি চাদোয়ায় নেমে আসা নক্ষত্রের আশ্চর্য উজ্জ্বলতা।

আচমকা হিমলারের একটি ঘটনা মনে পড়ল। একেবারে অভাবিতভাবে একবার সে ফুয়েররের অতিঘনিষ্ঠ হেসের বিরুদ্ধে একটি অভিযানে সফল হয়েছিল। স্বীকার্য যে, এক মুহূর্তে সে নিজেও খতম হবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। কারণ, সবাই জানত যে হিটল্যারের সিদ্ধান্ত ছিল অনুমানের অতীত। একবার নিজের এক এজেন্টের মারফত এক টুকরো ছায়াছবি তার হাতে এসেছিল। এতে ছিল পায়খানায় হেসের হস্তমৈথুনের দৃশ্য। সে সরাসরি হিটলারের কাছে গিয়ে তাকে এটি দেখিয়েছিল।

ফুয়েররের মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। গভীর রাত হওয়া সত্ত্বেও সে গোয়েরিং ও গোয়েবল্‌সকে ডেকে পাঠিয়েছিল এবং হেসকে বৈঠকখানায় তলব করেছিল। প্রথমে গোয়েরিং এসেছিল। তাকে অসম্ভব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। হিমলার তার এই শোচনীয় অবস্থার কারণ জানত: ভিয়েনার এক ব্যালে-নর্তকীর সঙ্গে সে এক অবৈধ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল (হিমলার লক্ষ্য করেছিল যে গোয়েরিং তন্বী ব্যালে-নর্তকীদের দ্বারাই বরাবর আকৃষ্ট হত, তার অভিসারধন্য চলচ্চিত্রের আটটি রিলে হিমলার

ক্রমান্বয়ে তন্বী থেকে তন্বীতর গোয়েরিংয়ের বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ার দৃশ্য দেখেছে)। হিটলার বন্ধুদের দিকে ফিরে তাদের 'বদমাশ হেসের ব্যাপার' দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। গোয়েরিং অট্টহাস্যে ফেটে পড়লে হিটলার তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'অন্যদের আপনার সমবেদনা দেখান উচিত!' তারপর হেসকে পাঠাগারে ডাকা হয়েছিল। সে এলে হিটলার তার কাছে ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'নোংরা, বেহদ্দ বদমাশ কোথাকার, শেষে হস্তমৈথুনে ডুবেছ!'

হিমলার, গোয়েরিং, গোয়েবল্স সবাই বুঝতে পারছিল যে তারা এক দানবের, পার্টির 'দুই নম্বরের' অন্তিম দেখছে।

সবাইকে বিস্মিত করে শান্তস্বরে হেস বলেছিল, 'তাই, তাই, মাইন ফুয়েরর! আমি এটা অস্বীকার করব না। কিন্তু কেন? কেন আমি অভিনেত্রীদের নিয়ে শোই না?' হেস গোয়েবল্সের দিকে না তাকালেও সে চেয়ারে অস্বস্তিতে মাথা নিচু করেছিল। 'কেন আমি রাতে ব্যালে দেখার জন্য ভিয়েনায় পালিয়ে যাই না? এর কারণ, আমি কেবল একটি, কেবল একটি জিনিসের জন্যই বেঁচে আছি এবং তা হল পার্টি! পার্টি ও আপনি আমার কাছে এক ও অভিন্ন, মাইন ফুয়েরর! আমার ব্যক্তিগত জীবন বলতে কিছু নেই! তাই আমি নিঃসঙ্গ থাকি!'

হিটলার উঠে দাঁড়িয়ে আবার হেসের কাছে গেল। তাকে আনাড়িভাবে আলিঙ্গন করল, মাথা চাপড়াল।

হেস জিতে গেল। হিমলারের শ্বাস আটকে আসছিল। কারণ, সে ভালভাবেই জানত যে প্রতিহিংসা নিতে হেসের জুড়ি নেই। হেস চলে গেলে হিটলার বলল, 'হিমলার, ওর জন্য একটি স্ত্রী খোঁজেন। আন্দোলনের প্রতি আসক্ত এই আশ্চর্য মানুষটিকে আমি চিনি। সম্ভাব্যদের ছবি আমার কাছে আনবেন এবং আমিই এদের একটি বেছে নেব। আমার কথা ও ফেলবে না।'

হিমলার বুঝতে পারল যে সবকিছু হাসিলের সুবর্ণ মুহূর্তটি এখন তার হাতের মুঠোয়। গোয়েরিং ও গোয়েবল্স চলে গেলে সে বলল, 'মাইন ফুয়েরর, আপনি আন্দোলনের জন্য জাতীয় সমাজতন্ত্রের একজন অনুগত সৈনিককে বাঁচিয়েছেন। আমরা সকলেই হেসের নিঃস্বার্থ অনুরাগের প্রশংসা করি। আর কেউ তার সম্পর্কে এমন বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত নিতে পারত না। সুতরাং কালবিলম্ব না করে আপনার সামনে আরও কিছু তথ্যাদি রাখছি যাতে হেসের মতো আপনার আদর্শের অনুরাগী অন্যান্য সৈনিকদের আপনি সাহায্য করতে পারেন।'

এইটুকু বলেই সে জার্মান শ্রমিক ফ্রন্টের প্রধান লেই সম্পর্কিত কিছু কাগজপত্র বের করল। সে ছিল মদ্যপ আর খবরটি হিটলার ছাড়া আর সকলেই জানত। হিমলার 'বাবেল্‌সবার্গ ষাঁড়' — গোয়েবল্‌সের কাগজপত্রও দেখাল। 'অশুদ্ধ রক্তের' মহিলাদের সঙ্গে তার যোগাযোগের আসল ব্যাপারটি জানলে যেকোন সাচ্চা জাতীয় সমাজতন্ত্রীই মর্মাহত হত। সে-রাতে বোরমানের কাগজপত্রও সে হিটল্যারের টেবিলে রেখেছিল: হেসের সঙ্গে বোরমানের যে যৌনসম্পর্ক রয়েছে সেটা প্রমাণের যথেষ্ট তথ্য হিমলারের হাতে ছিল।

'এটা হতেই পারে না,' বোরমানের পক্ষ নিয়ে হিটলার বলল, 'তার ন'টি সন্তান। সমকামীরা সন্তানের পিতা হতে পারে না। এটা বাজে গুজব।'

হিমলার হিটল্যারকে এটা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে নি। কিন্তু সামনের কাগজগুলি বারবার পড়ে হিটলার যে গভীর ঔৎসুক্য দেখিয়েছিল তা হিমলারের দৃষ্টি এড়ায় নি। হিমলার বুঝেছিল যে শেষপর্যন্ত সকলকেই সে বাগে আনতে পারবে।

পরবর্তী ঘটনাবলী তার অনুমানের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছিল: হিটলার অন্যান্য স্মরণীয় দিনের মতো সারা দেশে এস.এস প্রধান হিসাবে হিমলারের নিয়োগের দশম বার্ষিকী উদযাপনের আদেশ দিয়েছিল। হিটলারের পর হেনরিখ হিমলারই যে দেশে সর্বময় ক্ষমতাধিকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি অতঃপর আঞ্চলিক পার্টি-নেতারা এতে নিশ্চিত হয়েছিল। ফলত, সকল আঞ্চলিক ও স্থানীয় নেতারা পার্টির কেন্দ্রীয় দফ্‌তরে হেসের বদলে হিমলারের বিভাগেই তাদের প্রধান প্রতিবেদনগুলি পাঠাতে শুরু করেছিল। বিশেষ একদল গোয়েন্দার পাঠান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টগুলি অন্য হাত এড়িয়ে সরাসরি হিমলারের বুলেট-প্রুফ মহাফেজখানায় জমা হত: এগুলি ছিল পার্টি-নেতাদের কেলেঙ্কারীর খবরাখবর। ১৯৪২ সাল থেকে রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী শেলেনবার্গের সঙ্গে পরামর্শের পর সে খোদ ফুয়েরর সম্পর্কে প্রথম অনুরূপ তথ্যসংগ্রহ শুরু করেছিল। ১৯৪২ সালের আগস্টের গোড়ার দিকে এক সকালে ইউক্রেনের জিতোমিরের শহরতলীর সদরদফ্‌তরে শেলেনবার্গ রাইখস্‌ফুয়েররের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তখন পূর্ব রণাঙ্গনে তাদের বিজয়ী বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত। উত্তর আফ্রিকাও রোমেলের দাপটে ক্রমেই গুটিয়ে আসছিল। সাম্প্রতিক সাফল্যের খুঁটিনাটি বিবরণের পর শেলেনবার্গ হিমলারকে বলল,

'রাইখস্‌ফুয়েরর, এবার আরেকটা ব্যাপার আলোচনা করা যাক...'

হিমলার অস্বস্তিতে তার দিকে তাকিয়েছিল। 'নির্দিষ্ট কারও সম্পর্কে? গোলমেলে কিছু?'

'না, তেমন কিছু নয়। আমি বিসমার্কের হুশিয়ারির কথাই ভাবছিলাম: হাতের কাছে একটি বিকল্প ছাড়া কোন কাজ শুরু করবে না। জিজ্ঞেস করছি, এই যুদ্ধের কী বিকল্প আপনার কাছে আছে?'

হিমলার বেতার খুলল — তাদের আলাপ কেউ রেকর্ড করছে না এতে নিশ্চিত হয়ে বলেছিল, 'আমি আপনাকে পাঁচ সপ্তাহের ছুটি দিচ্ছি। নিশ্চয়ই আপনার স্নায়ুগুলি বিগড়ে গেছে। শেলেনবার্গ, আপনি সুস্থ নন। বুঝতে পারছেন? আর বেশি কি ... এ ধরনের কথা বলার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে?'

শেলেনবার্গ বলে চলল, 'এই মুহূর্তে আমরা এত শক্তিশালী যে আমরাই শান্তির শর্তগুলি দাবি করতে পারি। আমরা আজ গৌরবের চূড়োয়। বিসমার্ক এই অবস্থায়ই সর্বদা শান্তি চাইতেন।'

আজও হিমলার সেই ঘটনার খুঁটিনাটি সবকিছুই মনে করতে পারে। সে ডিভানে শুয়ে পড়ে হাত দিয়ে পেটে খোঁচা দিচ্ছিল (পেটে অম্লাভাবের জন্য সে সর্বদাই ক্যান্সার আক্রমণের ভয় করত)। তারপর বলেছিল, 'যতদিন ফুয়েরর পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে রিবেনট্রপের মতো একটি হন্দ আহাম্মকের উপর নির্ভর করবেন ততদিন শান্তির কোন সম্ভাবনা নেই।'

'রিবেনট্রপ আর গোয়েরিংয়ের সম্পর্ক তো শেয়াল-কুকুরের সামিল। রিবেনট্রপকে হটানোর জন্য আমরা গোয়েরিংকে সাহায্য করতে পারি। কেবল বার্গান্ডির মদের জন্যই নয়, ব্রাবান্ট ও তার কনিয়াকের জন্যও ওকে নগরপাল বানান যায়। আমাদের মাতালটি নিশ্চয়ই এতে গররাজি হবে না।'

হিমলার ছোট টেবিলের কাছে গিয়ে ব্রকহাউস এটলাসের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এখানে ওখানে টুকা দিয়ে বলছিল, 'সত্যিকার অর্থে এগুলি সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন? কী করা যায় বেলজিয়াম, হল্যান্ড বা ইউক্রেনকে নিয়ে?'

'সমস্যার প্রত্যেকটি অংশকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখতে হবে। রাশিয়ার খেলা তো শেষই, আর তাই ইউক্রেন কোন সমস্যা নয়। বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের ব্যাপারটি ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের সঙ্গে আলোচ্য বটে। আমি যা নিয়ে চিন্তিত তা হল আমেরিকা আর বোরমান।'

হিমলার উত্তর শোনে মুচকি হাসল। সে বলল, 'সবকিছুই ঠিক, কিন্তু ফ্রান্স?'

'তার সঙ্গে একটি আপোস করতে হবে। ওর উপনিবেশগুলি আমাদের সত্যিকার শক্তি যোগাবে।'

'অর্থাৎ আপনি ফ্রিৎসহেনের মাধ্যমেই ব্রিটিশ-আমেরিকানদের আঁচ করে দেখতে চান?' হিমলারের প্রশ্নটি সুপারিশের মতোই শুনাল। 'বোঝাটি নিজের ঘাড়েই চাপাবেন, এই খেলায় আমাকে জড়াবেন না।'

তারপর শেলেনবার্গ কাজ শুরু করেছিল। বার্নে ডালেসের লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগের সময় এলেও সে তাড়াহুড়া করে নি। কিংবা সে ফ্রিৎসহেন, অর্থাৎ ফন পাপেনকেও কাজে লাগায় নি। এজন্য শুরুতেই রিবেনট্রপকে পথ থেকে সরান দরকার ছিল। সর্বসমক্ষে রিবেনট্রপকে চ্যালেঞ্জ করার মতো তার বিভাগে একজন লোক ছিল: সে রাজ্যসচিব লুথার। শেলেনবার্গের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনায় প্ররোচিত হয়ে সে এক সরকারী সম্বর্ধনায় হিমলারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং বাড়ি ফিরে রিবেনট্রপকে অভিযুক্ত করে বোরমান, হিমলার ও গোয়েরিংয়ের কাছে তিনটি প্রতিবেদন পাঠায়। কিন্তু রিবেনট্রপ এস.এস-এর ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর থাকার প্রেক্ষিতে হিমলার তার বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগগুলি ব্যবহার করতে দেয় নি: এটি পার্টি শালীনতা বিরোধী। এজন্য প্রথম প্রয়োজন পার্টির আওতায় বিচার, তারপর এস.এস-এর বিচার এবং কেবল তখনই তাকে পদচ্যুত করা যায়।

শেষ আঘাতের আগে হিমলার ইতস্তত করছিল এবং ইতিমধ্যে গেস্টাপো তার কর্তব্য শেষ করেছিল: রিবেনট্রপের গোয়েন্দাদের পাঠান দলিলের ভিত্তিতে লুথার গ্রেপ্তার হয়েছিল। রিবেনট্রপকে কেলেঙ্কারীতে জড়াতে গিয়ে শেষপর্যন্ত লুথারও হাঁসফাঁস করছিল। তাছাড়া লুথারের পুরো সুযোগ নিয়ে মুল্যার কে-একজন আলাদাভাবে পশ্চিমের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর চেষ্টা করছে বলে বোরমানের কাছে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল। খবরটি বোরমান অতঃপর ফুয়েররের কাছে পৌঁছলে সে রিবেনট্রপকে একটি ডিক্রি জারির আদেশ দেয়: যেকোন শত্রুশক্তির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হল ষড়যন্ত্রের নামান্তর এবং শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

এবং কেবল তখনই হিমলার বুঝতে পারল যে সে খুব বেশি দেরি করে ফেলেছে। সে রিবেনট্রপের কাছে হেরে গেছে। হিমলার ক্লান্ত স্বরে

শেলেনবার্গের কাছে অনুযোগ করেছিল, 'ফুয়েররের জন্য লড়াই করে করে আমি হয়রান। এবার আমি তাঁর বিরুদ্ধেই লড়ব, যদি তিনি তা-ই চান।'

'আপনার কাগজপত্র,' ওদের একজন বলল।

স্টির্লিৎস তার পাস দেখিয়ে বলল, 'কী হচ্ছে?'

লোকটি তা দেখে স্যালুট ঠুকে বলল, 'বিপদসংকেত শুনে আমরা একটি বেতারযন্ত্র খুঁজছি।'

'খোঁজাখুঁজি কেমন হল?' বলে স্টির্লিৎস তার পাস পকেটে রাখল। 'পেলে কিছু?'

'আপনার গাড়িটিই প্রথম।'

'গাড়ির বুটটি দেখতে চাও?' স্টির্লিৎস মুচকি হাসল।

ওরা দুজন জোরে হেসে উঠল এবং তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'যাওয়ার সময় হুশিয়ার থাকবেন, একটু আগেই বোমার দুটি গর্ত।'

'ধন্যবাদ,' স্টির্লিৎস বলল, 'আমি সবসময়ই পথে নজর রেখে চলি।'

সে বুঝতে পারল এই পাহারাটি আসলে এরউইনের সাম্প্রতিক খবর পাঠানোর ফলশ্রুতি। দক্ষিণ ও পূর্বের পথে এখন পাহারা ঘাঁটি বসেছে। মূলত চেষ্টাটি শিশুসুলভ হলেও তার কাছে এটি হাস্যকর মনে হল না। জার্মানি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কোন আনাড়ির জন্য এটি মানানসই হত।

বোমার আনকোরা গর্তগুলি স্টির্লিৎস এড়িয়ে গেল। তখনো পোড়া গন্ধের আঁচ বাতাসে লেগে ছিল। 'যা বাতিল করে দিয়েছিলাম ওখানে আবার ফিরে যাওয়া,' সে ভাবল, 'রিবেনট্রপ, গোয়েরিং, বোরমান বা ফিল্ডমার্শাল ফন ক্লুগে — এদের কার ব্যক্তিগত কায়েমী স্বার্থ শান্তির সঙ্গে জড়িত — সেই রঙের তাসটি সম্পর্কেই আমাকে নিশ্চিত হতে হবে। এটাই মূল বিষয় এবং এটি জানলেই 'কেন্দ্র' কীজন্য উদ্বিগ্ন তা বুঝতে পারব। কিন্তু কে ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে? রুজভেল্ট? নিশ্চয়ই নয়! ব্রিটিশ জনমত কী? কোনদিন নয়! অবশ্য অন্যদিকে এককভাবে পশ্চিমের কাছে জার্মানির আত্মসমর্পণ সেখানকার একচেটিয়া পুঁজির সহায়ক হবে। আর তারও প্রতিনিধি তো ব্যক্তিবিশেষ। একবার রাইখের উপরতলার মতিগতি বুঝতে পারলে আমাকে স্পেয়েরের উদ্দেশ্যটাও ভালভাবে তলিয়ে দেখতে হবে: যে-লোক জার্মানির কলকারখানা চালাচ্ছে সে কেবল ভাল ইঞ্জিনিয়রই নয়, ততোধিক একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদও। পশ্চিমের

ব্যবসা জগতের মাতব্বরদের সঙ্গে এই লোক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছে। তাকে জানাও এখন দরকার।'

স্টির্‌লিংস গাড়িটি গ্যারেজে রাখল না — সে রাতে তেমন শীত পড়ে নি।

'কাল খুব ভোরেই তো উঠছি,' সে ভাবল, 'এরই মধ্যে রেডিয়েটরের জল জমে যাবে না। কাল একটি স্মরণীয় দিনই হবে! একজন এস.ডি অফিসর হিমলারকে সাহায্য করবে। অবশ্য মনে হচ্ছে এটি আশু সবকিছু ফাঁস করে দেয়ার কুটাভাসেরই অংশ। আগে আমি হিমলারের কাছে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আর এটাই যথেষ্ট নয়। আমাকে এখন এস.এস রাইখস্‌ফুয়েরর হিমলারের একান্ত অনুগত হতে হবে।'

ঘটনাটি ১৯৪২ সালের পরবর্তী কালের। ইতিমধ্যে প্রাগে হেড্রিখ খুন হয়ে যাওয়ার পর শেলেনবার্গ হিমলারের ঘনিষ্ঠতম সহকারী হয়ে উঠেছিল। সীমিত বুদ্ধি ও স্থূল কাজকর্মের জন্য হেড্রিখের উত্তরাধিকারী কালটেনব্রুনারকে হিমলার মোটেই পছন্দ করত না। সে অঢেল মদ ও রোজ একশটির মতো সিগারেট খেত এবং হিমলারের সবচেয়ে যা অপছন্দ সেই উৎকট অস্ট্রীয় টানে কথা বলত। সে কালটেনব্রুনারের কথা সহজে বুঝতে পারত না এবং সেটা কেবল বাচনভঙ্গির জন্যই নয়, তার নকল দাঁতের বিকৃত উচ্চারণের জন্যও।

একবার সে কালটেনব্রুনারকে উপদেশ দিয়েছিল, 'কোন দাঁতের ডাক্তারের কাছে যান, আপনার একটি কথাও আমি বুঝি না, বিশেষ করে যখন তড়িঘড়ি কথা বলেন।'

কালটেনব্রুনার যে এতে খুবই অপমানিত হয়েছে হিমলার তা লক্ষ্য করে ভেবেছিল, 'ওর রসবোধ যে ততটা সূক্ষ্ম নয় সেটা ভালই। ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে তামাশা-মশকরা করা যাবে। তবে ওকে এড়িয়ে চলতে হবে। আহাম্মকি কিছুটা সংক্রামকও বটে।'

বোরমান... ওহ্‌, হিমলার ওকে কী ঘৃণাই না করত...

বোরমানই হিটলারকে বলেছিল, 'সৈন্যবাহিনীর উপর সবটুকু ভরসা ন্যস্ত করা যে ঠিক হবে না তার অঢেল নজির আমরা পেয়েছি। জাতির সৌভাগ্য যে আমাদের এস.এস ডিভিসনগুলি রয়েছে। এগুলিই পার্টি ও জাতীয় সমাজতন্ত্রের আশা। কেবল এস.এস নেতা, আমার বন্ধু হিমলারই পূর্ব রণাঙ্গনের, 'ভিস্টুলা' সৈন্যদলের দায়িত্ব নেবার যোগ্য মানুষ। কেবল

তারই নেতৃত্বে এস.এস এবং তার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী রুশীদের হঠাতে, এদের খতম করতে পারবে।'

হিমলারে পরদিন তার নতুন নিয়োগের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু না জেনেই ফুয়েররের সদরদফ্‌তরে গিয়েছিল। সঙ্গতভাবেই হিটলার সাগ্রহে হিমলারের আনা ডিক্রিটি অনুমোদন করেছিল। এতে ছিল: ইতিপূর্বে বোরমানের অধীনস্থ সকল নগরপাল এখন তার কাছে, এস.এস রাইখস্‌ফুয়েররের কাছেও দায়ী থাকবে। হিমলার বোরমানকে এক চরম আঘাত হেনেছিল। এমন আগ্রহ নিয়ে ডিক্রিটি অনুমোদন করায় সে কিছুটা বিস্মিতও হয়েছিল। কিন্তু এক মিনিট পরই সবকিছু তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

'হিমলার, অভিনন্দন জানাচ্ছি! আপনাকে 'ভিস্টুলা' সেনাদলের অধিনায়ক করা হয়েছে। একমাত্র আপনিই বলশেভিক দঙ্গলগুলিকে উৎখাত করতে পারবেন। আপনি ছাড়া আর কেউই স্তালিনকে কাবু করতে, তার উপর আমার শান্তির শর্ত চাপাতে পারবেন না!'

এখানেই ঘটনাটি শেষ। কী ঘটেছে হিমলার তখনই সব বুঝতে পেরেছিল। যাকিছু হারানোর তার সবকিছুই সে হারিয়েছে। তখন ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি। জয়ের আর কণামাত্র সম্ভাবনাও নেই। জাহান্নমে যাক যতসব ভাবালু কল্পনা! হাতে এখন শুধু একটিই করণীয় আছে: পশ্চিমের সঙ্গে আশু সন্ধি এবং বলশেভিক দঙ্গলগুলির বিরুদ্ধে যৌথ পাল্টা ব্যবস্থা।

এই উচ্চ সম্মানের জন্য হিমলার ফুয়েররকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরল। তারপর সে গিয়েছিল গোয়েরিংয়ের কাছে। কিন্তু তাদের আলোচনায় কোনই ফল ফলে নি।

...আর এখন সকাল পাঁচটা। সবে তার ঘুম ভেঙেছে। আবার ঘুমুতে যাওয়ার আর জো নেই। শুয়ে শুয়ে সে নির্জন পাইনবনে কান পেতে আছে। বোরমানের ভয়ে সে মেয়েকে ফোন করতে পারছে না। কথা বলতে পারছে না ছেলেদের ও তাদের মার সঙ্গে, যাকে সে ভালবাসে। এর ফলাফল সম্পর্কে সে ভয় পাচ্ছে: হিটলার তার ভাষায় 'নৈতিক বিচ্যুতি' ক্ষমা করে না। জঘন্য এক সিফিলিসরোগী... সচ্চরিত্রতার সমুজ্জ্বল আদর্শ বৈকি... ঘৃণার দৃষ্টিতে হিমলার টেলিফোনের দিকে তাকাল। গত আঠার বছরে যে-যন্ত্রটিকে সে নিখুঁত করেছিল এখন সেটিই তার বিরুদ্ধে লেগেছে।

'এই তো ব্যাপার,' সে মনে মনে বলল। 'এই তো ব্যাপার। আমি এখন, এই মুহূর্তে নিজের জন্য লড়াই শুরু না করলে খতম হয়ে যাব।'

নিজ গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুসারে হিমলার সঙ্গত কারণেই বিশ্বাস

করে যে, ইতালিতে তাদের সেনাধ্যক্ষ ফিল্ডমার্শাল কেসেলরিং পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগের বিরোধী নয়। খবরটি শুধু শেলেনবার্গ আর হিমলারই জানত। যে-দুজন গোয়েন্দা খবরটি দিয়েছিল কেসেলরিংয়ের কাছে ফিরে যাবার সময় সতর্কভাবে সংঘটিত এক বিমান দুর্ঘটনায় তাদের খতম করা হয়েছে। গোপন খবরের একচেটিয়া মালিকানাই তো সাফল্যের চাবিকাঠি। ইতালির লাগোয়া সুইজারল্যান্ড, আর ওখানেই আছে ইউরোপে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান, অ্যালেন ডালেস। এটাই বড় কথা। ইতালিতে কর্মরত এস.এস নেতা কর্নেল জেনারেল কার্ল উল্ফ একাধারে কেসেলরিংয়ের বন্ধু ও হিমলারের প্রতি বিশ্বস্ত। এটিই এখন প্রধান যোগসূত্র।

ইতিমধ্যে হিমলার টেলিফোন তুলল এবং নির্দেশ দিল, 'আমার বাড়িতে এখনই জেনারেল কার্ল উল্ফকে তলব করা হোক।'

সে এই পুরনো এস.এস কর্মীকে বিশ্বাস করত। হিমলারের নামে পশ্চিমের সঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ গড়ে তোলার উদ্যোগের জন্য সে-ই ছিল যোগ্য লোক...

৪

পাস্তর শ্লাগকে প্রথম স্টির্লিৎসের কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হলে সে এতে তেমন কোন সম্ভাবনা আঁচ করে নি। সে কেবল শেলেনবার্গের আদেশই পালন করেছিল। তিন দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর সে ওই বুড়োর অবিশ্বাস্য ধরনের মর্যাদাবোধ ও শিশুসুলভ সারল্যে ওর সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। স্টির্লিৎস বুঝতে পেরেছিল যে পাস্তর মুলারের লোকজনদের হাতে পড়লে অচিরেই একটি পুরোদস্তুর জানোয়ার হয়ে উঠবে।

যেসব লোক অল্প ও অনির্ভরশীল তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এবং সামান্য কারণে গ্রেপ্তার হত স্টির্লিৎস তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করত। নিজের মূল লক্ষ্যে পৌঁছনোর সম্ভাবনাটি স্বভাবতই সে বিপন্ন করতে চাইত না। কিন্তু তাসত্ত্বেও তার এখতিয়ারের লোকজনদের জীবন সম্পর্কে উদাসীন থাকার মতো মানুষ সে ছিল না। সে তাদের সাহায্য দেয়ার একটি বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। স্টির্লিৎস এমন কিছু লোক 'রেখেছিল' যারা সামান্য অপরাধ করে ধরা পড়ত এবং সে তাদের তখনই কিংবা সামান্য কিছুদিন বন্দীশিবিরে থাকার পর ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করত। মুক্তির পর

এদের সেইসব সংস্থায় কাজ দেয়া হত যেগুলি শেলেনবার্গের গোয়েন্দা তৎপরতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং স্টির্‌লিৎসও এর সঙ্গে জড়িত ছিল। এই 'পালিতরা' নামী পার্টি-সদস্যদের মুনাফালুট, বেপরোয়া কথাবার্তার বিস্ফোরণ, নৈতিক অধঃপতন ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের ভার পেত এবং এভাবে কট্টর হিটলারভক্তদের কব্জা করা হত। অর্থাৎ স্টির্‌লিৎস এক ঢিলে তিন পাখি মারতে পারত: বিভিন্ন স্তরের নাৎসিবাদবিরোধীদের বাঁচান, কার্যস্থল থেকে গোপন তথ্যসংগ্রহ ও পরিশেষে এই তথ্যের ভিত্তিতে নাৎসি সরকারের বিশ্বস্তদের পদাবনতি ঘটান।

পাস্তরের সঙ্গে কথাবার্তা এবং তার কাগজপত্র দেখার পর স্টির্‌লিৎস তাকে ভবিষ্যতে কীভাবে ব্যবহার করা যায় সে-সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছিল। পাস্তর এবং প্ররোচক এজেণ্ট ক্লাউসের কথাবার্তার একটি রেকর্ডিংয়ে ওর নাৎসিবাদ বিরোধিতা এবং এইসঙ্গে গোপন আন্দোলনকে সাহায্য দেয়ার সংকল্প শোনার পর স্টির্‌লিৎস ওর কথা বিশ্বাস করেছিল। সে অবশ্য আগামী কাজে প্লাগের একটি ভূমিকা ঠিক করে ফেললেও তাকে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগানোর ধরনটি তখনো স্থির করতে পারে নি।

আসন্ন কাজের নক্‌শা সম্পর্কে একটি সাধারণ স্বচ্ছ ধারণা থাকা সত্ত্বেও স্টির্‌লিৎস কখনোই ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সম্ভাব্য ধরন সম্পর্কে কোনকিছু অনুমানের চেষ্টা করত না। অপরাধীকে হাতে-নাতে গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে আগেভাগেই নিশ্চিত গোয়েন্দা কাহিনীর দূরদর্শী নায়কদের কথা পড়ে স্টির্‌লিৎস মুচকি হাসত। ইউরোপ থেকে আঙ্কারা যাওয়ার পথে ট্রেনে পড়া একটি কাহিনী প্রায়ই তার মনে পড়ত। ঘটনাটি তার মনে গেঁথে গিয়েছিল। এক ধুরন্ধর সাহিত্য-ইতিহাসবিদ লিখেছিলেন: 'ইউজিন ওনেগিন' ক্রমশ প্রকাশিত হওয়ার সময় এর নায়িকার জীবনে কী ঘটবে এমন এক প্রশ্নের উত্তরে পুশকিন বিরক্ত স্বরে বলেছিলেন, 'তাতিয়ানাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি জানি না।' স্টির্‌লিৎস বেশ কিছু গাণিতিক ও পদার্থবিদের সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেয়েছিল এবং এটি ঘটেছিল মূলত গেস্টাপোর হাতে পরমাণু-পদার্থবিদ রুঙে গ্রেপ্তার হওয়ার পর। সে জানতে চেয়েছিল তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী একটি আবিষ্কার সম্পর্কে আগেভাগে কতটুকু 'পরিকল্পনা' করতে পারেন। তাঁরা বলেন, 'এটা অসম্ভব। আমরা কেবল গবেষণার দিকনির্ণয়ই করতে পারি, বাকিটা নির্ধারিত হয় পরীক্ষার ধারায়।'

এটি গোয়েন্দাগিরির ক্ষেত্রেও সত্য। আগ থেকে কোন তৎপরতার খুঁটিনাটি সম্পর্কে অতিরিক্ত ভাবলে এর ব্যর্থতা প্রায় নিশ্চিত হয়ে

5 095

ওঠে। এতে পূর্বনির্ধারিত শৃঙ্খলের কোন একটি গ্রন্থি ভেঙে গেলে পুরোটাই বরবাদ হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে যখন একটিমাত্র লোক কাজ করে তখন বিভিন্ন বিকল্প সম্ভাবনার জন্য মূল লক্ষ্য ও উদ্যোগের উপর জোর দিলেই সাফল্য নিশ্চিত হতে পারে। অন্তত স্টির্‌লিৎস তাই ভাবে।

সে মনে মনে ভাবল: 'পাস্তর, ওর সম্পর্কে ভেবে দেখতে হবে। শেলেনবার্গকে বলতাম যে প্রাক্তন চেনসেলর ব্রুনিংয়ের সঙ্গে পাস্তরের সম্ভাব্য যোগাযোগের ব্যাপারটি থেকে কোনই ফায়দা লাভ হয় নি এবং সে সম্ভবত ওই বুড়োটি সম্পর্কে আর উৎসাহীও নয়। কিন্তু 'কেন্দ্র' থেকে পাওয়া শেষ নির্দেশের পর ওর সম্পর্কে বরং আমার কৌতূহল এখন বেড়েই চলেছে।

স্টির্‌লিৎসের যুক্তি মোটামুটি শুদ্ধই ছিল। তবে একটি ব্যাপারে তার ভুল হয়েছিল: শেলেনবার্গ পাস্তরকে ভুলে নি। পক্ষান্তরে কেবল এখনই সে ওর সম্পর্কে সত্যিকার উৎসাহ দেখাতে শুরু করেছিল।

রাত তিনটার সময় মুলার আইসমানকে তার অফিসে তলব করে: কালটেনব্রুনারের সেই কনিয়াক খাওয়ার পর সে ঘুমিয়েছিল, সুস্থ বোধ করছিল। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে মাথার পেছন দিকটা ঘসতে ঘসতে সে ভাবল: 'ওই কনিয়াকটি নিশ্চয়ই বিশেষ ধরনের কিছু। আমাদের ওটি খেলে দারুণ মাথা ধরে, কিন্তু ওতে মেলে সত্যিকার স্বস্তি।'

লাল চোখ মেলে আইসমান মুলারের দিকে তাকিয়ে তার শিশুসুলভ মনভুলান হাসিটি হাসল। 'মাথাটি আমার চৌচির হয়ে যাচ্ছে,' সে বলল, 'এক নাগাড়ে সাত ঘণ্টা ঘুমান আমার স্বপ্ন এবং আমি কেবল তাই চাই। ঘুম কেড়ে নেওয়াই যে সবচেয়ে মারাত্মক অত্যাচার সেটা আমি আর আগে কোনদিন ভাবি নি।'

'শুনুন,' মুলার শুরু করল, 'শিগগিরই বুনো হাঁস খোঁজতে হবে। কর্তা আজ আমাকে ডেকেছিল। ওদের, এসব বড়কর্তাদের মাথা তো গোবরে বোঝাই... দিবাস্বপ্ন দেখার জন্য ওদের অঢেল সময়। ওদের তো হাতেনাতে কিছু করতে হয় না, কেবল ফরমান জারি করা যা সার্কাসের শিম্পাঞ্জীও পারে। দেখুন, এখন ওর মাথায় স্টির্‌লিৎস ঢুকেছে।'

'কে, কে?'

'আরে স্টির্‌লিৎস। শেলেনবার্গের লোকজনদের মধ্যে ওই একটিই আমার পছন্দসই। সে চাকরবাকরদের মতো থাকে না। সবসময়ই শান্ত।

কাজে যাবার সময় মৃগীরোগী বা অত্যুৎসাহীর মতো ছটফট করে না। যারা সম্ভাব্য উপরওয়ালাদের আশপাশে ঘুর ঘুর করে কিংবা সভায় জোর গলায় উদ্দেশ্যহীন বক্তৃতা দেয়, তাদের উপর আমি মোটেই ভরসা রাখি না। এরা হল মধ্যম শ্রেণীর লোক, অলস চাটুকার সব... কিন্তু স্টির্‌লিৎস তেমনটি নয়। সে চুপচাপ স্বভাবের... যে-বন্ধু মিতবাক, সেই সত্যিকার বন্ধু। আর শত্রুদের ব্যাপারে, নীরব শত্রু সত্যিকার শত্রু। ওদের আমি শ্রদ্ধা করি। ওদের কাছ থেকে তুমি অনেক কিছু শিখতে পার।'

'আমি স্টির্‌লিৎসকে আট বছর থেকে জানি,' আইসমান বলল, 'আমি ওর সঙ্গে স্মলেন্‌স্কে ছিলাম। বিমান হামলার সময় ওকে আমি লক্ষ্য করেছি। সে সাহসী বটে।'

মুলার ভুরু কুঁচকাল, 'এইসব বড় বড় শব্দ আওড়াতে শুরু করলেন কেন? আপনি ক্লান্ত, এজন্য? পার্টির হোমরা-চোমরাদের মতো বড় বড় কথা বলা ছাড়ুন। আমাদের মতো গোয়েন্দাদের কেবল বিশেষ্য আর ক্রিয়াপদ হলেই চলে: 'ও দেখা করল', 'সে বলল', 'সে দিল'... আপনি কি ভাবেন না...'

'না,' জবাব দিল আইসমান, 'স্টির্‌লিৎসের সততা সম্পর্কে আমার পক্ষে সন্দেহ করা একেবারেই অসম্ভব।'

'আমার পক্ষেও।'

'আমাদের সম্ভবত কৌশলে কালটেনব্রুনারকে এটাই বুঝাতে হবে।'

'কেন?' একটু থেমে মুলার বলল, 'আর সে যদি চায় স্টির্‌লিৎসের অসততাই প্রমাণিত হোক? তাকে বিরত করা কেন? আসলে স্টির্‌লিৎস তো আমাদের দলের লোক নয়। সে ৬ নং বিভাগের। এনিয়ে শেলেনবার্গ ভাবুক...'

'শেলেনবার্গ কেবলই প্রমাণ চাইবে... আর আপনি তো জানেন এতে সে রাইখস্‌ফুয়েররের সমর্থন পাবে।'

'আপনি তাই ভাবেন?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু কেন?'

'এটা প্রমাণ করা আমার পক্ষে কঠিন... তবু আমি নিশ্চিত।'

মুলার আবার ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে মাথার পেছনটা ঘসতে লাগল।

'তাহলে আমাদের কী করা উচিত?'

আইসমান কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, আমাদের নিজের কাছে পুরোপুরি সৎ থাকা উচিত। এটি পরের পদক্ষেপ ও কাজের জন্য আমাদের সহায়ক হবে।'

'পদক্ষেপ এবং কাজ এক ও অভিন্ন জিনিস,' মুলার মন্তব্য করল। 'যাদের কেবল হুকুম তামিল ছাড়া আর কিছুই করতে হয় না আমি তাদের হিংসে করি! কতদিন থেকেই না আমি এমন একটি কাজের স্বপ্ন দেখছি! 'সৎ হওয়া!' লোকে ভাবে অসৎ হওয়া ছাড়া আমার দ্বিতীয় কোন ভাবনা নেই। এগিয়ে যান আমি আপনাকে পুরোপুরি সৎ হওয়ার একটি সুযোগ দেব। এটা নিন।' মুলার আইসমানের দিকে টাইপ করা কাগজ বোঝাই কয়েকটি ফাইল এগিয়ে দিল। 'আর সিদ্ধান্ত নিন, সত্যিকার সৎ সিদ্ধান্ত। আমাদের তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে বড়কর্তার কাছে রিপোর্ট দেবার সময় আমি এগুলি ব্যবহার করব।'

'আমাকে এ-কাজ করতে বলা কেন?' আইসমান জিজ্ঞেস করল।

মুলার হাসতে লাগল, 'বন্ধু আমার, আপনার সততা কোথায় গেল? অন্যদের সৎ থাকার উপদেশ দেয়া খুবই সহজ। কিন্তু কাজের সময় দেখা যায় প্রত্যেকেই নিজের অসততার উপর সততার রঙ লাগাতে, নিজের ও নিজ কাজের ন্যায্যতা প্রমাণে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। আমি কি ভুল বলছি?'

'আমিই রিপোর্ট লিখছি।'

'কী রিপোর্ট?'

'লিখব যে আমি স্টির্লিৎসকে বহুকাল যাবৎ চিনি এবং সব বিষয়ে তার কাজের জামিন থাকতে পারি।'

মুলার চুপ করে রইল। তারপর চেয়ারে একটি অস্থির মুহূর্ত কাটিয়ে আইসমানের দিকে একটি কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

'লেখুন।'

আইসমান একটি কলম নিয়ে প্রথম বাক্যটি সম্পর্কে কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে লিখতে লাগল: 'প্রধান এস.এস ওবেরগ্রুপেনফুয়েরের মুলার সমীপে। আমি মনে করি এস.এস কর্মী ফন স্টির্লিৎস একজন খাঁটি আর্য, ফুয়েরর এবং এন.এস.ডি.এ.পি-র আদর্শের প্রতি অনুগত। তার কার্যকলাপের তদন্তের দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিলে বাধিত হব। এস.এস ওবেরস্টুরমবানফুয়েরের আইসমান।'

মুলার আইসমানের লেখার উপর চুষকাগজ ঘসে ওটি বার দুয়েক পড়ল এবং শেষে গম্ভীর স্বরে বলল, 'ভাল কথা... আপনার সম্পর্কে আমি

বরাবরই শ্রদ্ধাশীল। আপনার উপর আমি সব সময়ই আস্থা রাখি। এবার আপনার সততার আরও একটি নজির পেলাম।'

'ধন্যবাদ, ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর।'

'এতে ধন্যবাদের কিছু নেই। আমারই বরং উচিত আপনাকে ধন্যবাদ জানান। এখনকার মতো এ-ই যথেষ্ট। এই তো তিনটি ফাইল রয়েছে। স্টিরলিৎসের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি অনুকূল প্রতিবেদন তৈরির সময় ওগুলো কাজে লাগাবেন। আপনাকে যথাকর্তব্য সম্পর্কে বলে দেয়ার কিছু নেই: একজন গোয়েন্দার, একজন বিজ্ঞ তদন্তকারীর কলাকৌশল, সত্যিকার জাতীয় সমাজতন্ত্রীর সাহস... এজন্য আপনার কতটা সময় দরকার?'

ফাইলগুলির কাগজ উল্টাতে উল্টাতে আইসমান জবাব দিল, 'সবকিছু সুন্দরভাবে গুছিয়ে আর দলিলগত তথ্যাদি দিয়ে এগুলি সত্যাখ্যাত করতে ধরুন সপ্তাহখানেক।'

'পাঁচ দিনই যথেষ্ট।'

'চলবে।'

'আর দেখুন, এই পাদ্রি সম্পর্কে স্টিরলিৎসের কাজটিকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করবেন।' মুলার ফাইলগুলিতে আঙুল চালাতে চালাতে বলল। 'কালটেনব্রুনারের ধারণা কে যেন পাদ্রিদের মাধ্যমে পশ্চিমের, ভাটিকান ইত্যাদির সঙ্গে একটা যোগাযোগের চেষ্টা করছে...'

'চমৎকার।'

'গুডে লাক। এবার গিয়ে কিছুটা ঘুমিয়ে নিন। তবে সাত ঘণ্টা নয়, পাঁচ ঘণ্টা। এটা চলবে। যেন চমৎকার স্বপ্ন দেখুন।'

আইসমান চলে যাওয়ার পর মুলার তার দরখাস্তটি একটি আলাদা ফাইলে রাখল এবং ডেস্কের সামনে বসে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বিভাগের অন্যতর কর্মী, ওবেরস্টুরমবানফুয়েরর হোল্টফকে ডেকে পাঠাল।

কর্মিদলের তরুণতম এই লোকটিকে এমন কি বসতেও না বলে সে হুকুম দিল, 'শুনুন, আমি আপনাকে অতি গোপনীয়, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের ভার দিচ্ছি।'

'বলুন।'

'ছোড়া, আকাশ-পাতাল সব তন্ন তন্ন করে খুঁজবে,' মুলার মনে মনে ভাবল, 'সে এখনই উসখুস করছে। আমাদের খেলায় এখনো সে উৎসাহ হারায় নি, বরং আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে রয়েছে। কী সে ঘটাবে কেবল ঈশ্বরই

জানেন... এপর্যন্ত ভালই... শেলেনবার্গের সঙ্গে দর-কষাকষি করার মতো কিছু একটা আমার আছে।'

'ব্যাপারটা এরকম,' মুলার বলে চলল। 'এই ফাইলগুলি আপনাকে ঘাঁটতে হবে। এতে গত বছরে স্টান্ডারটেনফুয়েরের স্টির্‌লিংসের কাজের বিবরণী রয়েছে। প্রতিশোধ নেওয়ার অস্ত্র... অর্থাৎ পারমাণবিক অস্ত্র... এবং পদার্থবিদ রুঙেই এগুলির বিষয়বস্তু। মোটামুটিভাবে এসবই কিছুটা সন্দেহজনক। তবু এগুলি ভালভাবে তলিয়ে দেখুন আর কোন প্রশ্ন বেরুলে আমার কাছে আসুন।'

কিছুটা ফেঁপে ওঠা সত্ত্বেও তা না দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে হোল্টফ মুলারের ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে গেস্টাপোর বড়কর্তা তাকে থামিয়ে বলল, 'ওর সম্পর্কিত গোড়ার দিকের কয়েকটি ফাইলও দেখুন, যখন সে ফ্রন্টে ছিল। আর অতীতে কখনো স্টির্‌লিংস ও আইসমানের মধ্যে যোগাযোগ ঘটেছিল কিনা সেটাও লক্ষ্য করুন।'

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মের সেই অস্থির দিনগুলিতে এক রহস্যজনক মার্কিনীর ফ্রান্স পেরিয়ে যাওয়ার কথাটি গেস্টাপো, কানারিস সার্ভিস এবং ভিশি প্রতিগোয়েন্দা বিভাগ জানত। ফ্রান্সের প্রতিগোয়েন্দা বিভাগ, গেস্টাপো এবং অ্যাডমিরাল কানারিসের লোকজন তাকে খুঁজতে শুরু করে। রেলস্টেশন, বিমান বন্দরের কাচের দেয়াল ঘেরা দালানকোঠায় আড়ি পাততে গোয়েন্দাদল পাঠান হয়। তারা মার্কিনী চেহারার লোকজনদের খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করে।

কিন্তু ওর কোন হদিসই মেলে নি। সে রেস্তোরাঁর আড়াল নিয়ে বিমানে যেন আকাশ থেকে হাজির হয়েছিল। চতুর, ঠান্ডা-মাথা, ধীরস্থির সাহসী এই লোকটি জার্মান গোয়েন্দা আর ভিশি প্রতিগোয়েন্দাদের হারিয়ে দিয়েছিল। ১৯৪২ সালের শেষ নাগাদ সে রহস্যজনকভাবে নিরপেক্ষ সুইজারল্যান্ডে পৌঁছয়।

সে ছিল দীর্ঘদেহী। পিন্‌স-নেজের উজ্জ্বল কাচের আড়ালে লুকনো চোখে সে দুনিয়ার দিকে একাধারে শান্ত ও কঠোর দৃষ্টিতে তাকাত। তার মুখে সর্বদাই লাগান থাকত একটি সোজা ইংলিশ পাইপ। সে কথা কাটাকাটি করত, অঢেল হাসত। অমায়িক ও মনোযোগী শ্রোতা হিসাবে ও প্রখর বুদ্ধির দৌলতে কারও সঙ্গে কথা বললেই তাকে জয় করে নিত। নিজে ভুল করলে সেটা সরাসরি অসঙ্কোচে সে স্বীকার করত।

হিমলার, কানারিস এবং পেটেনের লোকজন তাদের শিকার, এই ম্যার্কিনীর সঠিক পরিচয় জানলে তারা নিজেদের চেষ্টা দশগুণ বাড়াতেও পিছপা হত না, যেন ফ্রান্সের সেই এলাকায় যেখানে ১৯৪২ সালে জার্মান সেনাবাহিনীর আক্রমণের ফলে ভিশির রাজধানী সহ ওই দক্ষিণ এলাকার 'সার্বভৌমত্বের' অবসান ঘটেছিল সেখানেই তাকে গ্রেপ্তার করা যায়। যে-লোকটির কাছে তারা হেরে যাচ্ছিল সে আর কেউ নয়, স্বয়ং অ্যালেন ডালেস। জেনারেল ডনোভানের স্ট্রাটেজিক সার্ভিসের লোক হিসাবে তাকে বার্নে পাঠান হয়।

সুইজারল্যান্ডে অচিরেই খবর রটল যে সে হল প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। ডালেস সংবাদপত্রে অদ্ভুত ধরনের এক ব্যাখ্যা সহ গুজবটি অস্বীকার করল। সে ভালভাবেই বুঝেছিল যে গুজবের পর পরই এই সাদামাঠা অস্বীকৃতির জানানোর ফলস্বরূপ এই দ্বিগুণ 'প্রচার' বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই কার্যকর হবে। অচিরেই এর সত্যতা প্রমাণিত হল: বার্নে থাকাকালীন গোড়ার দিকের মাসগুলিতে বহু দেশের নানা ধরনের লোকজন — ব্যাঙ্কমালিক, খেলোয়াড়, কূটনীতিবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক, রাজকুমার, অভিনেতা, সংক্ষেপে যাদের দুনিয়াজোড়া ছড়ান গোয়েন্দাগিরির জন্য নিয়োগ করা হয়, তারা তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হল। বলা বাহুল্য, এরা সবাই ছিল উঁচুদরের লোক।

দুর্ভাগ্যবশত 'ব্যক্তিগত খবরাখবর' জাতীয় বইয়ে অ্যালেন ডালেসের অতীত সম্পর্কিত কোন হদিসই মেলে নি। তার অতীত এমনই যে জার্মান প্রতিগোয়েন্দাদের আগ থেকেই এসব খবর জানতে হত। কিন্তু তারা অনেক পরেই শুধু এই বিশেষ তথ্যটি সংগ্রহ করেছিল।

হিমলারের বিভাগের জনৈক এজেণ্ট শেষপর্যন্ত বার্নে ডালেসের বাড়িতে ঢুকতে পারার পর (ডালেসের সুন্দরী ও দক্ষ রাঁধুনীটি ছিল রাইখ নিরাপত্তা সংস্থার ৬ নং বিভাগের লোক) গেস্টাপোর শেলেনবার্গ, হিমলার, মুলার এবং শেষে কালটেনব্রুনার প্রাপ্ত তথ্যগুলির (যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ মনে হয়) খুঁটিনাটি ভাগাবিভাগ থেকে বহু কৌতূহলপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদ্ধার করেছিল।

যেমন রাঁধুনী বলেছিল যে অ্যালেন ডালেসের বাইবেল ও প্রিয়তম বই হল সুন ত্জুর লেখা 'যুদ্ধের কলাকৌশল'। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চীনদেশে প্রচলিত গুপ্তচরবৃত্তির মূলনীতিগুলি এই তাত্ত্বিক এতে ব্যাখ্যা করেছেন।

যেসব অধ্যায়ে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য সেরা লোকজন বাছাই আলোচিত, ডালেস সেগুলিই বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পড়ত।

সুন তৃজু গুপ্তচরদের পাঁচটি দলে বিভক্ত করেছেন: দেশী, অভ্যন্তরীণ, দ্বৈত, অফেরতযোগ্য ও জীবন্ত। দেশী ও অভ্যন্তরীণ চররা (এগুলি সম্পর্কে চিরকুটে লেখা ডালেসের মন্তব্যগুলি শেষপর্যন্ত শেলেনবার্গের বিভাগে পৌঁছয়) ডালেসের মতে ইদানীংকালের স্থানীয় এজেণ্টেরই নামান্তর। দ্বৈত চররা হল বন্দী শত্রুচর, যাদের পরে বিপক্ষ দেশের পক্ষে কাজ করার জন্য স্বদেশে ফেরত পাঠান হয় এবং তারা প্রথমোক্ত দেশেরই চর থাকে।

অ্যালেন ডালেস 'অফেরতযোগ্য চর' শব্দটিকে লাল পেন্সিলে চিহ্নিত করেছিল। এই চীনা শব্দটির সূক্ষ্মতা তার কল্পনায় দাগ কেটেছিল। যেসব চরের সাহায্যে শত্রুদের কাছে ভুল তথ্যাদি পাঠান হত সুন তৃজু তাদেরই এই শ্রেণীভুক্ত করেছেন। তাদের অফেরতযোগ্য এজন্যই বলা হয়েছে যে শত্রুদের কাছে মিথ্যাটি ধরা পড়া মাত্রই এদের সাধারণত হত্যা করা হত।

সুন তৃজু-কথিত 'জীবন্ত' চর হল আজকের অনুপ্রবেশকারী এজেন্ট: কথাটি ডালেস একটি চিরকুটে লিখেছিল। এরা শত্রু এলাকায় প্রবেশ করে এবং সেখানকার কাজশেষে জীবন্ত অবস্থায় ফিরে আসে।

সুন তৃজু-র মতে একজন দক্ষ গোয়েন্দা অফিসরের পক্ষে একইসঙ্গে কার্যরত এই পাঁচ ধরনের গুপ্তচরই অপরিহার্য। তিনি লিখেছিলেন যে এই পাঁচ ধরনের গুপ্তচর থাকলে 'দৈবী মাকড়সা-জালের' মালিক হওয়া যায়, যাতে থাকে একত্রে একটি দড়িতে বাঁধা বহু রকমের অদৃশ্য অথচ মজবুত সুতো।

গেস্টাপোর এজেণ্ট ডালেসের অজস্র মন্তব্য-কণ্টকিত সেই বাইবেলের পুরোটারই ফোটো তুলেছিল। এই মার্কিন গোয়েন্দা-বিশেষজ্ঞের চিহ্নিত একটি অনুচ্ছেদে ছিল: যশুয়া দুজন গুপ্তচরকে খবর সংগ্রহের জন্য জেরিকো-য় পাঠালে তারা নগরনটী রাহাবের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল। ডালেসের মতে এবং তার বন্ধুদের বলা তার বক্তব্য অনুসারে এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক কাহিনীতে প্রথম বারের মতো উল্লিখিত আজকের 'গুপ্ত আশ্রয়' শব্দটিরই নজির। রাহাব তাদের নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখে যথাসময়ে শহর থেকে বাইরে যেতে সাহায্য করত এবং শেষে ইসরাইলীরা শহর দখল করলে রাহাব ও তার আত্মীয়জন ছাড়া তখনো জীবিত সকলকেই হত্যা করা হয়েছিল। এটি ছিল গুপ্তচর-সহায়ককে পুরস্কার দেয়ার রেওয়াজ শুরুর প্রথম ঘটনা।

রাঁধুনীর খবর অনুযায়ী অ্যালেন ডালেসের দ্বিতীয় প্রিয় গ্রন্থ ছিল 'রবিনসন ক্রুসো'। তদুপরি সে বারবার পড়ত 'মল ফ্লানডার্স' আর 'দি জার্নাল অব দি প্লেগ ইয়ার'। বইগুলি সর্বকালের অন্যতম সেরা গোয়েন্দা, দানিয়েল দেফো-র রচনা। এককভাবে কেবল একটি গোয়েন্দা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই নয়, সে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগেরও প্রথম প্রধান ছিল। অবশ্য এসব তথ্যাদি তার মৃত্যুর অনেক পরেই কেবল জানা গিয়েছিল।

এগুলি যে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের লেখা, দেফোর বইগুলির পৃষ্ঠায় ডালেস তার পরোক্ষ নজির খুঁজেছিল। কিন্তু বৃথাই।

শেলেনবার্গের সেই এজেন্টটি তার বড়কর্তাকে জানিয়েছিল যে অ্যালেন ডালেস অবসর সময়ে ঊনিশ শতকের ইউরোপের সেরা গুপ্তচর সংস্থাগুলির কার্যকলাপ ও কার্যপদ্ধতি নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করে।

এগুলি-সহ অ্যালেন ডালেস সম্পর্কে অঢেল তথ্যাদি হিমলারের বুলেট-প্রুফ মহাফেজখানায় জমা হয়েছিল। তবু মধ্য বিশ শতকের এই ধূর্ত গোয়েন্দাটির পুরো, নিখুঁত একটি জীবনী গ্রন্থনা তৃতীয় রাইখের নেতাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি।

ডালেসর জীবনী তেমন কিছু উল্লেখ্য নয়। তেইশ বছর বয়সে কলাবিভাগ থেকে এম.এ ডিগ্রি পাওয়ার পর সে ভারত ও চীনে যাজক হিসাবে কাজ করেছিল। ১৯১৬ সালের মে মাসে ভিয়েনায় সে প্রথম কূটনৈতিকের চাকুরিতে যোগ দিয়েছিল। পরে সে প্যারিসে উইড্রু উইলসনের নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাকে বিশেষ কাজে সুইজারল্যাণ্ড ও ভিয়েনায় পাঠান হয়। ওখানেই, সেই ১৯১৮ সালে সে তার প্রথম ষড়যন্ত্রটি পাকিয়ে তুলেছিল এবং সেটি সফল হলে এক বিরাট ব্যাপারই ঘটত। কিন্তু কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে জার্মানিতে সংঘটিত নভেম্বর বিপ্লব তার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। ইউরোপে বলশেভিকবাদ বিস্তাররোধের জন্য পশ্চিমের পক্ষে অপরিহার্য শিলাপ্রাচীর বা বর্মতুল্য ভাবী হেপ্সবার্গ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি তখন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল।

১৯১৯ সালে ডালেস জার্মানিতে মার্কিন দূতাবাসের প্রধান সচিব নিযুক্ত হয়। ওখানে, ৭ নং ভিল্হেল্মপ্লাৎসে কাজ করার সময়ই ইউরোপে বলশেভিকবাদ ঠেকানোর কাজের এক উদ্যোগীর সঙ্গে তার প্রথম মোলাকাত। ওখানেই, জার্মানিস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত জনৈক মিঃ ড্রেসেলের সঙ্গে সে

জেনারেল হফ্‌ম্যানের সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তিটি ছিল ক্রেমলিনের উপর জার্মান আক্রমণ চালনার প্রথম পরিকল্পক।

হফ্‌মান তাদের তখন বলেছিল, 'আমার পুরো জীবনে কেবল একটি আপসোসের বেদনাই রয়ে গেছে আর তা হল ব্রেস্ত-লিতভ্‌স্ক শান্তি আলোচনার সময় আমি এটি না ভেঙে দিয়ে কেন মস্কো আক্রমণ করি নি। সেইসব দিনে ওটি সহজেই করা যেত।'

তখনই হফ্‌মান নিজে ডালেসের সঙ্গে আলোচনার সময় চাতুর্য ও নির্ভরতার সঙ্গে পরবর্তীকালে সূত্রবদ্ধ 'Drang nach Osten' তত্ত্বটির সত্যতা প্রতিপাদন করেছিল।

বার্লিন থেকে অ্যালেন ডালেসকে কনস্তান্তিনপলে পাঠান হয়েছিল। সে এমন একটি দেশের রাজধানীতে ছিল যা সরাসরি সোভিয়েত রাশিয়ার সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত এবং কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর এলাকার যোজক তথা বিশ্বের তেলভাণ্ডারের সেতুবন্ধস্বরূপ।

তারপর দেশে ফিরলে সে পররাষ্ট্র বিভাগের মধ্যপ্রাচ্য অনুষদের প্রধান নিযুক্ত হয়। তখন মধ্যপ্রাচ্য ছিল দুনিয়ার অন্যতম জ্বালামুখ। এটি তেল তথা যুদ্ধের শোণিতধারার উৎস। মার্কিনী তেল-ব্যবসায়ীরা বিশ্ববাজারে তাদের ব্রিটিশ প্রতিপক্ষের ব্যাপক সাফল্যের প্রেক্ষিতে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

ঠিক তখনই 'নিউজার্সির স্টাণ্ডার্ড ওয়েল কোম্পানির' সভাপতি বেডফোর্ড ঘোষণা করেছিল যে, 'এখন আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ মার্কিন স্বার্থের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।'

ডালেস সুযোগ হারানোর পাত্র ছিল না: সে এজন্য কোনকিছুই বাদ দেয় নি এবং তারই চেষ্টায় তেলের বাজারে ব্রিটিশের উপর মার্কিনীদের প্রথম জয়লাভটি ঘটে। ফলত, ১৯২৭ সালে 'ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানির' ২৫ ভাগ শেয়ার রকফেলারের হস্তগত হয়। সেই বছরই মেলন গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে গঠিত 'গাল্‌ফ ওয়েল' কর্পরেশন বাহ্‌রাইন দ্বীপে তেলসুবিধার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়।

এইসব সাফল্যের ভিত্তিমূল গড়ে তোলার পর ডালেস অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু রথস্‌চাইল্ড ভবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা বিভাগের একটি সমীক্ষা ডালেসের মনে এই ভাবনা ঢুকিয়ে দিল যে পররাষ্ট্র বিভাগের মেয়াদটি আসলে তার সত্যিকার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রথম পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়।

অ্যালেন ডালেস 'সালিভান ও ক্রমওয়েল' নামক আইন-সংস্থায় একটি চাকুরি নিয়েছিল। এটি ছিল ওয়াল স্ট্রীটের এই শ্রেণীর অন্যতম সেরা কোম্পানি। সংস্থাটি রকফেলার ও মর্গানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত। 'সালিভান ও ক্রমওয়েলে' কাজের সময়ই অ্যালেন ডালেসের ব্যাপক উদ্যোগের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়া প্রজাতন্ত্রে এক বিরাট তেলসুবিধা পেয়েছিল।

পানামা খাল খুঁড়ার সময় ডালেসের নতুন নিয়োগকারীরা পানামা সরকারকে সহযোগিতা দিয়েছিল। যখন ডালেস 'সালিভান ও ক্রমওয়েলের' জন্য কাজ করছিল তখন তারা জার্মানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তুলছিল। ভার্সাই চুক্তির পর মার্কিন শিল্পপতিরা সেই দেশে প্রভূত ডলার চালান দিতে শুরু করেছিল।

বিশেষভাবে অ্যালেন এবং তার ভাই জন ফস্টার ডালেস থিসেনের ট্রাস্ট — 'আই. জি. ফার্বেনিন্ডাস্ট্রি' এবং 'রবার্ট বশ' সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পথ তৈরিতে মন দিয়েছিল। বস্তুত অ্যালেন ও জন ফস্টার ডালেস শেষে ওইসব জার্মান কর্পরেশনের মার্কিন দালাল নিযুক্ত হয়।

যুদ্ধের একেবারে গোড়ায়ই অ্যালেন বিপর্যয়ের মুখোমুখি পেঁছয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'আমেরিকান বশ কর্পরেশন' নামে রবার্ট বশের একটি শাখা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে কোম্পানিটি কালোখাতাভুক্ত হতে যাচ্ছিল এবং এটা এড়ানোর জন্য এর মালিকরা সুইডেনের ব্যাংকমালিক, 'ওয়ালেনবার্গ ব্রাদার্সের' সঙ্গে তড়িঘড়ি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কেবল যুদ্ধশেষে কোম্পানিটি মূল মালিককে পুনরায় ফেরত দেয়ার শর্তে এই শেষোক্ত সংস্থা সাময়িকভাবে 'আমেরিকান বশ কর্পরেশনের' নামক দায়িত্ব গ্রহণ করে।

'ওয়ালেনবার্গ ব্রাদার্স' এতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের জন্য তাদের একজন মার্কিন ঠিকাদারের প্রয়োজন ছিল এবং কাজটি পেয়েছিল ডালেস ব্রাদার্স। অ্যালেন ডালেস মার্কিন কর্তৃপক্ষকে ঠকিয়ে সুইডেনের ছাপ মেরে ওই নাৎসি সম্পত্তিটিকে বাঁচায়। অতঃপর সে কেবল 'সালিভান ও ক্রমওয়েলের' অংশীদারই নয়, 'শ্রডার ট্রাস্ট কোম্পানি' ও 'জ. হেনরি শ্রডার ব্যাঙ্কিং কর্পরেশনের' একজন পরিচালকও হয়েছিল।

এই শ্রডার লোকটিও অদ্ভুত বটে। সে ছিল জার্মানিতে — জার্মান নাগরিক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে — আমেরিকান নাগরিক এবং ব্রিটেনে — ব্রিটিশ

নাগরিক। ত্রিশের দশকে এই বিশেষ সংস্থাটির মালিক ছিল কুর্ট ফন শ্রডার। কলোনে তার বাড়িতেই ১৯৩৩ সালের ৭ জানুয়ারি হিটলার এক বৈঠকে ফন পাপেনের সঙ্গে মিলিত হয়। ওখানেই সে নাৎসিদের ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনাটি বিশদ করে। পরবর্তীকালে কুর্ট ফন শ্রডারকে এস.এস গ্রুপেনফুয়েরর উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। তাছাড়া 'ফ্রেন্ডেন ক্রেইস' নামক গোপন সংস্থার সভাপতির পদটিও সেই পেয়েছিল। সংস্থাটি রুরের শিল্পপতিদের কাছ থেকে হেনরিখ হিমলারের এস.এস বাহিনীর জন্য তহবিল সংগ্রহ করত।

শ্রডার সংস্থার ব্রিটিশ শাখাটি গ্রেট ব্রিটেনে ফুয়েররের মতাদর্শ প্রচারের জন্য লন্ডনের ইঙ্গো-জার্মান সমিতিকে অর্থসাহায্য দিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'জ. হেনরি শ্রডার ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের' কার্যকলাপের ধরনটি অনুমানও খুবই সহজসাধ্য। এর পরিচালক ছিল আর কেউ নয়, স্বয়ং অ্যালেন ডালেস।

সমকালীন ইউরোপ, জার্মানি, নাৎসিবাদ, বৃহৎ ব্যবসা ও তেলের বাজার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের জ্ঞানসম্পন্ন এই লোকটিকেই ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাটেজির সার্ভিসের প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল।

ডালেস অবশ্য বার্নে রুজভেল্টের কোন ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ছিল না। জাপানীদের পার্ল হার্বার আক্রমণের সপ্তাহখানেক পরে এক বৃহৎ ব্যবসা সংস্থার জনৈক প্রতিনিধির সঙ্গে তার আলাপ থেকে ডালেসের বর্তমান চাকুরিতে আসার কারণ কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে।

সর্বক্ষণিক ইংলিশ পাইপটিতে টান দিয়ে সে বিষণ্ণ স্বরে বলেছিল, 'আপনি আমাকে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বলছেন। কিন্তু আপনাকে কোন সদুত্তর দিতে পারছি না। সামনে কী আছে তা জানার জন্য আর্থিক ব্যাপারটা এবং দেশের ইদানীংকার চুটকিগুলি তলিয়ে দেখা দরকার, কী ধরনের নাটক মঞ্চায়নের আয়োজন চলছে সেটি জানা আর নুরেনবার্গের পার্টি-সমাবেশের রিপোর্টগুলি পড়াও চাই। তবে একটি ব্যাপার ঠিকই — জার্মানি এটা সহ্য করবে না। জার্মানি বলতে আমি শাখ্‌টের মতো উঁচুদরের অর্থপতি যাকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে এবং লেখক যারা কেবল লাতিন তর্জমার দৌলতেই কোনক্রমে টিকে আছে, তাদের কথাই বলছি।'

'শাখ্‌টের ব্যাপারটা অবশ্য ভেবে দেখার মতো, কিন্তু ওই লেখকরা ...'

'তাদের ব্যাপারটাও ভেবে দেখার মতো,' ডালেস বাধা দিয়ে বলেছিল, 'আপনি যতটা ভাবছেন তার চেয়ে অনেক ভালভাবে ভেবে দেখা উচিত। সেই ১৯৩৪ সালে হিমলার নোবেল পুরস্কারবিজয়ী কার্ল ফন

ওসিয়েৎস্কিকে* কয়েদখানায় আটকেই প্রথম বড় ভুলটি করেছিল। যাকে সম্মান, টাকাকড়ি ও মেয়েলোক দিয়ে কেনা যেত তাকেই কয়েদে আটকে সে শহীদ বানিয়েছিল। অভিনেতা, লেখক আর শিল্পীদের মতো সস্তায় আর কাউকেই কেনা যায় না। ব্যাপারটা কৌশলে সমাধা করা দরকার। একবার টোপে গেলাতে পারলে ওদের বাগ মানান খুবই সহজ।'

'কিন্তু এসব খুঁটিনাটি তো আর আমাদের জন্য এখন জরুরি নয়...'

'খুঁটিনাটির ব্যাপার নয়,' ডালেস জেদের সঙ্গে বাঁধা দিয়েছিল। 'বরং উল্টোটা। হিটলার ৭ কোটি মানুষকে অন্ধের মতো অনুগত বানিয়েছে। তার রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র, শিল্পকলা সবই অন্ধ রোবট প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি। এটি আমাদের ক্ষেত্রে মানানসই নয়: ব্যবসা-বাণিজ্যের ইচ্ছা, যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং সুবিধাজনক লেনদেনের পরিকল্পনা রোবটের কাছে পরকীয় ব্যাপার। অন্ধ রোবটের কাছে শাখ্টের মতো মানুষ মূল্যহীন। কিন্তু আমাদের পক্ষে সে প্রয়োজনীয় বটে। এই আর কী।' সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে শেষে ডালেস বলল, 'এসবই পরস্পরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে যুক্ত... অর্থাৎ সৈন্যদলে বুদ্ধিজীবীদেরও থাকা চাই... তবে ওরা হবে মেজর ও ফিল্ডমার্শালের মাঝামাঝি পদের সৈনিক, তার নিচের নয়। এর নিচেই রয়েছে রোবট। এরা অন্ধের মতো কিছুমাত্র না ভেবেচিন্তেই হুকুম তালিম করে...'

'আপনার এই কথাটি অবশ্য ভেবে দেখার মতো,' ডালেসের সহালাপী মন্তব্য করল, 'এজন্যই ভেবে দেখার মতো যে এটা ভবিষ্যতের উপর আলোকপাত করে। অথচ বলেছিলেন যে আপনি আমার প্রশ্নের জবাব জানেন না...'

কার্ল উল্ফ বেরিয়ে যাওয়ার পর হিমলার অনেকক্ষণ আটকে থাকার মতোই চুপ করে বসে রইল। সে ভয়ে আড়ষ্ট হয় নি। অথবা তার মনে হয়েছে সে আড়ষ্ট হয় নি। জীবনে এই প্রথম নিজেকে দলছুট মনে হল। সে দলছুটদের জানত। এমন কি ওদের বাধাও দিত না। বরং ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে কে কে চূড়োয় ওঠে সেজন্য অপেক্ষা করাই পছন্দ করত। কিন্তু এখন সত্যিসত্যি নিজেই সে একটি ষড়যন্ত্র প্যাকিয়ে তুলেছে: শত্রুর

---

* কার্ল ফন ওসিয়েৎস্কি (১৮৮৯-১৯৩৮) — প্রগতিশীল জার্মান সাংবাদিক ও লেখক।

সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কেবল একটিই শাস্তি — মৃত্যু। যদি অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে ওঠে তাহলে সক্রিয় রাজনীতির বাইরের একজন মানুষের মনোভাবের ওজর দেখিয়ে গোয়েরিংয়ের সঙ্গে আলাপটি ব্যাখ্যা করা যাবে। যদি গত জুলাই মাসের ষড়যন্ত্রটি সম্পর্কে তার অবগতির কথা ওঠে... তবে সেটাও সে এই বলে এড়াতে পারবে যে ঘটনার পর পর সবকটি ষড়যন্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। 'খেলাটি আমার হাতের মুঠোয় ছিল। আমার হিসাবমতো জায়গায়ই ওদের রেখেছিলাম। তবে স্টাউফেনবার্গ — পুরো চরমপন্থী এবং ঘটনাটি অভাবিত মোড় নিতে পারে। সবশেষে আমি তো ছিলাম ফুয়েররের পাশের বাংগড়খাইয়ে — নিশ্চয়ই অজুহাত হিসাবে ওটা খুবই যুতসই।'

কিন্তু এখন কার্ল উল্‌ফ ডালেসের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য গেছে সুইজারল্যান্ডে: একজন উঁচুদরের এস.এস অফিসর চলেছে মিত্রশক্তির প্রধান গোয়েন্দা এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে।

অভ্যাস মতো হিমলার চশমা খুলল। সেদিন তার চোখে ছিল স্কুলশিক্ষকদের মতো এক বেড়হীন চশমা। ওটি সে হরিণের চামড়ার টুকরো দিয়ে মুছতে লাগল। সে বুঝতে পারছিল তার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিন্তু আসলে এটা কী শুরুতে তা বুঝতে পারে নি। তারপর সে আপনমনে হাসল। 'আমি অভিনয় শুরু করেছি,' সে ভাবল। 'হতবুদ্ধিকর অবস্থাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস। এটা দুঃস্বপ্নের মতো।'

সে শেলেনবার্গকে ডেকে পাঠাল। রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মুহূর্তেই তার কাছে পৌঁছল। তাই হিমলারের মনে হল হয়ত সে দুতলায় তার অফিসের বদলে বাইরে বৈঠকখানায়েই রয়েছে।

'উল্‌ফ ডালেসের সঙ্গে কথা বলতে চলে গেছে,' হিমলার আঙুল মটকে কথা শুরু করল।

'এটাই ভাল ...'

'ভাল নয়, আহাম্মকী, শেলেনবার্গ, আগুন নিয়ে খেলার মতো হদ্দ বোকামী।'

'আপনি বলতে চান যে ব্যাপারটি শেষপর্যন্ত পণ্ড হয়ে যাবে?'

'যেকোন কিছুই ঘটতে পারে! এসব আপনারই কাজ! আপনিই এতে আমাকে জড়িয়েছেন!'

'উল্‌ফ বিফল হলে কাগজপত্রগুলি আমাদের কাছেই আসবে।'

'ওগুলি যেতে পারে প্রথমেই সেই ভিয়েনার লোকটির কাছে ...'

শেলেনবার্গ উদ্‌ভ্রান্তভাবে হিমলারের দিকে তাকালে সে বিরক্ত স্বরে ব্যাখ্যা করল, 'কালটেনব্রুনারের কাছে। তারপর কাগজপত্র কোথায় পাঠান হবে জানি না। হতে পারে বোরমান বা আমার কাছে। আর এই ধরনের কাগজপত্র পাওয়ামাত্র বোরমান কী করবে জানেন! আর ফুয়েরর কী করবেন সেটা অনুমান করাও খুবই সহজ, বিশেষভাবে বোরমানের মতামত পেলে।'

'এই সব সম্ভাবনাগুলিও আমি ভেবে দেখেছি।'

হিমলার বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাল। সে ভাবছিল যদি উল্‌ফকে ফেরান যেত, ওকে এখানে রেখে দিত, তার সঙ্গে আলাপের পুরোটা ভুলে গিয়ে চিরদিনের জন্য স্মৃতি থেকে তা মুছে ফেলত।

'আমি এই সম্ভাবনার কথা ভেবে রেখেছি,' শেলেনবার্গ আবার বলল। 'প্রথমত, উল্‌ফকে ডালেসের সঙ্গে কথা বলতে হবে তার নিজের নামে নয়, আপনার তো নয়ই, তারই প্রধান, ফিল্ডমার্শাল কেসেলরিংয়ের পক্ষ থেকে। ইতালিতে দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসাবে সে তো আর আপনার অধীন নয়...'

হিমলার শেলেনবার্গের দিকে বারেক তাকাল। 'তুখড় বটে,' সে মনে মনে ভাবল। একদা কেসেলরিং বিমান বাহিনীতে গোয়েরিংয়ের ডানহাত ছিল। সকলেই ভাবত সে গোয়েরিংয়ের লোক।

'কিছুটা বাঁচোয়া,' হিমলার বলল। 'আগেই এটা ভেবেছিলেন, নাকি ওটা এখনই মনে এসেছে?'

'উল্‌ফের যাওয়ার কথা শোনার পরই এটি ভেবেছিলাম,' শেলেনবার্গ জবাব দিল। 'একটা সিগারেট ধরাতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

শেলেনবার্গ সিগারেট ধরাল। সেই ১৯৩৬ সাল থেকেই সে 'ক্যামেল' ছাড়া আর কিছুই ছোঁয় নি। ১৯৪২ সালে আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিলে তাকে বলা হত, 'শত্রুদের এসব সিগারেট পান কী করে?' সে বলত, 'মার্কিনী সিগারেট খেলে লোকে এটাকে অবশ্য পিতৃভূমির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা বলবে...'

'আমি সবগুলি সম্ভাবনার কথাই ভেবেছিলাম,' সে বলে চলল, 'এমন কি সবচেয়ে অপ্রীতিকরগুলিও।'

'তাই নাকি?..' সাবধানী স্বরে হিমলার বলল। ইতিমধ্যে সে শান্ত ও প্রকৃতস্থ হয়েছে: এখন ভবিষ্যৎ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; সবকিছুই যখন ঠিকঠাক তখন অস্বস্তির কী আছে?

'কিন্তু কেসেলরিং, কিংবা আরও যা ভয়ঙ্কর, তার রক্ষক গোয়েরিং এই

ব্যাপারে নিজেরা যে নির্দোষ তা প্রমাণ করতে পারবে?' শেলেনবার্গ জিজ্ঞেস করল।

'আগ থেকেই ওদের একটা ব্যবস্থা করে সম্ভাবনাটি এড়ান যেতে পারে।'

'এটা সম্ভব,' শেলেনবার্গ সায় দিল, 'তাহলে দেখছি সঙ্গত কারণেই আপনি ব্যাপারটি সম্পর্কে কালটেনব্রুনারকে কিছু জানান নি। হয়ত এই ধরনের সম্ভাবনা সে বাতিল করত না। সে আর মুলার তো বটেই।'

'বুঝলাম,' ক্লান্ত স্বরে হিমলার বলল, 'কিন্তু আপনার মত কী?'

'এক ঢিলে দুটি পাখি মারাই আমার মত।'

'সত্যিকার জীবনে জিনিসটি কখনই ওরকম ঘটে না,' মন্তব্য করল হিমলার। তার স্বর আরও ক্লান্ত, আরও প্রাণহীন শোনাল, 'যদিও আমি শিকারী নই...'

'ফুয়েরর মনে করেন পশ্চিমী মিত্রশক্তির মধ্যে ভাঙন আসন্ন। তাই নয় কি? আর আমাদের মূল কাজ হল এই ভাঙনের সম্ভাবনা বাড়ান, তাই তো? এস.এস জেনারেল উল্‌ফ ও পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে পৃথক বোঝাপড়া চলার খবরটি শুনলে স্তালিন কী করবে? তার প্রতিক্রিয়ার সত্যিকার ধরনটি অনুমানের ঝুঁকি নিতে চাই না, কিন্তু আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে এতে সে একটা কিছু অবশ্যই করবে। উল্‌ফের ব্যাপারটা ফুয়েররের উদ্দেশ্য পূরণের পক্ষে স্তালিনের জন্য সাজান একটি ভুয়া উদ্যোগ হিসাবেও দেখান চলে! সুতরাং আমাদের বলতে হবে যে ওটা স্তালিনের জন্য একটি ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যাপারটার ফয়সালা না হলে ফুয়েররের কাছে এভাবেই এটি ব্যাখ্যা করা হবে।'

হিমলার তার পুরনো খাড়া চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সে কখনই আরামকেদারা পছন্দ করত না। জানালায় দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ বিধ্বস্ত বার্লিনের দিকে তাকিয়ে রইল। কোথাও কোথাও ঘাস গজিয়ে উঠছিল। তার চোখে পড়ল কয়েকটি শিশু হাসিমুখে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। দুজন মহিলা স্বচ্ছন্দে ট্রাম ঠেলছে। এসব শান্তির দৃশ্য দেখে দেখে হিমলার ক্রমেই স্বস্তি ফিরে পাচ্ছিল। হঠাৎ সে মনে মনে ভাবল: 'বনে বেড়ান এবং ওখানে আগুন জেবলে রাত কাটালে কী মজাই না হত! ওয়াল্টারের কাণ্ডজ্ঞান দেখলে অবাক হতে হয়...'

'আপনার কথাগুলি আমি ভেবে দেখব,' মুখ না ফিরিয়েই হিমলার বলল। তার জয়ের ব্যাপারটা নিজেই নেবে ভাবল। শেলেনবার্গ ওটি রাইখস্‌ফুয়েররকে দিতে পারলেই খুশি। নিজের সাফল্যগুলি হিমলার

এবং তার আগে হেড্রিখকে দেয়া তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। এসব কথা মনে করেই সে বলল, 'খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি আপনিই দেখবেন, নাকি আমিই ঠিক করব?'

'আপনিই দেখুন,' হিমলার জবাব দিল। কিন্তু শেলেনবার্গ চলে যাবার জন্য দরজা খোলার মুহূর্তে হিমলার ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আসলে এতে সাধারণ খুঁটিনাটির তো কিছু নেই, আপনি সঠিক কী ভাবছেন?'

'প্রথমত, একটি ভিন্নমুখী তৎপরতা... অর্থাৎ, একটি ফাঁদের ব্যবস্থা, আমাদের নয়, অন্য কোন বিভাগের কেউ পশ্চিমের সঙ্গে সম্ভাব্য যোগাযোগের ব্যাপারটি পরীক্ষা করবে। তারপর আমরা ওই... লোকটির কাগজপত্র সরাসরি ফুয়েররের হাতে পেঁছে দেব। প্রয়োজন হলে... এটা হবে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের সাফল্য: শত্রুর পরিকল্পনা ফাঁস করেছে — আমার মতে ঘটনাটিকে গোয়েবল্‌স এভাবেই বলত। দ্বিতীয়ত, সুইজারল্যান্ডে হাজার হাজার লোক উল্‌ফের পিছু নেবে, আর এতে আমাদেরও কিছু লোক থাকবে যারা সঙ্গে সঙ্গে ওর চলাফেরার খবর পাঠাবে। প্রশ্ন হল এই রিপোর্টগুলি কার হাতে পড়বে? প্রথমে কার এজেন্ট ওর কাছে পেঁছিবে? আমাদের না মুল্যারের? ঠান্ডামাথা কোন বুদ্ধিমান, নাকি কালটেনব্রুনারের মতো কোন অন্ধ, গোঁড়া? সেজন্যই আমি চাই পশ্চিমী মিত্রশক্তির পক্ষে কার্যরত হাজার জোড়ার জায়গায় আমারও পাঁচ বা ছ' জোড়া 'চোখ' ওখানে থাকুক। আমাদের লোকজন তার পিছু নিয়েছে উল্‌ফ এটা জানবে না। খবরগুলি সরাসরি আমার কাছে পাঠানোর জন্য তাদের বলে দেয়া হবে। সবার উপরে এটি হবে আমাদের তৃতীয় অজুহাত। কাজটি ফসকে গেলে উল্‌ফের জীবন উৎসর্গ করতে হবে, কিন্তু তার কার্যকলাপ সন্ধানী লোকগুলির রিপোর্ট আমাদের আরও একটি অজুহাত তৈরির সুযোগ দেবে।'

তাকে শুধরে দিয়ে হিমলার বলল, 'তারা আপনাকে, আপনাকে আরও একটি অজুহাত দেবে।'

'আমি আবার তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি,' শেলেনবার্গ আপনমনে ভাবল। 'এসব খুঁটিনাটিতে সে ভয় পেয়েছে। বিপজ্জনক পরিকল্পনায় সে ভয় পাচ্ছে। আসলে সবকিছু নিয়েই এখন ওর ভয়। আমার এখন উচিত, শুধু নীতিগতভাবে ওর মত আদায়, বাকিটুকু আমাকেই করতে হবে।'

'ওখানে কাকে পাঠাতে চান?' হিমলার জিজ্ঞেস করল।

'বেশ কটি ভাল লোকই আমার আছে,' শেলেনবার্গ জবাব দিল, 'কিন্তু এজন্য আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করার দরকার নেই। খুঁটিনাটি আমিই করব।'

পরিকল্পনার প্রথম কাজটির জন্য যাদের কথা শেলেনবার্গ ভেবেছিল তারা হল ফন স্টিরলিৎস ও পাস্তর, যাকে সে তো নিজেরই 'আওতায়' রেখেছে।

৫

পরদিন সকালে 'কেন্দ্র' থেকে যখন এরউইনের খবর পাওয়ার কথা স্টিরলিৎস তখন সেই প্রিয় পথে ওরই বাড়ির দিকে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। তার পেছনের আসনে ছিল এক বিরাট গ্রামোফন। নিজের আড়াল হিসাবে এরউইন এক গ্রামোফন কোম্পানি খুলেছিল। এরই দৌলতে নানা ধরনের ক্রেতার খেদমতে সারাদেশ সে ঢুঁড়ে বেড়াত।

এরউইনের বাড়ির দিকের রাস্তাটি যানবাহনে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। গত রাতের বোমাবর্ষণে ছ'তলা বাড়ির ধসে পড়া দেয়ালের আবর্জনা দ্রুত সরানোর জন্য সড়ক বিভাগের লোক ও পুলিস প্রাণান্ত করছিল।

স্টিরলিৎস তাকিয়ে দেখল পেছনে অন্তত ত্রিশটি গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। এক তরুণ লরিড্রাইভার তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ওরা যদি এখন এসে পড়ে তাহলে সত্যিকার ঝঞ্ঝাটই বাঁধবে, তাছাড়া মাথা গুজার ঠাঁইটুকুও মিলবে না।'

'ওরা এখন আসবে না,' আকাশের দিকে তাকিয়ে স্টিরলিৎস মন্তব্য করল। নিচে নেমে আসা মেঘগুলির ঘন ধূসর কিনারা দেখে মনে হচ্ছিল ওগুলি বরফে বোঝাই হয়ে আছে।

সামনের পুলিসটি গাড়িগুলিকে এগিয়ে যেতে আচমকা লাঠি ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওদিকে, ওদিকে চলুন!'

'দুনিয়ার আর কোথাও নয়,' স্টিরলিৎস ভাবল, 'পুলিসরা কি নিজেদের পদমর্যাদার জোরে অন্যদের উপর জবরদস্তি করতে, আমাদের মতোই বেটন চালাতে ভালবাসে?' হঠাৎ তার মনে হল সে জার্মানি ও জার্মানদের নিজের দেশ ও নিজের মানুষ ভাবছে। 'সম্ভবত এটাই উচিত। নিজেকে বিদেশী ভাবলে অনেক আগেই আমি বিপদে পড়তাম। আসলে সবটাই

এক কূটাভাস: আমি স্পষ্টতই এই দেশ ও এখানকার মানুষকে ভালবাসি... হতে পারে এটাই সত্যি, কারণ দুনিয়ায় হিটলারেরা আসে, হিটলাররা যায়!'

আর কোন বাধা ছিল না। স্টির্লিংস অ্যাকসেলেরেটরে জোর চাপ দেয়। সে জানে যে ঘুরপথে গেলে টায়ার ক্ষয়ে যায়, আর এগুলি পাওয়াও সহজ নয়। তবু হঠাৎ মোড় ঘুরাই তার পছন্দ। এতে টায়ারগুলি আর্তনাদ করে আর ঝড়ের নৌকোর মতো গাড়ি হঠাৎ একপাশে কাত হয়ে পড়ে।

কেপেনিকে যেখানে এরউইন ও ক্যাথির বাড়ির দিকে মোড় ঘোরার কথা সেখানে এক পুলিস ঘেরাও তার চোখে পড়ল।

'ওখানে কী?' স্টির্লিংস জিজ্ঞেস করল।

'রাস্তার অবস্থা সত্যিই বিশ্রী,' মনমরা এক কমবয়সী পুলিস বলল, 'এক জলজ্যান্ত বোমা পড়েছে।'

স্টির্লিংসের মনে হল তার কপাল থেকে ঠাণ্ডা ঘাম ঝরছে। '৯ নম্বরও?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, ওটা তো ধুলো হয়ে গেছে।'

স্টির্লিংস একটা ফাঁকা জায়গায় এসে গাড়ি থেকে নামল এবং ডানদিকের সরু গলি বরাবর হাঁটতে শুরু করল। আগের সেই জবুথবু পুলিসটি আবার তাকে থামাল, 'এর পুরোটাই এখন নিষিদ্ধ এলাকা, স্যর।'

স্টির্লিংস তার এস.ডি পাস বের করল। পুলিসটি তাকে স্যালুট ঠুকে জানাল, 'খুঁড়াখুঁড়ির লোকেরা ভয় পাচ্ছে, ওখানে ফাটে নি এমন সব মেয়াদী বোমা থাকতে পারে।'

'আমরা তাহলে একসঙ্গে যাব,' স্টির্লিংস ক্লান্ত স্বরে জবাব দিয়ে ৯ নং বাড়ির ধ্বংসস্তূপের কাছে পৌঁছল। এক অসীম ক্লান্তিতে সে ভেঙে পড়ছে। খুবই আস্তে আস্তে চলার ইচ্ছা হল তার। কিন্তু সে জানত তার স্বাভাবিক লাফিয়ে চলার ধরনটি অটুট রাখতে হবে, মুখে থাকবে চিরকালের সেই বাঁকা হাসিটুকু। সে এইভাবেই লাফিয়ে চলত, যদিও তার সামনে নাদাপেটা ক্যাথি ছাড়া আর কেউ ছিল না। 'মেয়েই হবে,' ক্যাথি তাকে বলেছিল। 'সামনা উঁচিয়ে থাকলে তো ছেলেই হয়, অথচ আমার মেয়ে চাই যে।'

'সবাই মারা গেছে?' যে-পুলিসটি তখনো দমকলকর্মীদের কাজ দেখছিল স্টির্লিংস তাকে বলল।

'বলা মুশকিল। রোদ উঠার আগেই ব্যাপারটি ঘটেছে, আর অনেকগুলি অ্যাম্বলেন্স যাওয়া-আসা করছিল...'

'ওদের কোন জিনিসপত্র টিকে আছে কি?'

'মনে হয় না... ওই জঞ্জালটা দেখা যাক...'

প্রামে একটি বাচ্চা নিয়ে যে-মহিলাটি কাঁদছিল স্টির্‌লিংস তাকে হাঁটু অবধি জঞ্জাল বোঝাই ফুটপাথ পেরুতে সাহায্য করল এবং শেষে গাড়িতে ফিরে গেল...

'মামোচ্‌কা!' ক্যাথি চেঁচাচ্ছিল। 'গস্পদি! মা-আ-মা-আ! পমোগিতে স্তু-নিবুদ!'

সে তখন আঁতুড়ঘরে। মাথায় দুটি আঘাত সহ মারাত্মক অবস্থায় ওকে প্রসূতিসদনে আনা হয়েছিল। সে করুণ, বিচ্ছিন্ন শব্দে, রুশীতে প্রলাপ বকছিল।

উপস্থিত ডাক্তারটি মোটাসোটা বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে ধাত্রীকে বলল, 'পোল, অথচ বাচ্চাটা কত বড়...'

'ও পোল নয়।'

'তা হলে? রুশী? না চেক?'

'তার পরিচয়পত্রে লেখা আছে সে জার্মান,' ধাত্রীটি বলল। 'ওর কোটের পকেটে পাস্‌পোর্ট ছিল, তাতে লেখা: ক্যাথরিন কীন।'

'হয়ত অন্য কারও কোট?'

'হয়ত,' ধাত্রী একমত হল। 'দেখুন, কী মোটাসোটা বাচ্চাটি, অন্তত দশ পাউন্ড হবে। চমৎকার... গেস্টাপোতে কে খবর দেবে? আমি না আপনি?'

'আপনিই ওদের ফোন করুন,' ডাক্তার জবাব দিল। 'তবে কিছুক্ষণ পরে। আমাদের এখনো মেলা কাজ বাকি...'

'আর না,' স্টির্‌লিংস ক্লান্তভাবে ভাবল। সে তখন কাছের সবকিছু থেকে আলাদা থাকার এক অদ্ভুত অনুভবে আচ্ছন্ন। 'এখন আমি পুরোপুরি নিঃসঙ্গ, সম্পূর্ণ নিজের...'

দরজা বন্ধ করে অফিসে সে বহুক্ষণ বসে রইল। একবারও টেলিফোন তুলল না। ফোনের সংখ্যাগুলি সে গুনল: সব মিলিয়ে ন'টি। দুজন বারবার ফোন করছিল যেন জরুরি কিছু তাকে বলা দরকার কিংবা তার কোন অধীনস্থ, বাকিগুলি ছোটোখাটো, হয়ত বড়কর্তা বা বন্ধুদের।

তারপর সে ডেস্ক থেকে কাগজ নিয়ে লিখল:

'এস.এস রাইখস্‌ফুয়েরর, হেনরিখ হিমলার সমীপে।
একান্ত গোপনীয়।
ব্যক্তিগত

প্রিয় রাইখস্‌ফুয়েরর,

জাতীয় স্বার্থের তাগিদেই আপনাকে এই চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি। নিরপেক্ষ দেশগুলির সাংবাদিকদের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে আমি জানতে পেরেছি যে এস.ডি এবং আপনার অজ্ঞাতে কিছু লোক একটা সমঝোতায় পৌঁছনোর জন্য শত্রুদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলছে। ঘটনাটি তথ্যাদি সহ পুরোপুরি প্রমাণ করা অবশ্য আমার সাধ্যাতীত। কিন্তু এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়টি সম্পর্কে আমার মতামত জানানোর জন্য আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার লোকজনদের এই ব্যাপারে সজাগ করতে আমি আপনার অনুমতি চাইছি যাতে আপনাকে আরও বিস্তারিত জানান যায় এবং এই সম্ভাবনা সম্পর্কে আমার নিজস্ব মতামত দেয়াও সম্ভবপর হয়, যদি ব্যাপারটিকে দুর্ভাগ্যবশত সত্যি বলা যায়।

হিটলার দীর্ঘজীবী হোন!
এস.এস. স্টাণ্ডারটেনফুয়েরর ফন স্টির্‌লিৎস।'

হিমলারের সঙ্গে আগামী আলাপের প্রেক্ষিতে তার তথ্যের সূত্রটিও সে ঠিক করে রেখেছিল। লোকটি হল পর্তুগালের সংবাদচিত্রী ক্যামেরাম্যান পুয়েব্‌লস্‌ ভাসারম্যান, যে তিনদিন আগের এক বিমান হামলায় মারা গেছে। সুইডেনীদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতার কথা স্টির্‌লিৎস জানত, ফলে তার কাহিনীটিতে কোন ত্রুটি আবিষ্কারের সম্ভাবনা ছিল না।

নিজের ম্যাসাজকারীর ছাড়া আর যে একটিমাত্র লোককে হিমলার পুরোপুরি বিশ্বাস করত — সে হল শেলেনবার্গ। ত্রিশের দশকে শেলেনবার্গ যখন ছাত্র তখন থেকেই সে ওর উপর নজর রেখেছিল। হিমলার জানত যে এই সুন্দর ছেলেটি জেশুইট কলেজ শেষ করে তেইশ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগে পড়ছে। সেখানে তার প্রিয়তম শিক্ষক যে জনৈক ইহুদি এটাও তার জানা ছিল। শুরুতে জাতীয় সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ নিয়ে সে মশকরা করত এবং প্রায়ই ফুয়েরর সম্পর্কেও যদৃচ্ছা কটু মন্তব্য ঝাড়ত।

হিমলারের হাতে কয়েক হাজার প্রভাবশালী, বিশ্বস্ত, অন্ধভক্ত ছিল।

তারা যে আমৃত্যু তার অনুগত থাকবে এটা সে জানত। কিন্তু তার অন্তত পাঁচজন বিচক্ষণ, চতুর সহকারীর প্রয়োজন ছিল, যারা নিজেদের নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে সাহায্য করবে, আশানুরূপ ফল পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য দেবে।

হেড্রিখের সঙ্গে কয়েকটি এবং হিমলারের সঙ্গে একটি বৈঠকের পরই শেলেনবার্গকে তৃতীয় রাইখের গোয়েন্দা বিভাগে কাজের প্রস্তাব দিলে সে এতে রাজি হয়েছিল। জার্মান বুদ্ধিজীবীদের কাজকর্ম দেখে ইতিমধ্যেই তার ভ্রান্তিমুক্তি ঘটেছিল। এইসব বুদ্ধিজীবীরা তখন বার্লিনের শহরতলীর পাইনবনের নির্জনতায় তাদের ঝিলপাড়ের বাড়িতে বসে হিটলারের দুষ্কর্ম নিয়ে আপসোস এবং তার মৃগীরোগীসুলভ কথাবার্তা নিয়ে সতর্ক তামাশা-মশকরার মধ্যেই নিজেদের কার্যকলাপ গুটিয়ে এনেছিল।

কিটি স্যালুনেই এস.এস চাকুরিতে তার প্রথম হাতেখড়ি। সি.আই.ডি প্রধান ন্যোবে তার কার্ড-ইনডেক্সে খুঁজে বার্লিন, মিউনিখ ও হামবুর্গের সেরা সুন্দরী বেশ্যাদের এনে ওই রংমহলটির শোভা বৃদ্ধি করেছিল। পরে হেড্রিখের নির্দেশে সে এতে আরও নতুন কিছু উপকরণও যুগিয়েছিল। এরা ছিল সেইসব কূটনৈতিক ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের কঠোর নিঃসঙ্গতাপীড়িত দুর্ভাগা তরুণী সুন্দর স্ত্রী, যাদের স্বামীরা সেই সময় দিনরাত সভাসমিতিতে আলোচনা চালাত, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াত। এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের কূটনৈতিকদের আড্ডাখানা — এই স্যালুনটি একঘেয়েমিক্লান্ত, আনন্দপিপাসু এইসব বিরহিণীদের জন্য মধুচক্র হয়ে উঠেছিল।

এস.ডি বিভাগের কৃৎকৌশল বিশেষজ্ঞরা স্যালুনের দ্বিস্তর দেয়ালের ফাঁকে লুকনো ক্যামেরা ও শ্রুতিযন্ত্র বসিয়েছিল। শেলেনবার্গ এখানে হেড্রিখের পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত করেছিল। সে-ই স্যালুনটি চালাত এবং উঁচুদরের বেশ্যা-দালালের কাজ করত।

তারপর শেলেনবার্গ ও হেড্রিখ নিজেদের ছোট সিনেমায় এভাবে তোলা ছবিগুলিতে বিদেশী কূটনৈতিকদের সঙ্গে তাদের বন্ধুপত্নীদের সময় কাটানোর চরম কৌতুকপ্রদ দৃশ্যগুলি সন্ধ্যাভর দেখত।

তাদের পরবর্তী কাজের ধরন ছিল দুটি: কুখ্যাত কূটনৈতিকদের সরাসরি শেলেনবার্গের অধীনে গোয়েন্দাগিরিতে লাগান এবং গেস্টাপো প্রধান মুলারের কার্ড-ইনডেক্সে তৃতীয় রাইখের সামরিক, পার্টি ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কলঙ্কী স্ত্রীদের নথিভুক্ত করা।

মুলারের চাষাড়ে চেহারা এবং স্থূল তামাশার জন্য অতিথিরা শেষে হুশিয়ার হয়ে ওঠে, সেজন্য ওকে স্যালুনে রাখা হত না। এবং তখনই প্রথম সে বুঝতে পারে যে তাকে তেইশ বছর বয়সী এক ছোকরা সাকরেদের অধীনস্থ করা হয়েছে। 'ও ভেবেছে আমি তার কচি ছোকরিদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করব,' মুলার তার সহকারীকে বলেছিল, 'সম্মানই বটে! ওদের কোনটাকে নিয়েই আমি শুব না, এমন কি আমাকে টাকা দিলেও। আগে আমাদের গাঁয়ে এসব মাগীদের গোবরেপোকা বলা হত।'

তারপর একদিন হেড্রিখের স্ত্রী যখন স্বামীর অনুপস্থিতিতে শেলেনবার্গকে টেলিফোনে তার একঘেয়ে জীবনের কষ্ট ইত্যাদি শোনালে শেলেনবার্গ কাছের একটি গাঁয়ের ঝিলের ধারে যখন বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব দিল তখনই খবরটি মুলারের কাছে পেঁছিয় এবং এই প্রিয়দর্শী যুবকটিকে সে হাতেনাতে ধরে ফেলার ফন্দি আঁটে। গেস্টাপোর যেসব 'পাকা লোকরা' ভাবত যে শেলেনবার্গ একটি হালকা মনের মানুষ, মুলার তাদের সঙ্গে একমত ছিল না: সুন্দর, লাতিন ও স্পেনীয় ভাষার বই এবং জমকাল পোশাকের ভক্ত, নিজের অসংখ্য প্রেমঘটিত ব্যাপার নিয়ে নির্বিকার আলাপী যে-লোকটি গাড়ির সুবিধা এড়িয়ে প্রিন্স-আলব্রেখ্ট-স্ট্রাসেতে পায়ে হেঁটে চলে, অনর্গল কথা বলে, হাসে, মদ গিলে তাকে কি কোন সিরিয়াস গোয়েন্দা মনে হতে পারে? তবু মুলার তার কৃষকসুলভ মন্থর অথচ তীক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিল যে এই লোকটিই এক নতুন প্রজন্মের প্রথম পুরুষ এবং এই ধরনের একটি ধারার অগ্রদূতও।

শেলেনবার্গ হেড্রিখের স্ত্রীকে নিয়ে প্লইনের ঝিলে গিয়েছিল। একমাত্র এই মহিলার প্রতিই শেলেনবার্গ গভীর শ্রদ্ধাপোষণ করত: তার সঙ্গে সে প্রাচীন গ্রীসের মহৎ ট্র্যাজেডী এবং প্রাচীন রোমের স্থূল ইন্দ্রিয়াসক্তি নিয়ে আলোচনা করতে পারত। তারা দুজনে ঝিলের ধারে ঘুরে বেড়াত। একে অন্যকে নিজের অজস্র ভাবনাচিন্তার কথা সাগ্রহে বলতে চাইত। ইতিমধ্যে ঝিলের ঠান্ডা জলে মুলারের দুজন ভোঁতা-মুখ ছোকরা সাঁতার দিতে দিতে ২ নং এবং ৭৫ নং লক্ষ্যের দিকে নজর রাখত। লক্ষ্যের প্রথমোক্ত সংখ্যাটি মুলার রাইখ নিরাপত্তা বিভাগের ২ নং ব্যক্তির পদমর্যাদা অনুসারেই তার স্ত্রীর উপর ন্যস্ত করেছিল। শেলেনবার্গ স্বপ্নেও ভাবে নি যে বরফের মতো ঠান্ডা জলে যে-দুজন আহাম্মক সাঁতার দিচ্ছিল (এমনটি আহাম্মক ছাড়া আর কে করে?) তারা গেস্টাপোর লোক। তার ধারণা ছিল কোন গোয়েন্দাই এমন খোলাখুলিভাবে নিজেদের হাজির করে না। এখানে

শেলেনবার্গের মার্জিত যুক্তি মুলারের চাষীসুলভ ধূর্ততার কাছে হেরে গিয়েছিল। মুলারের কথামতো 'লক্ষ্যগুলি' যদি কোন 'ঝোপে শুয়ে পড়ে' তাহলে ওদের ফোটো তুলতে গোয়েন্দাদের বলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ওরা কোন ঝোপেই শোয় নি, কাফের খোলা বারান্দায় কফি খেয়ে তারা শহরে ফিরে গিয়েছিল। যেহেতু অন্ধ ঈর্ষা মুক্তবুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, তাই মুলার হেড্রিখের টেবিলের উপর এই খবরটি রেখেছিল যে তার স্ত্রী ও শেলেনবার্গ বনে বেড়াতে গিয়েছিল এবং প্লইনের ঝিলে সন্ধ্যা কাটিয়েছে। মুলার এতে কোন বিবরণী যোগ করে নি, কারণ, সে জানত, হেড্রিখ অসম্ভব দাম্ভিক এবং তার সিদ্ধান্তগুলিও খুবই অনিশ্চিত।

রিপোর্টটি পড়ার পর হেড্রিখ মুলারকে কিছু না বলে শুধু সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে তাকে যাবার অনুমতি দিয়েছিল। সে হেড্রিখের তীক্ষ্ন কঠিন মুখভঙ্গি থেকে কিছুই আঁচ করতে পারে নি। এতে বিব্রত অবস্থায় সারাদিনই একটি আশঙ্কার মধ্যে তার কেটেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় মুলারকে টেলিফোন করে হেড্রিখ শেষে শেলেনবার্গের অফিসে পৌঁছে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তার কাঁধ চাপড়ে বলেছিল, 'আজ আমার মনমেজাজ বিগড়ে আছে, চল সবাই মিলে কোথাও কিছু পান-টান করা যাক।'

ওরা তিনজন আজেবাজে সব রেস্তোরাঁয় মাতাল বেশ্যা ও কালবাজারীদের সঙ্গে এক টেবিলে মদ খেয়ে, হেসে, হল্লা করে, লোকসঙ্গীত গেয়ে ভোর চারটা পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়েছিল। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় হেড্রিখকে খুবই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল এবং তখনই সে টেবিলে উবু হয়ে শেলেনবার্গের প্রায় মুখ ছুঁয়ে ওর গ্লাসে গ্লাস ঠুকিয়ে পান করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তারা নিজ নিজ গ্লাস শেষ করার পর হেড্রিখ শেলেনবার্গের গ্লাসে তার হাত রেখে বলেছিল, 'আমি আপনার গ্লাসে বিষ মিশিয়েছিলাম, ভেবে দেখুন! আপনি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কী কী করেছিলেন যদি তার আদ্যোপান্ত সব খোলাখুলি না বলেন তাহলে নির্ঘাত মারা পড়ছেন। আর যদি সত্য কথাটি বলেন — তা শোনা আমার পক্ষে মারাত্মক কষ্টকর হলেও, আমি আপনাকে এর একটা প্রতিষেধক দেব।'

শেলেনবার্গের কাছে তখনই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল: তার মনে পড়ল সেই দুই সাঁতারুকে, দেখল মুলারের এড়িয়ে যাওয়ার মতো দৃষ্টি, তার হাসিভরা মুখ। সে বলেছিল, 'কেন নয়? আমি এখনই দুজন সাক্ষী ডাকতে পারি, যারা ভালই জানে আমরা কিভাবে সময় কাটিয়েছি। আমরা বেড়াতে বেড়াতে কথা বলেছি গ্রীসের মহত্ব নিয়ে, যাকে গুপ্তচররা শেষে

রোমের পদানত করেছিল। হ্যাঁ, আমি ছিলাম শ্রীমতি হেড্রিখের সঙ্গে। উনি আমার আদর্শ। যে-মানুষটিকে আমি সত্যিকার মহৎ ভাবি উনি তারই স্ত্রী। কোথায় সেই প্রতিষেধক? কোথায়?'

হেড্রিখ কষ্ট করে হাসি আটকে শেলেনবার্গের গ্লাসে কিছুটা মার্তিনি ঢেলে দিয়েছিল।

এই ঘটনার ছ'মাস পর শেলেনবার্গ হেড্রিখের কাছে তার বিয়ের অনুমতি চাইতে গিয়েছিল। তার ভাবী শাশুড়ী পোলিশ হওয়ার জন্যই এর প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ এস.এস রাইখস্‌ফুয়েরর হিমলার ও তার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি পুরোদস্তুর তদন্ত। হিমলার নিজে শেলেনবার্গের ভাবী বধূ ও শাশুড়ীর ফোটোর খুঁটিনাটি পরীক্ষা করেছিল। ডাকা হয়েছিল রজেনবার্গের বিভাগের বিশেষজ্ঞদের। একটি মাইক্রকম্প্যাস দিয়ে তারা ওদের মাথার খুলির মাপ সহ কপালের আয়তন ও কানের গড়ন খুঁটিয়ে দেখেছিল। হিমলার বিয়ের অনুমতি দিয়েছিল।

এই বিয়ের দিন অর্ধমাতাল অবস্থায় হেড্রিখ শেলেনবার্গের হাত ধরে তাকে জানালার ধারে নিয়ে বলেছিল, 'ভাবতে পারেন, এইমাত্র জানলাম যে আপনার শালীর স্বামী এক ইহুদি ব্যাঙ্কমালিক?'

শেলেনবার্গের মনে হয়েছিল তার হৃৎপিন্ড শরীরে সেঁধে যাচ্ছে, হাত ঠান্ডা হতে শুরু করেছে।

'জাহান্নমে যাক সব,' হেড্রিখ বলে চলেছিল এবং শেষে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

হেড্রিখের এই দীর্ঘশ্বাসের কারণটি তখন শেলেনবার্গ বুঝতে পারে নি। অনেক পরে সে জেনেছিল: রাইখ নিরাপত্তা বিভাগের এই বড়কর্তাটির দাদু ছিল ভিয়েনা অপেরায় এক ইহুদি বেহালাবাজিয়ে।

• ৬

শেলেনবার্গ দেখল স্টির্‌লিৎস হিমলারের অফিসের বাইরে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষাকারীদের খাতায় স্টির্‌লিৎস নিজের নাম লিখল। তার হাতের সোনালী পাড়ওয়ালা ধূসর-সবুজ রঙের ব্রিফকেসে ছিল এক টুকরো কাগজ: কেপেনিক থেকে ফেরার পর লেখা সেই দরখাস্তটি।

এস.এস অর্থনৈতিক ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান জেনারেল পোলকে হিমলারের কাছে পাঠিয়ে দেয়ার পর এ.ডি.সি স্টির্‌লিৎসকে প্রস্তুত থাকতে

বলল। 'আমার মনে হয় না উনি অনেকক্ষণ থাকবেন, স্থানীয় কিছু ব্যাপার নিয়েই তাঁর আলোচনার কথা।'

'সুপ্রভাত স্টির্‌লিৎস,' শেলেনবার্গ বলল। 'আমি আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজছি।'

'সুপ্রভাত,' স্টির্‌লিৎস জবাব দিল। 'আপনাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'আমার অফিসে চলুন। কথা আছে।'

'কিন্তু আমি তো রাইখস্‌ফুয়েররের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'ওঁর কাছে কেন?'

'একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে।'

'আমাদের আলাপে ঘণ্টা দেড়েকের বেশি লাগবে না।' শেলেনবার্গ বলল। 'পরেই বরং দেখা করেন। উনি আজ সারাদিনই থাকবেন।'

'আমি রাজি,' স্টির্‌লিৎস কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে বলল। কেবল ভাবছি এতে অসুবিধা হতে পারে।'

'আমিই স্টির্‌লিৎসকে নিয়ে যাচ্ছি,' শেলেনবার্গ এ.ডি.সি-কে বলল, 'দু'ঘণ্টা পর ওঁর জন্য ফের একটা ব্যবস্থা করুন।'

'অবশ্যই, ব্রিগাডেনফুয়েরর!'

শেলেনবার্গ স্টির্‌লিৎসকে বগলদাবা করে বৈঠকখানা পার হতে হতে ওর কানে কানে বলল, 'ওর গলার স্বরটি কী চমৎকার! সে অপেরা অভিনেতার ঢঙে কথা বলে, তোষামোদের জন্য প্রাণান্ত করে।'

'এ.ডি.সি-দের জন্য আমার মায়া হয়,' স্টির্‌লিৎস বলল। 'তাদের হামেশাই চাল মারতে হয়, না হলে লোকে তাদের ফালতু ভাববে।'

'এখানেই আপনার ভুল। এদের অঢেল গুরুত্ব। এরা শিকারী কুকুরের মতো: তাদের সঙ্গে কথা বলে আর চেহারা-ছবি ভাল হলে অন্য শিকারীরা ওদের প্রতি মুগ্ধ হয়, ঈর্ষা করে।'

সিঁড়ির গোড়ায় হঠাৎ মুলারের সঙ্গে দেখা।

'হাইল হিটলার, বন্ধুরা!' ও বলল।

'হাইল হিটলার, পেল!' শেলেনবার্গ জবাব দিল।

'হাইল,' স্টির্‌লিৎস স্যালুট না দিয়েই প্রতিধ্বনি করল।

'দেখে খুশি হলাম, খুদে শয়তানরা!' মুলার বলে চলে, 'মনে হচ্ছে, পরের ষড়যন্ত্রটি পাকানোর কাজেই ব্যস্ত আছ?'

'হ্যাঁ, আছি। তবে নস্যাৎ করতে,' শেলেনবার্গ জবাব দিল, 'আর নয়ই বা কেন?'

'আমাদের ষড়যন্ত্র তো আপনাদের তুলনায় নস্যিমাত্র,' স্টির্‌লিৎস মন্তব্য করল। 'আপনার পাশে আমরা একজোড়া নির্বোধ মেষশিশু বই তো নই।'

'আমার কাছে?' স্বরে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে মুলার বলল। 'সত্যি বলতে কী শয়তান হওয়াও বরং ভাল। মারা গেলে লোকে মনে রাখে, এমন কি, তা শয়তানীর জন্য হলেও।'

মুলার আন্তরিকভাবে শেলেনবার্গ ও স্টির্‌লিৎসের কাঁধ চাপড়ে তার এক সহকর্মীর অফিসে ঢুকল। সে কোন জানান ছাড়াই এদের অফিসে ঢু-মারা পছন্দ করে, বিশেষত জেরা চলার সময়।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক মাস আগে হিটলার অনুক্ষণ মন্ত্রের মতোই জপ করত যে ইঙ্গো-মার্কিন-সোভিয়েত আঁতাত আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার, আর পশ্চিমের দেশগুলি চূড়ান্ত পরাজয়ের পর সাহায্যের জন্য জার্মানদের দিকেই হাত বাড়াবে। কিন্তু অনেকেই এগুলিকে ফুয়েরারের চারিত্র্যের একটি ধরন হিসাবে, রুগ্ণ কল্পনার যাবতীয় স্বপ্নকে চরম ব্যর্থতা অবধি আঁকড়ে থাকার স্বভাব বলেই ভাবত। তবে বিশেষত এক্ষেত্রে হিটলারের ধারণার কিছুটা বাস্তব ভিত্তি ছিল: হিমলার ও রিবেনট্রপ আর সামরিক বিভাগের গুপ্তচর সংস্থা থেকে পুরোপুরি আলাদা বোরমানের গুপ্তচররা সেই ১৯৪৪ সালে লন্ডন থেকে যে অতি গোপনীয় দলিলটি হস্তগত করেছিল তাতে ছিল: 'সুপ্রাচীন ইউরোপীয় দেশগুলির সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা রুশ বর্বরতার হাতে ধ্বংস হলে এক মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেবে।' হিটলারের বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি ১৯৩৬ সালের নুরেনবার্গে জার্মানির জাতীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির এক সমাবেশে দেয়া তার বক্তৃতার সঙ্গে তখনই বিবৃতিটিকে মেলাল, যেখানে সে বলেছিল: 'বলশেভিকদের পদ্ধতি সফল হলে দুনিয়ার বর্বরতম একটি ব্যবস্থা ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্থান দখল করবে।'

চুরি-করা দলিল থেকে নেওয়া হিটলারের এই বহুল ব্যবহৃত বাক্যটি এসেছিল স্বয়ং চার্চিলের কলম থেকে। একটি গোপন স্মারকলিপিতে এই কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল ১৯৪২ সালের অক্টোবরে, যখন রুশীরা ছিল

স্তালিনগ্রাদ, স্মলেন্স্ক ও খারকভে। পোল্যান্ড, রুমানিয়া কিংবা যুগোস্লাভিয়ায় নয়।

১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে সম্মিলিত বাহিনীর মূল আক্রমণের প্রধান দিক নিয়ে মার্কিন ও ব্রিটিশদের মধ্যে যে তীব্র মতানৈক্য চলছিল সেই খবর জানলে সম্ভবত হিটলার পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করত না। বলকানে সৈন্য নামানোই চার্চিলের ইচ্ছা ছিল। তাঁর মতে এতে বলকান ও সম্ভবত ইতালিতে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ আটকানো যেত... তাদের সৈন্যরা বুদাপেস্ট ও ভিয়েনা দখল করলে, প্রাগ ও ওয়ারস মুক্ত করলে পশ্চিমী গণতন্ত্র যে ব্যাপক সুবিধা পাবে সেটাই তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু ফ্রান্সের বদলে বলকান থেকে হিটলারের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীর মূল অভিযান চালান সম্পর্কিত চার্চিলের ধারণাটি ঠান্ডামাথা মার্কিনীদের কাছে অত্যন্ত স্বার্থপর মনে হয়েছিল। চার্চিলের ধারণাটি কার্যকর হলে যে ভূমধ্যসাগর এলাকা তথা আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইতালি, যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের উপর ব্রিটিশের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম হবে এটি তারা ভালভাবেই বুঝেছিল। অর্থাৎ, এতে শক্তির ভারসাম্য অবশ্যই মার্কিনীদের বিরুদ্ধে যেত। তাই শেষাবধি মিত্রবাহিনীর ফ্রান্সে অবতরণের সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছিল।

১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে চার্চিলের রণকৌশলটি তাঁর ঘনিষ্ঠতমদের জানান হয়। তিনি জোর দিয়ে উল্লেখ করেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া স্বাধীন দুনিয়ার জন্য একটি মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে। তাই ওদের আটকানোর জন্য যতদূর সম্ভব পূর্বদিকে একটি নতুন ফ্রণ্ট খুলা খুবই জরুরি। তাছাড়া, বার্লিন দখলই ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীর মূল লক্ষ্য। চেকোস্লোভাকিয়াকে মুক্ত করে মার্কিন সৈন্যদের প্রাগে প্রবেশ হবে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ভিয়েনা অথবা পুরো অস্ট্রিয়াকে পশ্চিমী শক্তির প্রশাসনে রাখার প্রয়োজনও চার্চিল উল্লেখ করেছিলেন।

সাহসী এবং এইসঙ্গে সতর্ক রাজনীতিবিদ হিসাবে চার্চিল ভালই জানতেন যে, এমন কি রাশিয়া হঠাৎ ইউরোপের দিকে এগিয়ে এলেও তাঁর পক্ষে কোন নাৎসি-নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভবপর হবে না। কারণ, রাশিয়াকে তিনি মারাত্মক হুমকি ভাবলেও নাৎসিদের দখলভুক্ত এলাকাগুলির অত্যাচারিত মানুষের কাছে সে ছিল মুক্তির প্রতীক। বার্লিনের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটিকেও চার্চিল আমল দেন নি। কারণ,

হিটলারপন্থী নেতাদের কথা-বরখেলাপের অশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর কোনই মোহ ছিল না। তাছাড়া তিনি ভালই জানতেন যে, পশ্চিমী গণতন্ত্র ও নাৎসিদের মধ্যে যোগাযোগ কখনই বিশ্বজনমতের সমর্থন পাবে না... এই নির্দিষ্ট জটিল পরিস্থিতিতে চার্চিলের কাছে সবচেয়ে ভীতিকর — রুশীদের আটলান্টিক উপকূলের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসাটা বন্ধের উদ্দেশ্যে একটি ঐক্যফ্রণ্ট গঠনের জন্য তিনি ফুয়েরর-বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে ষড়যন্ত্রের সবকটি শরিককে খতম করার পর জার্মানিতে এমন কোন বিরোধীর আর অস্তিত্ব ছিল না। তবু চার্চিল ভাবলেন যে, পশ্চিমের কাছে আত্মসমর্পণেচ্ছু কোন কোন জার্মান নেতার সঙ্গে সতর্ক 'ঢলাঢলি' চালালে তিনি স্তালিনের উপর চাপ দিতে, বিশেষত পোলিশ ও গ্রীক সমস্যার একটা অনুকূল ফয়সলা করতে পারবেন। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, রুজভেল্টের অনড় মনোভাব এবং রুশীদের প্রতি সারা দুনিয়ার ব্যাপক সহানুভূতির জন্য এমন সম্ভাবনা কমই ছিল।

সামরিক বাহিনীর গুপ্তচরদের কাছ থেকে মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য জার্মানদের ইচ্ছার সংবাদটি জানার পর চার্চিল বলেন যে, ব্রিটেনকে হেলাফেলা বা ফাজলামির জন্য দোষারোপ করা হলেও অবশ্যই তাকে কেউ বিশ্বাসঘাতক বলবে না এবং তারপর তিনি মিত্রশক্তির সংহতি রক্ষার কূটনৈতিক খেলা আর ডাহা বিশ্বাসঘাতকতার মতো বোকামির মধ্যে অনুক্ষণ একটা সীমারেখা টানার চেষ্টা করেন।

চার্চিল তাঁর গুপ্তচর বিভাগকে বুঝান যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ শর্তে জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। তবে, এজন্য একটা কিছু ভাল অজুহাত থাকা চাই যাতে বলা যায়: এসব যোগাযোগ একটা খেলা বই তো আর কিছু নয়, এটি নাৎসি স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মিত্রশক্তির সাধারণ স্বার্থরক্ষার একটি কৌশলমাত্র।

তিনি আরও বলেন যে মার্কিনী পক্ষ ব্যাপারটি অন্তত এতটা কিংবা এর চেয়েও বেশি জানে আর সেজন্য তাদেরই এতে প্রথম এগিয়ে যাওয়া উচিত।

অতঃপর গুপ্তচর বিভাগের সহকারী প্রধান জিজ্ঞেস করে যে, খেলাটি যুতসই হলে হয়ত এটা আরও কিছু, আরও গুরুতর ব্যাপার অবধি গড়াবে?

জবাবে চার্চিল বলেন যে খেলামাত্রেই গুরুত্বপূর্ণ, দুনিয়ায় সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ, অনেকটা ছবির মতো। এদের দুটোকে একত্র করলে আর সবকিছুই অর্থহীন, মামুলি হয়ে ওঠে। সাবেকী অর্থে রাজনীতি কথাটি এখন অচল হয়ে গেছে, বিশ্বরাজনীতি আজ আঞ্চলিক রাজনীতিকে তার যাবতীয় মার্জিত কার্যকলাপ সহ পুরোপুরি হটিয়ে দিয়েছে। আর ব্যক্তিগত খেয়াল, দলবিশেষের স্বার্থপুষ্ট আকাঙ্ক্ষার স্থলবর্তী হয়েছে গণিতের মতো নির্ভুল, চিকিৎসায় প্রযুক্ত পরীক্ষামূলক বিকিরণের মতো বিপজ্জনক একটি বিজ্ঞান। আর এই বিশ্বরাজনীতির কাছে চিত্রশিল্পী ও জ্যোতির্বিদ, লিফ্ট-চালক ও গাণিতিক, রাজা ও প্রতিভাবান সকলেই বাতিল হয়ে যাবে। এই যুক্তিকে জোরদার করার জন্য তিনি এতে যোগ করেন: বিশ্বরাজনীতি এমন সব অভাবিত মৈত্রীর সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে, এমন সব আপাতবিরোধী রণনীতির মোড়বদল ঘটাবে যে ১৯৪১ সালের ২২ জুন স্তালিনের কাছে পাঠান তাঁর নিজের বার্তাটিও ততদিনে যুক্তি ও সঙ্গতির দিক থেকে একটি গূঢ়বস্তু হয়ে উঠবে।

'নমস্কার, ফ্রাউ কীন,' ওর বিছানার উপর মাথা নুইয়ে আগন্তুকটি বলল।

'নমস্কার,' প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে ক্যাথি জবাব দিল।

কথা বলতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তার মাথা তখনো ভনভন করছিল, সামান্য নড়াচড়াতেই বমি পাচ্ছিল। বাচ্চাটাকে দুধ দিলেই সে যা-একটু আরাম বোধ করত। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়লে সেও ঢুলতে শুরু করত। তারপর চোখ খুললেই তার মাথা পাক খেতে থাকত, নতুনভাবে বমির উদ্রেক হত। ছোট্ট ছেলেটির দিকে তাকালেই শুধু তার অন্যরকম লাগত। এই অদ্ভুত অনুভব সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারত না। এটি ছিল ভয় ও শূন্যতার এক অপরিচিত মিশ্রণ, অহঙ্কার ও মহৎ পবিত্রতার এক অব্যক্ত উচ্ছ্রিত উপলব্ধি যা সে এর আগে আর কোনদিন অনুভব করে নি।

'ফ্রাউ কীন, আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব,' আগন্তুক বলল। 'আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি।'

'আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না।'

'কে আপনি?'

'আমি বীমা কোম্পানির লোক।'

'তাহলে আমার স্বামী... আর বেঁচে নেই?'

'তাই, দুঃখিত যে আপনাকে খবরটি দিতে হচ্ছে। তিনি মারা গেছেন। ওই বর্বর বিমান হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত সবাইকেই আমরা সাহায্য দেয়ার চেষ্টা করছি। আপনি হাসপাতালে থাকা অবস্থায় আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি? আপনি নিশ্চয়ই এখানে প্রয়োজনীয় খাবারদাবার পাচ্ছেন। হাসপাতাল ছাড়ার সময় এলে আমরা আপনাকে কাপড়চোপড় পাঠাব। আপনার, মানে আপনাদের দুজনের — আপনি আর বাচ্চাটির জন্য। চমৎকার বাচ্চাটি তো... মেয়ে নাকি?'

'না, ছেলে।'

'ও কি খুবই কান্নাকাটি করে?'

'না তো।' তারপর হঠাৎ তার মনে হল বাচ্চাটিকে সে একবারও কাঁদতে শুনে নি। ক্যাথি কিছুটা ভয় খেয়ে বলল, 'বাচ্চাদের কি বেশি কান্নাকাটি করাই ভাল, জানেন আপনি?'

'আমারগুলি তো গলা ফাটিয়ে চেঁচায়,' লোকটি বলল, 'ওদের কান্না শুনলে কানে তালা লাগত। অবশ্য আমার বাচ্চারা জন্মানোর সময় খুবই লিকলিকে ছিল। কিন্তু আপনারটি দিব্যি ছেলে। মোটাসোটা বাচ্চারা তেমন একটা কাঁদে না। মাপ করবেন, ফ্রাউ কীন, আপনি যদি খুব বেশি ক্লান্ত না হন তবে জিজ্ঞেস করি, আপনাদের সম্পত্তির বীমার অংকটি কত ছিল?'

'আমি কিছুই জানি না, এগুলি আমার স্বামীই দেখাশোনা করত।'

'কোন শাখা অফিসে আপনারা বীমা করেছিলেন, নাকি তাও আপনি ভুলে গেছেন?'

'বোধ হয় কুডাম্ ও কান্টস্ট্রাসের কোণে।'

'ওহ্, তাহলে ২৭ নম্বরেই... ব্যাপারটা এখন কিছুটা সোজা হয়ে যাবে... কিন্তু হিসাবটা কি আপনার মনে নেই?'

'মনে হয় দশ হাজার মার্কের মতো।'

'বেশ মোটা অঙ্ক...'

একটি ছেঁড়াখোঁড়া ছোট্ট নোটবইতে এসব টুকে নিয়ে সামান্য গলাখাঁকারি দিয়ে লোকটি ক্যাথির দিকে নুয়ে পড়ে শান্তস্বরে বলল, 'অল্পবয়সী মায়েদের কান্নাকাটি করা ভাল নয়, তাদের শক্তসমর্থ থাকা দরকার... আমি তিন সন্তানের বাপ। আমি জানি... এতে সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার পেট খারাপ হয় আর তখনই শুরু হবে যতসব গানবাজনা... এখন কেবল নিজের জন্য ভাবার অধিকার আপনার নেই, সেদিন আপনার চিরকালের

মতোই ফুরিয়েছে। এখন আপনার নাদুস বাচ্চাটির বাড়া আর কিছু নেই...'

'তাই করব,' ফিসফিস করে ক্যাথি বলল এবং ওর তাতান, চটচটে হাতের দিকে তার হিমেল আঙুলগুলি বাড়াল। 'ধন্যবাদ।'

'আপনার আত্মীয়েরা কোথায় থাকেন? আমাদের কোম্পানি তাঁদের এখানে আসার ব্যাপারে সাহায্য দিতে পারে। আমরাই তাঁদের যাতায়াতের খরচা দেব, থাকার ব্যবস্থা করব। তবে আপনি তো জানেন যে অনেকগুলি ভাল হোটেলই বোমায় ধসে গেছে। অন্যগুলি সৈন্যরা দখল করেছে। তাহলেও আমরা তাঁদের ভাড়া নেওয়ার মতো কোঠার ব্যবস্থা করতে পারব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওঁরা খুশিই হবেন। এবার বলুন, কোন ঠিকানায় তাঁদের চিঠি লিখব?'

'আমার আত্মীয়েরা কোনিংস্‌বার্গে থাকতেন,' জবাব দিল ক্যাথি। 'তাঁদের কী হয়েছে আমি কিছুই জানি না।'

'আর আপনার স্বামীর আত্মীয়েরা? কাঁদের আমরা ওর মৃত্যুসংবাদ জানাব?'

'ওঁরা থাকেন সুইডেনে... কিন্তু ওঁদের কিছু না লেখাই ভাল: ওর কাকা জার্মানির একজন খাঁটি দরদী, উনি চিঠি লিখতে আমাদের নিষেধ করেছেন। আমরা সুযোগ পেলে হাতেহাতে চিঠি দিতাম কিংবা দূতাবাসের মাধ্যমে।'

'ওঁর ঠিকানাটা কি আপনার মনে আছে?'

ঠিক তখনই বাচ্চাটা কেঁদে উঠল এবং ওকে দুধ দেয়ার জন্য বীমা কোম্পানির দালালটির কাছে মাপ চেয়ে ক্যাথি বলল, 'ঠিকানাটা আপনাকে পরে দেব।'

'যেতে পারলে আমি খুশিই হব,' বলে লোকটি ওয়ার্ডের বাইরে পা বাড়াল।

ক্যাথি ওকে চলে যেতে দেখল এবং শেষে গলায় আটকে যাওয়া একটা শক্ত কিছু গেলার জন্য ধীরে ধীরে চেষ্টা শুরু করল। তার মাথাটা আগের মতোই ধরেছিল, কিন্তু বমির ভাবটা উবে গিয়েছিল। এইমাত্র যে-প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা হয়েছে তার উত্তর নিয়ে ভাববার সময় ক্যাথির ছিল না। কারণ বাচ্চাটা দুধ খেতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার যতসব দুশ্চিন্তা, ভয় সবই হঠে গিয়েছিল। শুধু ছিল: দুধ খেতে ব্যস্ত একটি শিশু আর তার চঞ্চল সরু হাতগুলি। সে ওর গা থেকে কাপড় খুলে ফেলে বারবার দেখল — কত মোটাসোটা, লাল রঙের বাচ্চাটি, সারা গায়ে অসংখ্য সরু সরু বলিরেখা।

তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল দুদিন আগে আরও বহু স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে একটি বড় ওয়ার্ডে ছিল। সেখানে সবকটি বাচ্চাকে একসঙ্গে দুধ খাওয়াতে আনা হত আর যেন কুয়াশার মধ্য দিয়ে এদের কান্না সে শুনতে পেত। সে অবাক হয়ে ভাবল, 'আমি এখানে একা কেন? আমি কোথায়?'

আধঘণ্টা পর লোকটি ফিরে এল। সে প্রশংসার সঙ্গে ঘুমন্ত শিশুটির দিকে কিছুক্ষণ তাকাল এবং শেষে ব্রিফকেস থেকে কতকগুলি ফোটো বের করে হাঁটুর উপর ছড়িয়ে রেখে কয়েকটি বেছে নিয়ে ক্যাথিকে দিয়ে বলল, 'আমি যখন আপনার কাকার ঠিকানা লিখব সেই ফাঁকে আপনি এই ছবিগুলির উপর একনজর চোখ বুলান, যদি আপনার মালপত্রগুলি চিনতে পারেন। বোমা পড়ার পর আপনাদের বাড়ি থেকে কিছু মালপত্র উদ্ধার করা গেছে। আপনি তো জানেন এই বিপদে এক বাক্স জিনিসও অনেকটা দৈবভাগ্যের মতো। এর কোনটি বিক্রি করে আপনি হয়ত আপনার বাচ্চার জন্য জরুরি কিছু কিনতে পারবেন... অবশ্য আপনি হাসপাতাল ছাড়ার পর আমরা সাধ্যমতো সবকিছুই করব। কিন্তু তাহলেও...'

'ঠিকানাটা হল: ফ্রানৎস পাকেনেন, গুস্টাভ গেওর্গপ্লাৎস ২৫, স্টকহোল্ম।'

'ধন্যবাদ, মনে হচ্ছে আপনাকে আমি প্রায় শেষ করে ছেড়েছি।'

'আমি সত্যি ক্লান্তি বোধ করছি,' জবাব দিল ক্যাথি, কারণ ছবিতে তাদের ধসে যাওয়া বাড়ির কাছের রাস্তার উপর রাখা বাক্স-পেটরার দঙ্গলের মধ্যে সে তার স্বামীর বেতারযন্ত্র রাখার বিরাট স্যুটকেসটা ঠিকই চিনতে পারল।

'শেষ বারের মতো ভালভাবে দেখুন, তারপর আমি চলে যাব,' বলে লোকটি আবার ফোটোগুলি মেলে ধরল।

'না, মনে হয় না,' ক্যাথি বলল, 'ওখানে আমাদের কিছুই দেখছি না।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছি ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল,' বলে দালালটি ফোটোগুলি সাবধানে তার ব্রিফকেসে রাখল। সে উঠে দাঁড়াল এবং মাথা নুইয়ে বিদায় নিতে গিয়ে বলল, 'দিন দুয়েকের মধ্যে আবার এসে সম্ভবত কতদূর কী করেছি তা আপনাকে বলতে পারব। আজকাল কমিশনের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে এতে আমি খুব সামান্যই পাব, আপনাকে তেমন কিছু খোয়াতে হবে না।'

'আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকব,' জবাব দিল ক্যাথি।

স্থানীয় গেস্টাপোর যে-লোকটি ক্যাথির কাছে এসেছিল তখনই তার

আঙুলের ছাপ পরীক্ষার জন্য ছবিগুলি সে পাঠিয়ে দিল: আগ থেকেই ফোটোগুলির উপর এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব লাগান ছিল। স্যুটকেসে লুকান বেতারযন্ত্রের উপরকার আঙুলের ছাপগুলি ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে, সুটকেসে তিনজন লোকের আঙুলের ছাপ রয়েছে... সে জার্মান নিরাপত্তা দফ্তরের ৬ নং বিভাগকে জনৈক সুইডেনবাসী ফ্রানৎস পাকেনেন সম্পর্কে সম্ভাব্য যাবতীয় তথ্যাদি জানাতেও বলল...

আইসমান তার অফিসে ইতস্তত ঘুরেফিরে অনেকক্ষণ কাটাল। পেছনে হাত মোড়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে তার কেবলই মনে হচ্ছিল যেন সে খুব জরুরি, খুব অভ্যস্ত কিছু হারিয়েছে। ফলে সে মনস্থির করতে পারছিল না। হাতের কাজটি থেকে কেবলই তার ভাবনা অন্যত্র বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। তার প্রধান চিন্তা হল স্টির্‌লিৎসের দুর্নাম কুড়নোর কোন কারণই সে খুঁজে পাচ্ছিল না।

শেষে, ভীতিকর শব্দে সাইরেন বেজে উঠার পর সে হারান বস্তুটির হদিস পেল: এটি বিমান হামলা আর তখনই সে কাজে মন দিল। যুদ্ধ জীবনের সঙ্গে এমনই জড়িয়ে গেছে যে এখন নীরবতাকে অসহ্য মনে হয়, খোদ বিমান হামলার চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর ঠেকে।

সাইরেনের আর্তস্বর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলে আইসমান মনে মনে ভাবল: 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন আমি কাজে মন বসাতে পারব। এখন সবাই বাড়িটি ছেড়ে পালাবে, আমি বসে ভাবতে পারব। আহাম্মকী প্রশ্ন আর গবেট সুপারিশের হল্লা ছড়িয়ে লোকজনদের যাওয়া-আসা বন্ধ হবে।'

আইসমান তার টেবিলে বসে একটি ফাইলের পাতা ওলটাতে লাগল। এতে ছিল রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের সন্দেহে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে গ্রেপ্তার হওয়া প্রটেসটাণ্ট যাজক ফ্রিৎস•শ্লাগের কাগজপত্র। বারবারা ক্রাইন ও রবার্টের নিচের দুটি রিপোর্টের ভিত্তিতেই ওকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওরা দুজনই ছিল ওর গির্জা-এলাকার লোক এবং তাদের রিপোর্টে শ্লাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল: সে তার খুত্‌বায় প্রায়ই যুদ্ধের বর্বরতা ও রক্তপাতের মূর্খতার নিন্দা সহ সকল মানুষের মধ্যে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব কামনা করে। অতিরিক্ত তদন্ত থেকে জানা যায় যে এই যাজকটি কয়েক বারই দেশান্তরী ও বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডবাসী প্রাক্তন চেনসেলর ব্রুনিংয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছে। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলেও জার্মানি ও

সুইজারল্যান্ডে তদন্ত করে এদের মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক সম্পর্কের কোন হদিস মেলে নি।

এই অবস্থায় আইসমান ভাবল: কেন গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ পাস্তর শ্লাগকে সরাসরি গ্রেপ্তার করল? তাকে গেস্টাপোর কাছে পাঠান হল না কেন? শেলেনবার্গের লোকজন ওর সম্পর্কে উৎসাহী কেন? শেষে ফাইলে জোড়ে দেয়া একটি ছোট টীকায় এর উত্তর মিলল: ১৯৩৩ সালে পাস্তর শান্তিবাদীদের কংগ্রেসে যোগ দেয়ার জন্য ব্রিটেন ও সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিল। আইসমান সিদ্ধান্তে পৌঁছল: 'ওর যোগাযোগের সূত্রগুলি সম্পর্কেই তাহলে ওরা উৎসাহী। ওখানে কাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে ওরা তা জানতে চায়। সেজন্যই গোয়েন্দা বিভাগ এই ভার নিয়েছে ও স্টিরলিৎসের কাছে ওকে পাঠিয়েছে। কিন্তু স্টিরলিৎস কেন? তাকেই কাজটি দেয়া হয় এবং সে ওটি করে...'

আইসমান আরেকবার ফাইলটি দেখল: অল্প সময়ে এবং যথাযথভাবেই জেরার কাজ শেষ হয়েছে। বিষয়মুখিনতার জন্য প্রামাণ্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নিজ সিদ্ধান্তকে সত্যাখ্যাত করার পক্ষে জেরার বিবরণী থেকে তথ্য খুঁজতে গিয়ে সে যুতসই কিছুই পেল না।

তারপর সে বিশেষ কার্ড-ইনডেক্স বিভাগে ফোন করল। কিন্তু অনেকক্ষণ সাড়া না পেয়ে সে ভাবল — হয়ত ওরা সবাই এখন গড়খাইতে আশ্রয় নিয়েছে। টেলিফোন রাখতে যাওয়ার মুখে কে একজন সাড়া দিল।

'৪ নং বিভাগ থেকে আইসমান বলছি। নমস্কার। একটু দেখুন তো, ১৯৪৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরে স্টিরলিৎসের নেওয়া পাস্তর শ্লাগের জেরার টেপটি আপনাদের ওখানে আছে কি না?'

'আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি যে আপনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। যারা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক বিচার বিভাগের হাতে পড়ে তারা সেখান থেকে স্বাভাবিক জীবন ও কাজে বড় একটা ফিরে যেতে পারে না। কারণ দোষীকে শাস্তি দেয়া, জনগণকে ওইসব নোংরা আবর্জনা থেকে বাঁচানোই এই বিভাগের কাজ। আপনার আত্মীয়স্বজনদের ব্যাপারেও এটি ঘটবে। তবে একটাই পথ আছে: নিজের দোষস্বীকারের পর রাষ্ট্রের অনুগত সমর্থক নয় এমন সব পাদ্রিদের নাম বলা এবং ভবিষ্যতে আমাদের সাহায্য করতে রাজি থাকা — তাহলেই সব গোলমাল মিটে যাবে। এতে আপনি রাজি?'

'ভেবে দেখার জন্য আমাকে কিছুটা সময় দিন।'

'কত সময়?'

'মরার জন্য তৈরি হতে কতটা সময়ের দরকার হয়?'

'আপনি আমার প্রস্তাবটা আরেকবার ভেবে দেখুন। আপনি বলছেন এদিক-ওদিক সবদিকেই আপনি শেষ হয়ে গেছেন। কিন্তু নিশ্চয়ই আপনি একজন দেশভক্ত জার্মান?'

'হ্যাঁ, তাই। কিন্তু 'দেশভক্ত জার্মান' কথাটার অর্থ কি?'

'আমাদের ভাবাদর্শের একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী।'

'ভাবাদর্শ দিয়ে কোন দেশ তৈরি হয় না।'

'তাই বলে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না যে আমাদের দেশটি ফুয়েররের ভাবাদর্শ নিয়েই টিকে আছে। নিশ্চয়ই, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের আদর্শের অনুরাগী জনগণের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়ান আপনার, একজন ধর্মযাজকের কর্তব্য?'

'আপনার সমপর্যায়ে তর্ক করার অবস্থায় থাকলে আমি এর যুতসই জবাব দিতে পারতাম।'

'ঠিক সেভাবেই দিন।'

'জনগণের সঙ্গে এক কাতারে সামিল হওয়া এক কথা এবং নিজে ন্যায্য কাজ করছি, নিজের বিশ্বাস অনুসারে বলছি সেটা অনুভব করা অন্য কথা। কখনো কখনো দুটি পরস্পরের সহবাসী, কখনো কখনো নয়। বর্তমান ব্যাপারটিতে আপনি আমাকে এমন একটি পথ বেছে নিতে বলছেন যা আমার আদর্শের বিরোধী। কোন একটা ঘোষণাপত্র সই করতে আপনি আমাকে প্রস্তুত করছেন। প্রস্তাবটি এমনভাবে রাখছেন যেন আমাকে মানুষ হিসাবেই বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু যখন আপনি আমাকে মানুষের বদলে একটি যন্ত্রের মতো ব্যবহার করতে চান তখন এভাবে আর কথা বলা কেন? খোলাখুলিই বলুন: মৃত্যু কিংবা কাগজে সই দেয়া — দুটোর একটা বেছে নাও। জার্মান জাতি কোথায় চলেছে এবং কী ভাষায় সে কথা বলে সেটার গুরুত্ব আমার কাছে সামান্যই। কারণ, আমি এর আগেই মরে গেছি।'

'সেটা ঠিক নয়। এই কারণেই ঠিক নয় যে আপনাকে কোন কাগজ সই করতে আমি বলছি না। ধরুন, আমার প্রথম প্রস্তাব আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। সংবাদপত্র ও বেতারে এই সরকারের বিরোধী — আপনার সহকর্মী যাজকদের বিরুদ্ধে আপনাকে কোন সাধারণ বিবৃতি দিতে হবে না। প্রথমে আপনাকে বলব আমি যে জাতীয় সমাজতন্ত্র প্রচার করি তার অন্তর্নিহিত

সত্যটি আপনি গ্রহণ করুন। আমাদের আদর্শে আপনার বিশ্বাসের নিরিখে আমাদের কাজে সহায়তা যোগান।'

'প্রশ্নটি যদি তাই হয় তবে আমাকে বোঝান যে অন্য সবকিছুর চেয়ে জাতীয় সমাজতন্ত্র মানুষের জন্য বেশি কল্যাণকর।'

'আমি রাজি। জাতীয় সমাজতন্ত্র — আমাদের রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্র চলছে আমাদের ফুয়েররের মহৎ ভাবাদর্শ নিয়ে, আর আপনারা, যাজকরা এই রাষ্ট্রের বিকল্প হিসাবে কিছুই দাঁড় করতে পারেন না। আপনারা পারেন শুধু নৈতিক শুদ্ধতার উপদেশ খয়রাত করতে।'

'ঠিক তাই।'

'মানুষ যেমন কেবল রুটির জন্য বাঁচে না, তেমনটি একমাত্র নৈতিক শুদ্ধতা নিয়েও তার চলে না। সুতরাং আমাদের জনগণের সুখ-সমৃদ্ধির কথা আমাদের ভাবতেই হয়। তাহলে আমাদের জাতির নৈতিক শুদ্ধতা লাভের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সেটাই বিবেচনা করা যাক।'

'আচ্ছা বেশ, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে একটি প্রশ্ন করব: বন্দীশিবির, আমাকে — গির্জার একজন প্রতিনিধিকে এভাবে জেরা করা, এসব কি আপনাদের বিশেষ রাষ্ট্রযন্ত্রের অনিবার্য পরিণতি?'

'অবশ্যই, কারণ আমরা আপনাকে জনতার রোষ থেকে বাঁচাচ্ছি। আপনি ফুয়েরর ও আমাদের আদর্শের বিরোধী এটি জানতে পারলে তারা আপনাকে খতম করে ফেলবে।'

'কিন্তু, কোথায় কারণ, কোথায় কার্য? এই গণরোষের উৎস কি, আর আপনারা যে-ধরনের রাষ্ট্রের কথা বলেন সেখানে এই গণরোষ কি একটি অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার? যদি তাই হয় তবে রোষের পক্ষে কখন এতটা ধনাত্মক প্রক্রিয়া হয়ে উঠা সম্ভব? রোষ নয়, পাপের বিরোধিতাই আসলে ধনাত্মক প্রক্রিয়া। রোষ যদি ভিত্তি হয়, কারণ হয়, তবে বাকি সবই কার্য হয়ে উঠবে, অর্থাৎ পাপ কারণের পর্যায়ে পৌঁছবে, তাহলে বলি — কেন আমাকে পাপকে পুণ্য ভাবতে বলছেন?'

'তা নয়। 'পাপ' শব্দটি আপনার। আমি বলেছিলাম 'গণরোষ'। সেইসব মানুষের কথা মনে রেখেই আমি শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম যারা বহু বছর পর এই প্রথম ভার্সাই সন্ধির অপমান থেকে, ইহুদি ব্যাঙ্কমালিক ও দোকানদারদের মাতব্বরি থেকে রেহাই পেয়ে সবে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে শুরু করেছে। আমাদের পার্টি ও মহান ফুয়েররের কল্যাণে পাওয়া

সুফলগুলি কেউ নস্যাৎ করার চেষ্টা করলে সে ব্যক্তি, এমন কি যাজক যেই হোক, জনগণ তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠবেই।'

'খুব ভাল কথা... সুখে-শান্তিতে থাকা আর লড়াই করা এক ও অভিন্ন ব্যাপার কি?'

'আমরা মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুর জন্যই শুধু লড়ছি।'

'কিন্তু পুরো জনসংখ্যার সিকিভাগকে বন্দীশিবিরে আটকে রাখাটা কি তাদের মঙ্গলের জন্য, আর এই মিল-মিশ খাওয়া জীবনের জন্যই কি আমাকে প্রাণপাত করতে বলছেন?'

'আপনি ভুল করছেন। শুনুন, আমাদের বন্দীশিবিরগুলিতে কোন খুনখারাপির ব্যাপার নেই। ওখানে দেশের সিকিভাগ লোককেও আটকে রাখা হয় নি। আপনি দেখছি আমাদের শত্রুদের প্রচারগুলি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন। আমাদের প্রত্যেকটি বন্দীশিবিরের ফটকে লেখা রয়েছে: 'কর্মেই মুক্তি'। জাহান্নমে যাওয়া লোকজনদের ওখানে শোধরান হয়। যারা বখে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শত্রু হয়ে উঠেছে অগত্যা তাদের খতম না করে আমাদের উপায় কী বলুন!'

'তাহলে দোষী নির্দোষীর বিচারক আপনারা নিজে?'

'বটে।'

'অর্থাৎ, আপনি আগ থেকেই জানেন যে লোকটি কী চায়, কোথায় সে ভুল করেছে, কোথায় করে নি?'

'আমি জানি জনগণ কী চায়।'

'জনগণ। জনগণ কারা?'

'নারী ও পুরুষ।'

'প্রত্যেকটি নারী-পুরুষ কী চায় তা না জেনে আপনি জনগণের চাওয়াটা কীভাবে বুঝতে পারেন? কিংবা আপনাদের হুকুম, আপনাদের ফরমাশ মতো যখন আগ থেকেই আপনারা ওদের চাহিদা জানেন, তখন? আসলে ওটা আপনাদের খোশখেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়।'

'ওখানেই ভুল করলেন। জনগণ ভালভাবে খেতে-পরতে চায়...'

'...এবং এজন্য যুদ্ধেও গররাজি নয়?'

'একটু থামুন। ভাল খাবার, ভাল বাড়ি, গাড়ি, পারিবারিক সুখ... আর এই সুখের জন্য যুদ্ধ! হ্যাঁ, যুদ্ধ চায় বৈকি।'

'আর এসবের সঙ্গে তারা এটাও চায় যে, যাদের চিন্তাভাবনা এই মানের সঙ্গে বেখাপ তাদের বন্দীশিবিরে পাঠান হোক? এর একটি যদি অন্যটির

আনুষঙ্গিক হয় তবে আপনার সুখী হওয়ার পরিকল্পনায় গলদ না থেকে পারে না। এভাবেই যদি সুখী হতে হয় তবে আমি মনে করি এটা মোটেই সত্যিকার সুখ নয়। হতে পারে আমার দেখার ধরনটি আলাদা। সম্ভবত আপনার চোখে লক্ষ্যই হল উপায়ের নির্ধারক। জেশুইটরাও তাই ভাবতেন।'

'দেখছি, একজন যাজক হিসাবে আপনি খ্রিস্টধর্মের বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করতে চান না! নাকি খ্রিস্টীয় শিক্ষার বিবর্তনের যুগবিশেষকে আপনি আড়াল করতে চান! যেমন, ধর্মীয় অপরাধের জন্য গঠিত বিচারসভার ব্যাপারটা?'

'আপনার প্রশ্নের আমি জবাব দিতে পারি। ওই বিচারসভা অবশ্যই খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসের একটি অধ্যায়। এই প্রসঙ্গে বলছি, স্পেনীয় জনগণের অধঃপতন সরাসরি একটিমাত্র কারণের সঙ্গেই যুক্ত ছিল: তারা উপায়কে লক্ষ্যের স্থলবর্তী করেছিল। ধর্মশুদ্ধির জন্য গোড়ার দিকে গঠিত এই বিচারসভা ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের কবলে শেষ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, শুদ্ধিকরণ, ধর্মবিরোধীদের জীবন্ত পুড়ান, নিষ্ঠুরতা, আনুষ্ঠানিক আদর্শ সম্পর্কে ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্যাতন ইত্যাদি গোড়ার দিকের যাবতীয় ধর্মশুদ্ধির ব্যবস্থাগুলির শেষলক্ষ্য অন্তিমে পাপানুষ্ঠানেই পর্যবসিত হয়েছিল।'

'ভাল কথা। কিন্তু আমাকে একটা কথা বলুন: খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে বিরুদ্ধপক্ষকে কত বার খতম করা হয়েছে যাতে বাকি মানুষগুলি সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে?'

'আপনার ইঙ্গিত আমি বুঝতে পারছি। ধর্মদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়াই নিয়ম ছিল আর খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে সবকটি ধর্মদ্রোহিতাই ছিল বিষয়-আশয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বিদ্রোহ। খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসের যাবতীয় বিরুদ্ধমত অসাম্যের ধারণা প্রচার করেছে। অথচ খ্রিস্ট নিজে ছিলেন সাম্যের প্রচারক। এসব বিরুদ্ধমতের অধিকাংশের ভিত্তি ছিল: ধনীরা গরীবদের সমান নয়, গরীবরা ধনীদের খতম করবে অথবা নিজেরা ধনী হবে, ধনীর আসনে বসবে। কিন্তু খ্রিস্টের ধারণা ছিল মানুষের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, ধনদৌলতও দারিদ্র্যের মতোই অস্থায়ী। খ্রিস্ট মানুষের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন আর ধর্মদ্রোহীরা চেয়েছিল রক্তপাত। প্রসঙ্গত, ওদের খোদ শিক্ষায়ই পাপের ধারণা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ান থাকত আর চার্চ ওদের দমন করতে হিংসার আশ্রয় নিত, হিংসা যাতে পুরোপুরি বা অংশত খ্রিস্টধর্মের নীতি না হয়ে ওঠে সেই চেষ্টা করত।'

'ঠিক বলেছেন। কিন্তু ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিংসা যেখানে পূর্বশর্ত সেখানে চার্চ কি হিংসার আশ্রয় নিত না?'

'নিত বৈকি। কিন্তু এটাই তার শেষলক্ষ্য ছিল না, এটাকে ন্যায্যও বলত না।'

'আট থেকে ন' শতক অবধি ধর্মদ্রোহীদের দমন করা হয়েছে, অবশ্য যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, নয় কি? এর অর্থ কী? হিংসাকে নির্মূল করার জন্য এই সময় ধরে গির্জা হিংসার আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা ক্ষমতা পেয়েছি ১৯৩৩ সালে। এর মধ্যে আপনারা আর কী চান? এই এগার বছরের মধ্যে আমরা বেকারি হটিয়েছি, সকল জার্মানকে যথেষ্ট খাবার-দাবার যুগিয়েছি, আর এসবই — বিরোধীদের সঙ্গে লড়াই করে। অথচ, আপনারা কথার তুবড়ি ছুড়ে আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছেন! যদি আপনি আমাদের সরকারের কট্টর বিরোধীই হন তবে এসব আধ্যাত্মিক ব্যাপারের বদলে কিছু একটা বাস্তব পদক্ষেপ নিতে পারেন? যেমন, আপনার ভক্তদের নিয়ে একটা বিরোধীদল গড়ুন, আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করুন: প্রচারপত্র ছড়ান, ধ্বংসাত্মক কাজে লাগুন, আমাদের কোন কোন নেতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা চালান?'

'না, খুব সরল একটা কারণেই আমি কখনো এপথে যাব না ...ভাববেন না আমি এজন্য ভয় পাই... পথটি আমার কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমি যদি আপনাদের বিরুদ্ধে আপনাদের ব্যবস্থাটি কাজে লাগাই, তবে ইচ্ছা না থাকলেও আমাকে আপনাদের মতোই দেখাবে।'

'কিন্তু যদি আপনার কোন তরুণ ভক্ত আপনার কাছে এসে বলে, 'ফাদার, আমি এই সরকারকে মানতে পারছি না, এর বিরুদ্ধে আমি লড়তে চাই...''

'আমি তাকে বাধা দেব না।'

'কিন্তু যদি সে বলে, 'আমি গাউলেইটরকে খুন করব।' আর তার দুই, পাঁচ ও ন' বছরের তিনটি মেয়ে ও পক্ষাঘাতে পঙ্গু স্ত্রী রয়েছে, তা হলে?'

'আমি জানি না।'

'আর আমি যদি লোকটি সম্পর্কে জেরা করি, আপনি কি কিছু বলতে অস্বীকার করবেন? আপনি কি তিনটি মেয়ে ও একজন পঙ্গু নারীর জীবন বাঁচাতে চাইবেন না? নাকি আমাকে সাহায্য দেবেন?'

'না, আমি আপনাকে কিছুই বলব না। কারণ এখানে একজনকে বাঁচাতে গেলে অন্যদের মারা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন অমানবিক লড়াইয়ের

সময় যেকোন কাজেই নতুন রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে। এমন পরিস্থিতিতে একজন যাজকের একটিই করণীয় থাকে: হিংসা থেকে নিজেকে আলাদা রাখা ও হত্যাকারীকে সমর্থন না দেয়া। দুর্ভাগ্যের বিষয় কাজটি নিষ্ক্রিয় ধরনের। কিন্তু কী আর করা! এতে নতুন কাজ মানেই রক্তপাত বাড়ান বই তো নয়।'

'সন্দেহ নেই, জোর-জবরদস্তি করলে — অবশ্য সেটা খুবই পীড়াদায়ক ও অপ্রীতিকর — লোকটির পদবি আপনি অবশ্যই বলবেন।'

'অর্থাৎ আপনি বলছেন যে যন্ত্রণায় পশুর মতো পাগল হয়ে গেলে আমি আপনার ইচ্ছামতো সবকিছু করব? হয়ত করব। অবশ্য তখন আমি আর এই আমি থাকব না। তা হলে এই দীর্ঘ আলাপের ঘটা কেন? যেমন খুশি আমাকে ব্যবহার করুন। জন্তুর মতো, যন্ত্রের মতো কাজে লাগান...'

'আমাকে বলুন, মারাত্মক শত্রু বা কোন পাগল যদি ব্রিটেন, রাশিয়া, সুইডেন বা সুইজারল্যান্ডে গিয়ে আপনাকে কোন মধ্যস্থতা করতে বা কাউকে একটি চিঠি দিতে বলে, আপনি কি এই অনুরোধ রাখবেন?'

'মধ্যস্থতার ব্যাপারটি আমার ধাতস্থ ও পরিচিত। তবে কেবল একটি শর্তেই আমি মধ্যস্থতা করব: এর ফল ভাল হবে এবং এটি কেবল সৎভাবে করা হবে।'

'এমন কি মধ্যস্থতাটি বর্তমান রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী হলেও?'

'আপনি আমাকে সাধারণীকৃত মূল্যায়নে বাধ্য করছেন। আপনি ভালভাবেই জানেন যে ঈশ্বরের সেবক হিসাবে হিংসার ভিত্তিতে গঠিত কোন রাষ্ট্রকে আমি নীতিগতভাবে সমর্থন করতে পারি না। অবশ্য আজকালকার চেয়ে মানুষ অন্যভাবে বসবাস করছে দেখলে আমি খুশিই হব। কিন্তু ওটা কীভাবে করা হয়েছে কেবল সেটা জানলেই... নীতির দিক থেকে এখনকার জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানুষ বেঁচে থাকুক তা আমি চাইব। কিন্তু তারা অন্য' রকম সরকার গড়বে। কাউকে হত্যা করা আমার কাম্য নয়।'

'বিশ্বাসঘাতকতাকে আমি খুবই জঘন্য মনে করি। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ও খুনখারাপি কীভাবে ঘটছে সে-সম্পর্কে উদাসীন নিষ্ক্রিয় থাকা আমার কাছে জঘন্যতর অপরাধ বৈকি।'

'সেক্ষেত্রে শরিকানার একটিই শুধু ধরন রয়েছে: খুনখারাপি বন্ধের চেষ্টা করা।'

'এটা আপনার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে না।'

'অবশ্যই নয়। কিন্তু আপনি বিশ্বাসঘাতকতা বলতে কী বোঝেন?'

'নিষ্ক্রিয় থাকার বিশ্বাসঘাতকতা।'

'না, নিষ্ক্রিয়তা বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর হতে পারে না।'

'এটা আরও মারাত্মক...'

আইসম্যানের মনে হল দালানে কাঁপুনি ধরেছে। সে মনে মনে ভাবল: 'খুব কাছে কোথাও বোমা পড়ছে, অথবা ওরা নিশ্চয়ই খুব বড় বড় সব বোমা ফেলছে... অদ্ভুত আলাপ বটে... খুবই কৌতূহলপ্রদ। অথচ কী যেন একটা রেশ আছে...'

কার্ড-ইনডেক্স বিভাগের কর্মরত লোকটিকে আইসমান ফোন করল। সে জানতে চাইল যে এই রেকর্ডিং সরকারী না কণ্ট্রলের।

'একটু ধরুন, আমি দেখে এসে বলছি,' লোকটি চাপা স্বরে বলল।

'বোমা কি কাছাকাছি পড়তে শুরু করেছে?'

'আমাদের জানালার কাচ চৌচির হয়ে গেছে।'

'আপনি কি গড়খাইয়ে আশ্রয় নিতে পারেন না?'

'না,' লোকটি বলল। 'নিয়ম নেই।'

আইসমান আলাপের বাকিটুকুও শুনতে চেয়েছিল। কিন্তু লোকটি ফিরে এসে জানাল যে স্টির্‌লিৎস ওটা রেকর্ড করে নি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীদের পরীক্ষা করার জন্য প্রতিগোয়েন্দা বিভাগের হুকুমেই এটি রেকর্ড করা হয়েছে...

৭

'ওগুলো নিশ্চয়ই কয়েক টন ওজনের বোমা,' শেলেনবার্গ মন্তব্য করল।

'আওয়াজে তাই মনে হচ্ছে,' স্টির্‌লিৎস জবাব দিল।

ঠিক তখনই শেলেনবার্গের অফিস থেকে ছুটে গিয়ে তার ফাইলে রাখা পশ্চিমের সঙ্গে 'এস. ডি বেইমানদের' যোগাযোগের রিপোর্টটি পড়ে ফেলার একটা অদম্য ইচ্ছা সে অনুভব করল। স্টির্‌লিৎস মনে মনে ভাবল: 'শেলেনবার্গের এই ধূর্ত চাল যেমনটি দেখাচ্ছিল, আসলে তা মোটেই ততটা সরল নয়। পাস্তরকে একেবারে গোড়া থেকেই সে ভবিষ্যতের একটা ফাঁদ হিসাবে দেখেছে। এখন তাকে চাওয়ার মধ্যে কিছু একটা আভাস রয়েছে। আর হিমলারের অজান্তে নিশ্চয়ই সে এপথে পা বাড়ায় নি।' তাসত্ত্বেও

সে বুঝতে পারল যে তাড়াহুড়ার ভাবটা লুকিয়ে, ঠাট্টা করে আগামী কাজগুলি সম্পর্কে আলোচনা চালাতে হবে, ওর আসল উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এখন যত শান্তভাবে, যত হুশিয়ার হয়ে সে কথাবার্তা বলবে, ভবিষ্যতে তার সাফল্যের সম্ভাবনাও ততই বাড়বে...

'বোধহয় ওগুলি চলে যাচ্ছে,' বিমানের শব্দ আঁচ করে সে বলল। 'নাকি যাচ্ছে না?'

'যাচ্ছে, তবে নতুন বোমা আনার জন্যই।'

'না, এই দঙ্গল এখন ঘাঁটিতে ফিরবে... অবিরাম হামলা চালানোর মতো অঢেল বিমান ওদের রয়েছে... তাহলে বলছেন পান্তরের বোন ও কাচ্চাবাচ্চাগুলিকে পণবন্দী রাখলে সে ফিরবেই?'

'অবশ্যই।'

'আর ফিরে আসার পর মুলার যখন জানতে চাইবে যে ঠিক আপনিই তাকে এই যোগাযোগের দূতালি করতে পাঠিয়েছেন কি না তখন সে কি মুখটি খুলবে না?'

'সেটা বলা যায় না,' স্টিরলিৎস জবাব দিল। 'কে তাকে জেরা করে সেটা তার উপর নির্ভর করছে।'

'ওর সঙ্গে আপনার আলাপের একটি টেপ হাতে রাখলে ভাল করতেন, আর সে... বিমান হামলায় খতম হলেও...'

'ভেবে দেখব...'

'সবকিছু খুঁটিনাটি ভাবতে কি আপনার অনেকটা সময় লাগবে?'

'পরিকল্পনাটি ঠিকমতো ভেবে দেখার জন্য আমাকে কিছুটা সময় দিতেই হবে।'

'এই 'ভেবে দেখার জন্য' কতটা সময় আপনার দরকার?'

'সন্ধ্যে অবধি কিছু একটা হয়ত বের করতে পারব।'

'চমৎকার,' শেলেনবার্গ বলল। 'শেষপর্যন্ত বিমানগুলি গেছে দেখছি... একটু কফি চলবে নাকি?'

'অবশ্যই, তবে সবকিছু শেষ করার পর।'

'ভাল, স্টিরলিৎস, আপনি যে পুরো ব্যাপারটা এমনি দখলে রেখেছেন সেটা প্রশংসার বৈকি। মুলার এবার উচিতশিক্ষা পাবে। সে দারুণ মারের দিকে এগুচ্ছে, এমন কি রাইখস্‌ফুয়েররের কাছেও। এবার তার কাজটি আমরাই সারব। তার মালমসলা দিয়েই তাকে জব্দ করব। রাইখস্‌ফুয়েররের জন্য কাজটি ভালই হবে।'

'রাইখস্‌ফুয়েরের কি এসব কিছু জানেন?'

'না, আমরা বলব — না... আমার কথা বুঝেছেন? আপনার সঙ্গে কাজ করে সত্যিকার আরাম মেলে।'

'দু'পক্ষেরই।'

'আপনাকে এমন রাগী দেখাচ্ছে কেন?'

'আপনি এমনটি ভাবলেন কী করে?' স্টির্‌লিৎস আস্তে আস্তে বলল। 'রাগলে সবসময় আমাকে আরও বিষণ্ণ দেখায়। এখন, এই মুহূর্তে আমি শুধু ভাবছি।'

শেলেনবার্গ স্টির্‌লিৎসকে দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে করমর্দন করে বলল, 'সবকিছু ঠিকমতো ওত্‌রালে আপনাকে পাঁচ দিনের জন্য পাহাড়ে ছুটি মঞ্জুর করব। স্কির জন্য সময়টা চমৎকার। বরফ তাজা আর ফিরবেন রোদে পুড়ে... স্বর্গীয় কল্পনা... তাই না? যুদ্ধ আমাদের কতকিছুই যে ভুলিয়ে দিয়েছে।'

'সবচেয়ে বড়কথা, আমরা নিজেদের কথাটাও বেমালুম ভুলে যেতে বসেছি,' স্টির্‌লিৎস জবাব দিল। 'মদের পার্টি সেরে পোশাকঘরে নিজের কোট ফেলে আসার মতোই এখন আমাদের সাবেক সত্তাটিকে ভুলে যেতে হচ্ছে।'

'ঠিক তাই,' শেলেনবার্গ দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায় দিল। 'পোশাকঘরে রাখা কোটের মতো... আপনি কি অনেকদিন আগেই কবিতা লেখা ছেড়েছেন?'

'আসলে কাজটি কোনদিন শুরুই করি নি।'

শেলেনবার্গ তার দিকে একটি আঙুল তুলে হুশিয়ার করে বলল, 'দেখুন, এসব ভালমানুষি মিথ্যাই কিন্তু কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ তৈরি করে, স্টির্‌লিৎস...'

'হলপ করছি,' স্টির্‌লিৎস মুচকি হেসে তাকে আশ্বস্ত করল। 'এক কবিতা ছাড়া আর সব ধরনের লেখাই আমি মক্‌স করে দেখেছি। কবিতার ব্যাপারে আমার চোখে ধাঁধা লাগে।'

হিমলারকে লেখা চিঠিটি নষ্ট করার পর প্রিন্স-আলব্রেখ্‌ট-স্ট্রাসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টির্‌লিৎস স্প্রে নদীর দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল। গত রাতে এখানটা ইটের টুকরোর জঞ্জালে বোঝাই থাকলেও আজ ফুটপাথটি ঝকঝক করছে। ইদানীং প্রতিরাতে দুই কি তিনটি বিমান হামলা নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে।

'আমি সময়মতোই সরে আসতে পেরেছি,' স্টিরলিৎস ভাবল। 'বর্তমানে সুইজারল্যান্ডবাসী প্রাক্তন চেনসেলর ব্রুনিংয়ের সম্পর্কে আরও কিছু খবরের জন্যই সে পাস্তর শ্লাগের কেসটির দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিল। পাস্তরের সম্ভাব্য বিদেশী যোগাযোগের সূত্রগুলি সে জানতে চেয়েছিল এবং আমাদের সঙ্গে ও সহযোগিতা করবে আমার এই সুপারিশ ভিত্তিতে সে ওকে ছেড়ে দিতে এত সহজেই রাজি হয়ে গিয়েছিল। আমার চেয়ে তার লক্ষ্য ছিল আরও দূরে। ভবিষ্যতে এর চেয়ে মারাত্মক খেলায় পাস্তরকে ফাঁদে ফেলার সম্ভাবনা নিয়ে সে ভাবছিল। কিন্তু এটা হাস্যকর: উল্ফের তৎপরতায় পাস্তরের কী কাজ থাকতে পারে? এটা কী ধরনের কাজ এবং এতে কার স্বার্থ রয়েছে? উল্ফের সুইজারল্যান্ড যাওয়ার ব্যাপারটি আমাকে বলার সময় শেলেনবার্গ তার বেতারটি খুলেছিল কেন? সে যদি এ-সম্পর্কে জোরেশোরে বলতে ভয় পেয়ে থাকে তবে অবশ্যই মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কার্ল উল্ফকে পুরো ক্ষমতা দেয়া হয়েছে: এস.এস বাহিনীতে তার পদমর্যাদা রিবেনট্রপ বা ফেগেলাইনের সমান। উল্ফের কথা আমাকে না বলে শেলেনবার্গের উপায় ছিল না। অন্যথা অন্ধকারে পথ হাতড়ে একটি কাজ হাসিলের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি তাকে অবশ্যই প্রশ্ন করতাম! পশ্চিমীরা হিমলারের সঙ্গে আলোচনায় বসবে এমনটি আমার মনে হয় না। অবশ্য নিজের দিক থেকে হিমলার একটা শক্তি বটে। ওটা তারা অবশ্যই ভেবে দেখবে। তাছাড়া যার সত্যিকার ক্ষমতা নেই তার সঙ্গে যোগাযোগ তো অর্থহীন। এক ও অভিন্ন টেবিলে তাদের বসে থাকার সম্ভাবনা একেবারেই অভাবনীয়... তাহলে তাই... পাস্তর টোপ, ফাঁদ বা গিনিপিগ হোক — এটাই তো ওরা ভাবছে। কিন্তু ওরা বিচার করে না যে ওখানে শ্লাগের নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ রয়েছে। তাহলে ওই লোকটিকে আমি এমনভাবে কাজে লাগাব, যাতে আমার মাধ্যমে যারা ওকে সেখানে পাঠাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সে তার প্রভাব খাটায়। ওকে সংরক্ষিত যোগাযোগ সূত্র হিসাবে ব্যবহারের কথা আমি ভাবছি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ওর জন্য সেখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা অপেক্ষিত আছে। সুইজারল্যান্ডে যোগাযোগের ভিত তৈরির জন্য ও যাচ্ছে না। শেলেনবার্গের বক্তব্য বদলে আমার নিজের তৈরি একটি গল্প দিয়ে যদি ওকে সেখানে পাঠাই তাহলে তার সঙ্গে দেখা করবে ব্রিটিশ, মার্কিনী সহ ভাটিকানের লোকেও। এই পর্যন্ত নিশ্চিত। ওর জন্য এমন একটি গল্প বানাতে হবে যাতে সে সত্যিকার উৎসাহ বোধ করে, যাতে ওখানে পৌঁছে গেছে বা

পেঁৗছচ্ছে এমন সব জার্মানদের স্বার্থকে সে মোকাবিলা করতে, অতিক্রম করতে পারে। দেখব এতে কে জিতে। যাকগে, এখন আমার পক্ষে যা সবচেয়ে দরকারী তা হল ওর জন্য একটা যুতসই পরিচয় বানান এবং তারপর সে যাদের প্রতিনিধি, যারা হিটলার ও হিমলারের বিরোধী তাদের নামধাম ঠিক করা।'

তার পরিচয় প্রায় কেউই জানত না। সংবাদ চলচ্চিত্রে দৈবাৎ তাকে দেখা যেত। ফুয়েররের ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে ওকে দেখা যেত আরও কম। সে ছিল বেটেখাটো, মাথাটি সরু, গোলগাল আর মুখে ছিল একটি কাটাদাগ— যেন ছাত্রজীবনের কোন ডুয়েলের চিরায়ত স্মৃতিচিহ্ন। সাংবাদিকরা ক্যামেরার বোতাম টিপতে শুরু করলেই সে পাশের লোকজনদের আড়াল নিত।

শোনা যায়, একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য ১৯২৪ সালে তার চৌদ্দ মাস জেল হয়েছিল। তারপর ক্ষমাপ্রদর্শনের জন্য মুক্তিলাভের পর কিংবা জেল থেকে পালিয়ে সে অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিল, কেউ সঠিক জানে না। হেস বিমান থেকে ইংল্যাণ্ডে না নামা অবধি কেউই তার খোঁজ রাখত না। তারপর হিটল্যর হিমলারকে 'ওই নোংরা আস্তাকুড়টি' পরিষ্কার করার জন্য জোর তাগাদা দিয়েছিল। ঠিক ওই কথাগুলিই ফুয়েরর ব্যবহার করেছিল হেসের আওতার পার্টি-দফতর সম্পর্কে। হেসই ছিল একমাত্র পার্টি-সদস্য যে পদবির বদলে ফুয়েররকে 'তুমি' আর নাম ধরে ডাকত। এক রাতের মধ্যেই হিমলারের লোকেরা সাত শতাধিক সাগরেদকে গ্রেপ্তার করে। এদের কেউ কেউ তখনই ছাড়া পেলেও অনেককে দীর্ঘমেয়াদের জন্য বন্দীশিবিরে পাঠান হয়। হেসের পালের গোদাদের গ্রেপ্তার করা হলেও পার্টি-দফতরে প্রধানের প্রথম ডেপুটি মার্টিন বোরমানকে রেহাই সহ শান্তিতে থাকতে দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া এই লোকটি স্থানীয় শোধন অভিযানে হিমলারকে চালাত: তার দরকারী লোকজন যাতে ধরা না পড়ে, বরং বকেয়াগুলিই বন্দীশিবিরে যায়, সেই ব্যবস্থাটি ও পাকাপোক্ত করেছিল।

হেসের স্থলবর্তী হওয়ার পর বোরমানের কোনই পরিবর্তন ঘটে নি। আগের মতোই সে চুপচাপ থাকত। একটি নোটবুক নিয়ে সে ঘুরে বেড়াত আর হিটলারের সবগুলি মন্তব্যই টুকে রাখত। তার আটপৌরে জীবনযাত্রায় কোনই পরিবর্তন ঘটাল না। নিজেকে সাধারণের নজরের আড়ালেই সে রাখল। গোয়েরিং, হিমলার ও গোয়েবল্‌সের সঙ্গে তার আচরণ ছিল আগের

মতোই — অনিচ্ছাকৃত ভদ্রতাজড়ান। কিন্তু খুব ধীরে ধীরে, এক থেকে দু' বছরের মধ্যে ফুয়েররের পক্ষে সে নিজেকে এমন অপরিহার্য করে তুলেছিল যে, একসময় হিটলার ঠাট্টা করে বোরমানকে তার ছায়া বলে উল্লেখ করত। সে তার কাজকর্ম এমনভাবে গুছিয়েছিল যে হিটলার খেতে বসার আগে কোনকিছু জানতে চাইলে কফি হাতে নেওয়ার আগেই বোরমান তার একটি পুরো রিপোর্ট হাজির করতে পারত। তাছাড়া এই আকর্ষণীয় দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যাবতীয় বাহ্যিক ভান এড়িয়ে নীরবে সাবলীলভাবে কাজ করে যাওয়ার একটি ধরন। একবার বেরহটেস্‌গাডেনে ফুয়েররকে একটি বিশেষ সম্বর্ধনা দেয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। স্বতস্ফূর্ত হলেও জমায়েতটি বিশাল ছিল। বোরমান লক্ষ্য করেছিল যে হিটলারের জন্য নির্দিষ্ট দাঁড়ানোর জায়গাটায় রোদের কোন আড়াল নেই। পরদিন হিটলার ওখানেই একটি বড়সড়ো ওকগাছ দেখতে পেল: বোরমান গাছটি রাতারাতি হিটলারের বাগানে পুতে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। ...অযথা সময় নষ্টের জন্য হিটলার বোরমানকে কিছুটা ভর্ৎসনা শোনালেও এই অনুগত সহকারীর দরদ তার হৃদয়ের অন্তস্থল ছুঁয়েছিল। বোরমানই হিটলারের চিঠিপত্রগুলি তৈরি করত এবং ফুয়েররের টেবিলে পৌঁছনোর আগে সবগুলি কাগজপত্র দেখে দিত। একবার গোয়েবল্‌স কয়েকজন জার্মান বিমানচালকের সাহসী কার্যকলাপের প্রশংসাসূচক একটি ছবির এলবাম হিটলারের কাছে পাঠালে বোরমান এটি ফেরত দেয়। এতে সে লিখেছিল: 'এই সব নির্জলা মিথ্যাপ্রচার দিয়ে ফুয়েররের অমূল্য সময় নষ্ট করা কেন?'

হিটলার যে কখনই আগেভাগে বক্তৃতা তৈরি করে না বোরমান তা জানত। ফুয়েরর তাৎক্ষণিক উদ্দীপনার উপরই ভরসা করত এবং তার উপস্থিত বক্তৃতাগুলিই সাধারণত ভালই উত্‌রাত। তাসত্ত্বেও বিশেষত বিদেশী রাষ্ট্রনেতাদের অভ্যর্থনা কিংবা ৯ নভেম্বরের বিপ্লবদিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেয়া বক্তৃতাগুলির একটা খসড়া তৈরির দায়িত্ব বোরমান স্বেচ্ছায় গ্রহণ করত যাতে এগুলির ভিত্তিতে ফুয়েররের বক্তৃতা আরও ভাল হয়ে ওঠে। এই তুচ্ছ অথচ অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি বোরমান চূড়ান্ত কৌশলের সঙ্গে করছিল। নিজের প্রধান নীতিনির্ধারক বিবৃতিগুলি যে অন্যের লিখিত এই চিন্তা কখনই হিটলারের মনে আসত না। সে বোরমানের কাজগুলিকে একজন সচিবের দায়িত্বপালন হিসাবেই দেখত, তবে বোরমান ছিল তার পক্ষে খুবই অপরিহার্য। শেষে একদিন বোরমান অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্বিতীয় দিনে চরম বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হিটলার

ব্যাপারটি আঁচ করতে পারে এবং তার চিকিৎসার জন্য নিজের চিকিৎসককে পাঠায়।

বোরমান সবিনয়ে, জবরদস্তির বিন্দুমাত্র ভাব না দেখিয়ে কারা হিটলারের সঙ্গে দেখা করছে, কী জন্য দেখা করছে তা সর্বদাই জেনে নিত। হিটলারের কোন সাক্ষাৎপ্রার্থীকে সাক্ষাৎকালীন আচরণ সম্পর্কে কী ধরনের উপদেশ দিতে হবে তা সে জানত। ওদের সে এমনভাবে তৈরি করত যেন হিটলারের সঙ্গে তাদের কোন মতানৈক্য না ঘটে। যারা হিটলারের সঙ্গে একমত হত না, নিজের গোঁ অটুট রাখত, বোরমান তাদের ফুয়েররের কাছ থেকে সর্বদা দূরে রাখার চেষ্টা করত।

কথা বলার সময় সে যতসই শব্দ খুঁজে খুঁজে হয়রান হলেও সরকারী চিঠিপত্র লেখার কাজে তার জুড়ি ছিল না। খুব বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও রুক্ষ স্থূলতার আড়ালে সে তা গোপন করতে জানত। অসীম ক্ষমতাশীল হয়েও আচার-আচরণে সে অতি সাধারণ মানুষের ভাব দেখাত, সামান্যতম দায়িত্বের ব্যাপারেও সকলের মতামত নেওয়ার নিখুঁত ভান করতে জানত।

এই মার্টিন বোরমানের কাছেই একদিন এস.ডি বিভাগের গোপন ডাকে একটি চিঠি পৌঁছল:

'প্রিয় পার্টাইগেনসে বোরমান,

নিরাপত্তা এস.ডি-র বিভাগের কিছু লোক আপনার সচিবালয়ে ঢুকে পড়েছে। আমি এখনো তাদের পদবিগুলি জানতে পারি নি। কিন্তু আপনার অনুমোদন সাপেক্ষে কাজটি আমার পক্ষে করা সম্ভব। এই চিঠি যে আপনার কাছে পৌঁছবে সে-সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু যদি তা পৌঁছয় তবে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের দিকে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ফুয়েররের আড়ালে আমার জানামতো কেউ কেউ অবক্ষয়িত পশ্চিমী গণতন্ত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডে বিপজ্জনক আলোচনা শুরু করতে চাইছে। ব্যাপারটি চালান হচ্ছে এমন এক সময় যখন মরণপণ যুদ্ধ চলছে, যখন দুনিয়ার ভবিষ্যৎ যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ধারিত হতে যাচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রমূলক আলাপ-আলোচনার পুরোটাই আপনাকে জানান আমার পক্ষে সম্ভব। আমি ব্যক্তিগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চাই। কারণ চিঠিটি এস.ডি-র কারও হাতে পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই আমি খতম হয়ে যাব। ঠিক এই কারণেই চিঠিতে আমি নাম সই করি নি। খবরগুলি যদি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তবে আগামী কাল জীববিদ্যা জাদুঘরের উল্টোদিকের 'নইয়ে টোর' হোটেলে বিকেল ১টায় আসুন।

ফুয়েররের অনুগত এন.এস.ডি.এ.পি-র জনৈক সদস্য।'

চিঠিটি হাতে নিয়ে বোরমান অনেকক্ষণ আকাশ-পাতাল ভাবল। কয়েকবার গেস্টাপো-প্রধান মুলারকে ফোন করার জন্য রিসিভার তুলতে গিয়েও থেমে গেল। মুলার তার কাছে কি জন্য ঋণী সেটা তার মনে ছিল। পুলিসের পুরনো গোয়েন্দা এই মুলার ত্রিশের দশকের গোড়ায় বাভারিয়ার নাৎসিদের পার্টিতে দু'দুবার জবর হামলা চালিয়েছিল। তারপর নাৎসিরা ক্ষমতায় এলে সে এদের সঙ্গেই কাজ করছিল। ১৯৩৯ সালের আগ অবধি এই গেস্টাপো-প্রধান পার্টি-সদস্য হতে পারে নি: ভাইমার প্রজাতন্ত্রের আমলে তার কাজের অত্যধিক উৎসাহের জন্য নিরাপত্তা বিভাগের বর্তমান সহকর্মীরা তাকে ক্ষমা করতে পারে নি। সে যে কেবল বোরমানের সাহায্যেই, ফুয়েররের কাছে বোরমানের ব্যক্তিগত ওকালতির দৌলতেই পার্টি-সদস্য হতে পেরেছিল মুলার তা ভালভাবেই জানত। তাসত্ত্বেও বোরমান সবসময়ই মুলারের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলত। হৃদয়ের অন্তস্থলে সে এস.এস বিভাগের কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করত না। কারণ, এদের সবাই কোন-না-কোন ভাবে হিমলারের পক্ষেই কাজ করছিল। মুলারকে সে যতটুকু দেখেছে এবং তার কলাকৌশল বুঝতে পেরেছে: তাকে দলে টানতে গেলে ব্যাপারটির পুরোটাই তার কাছে খোলসা করতে হবে। অন্যথা এতে কোনই ফল হবে না।

'ব্যাপারটা কী?' চিঠিটি বার দশেক পড়ে পড়ে হয়রান হয়ে বোরমান ভাবল। 'কোন প্ররোচনা? অসম্ভব। কারও মাথা খারাপ হয়েছে? তাও নয়। এটি সত্য ঘটনার খুবই কাছাকাছি। কিন্তু গেস্টাপোর কেউ যদি চিঠিটি পাঠায় আর মুলারেও এই খেলায় শরিক থাকে? ডুবন্ত জাহাজ থেকে ইঁদুররাই তো আগে পালায়। সবকিছুই সম্ভব... তবে যেকোন অবস্থাতেই এটি রঙের তাস হিসাবে হিমলারের বিরুদ্ধে লাগান যাবে। আর তখন ওই বদমাশকে নিয়ে বিন্দুমাত্র না ভেবে কোন নিরপেক্ষ দেশের ব্যাঙ্কে ওর বদলে আমার লোকজনদের নামে পার্টি-তহবিলের পুরো অর্থটাই নিশ্চিন্তে সরিয়ে ফেলার কাজে লাগতে পারব...'

বোরমান চিঠিটি নিয়ে দীর্ঘ সময় ভেবেই চলল। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে সে পেঁছতে পারল না।

আইসমান আবার টেপরেকর্ডের চালাল। স্টির্লিৎসের ঈষৎ চাপা স্বরের আলাপ শুনতে শুনতে সে আরাম করে সিগারেট টানছিল, 'কেন আপনি আমাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক তৎপরতায় নামছেন না? আমাকে

অন্তত একটা খাঁটি উত্তর দিন। আমি বলছি, আমাদের এই কথাবার্তা চার দেয়ালের বাইরে ঘুণাক্ষরেও কেউ জানবে না।'

'সম্ভবত এজন্যই যে আমি ব্যক্তিগতভাবে হিংসা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি। তবে প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন সময় আসে যখন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। আপনি যদি আমাকে খুন করার ভয় দেখান, এভাবে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যান এবং এমন এই পরিস্থিতিতে আমি যদি কোন দুষ্কর্ম করি, তাসত্ত্বেও আমি একে সৎকর্ম বলতে চাইব না। আমাদের মধ্যেকার পার্থক্য হল — আপনারা মন্দকে ভাল হিসাবে চালান, কিন্তু আমি মন্দকে দিয়ে মন্দের মোকাবিলার সময় ওটা যে মন্দ তা কখনো ভুলি না।'

'আচ্ছা, বলুন তো, গত দু'মাস যে আপনি জেলে কাটিয়েছেন সেই অভিজ্ঞতা কি আপনার জন্য খুবই কষ্টকর হয়েছে?'

'আপনারা ক্ষমতায় আসার পর পুরো এগারোটা বছরই তো আমার কাছে এক কষ্টকর অভিজ্ঞতা।'

'এটা নির্জলা গলাবাজি। আমি জানতে চাই জেলের সেলে কি আপনার খুব কষ্ট হয়েছে?'

'খুব।'

'খুব। নিশ্চয়ই আপনি ওখানে ফেরত যেতে চান না। ধরুন যদি তাই হয়, কোন ভোজবাজি ঘটে? আমরা যদি আপনাকে ছেড়ে দিই?'

'না, আপনাদের সঙ্গে আর কোন কাজ করতে আমি মোটেই রাজি হব না।'

'বেশ। কিন্তু আমার সঙ্গে আপনি পুরোপুরি ব্যক্তিগতভাবে সুসম্পর্ক রাখবেন এই শর্তে যদি আপনাকে মুক্তি দিই?'

'তাতে আমার আপত্তি নেই। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত্তিতে আপনার সঙ্গে সুসম্পর্কের ব্যাপারটি সাধারণভাবে মানুষ-ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কেরই একটি অভিব্যক্তি। যতক্ষণ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির চাকার একটি শিক না হয়ে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আপনি আমার কাছে আসবেন ততক্ষণ আপনাকে আমি মানুষ-ভাই হিসাবেই দেখব।'

'তাই, আপনাকে নির্ঘাত মরণ থেকে বাঁচিয়েছি বলেই আমি আপনার কাছে আসব।'

'আমার আপত্তি নেই।'

'কথাটি মনে রাখবেন?'

'নিশ্চয়।'

'বুঝতেই পারছেন যে আপনি আর গির্জার কাজটি পাবেন না। আপনাকে একঘরে হয়েই থাকতে হবে। কোন ধর্মানুষ্ঠানে যাবেন না এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন?'

'আমার আর কী করার আছে?'

'আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারলে আপনাকে অবশ্যই আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।'

'কোন অন্তরের তাগিদে ব্যক্তি হিসাবে আপনি আমাকে সাহায্য করছেন, না ব্যাপারটাকে আপনার কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করার কথা ভাবছেন?'

'ধরুন শেষেরটাই।'

'তাহলে আপনার উদ্দেশ্য সৎ কি না সে-সম্পর্কে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে। যদি তা না হয় আপনার প্রস্তাবে রাজি হওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে না।'

'ধরুন আমার উদ্দেশ্য খুবই মহৎ।'

'আমাকে আপনি কী করতে বলেন?'

'আমার জনকয়েক বন্ধুবান্ধব আছে। তারা কেউ বিজ্ঞানী, কেউ বা পার্টি-কর্মী, সামরিক অফিসর অথবা সাংবাদিক। এককথায় হরেক রকমের লোক। আমি যদি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আপনার মুক্তি আদায় করতে পারি, আর আপনি যদি ওদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে রাজি হন তবে আমার খুবই উপকার হবে। ওদের সঙ্গে আলোচনার খুঁটিনাটি সবকিছু আপনার কাছ থেকে আমি অবশ্যই জানতে চাইব না। তবে বলা ভাল, আলাপের সময় পাশের ঘরে মাইক্রফোন থাকবে কি না সে নিশ্চয়তা আপনাকে দিতে পারব না। তবে কথাবার্তার জন্য ওদের আপনি জঙ্গলে নিয়ে যেতে পারবেন। আমি শেষে শুধু জানতে চাইব আপনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওদের মধ্যে কতটা ভাল-মন্দ আপনি দেখতে পেয়েছেন। আপনি বন্ধুর মতো আমার জন্য এই উপকারটুকু করতে পারবেন?'

'পারব ... পারব বৈকি ... তবে আমার কাছে এই প্রস্তাব দেয়া সম্পর্কে আপনাকে বিস্তর জিজ্ঞাস্য আছে।'

'জিজ্ঞেস করুন।'

'হয় আপনি আমাকে খুব বেশি বিশ্বাস করছেন আর অন্যের কাছে যা চাইতে পারেন না তাই আমার কাছে চাইছেন। অথবা এটা কোন এক ধরনের

প্ররোচনা। যদি শেষেরটাই সত্য হয়, তবে আমাদের এই আলোচনা তো ঘুরেফিরে একই জায়গায় এসে থামছে।'

'আপনি কী বলতে চান?'

'আরেকবার আমাদের পরস্পরকে বোঝা দায় হয়ে উঠেছে। আপনি আপনার কাজে অটুট রাখবেন আর আমি ব্যক্তি হিসাবে এই কাজটি এড়িয়ে যাওয়ার একটা যুতসই পথ খুঁজব।'

'এটা যে প্ররোচনা নয় তা আপনাকে কেমন করে বোঝাব?'

'আপনার চোখ দেখেই...'

'তাহলে ধরুন যে আমরা পরিচয়পত্র বদল করেছি।'

টেপটি শোনার পর আইসমান অনুরোধ জানাল, 'জেলখানায় পাস্তরের আচরণের একটা রিপোর্ট পাঠান। তার ভাবসাব, যোগাযোগ, অন্য কয়েদিদের সঙ্গে কথাবার্তা, তার পছন্দ... সবকিছু... এককথায় যতটা খুঁটিনাটি সম্ভব।'

...একঘণ্টা পর অভাবিত একটি তথ্য তার কাছে পৌঁছল: দেখা গেল, ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে পাস্তর প্রাগ জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। এস.ডি-র সঙ্গে কাজ করতে রাজি হওয়ার শর্তে, না অন্যকোন অভাবিত কারণের ফলে তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল, এর কোন হদিস কাগজপত্রে ছিল না। শুধু এইটুকুই জানা গেল: তাকে শেলেনবার্গের মৌখিক আদেশে মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং স্টির্‌লিৎস তার উপর নজর রাখবে। এইমাত্র, আর কিছু না। আইসমান অফিসে পায়চারি শুরু করল। এক অস্বস্তি, এক অদ্ভুত অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করছিল। এটি ছিল নিজের তুচ্ছতা, দুর্বলতা সম্পর্কে তার উপলব্ধি।

আরও আধঘণ্টা পর প্রাগ সম্পর্কে শেষতম রিপোর্ট তার হাতে এল। মুক্তির পর ৬ নং বিভাগের এক বিশেষ এজেন্ট ওর উপর নজর রাখত।

'ওর পাঠান রিপোর্টগুলি কোথায়?'

'সে সরাসরি স্টান্ডারটেনফুয়েরর স্টির্‌লিৎসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।'

'কিছুই টেপ করা হয় নি?'

'না,' কার্ড-ইনডেক্স অফিস থেকে জবাব এল, 'তৎপরতার স্বার্থে কোন রেকর্ডিং করা হয় নি...'

কালটেনব্রুনার মুলারকে ফোন করল এবং প্রাগের গেস্টাপো-কর্তা

জেনারেল কুগারকে ফুয়েররের একটি গোপন আদেশ পাঠাতে অনুরোধ জানিয়ে বলল,' 'আর দেখুন, ও যেন ক্রাকোভের মতো প্রাগেও সবকিছু তালগোল পাকিয়ে না ফেলে! ওটি নিজে পড়ুন। আদেশটি ফুয়েররের সাহস ও প্রতিভার একটি ক্লাসিক দৃষ্টান্ত।'

'ফুয়েররের দেয়া নিম্নোক্ত আদেশ:

জার্মানির রাজ্যসীমানায় বিষয়-আশয় ধ্বংস করা সম্পর্কে।

আমাদের জনগণের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের জন্য যা শত্রুর ক্ষমতা হ্রাস করবে এবং তাদের অগ্রগতি প্রহত করবে জার্মানির রাজ্যসীমানার মধ্যেকারও এমন সবকিছু আমাদের পুরোপুরি ব্যবহার করতে হবে। শত্রুর সামরিক শক্তিকে সর্বাধিক ঘায়েল করার জন্য যাবতীয় সুযোগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবহার এখন আমাদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শত্রুদের পশ্চাদপসরণের সময় ধ্বংস করা হয় নি, কিংবা সাময়িকভাবে অকেজো হয়ে গেছে এমনসব পরিবহণ ও যোগাযোগের উপায়, কলকারখানা ও পৌরসংস্থাগুলি আমরা হারান এলাকা পুনরুদ্ধারের পর আবার ফিরে পাব এমনটি মনে করা ভুল হবে। ফিরে যাওয়ার সময় শত্রুরা পোড়ামাটি ছাড়া আর কিছুই রেখে যাবে না, স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদার দিকে ফিরেও তাকাবে না।

এজন্য আমি নিম্নোক্ত আদেশ জারি করছি:

১। জার্মানির রাজ্যসীমানায় পরিবহণ ও যোগাযোগের উপায়, কলকারখানা ও পৌরসংস্থার সবকিছু এবং শত্রুর দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে এমন যেকোন ধরনের মজুত মালামাল এখনই বা অচিরেই ধ্বংস করতে হবে।

২। এই ধ্বংস-কার্য পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে: যাবতীয় সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ক্ষেত্রে (রাস্তাঘাট, যোগাযোগের উপায়গুলি সহ) সামরিক কর্তৃপক্ষ; কলকারখানা ও পৌরসংস্থার বিষয়-আশয় ও যাবতীয় মজুত সম্পর্কে গাউলেইটর এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিশনার। তাদের কার্যসম্পাদনে গাউলেইটর ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিশনারকে সৈন্যবাহিনী প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।

৩। আদেশটি এখনই সামরিক কর্তৃপক্ষকে জানান হচ্ছে। এই আদেশের প্রতিকূল যাবতীয় নির্দেশ নাকচ হয়ে যাবে।

হিটলার।'

৮

বোরমানের সঙ্গে দেখা করার জায়গার দিকে স্টির্লিৎস ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে এগুতে লাগল। লোভনীয় এই টোপে যে পার্টি-নেতা সাড়া দেবে এতে সে প্রায় নিঃসন্দেহ ছিল। কেউ যদি পিছু নিয়ে থাকে সেকথা ভেবে স্টির্লিৎস ঘোরা পথ বেছে নিয়েছিল। সে আপনা থেকেই এই

সতর্কতা গ্রহণ করছিল: গত কয়েকদিনের মধ্যে আশঙ্কার কোনই কারণ ঘটে নি। আগেকার মতো একবারও মাঝরাতে হঠাৎ জেগে উঠে আঙুলের ডগায়, মাথার প্রত্যেকটি চুলে, সারা সত্তা জুড়ে অব্যক্ত ভয়ের কোন শিহরণ সে অনুভব করে নি। এমনটি ঘটলে অনেকক্ষণ তার ঘুম আসত না। খোলা চোখে অন্ধকারে তাকিয়ে সে প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি কথার চুরচেরা বিচার করত, হোক সে যেকেউ, এমন কি দুধয়ালা, এমনকি পাতালরেলে দৈবাৎ দেখা হয়ে যাওয়া কোন সাঙাত — তার উপর নজর রাখার সম্ভাবনা আছে এবং সে নিজের অজানতে কোন ফাঁদে সেঁধে যেতে পারে — এসব নিয়ে ভাবত। ঠিক এজন্য অন্যকোন যানবাহনের চেয়ে স্টির্‌লিংস মোটরগাড়িই বেশি পছন্দ করত। এতে সে অপ্রয়োজনীয় দেখাশোনার সম্ভাবনা এড়াতে পারত। কিন্তু আশপাশের দুনিয়া থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন রাখা যে বোকামি এইসঙ্গে সে তাও মনে করত। তার পরবর্তী কাজটি কী হবে সে সম্পর্কে কখনই কোন নিশ্চয়তা থাকত না। আর হঠাৎ স্বভাব পালটালে অন্য কেউ তাকে নজরে রাখত নিশ্চয়ই সতর্ক হয়ে। রাইখের প্রত্যেকের উপরই যে কোন-না-কোন ধরনে নজর রাখা হয় তা স্টির্‌লিংস ভালই জানত।

চিত্রশালা ও জাদুঘর দেখার একটা অভ্যাস সে তৈরি করেছিল। প্রথমত, ওইসব জায়গায় লোকজন কম থাকে। সেখানকার ঘরগুলির উঁচু ছাদের জন্য পায়ের শব্দ খুবই স্পষ্ট শোনা যায় বলে কেউ পিছু নিয়েছে কি না সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয়ত, যথানিয়মে ওখানকার পরিচারকরা সবাই গেস্টাপোর লোক এবং ওখানে সে কখন, কতক্ষণ, কার সঙ্গে কাটিয়েছে তারা যে সেটা সঠিকভাবে জানাবে এতে নিশ্চিত হওয়া চলত। ওইসব জায়গায় গেলে ওদের সুবিধার জন্যই যাতে সবার চোখে পড়ে সাধারণত তার সামরিক পোশাকেই সে যেত।

আসন্ন বোঝাপড়ার খুঁটিনাটি সম্পর্কেই স্টির্‌লিংস ভাবছিল। এই খুঁটিনাটির জন্য তো অনেক সময় তার পেশার লোকজনদের মৃত্যু ঘটে।

... অনেকটা যান্ত্রিকভাবে স্টির্‌লিংস গাড়ির আয়নায় তাকিয়েই আচমকা বিস্ময়ে হালকা শিস দিয়ে উঠল: যে-গাড়িটি ফ্রিডরিখস্ট্রাসের যানবাহনের মধ্যে পিছন পিছন কুরফুরস্টেনডামের মোড় পর্যন্ত এসেছে সে কিছুতেই তাকে ছাড়তে চাইছে না। সে অ্যাকসেলেরেটরে জোরে চাপ দিতেই গাড়িটি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জোরে ছুটল। স্টির্‌লিংস আলেক্সান্ডারপ্লাৎস দিয়ে বার্গস্ট্রাসের বাঁক ঘুরে কবরখানা পেরিয়ে ভেটেরানেনস্ট্রাসেতে ঢুকে আবার

পেছনে তাকাল। না, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না, অবশ্য যদি সত্যিই কোন কেউ লেগে থাকে। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে আরেকটি বাঁক আবার ঘুরে এল এবং তার প্রিয় রেস্তোরাঁ পেরিয়ে গাড়ি থামাল। জায়গাটার নাম 'গ্রুফ গটলিভ'। তখনো কিছু সময় থাকায় সে কিছু একটা পান করার কথা ভাবল।

'ওরা যদি আবার আমার পিছু নিয়ে থাকে,' সে ভাবল, 'তাহলে বলতেই হবে কিছু একটা ঘটছে। কিন্তু কী হতে পারে? ওখানে বসে এক পেগ কনিয়াক খেতে খেতে ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে...'

এই নড়বড়ে রেস্তোরাঁটি সম্পর্কে স্টির্লিৎসের মনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। এর মালিক পদ বা মর্যাদা নির্বিশেষে সকল খদ্দেরকেই এই বলে স্বাগত জানাত: 'কী ব্যাপার, হে হোঁদলকুতকুত? ছুঁড়িটিকে ধরেছে... যেন সত্যিকার মোটরগাড়ির পেছনটা, যুদ্ধজাহাজের মতো পাছা, উপরের দিকটা নিশ্চয়ই বোয়ালের মতো চ্যাপ্টা!'

অচিরেই স্টির্লিৎস লক্ষ্য করল মালিক তার সেরা খদ্দেরদের জন্য সেইসব পুরনো খিস্তিই চলাচ্ছে। সম্ভবত এটা বিশেষ সম্মান দেখানোর কোন ধরন ...

অন্যমনস্কভাবে স্টির্লিৎসকে সে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'কেমন চলছে? গিলতে বসে যাও ...'

করমর্দন করার সময় যথারীতি দুই মার্ক ওর হাতে গুঁজে দিয়ে স্টির্লিৎস খুঁটির আড়ালে শেষ এক-টেবিলে বসল। ওই খুঁটির গায়ে লেখা ছিল মেকলেনবার্গ জেলেদের অসুয়ক একগাদা খিস্তি। এগুলি শিল্পপতিদের ধাড়ি বৌদের বিশেষ পছন্দসই ছিল।

'কী ঘটতে পারে?' কনিয়াকে চুমুক দিতে দিতে সে ভাবতে লাগল। 'কোন নতুন যোগাযোগ আমি আশা করছি না — এমন কিছু ফাঁস হওয়া অসম্ভব। হতে পারে আমার অতীতের কার্যকলাপ?.. কিন্তু নতুন সব ঘটনা মোকাবিলার মতো সময়ই তো তাদের নেই। অন্তর্ঘাত আসন্ন! এমনটি এর আগে জার্মানিতে কখনই ঘটে নি। এরউইন ... এক মিনিট ভেবে দেখি! যদি ট্রান্সমিটারটি ওদের হাতে পড়ে, তাহলে?'

স্টির্লিৎস সিগারেট বের করল। কিন্তু একটা দীর্ঘ টানের জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠায় সে ওটি ধরাল না। তখনই সরাসরি এরউইন ও ক্যাথির ধসে পড়া বাড়ির দিকে যাওয়ার এক অদম্য ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসল।

'ওটাই আসল ভুল হয়েছে,' এখন সে বুঝতে পারল। 'সবগুলি হাসপাতাল তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা উচিত ছিল — হতে পারে তারা আহত হয়েছিল ? টেলিফোন কাজে লাগান আমার উচিত হয় নি। বোরমানের সঙ্গে কথা শেষ হলেই ব্যাপারটির একটা ফয়সালা করতে হবে। ... সে নিশ্চয়ই আসবে। অসুবিধায় পড়লে এরা সবসময়ই কম ভান দেখিয়ে থাকে। সবকিছু ভাল চললে ওদের ধার ঘেঁষাই মুশকিল। কিন্তু অসুবিধা আঁচ করা মাত্রই তারা ভয় পায়। দয়ালু, জনতার আপনজন হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন সবকিছু, এমন কি এরউইন এবং ক্যাথির ব্যাপারও আমার ভুলে যাওয়া উচিত। প্রথমত, বোরমানের কাছ থেকে খবরটা আমাকে আদায় করতেই হবে। হতে পারে পেছনে কেউ লাগার ব্যাপারটা স্বপ্নমাত্র ?'

সে বাইরে এসে গাড়িতে উঠে ইনভালিডেনস্ট্রাসের জীববিদ্যা জাদুঘরের দিকে ধীরেসুস্থে এগুতে লাগল। সেখানে, 'নইয়ে টোর' হোটেলের কাছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বোরমানের সঙ্গে তার দেখা করার কথা। তার পেছনে কোন কেউ লাগলে ওটাকে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট সময় তখনো হাতে আছে। আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে সে আয়নায় নজর রাখছিল। কিন্তু পেছনে কোন গাড়ির চিহ্নমাত্র তার চোখে পড়ল না।

'প্লাগের ব্যাপারটা শুরু করার আগে আমি কী করছি সম্ভবত শেলেনবার্গ তার উপর নজর রাখছে ?' সে ভাবল। 'এটাও একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হতে পারে। না কি আমার স্নায়ুগুলিই বিগড়ে যাচ্ছে ?'

সে আবার আয়নাটা দেখল। রাস্তা সম্পূর্ণ ফাঁকা। কেবল কিছু ছেলেমেয়েরাই হৈ-হুল্লোড় করছে, রোলার-স্কেইট ঘিরে একে অন্যের পিছু ছুটছে, আনন্দে হাসছে। ভাঙাচোরা বাড়ির দেয়ালের পাশে মানুষের লম্বা লাইন: নিশ্চয়ই মাংস বিক্রির সম্ভাবনা।

স্টিরলিৎস 'শারিটে' ক্লিনিকের কাছে গাড়ি রাখল। তারপর হাসপাতালের বিরাট মাঠটি পেরিয়ে ইনভালিডেনস্ট্রাসেতে এসে পৌঁছল। সবকিছুই নিঃশব্দ, শান্ত। কোথাও কেউ নেই। চারদিক ভালভাবে দেখা যায় বলেই জায়গাটা সে পছন্দ করেছে, যেন ওটা তার হাতের উপরই তৈরি।

'খোদ হোটেলেই তাদের কিছু লোকজন রাখার কথা। বোরমান যদি হিমলারকে ব্যাপারটা জানিয়ে থাকে তবে এমনটি হওয়াই তো উচিত ছিল। আর না জানালে তার লোকজন অবশ্যই এখানে, জাদুঘরের দরজার সামনে, উল্টোদিকের ফুটপাথে ঘুরে বেড়াবে, যেন তারা গবেষণাকর্মী। এতে ভুল হওয়ার জো নেই।'

স্টির্‌লিংস বেসামরিক পোশাক পরেছিল। তার চোখে ছিল শিঙের তৈরি চওড়া চশমা ও মাথায় টুপি। টুপির সামনাটি সে কপালের উপর টেনে দিয়েছিল যাতে তাকে দূর থেকে সহজে চেনা না যায়। জাদুঘরের সামনের ঘরে রাখা ছিল উরাল থেকে আনা বিশাল একখণ্ড মালাকাইট ও একটি ব্রেজিলীয় নীলা। স্টির্‌লিংস সবসময় ওই নীলার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আসলে উরাল মালাকাইটের সৌন্দর্যই তার মন কেড়েছিল। তারপর সে বিশাল একটি হলঘরের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলছিল। ঘরের জানালাগুলি ফেটে গিয়েছিল। ওখানে ছিল ভয়ঙ্কর চেহারার এক ডায়নোসরের মডেল। সেখান থেকে জাদুঘরের সামনের চৌমাথা ও হোটেল সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। না, সবকিছুই শান্ত, সমাহিত, যেন একটু বেশি শান্ত, জাদুঘর তখন শূন্য, আর ব্যাপারটা তখনকার মতো স্টির্‌লিংসের কাছে মোটেই যুতসই মনে হচ্ছিল না।

সে একটি কৌতূহলপ্রদ প্রদর্শনীর সামনে দাঁড়াল: ওখানে করোটির তের দফা বিবর্তন দেখান হয়েছে। ১০, ১১, ১২ ও ১৩ নং করোটিগুলি যথাক্রমে ছিল ওরাং-ওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও মানুষের।

'মানুষকে ১৩ নম্বরে পেঁছিতে হয়েছে কেন? সবই তার বিরুদ্ধে, এমন কি সংখ্যাগুলিও,' সে বিরক্ত হয়ে ভাবল। 'যদি কেবল সে ১২ বা ১৪ নম্বরে থাকত। না, পেল ১৩ নং... এখানে বাঁদর ছাড়া আর কিছু নেই,' ববি নামের গরিলাটির মূর্তি দেখার জন্য ক্ষণেক দাঁড়িয়ে সে ভাবল। 'এগুলির জন্য এত যত্ন কেন?'

ওখানকার নামফলকে লেখা ছিল: 'গরিলা ববিকে ৩ বছর বয়সে ১৯২৮ সালের ২৯ মার্চ বার্লিনে আনা হয় এবং ১৯৩৫ সালের ১ আগস্ট সে মারা যায়। তার উচ্চতা ও ওজন ছিল ১ মিটার ৭২ সেণ্টিমিটার এবং ২৬৬ কিলোগ্রাম।'

'ওর দিকে তাকালে সেটা মনে হয় না,' শুকানো চামড়া-ঢাকা ওই জানোয়ারটির দিকে শবারের মতো তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে বলল। 'সত্যি ততটা মোটাসোটা নয়। আমিও ওর চেয়ে লম্বা, তবে ওজনে মাত্র ৭২ কিলো।'

তারপর যেন ওটাকে আরও ভালভাবে দেখার জন্য সে মডেলটি থেকে কিছুটা দূরে সরে এল। কিন্তু আসলে তার লক্ষ্য ছিল বড় জানালাটা, যেখান থেকে ইনভালিডেনস্ট্রাসের উল্টোদিকের ফুটপাথ সে স্পষ্ট দেখতে পায়। স্টির্‌লিংস ঘড়ির দিকে তাকাল। আরও বিশ মিনিট।

১২·৪০ বাজল। এটাই তাদের এজেণ্ট ক্লাউসের সঙ্গে দেখা করার সময়। সকালে তার দফ্তরের মাধ্যমে ক্লাউসকে সে একটি সাঙ্কেতিক খবর পাঠিয়েছে। সকলেই জানে যে এজেণ্টদের সঙ্গে জাদুঘরেই সে দেখা করে থাকে। কেউ যদি তার উপর নজর রেখে থাকে তবে জাদুঘরে আসার ব্যাপারে এই অজুহাতটি সে ব্যবহার করতে পারবে। ক্লাউসকে ডেকে পাঠানোর ব্যাপারে স্টির্লিৎসের দুটি উদ্দেশ্য ছিল: প্রথমত, বোরেমান চিঠিটি সম্পর্কে হিমলারকে জানালে এবং রাইখস্ফুয়েরের সারা মহল্লা তল্লাসির আদেশ দিলে তার একটা যুতসই অজুহাত প্রয়োজন হত। দ্বিতীয়ত, এটি এমতাবস্থায় ক্লাউসের উধাও হওয়া সম্পর্কেও একটি পরোক্ষ অজুহাত যোগাত।

ইনভালিডেনস্ট্রাসে আগের মতোই নির্জন দেখে স্টির্লিৎস পরের হলে ঢুকল। এবার সে ভেডেনশ্লস্ বনে পাওয়া আঠার শতকী একটি সামগ্রীর সামনে দাঁড়াল। এটি কাঠের টুকরোয় গেঁথে যাওয়া হরিণের শিঙ সহ ওর করোটির খানিকটা। বাসন্তী সঙ্গমের লড়াইয়ে এই বলিষ্ঠ জানোয়ারটি প্রতিদ্বন্দ্বীর বদলে ভুল করে গাছের গুঁড়িতে ঢুঁ মেরেছিল...

একটু পরেই স্টির্লিৎস একটা কলরব ও অনেকগুলি পায়ের শব্দ শুনতে পেল। এগুলি কাছে এগিয়ে আসার সময় এক ভয়ঙ্কর মুহূর্তে সে ভাবছিল: 'খেল শেষ!' কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারল — এগুলি শিশুদের কণ্ঠস্বর এবং ফিরে দেখল: জনৈক শিক্ষিকা এই শিশুদের জীববিদ্যার পাঠ নেওয়ার জন্য জাদুঘরে নিয়ে এসেছেন। তার চোখে পড়ল শিক্ষিকার জীর্ণ পোশাক আর পায়ে অতি চকচকে পালিশের পুরুষালী জুতা। বড় বড় চোখে এবং প্রায় নিঃশব্দে শিশুরা প্রদর্শনীর জিনিসগুলির দিকে তাকিয়েছিল এবং তাদের দ্রুত ফিসফিসানি উৎকণ্ঠার মতো শোনাচ্ছিল।

ছাই-রঙ মুখ, মোচড়ান নাক এবং শিশুসুলভ দুষ্টুমির ভাবলেশহীন চোখের এই শিশুগুলিকে স্টির্লিৎস বারেক জরিপ করল। তারা শিক্ষিকার কথা শুনছিল বড়দের মতো পুরো মনোযোগ দিয়ে।

'কী অভিশাপে এই দুর্ভাগারা আজ ভুগছে?' স্টির্লিৎস ভাবল। 'ব্যাপারটা কীভাবে এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যাতে এসব উন্মাদসুলভ ধারণা এভাবে শিশুদের বুভুক্ষু অবস্থায় টেনে আনতে, তাদের শিশুসুলভ দুষ্টুমিটুকুও কেড়ে নিতে পারে? এই নাৎসিদের আহাম্মকী ভাবাদর্শ কেন এই শিশুদের হালকা-পটকা শরীরগুলি এক ধরনের আড়াল হিসাবে ব্যবহার

করছে আর পেছনে গড়খাইগুলিতে তারা চকলেট, সার্ডিন মাছ ও পনিরের পাহাড় জমিয়ে তুলছে? এবং সবচেয়ে মারাত্মক হল—ফুয়েররের আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ যে জীবনের চরম লক্ষ্য এই অন্ধবিশ্বাস কারা এদের মধ্যে লালন করছে?'

একটা বেজে পাঁচ মিনিটে সে কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট আপদকালীন দরজা গলিয়ে বাইয়ে এল। হোটেলের কাছে কেউ ছিল না। পেছনের রাস্তা দিয়ে স্টির্‌লিৎস স্প্রে নদীর দিকে চলল। আরেক রাস্তা ধরে পুরো বৃত্তটি ঘুরে শেষে তার গাড়িতে পৌঁছল। সে এস.ডি অফিসে এল। ফেরার পথেও পেছনে কোন ফেউয়ের ছায়া তার নজরে পড়ল না।

'কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে,' সে মনে মনে ভাবল। 'কিছু একটা খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছে। ওখানে বোরমান থাকলে আমি তাকে অবশ্য দেখতাম। আমার পেছনেও কোন ফেউ ছিল না। আমি নিজেকে ভয় দেখালাম বটে...'

...বোরমান গড়খাই ছাড়তে পারে নি। ফুয়েরর বক্তৃতা দিচ্ছিল এবং সেখানে অনেকেই উপস্থিত ছিল। সে নিজে ফুয়েররের পেছনে, একটু বামদিক ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। বক্তৃতার সময় তার চলে আসা সম্ভব হয় নি। এমনটা একেবারেই অভাবিত। সে যেতে চেয়েছিল। চিঠির লেখকটির সঙ্গে দেখা করবে বলে সে ঠিক করেছিল। কিন্তু গড়খাই ছাড়তে ছাড়তেই তিনটা বেজে গেল।

পার্টি-দফ্‌তরে যেতে যেতে বোরমান ভাবছিল: 'কীভাবে ওর দেখা মিলবে? ওর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে আমার কোন ঝুঁকি নেই। কিন্তু দেখা না হওয়াটা আমার জন্য মারাত্মক হতে পারে।'

'মুলারকে, ডি-৮:
একান্ত গোপনীয়: একমাত্র কপি।

ডাবলিউ. কে. আর ৮২১ নম্বরের একটি 'হোর্হ' গাড়ি ভেটেরানেনস্ট্রাসেতে তার অনুসরণকারীদের এড়িয়ে যায়। মনে হচ্ছে, চালক নিশ্চয়ই গাড়িটি দেখতে পেয়েছিল। আপনার নির্দেশ মোতাবেক আমরা তাকে আর ধরতে চেষ্টা করি নি, যদিও জোরে গাড়ি চালালে সেটা সম্ভব হত। গাড়িটি যে-দিকে গিয়েছে সেদিকে কার্যরত এন-২ ইউনিটকে খবর দিয়ে আমরা ঘাঁটিতে ফিরে আসি।

ডি-৮।'

'মুলারকে, ডাবলিউ-১৯২:
একান্ত গোপনীয়। একমাত্র কপি।

ডাবলিউ. কে. আর ৮২১ নং 'হোর্হ' গাড়িটি নজরে আসার পর আমার সহকর্মীরা লক্ষ্য করে যে চালক ১২·২৭ মিনিটে জীববিদ্যা জাদুঘরে প্রবেশ করে। লোকটির চূড়ান্ত পেশাগত দক্ষতা সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করে দেয়ার ফলে তার পেছনে ওই জাদুঘরে এক বা দু'জন 'দর্শক' আর আমি পাঠাই নি। আমার এজেন্ট ইল্‌সেকে একদল ছাত্র নিয়ে ওখানে পাঠের মহড়া দিতে বলি। তার দেয়া খুঁটিনাটি বিবরণী থেকে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে আপনাকে জানাচ্ছি যে লোকটি জাদুঘরে কারও সঙ্গেই দেখা করে নি। সে বিশেষত যে জিনিসগুলি দেখেছে এইসঙ্গে সেগুলির একটি তালিকা পাঠান হল। লোকটি জাদুঘরের কর্মীদের ব্যবহার্য আপদকালীন দরজা দিয়ে ১৩·০৪ মিনিটে বাইরে আসে।

ডাবলিউ-১৯২।'

মুলার রিপোর্টগুলি ফাইলে রেখে টেলিফোন তুলল।

'মুলার বলছি।'

'কমরেড শেলেনবার্গ কমরেড মুলারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে,' রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তামাশা করল। 'নাকি ইংরেজি 'মিস্টারই' আপনার পছন্দ?'

'কেবল 'মুলার' বলে ডাকাই আমার পছন্দসই,' গেস্টাপো প্রধান জবাব দিল। 'সোজা, সরল এবং যথাযথ। আমি শুনেছি, পেল!'

শেলেনবার্গ হাত দিয়ে ফোনের মুখ ঢেকে স্টির্‌লিৎসের দিকে তাকাল। স্টির্‌লিৎস বলল, 'ওকে সরাসরিই বলুন। না-হলে ধূর্ত বুড়ো শেয়ালের মতো মিষ্টি কথায় আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবে।'

'পেল,' শেলেনবার্গ বলে চলল, 'স্টির্‌লিৎস আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ওকে বোধহয় আপনার মনে আছে... আছে? যাক, ভালই। সে বিপাকেই পড়েছে: হয় কয়েকটি বদমাশ তাকে অনুসরণ করছে — আর সে জঙ্গলে একা থাকত কিংবা আপনার কোন লোকজন তার পিছু নিয়েছে। আপনি কিছু জানেন?'

ফাইল থেকে কাগজগুলি বের করে মুলার জিজ্ঞেস করল, 'কী ধরনের গাড়ি ও চালায়?'

'কী ধরনের গাড়ি আপনার?' আবার হাত দিয়ে ফোনের মুখ ঢেকে শেলেনবার্গ জিজ্ঞেস করল।

''হোর্হ'।'

'হাত দিয়ে ফোনের মুখ ঢাকবেন না,' মুলার বলল। 'স্টির্‌লিংসকেই দিন।'

'আপনার চোখে বোটা গজিয়েছে নাকি?' শেলেনবার্গ জিজ্ঞেস করল।

'সে আর বলতে!'

স্টির্‌লিংস ফোন নিয়ে বলল, 'হাইল হিটলার!'

'শুভদিন, সাঙাত,' মুলার জবাব দিল। 'আপনার গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর কি ডাবলিউ.কে.আর ৮২১?'

'ঠিক তাই, ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর ...'

'কোথায় তারা পিছু নিয়েছিল? কুরফুরস্টেনডামে?'

'না, ফ্রিডরিখস্ট্রাসেতে।'

'আপনি কি ভেটেরানেনস্ট্রাসেতে ওদের পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন?'

'তাই!'

'ওদের দেখেছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

মুলার হাসল, 'আমি ওদের ঘাড় মুচড়ে দেব। ওরা বেজায় বেআদবী করেছে। ভয়ের কিছু নেই, স্টির্‌লিংস। ওরা কোন বদমাশ নয়। বনের বাড়িতে না ঘুমিয়ে রাত কাটানোর কোন দরকার নেই। লোকগুলি আমাদেরই। আপনার মতোই তারা একটি 'হোর্হ' চালায়। ... ওটির মালিক এক দক্ষিণ আমেরিকান। আপনি আগের মতোই কাজকর্ম চালিয়ে যান ... তবে আবার দক্ষিণ আমেরিকান হিসাবে আপনাকে ভুল করার মতো যদি ব্যাপার ঘটে আর যদি জানতে পারি যে আপনি কুডামের 'জিগোউনাকেলার' যাচ্ছেন, তাহলে আপনার ব্যাপার আমি চেপে রাখব না ...'

'জিগোউনাকেলার' বা 'জিপসি সেলার' একটি খুদে পানশালা। ওটি সেনাবাহিনী ও পার্টি-সদস্যদের জন্য নিষিদ্ধ জায়গা।

'কিন্তু যদি আমার কাজের খাতিরে ওখানে যেতে হয়?' স্টির্‌লিংস জিজ্ঞেস করল।

'ওতে কোন হেরফের হবে না,' মুলার হাসি চেপে বলল। 'ওটির মতো অস্থানে-কুস্থানে যদি আপনার লোকজনদের সঙ্গে দেখাই করতে চান তাহলে 'মোক্সিকোতেই' যাবেন।'

মুলার তার সূক্ষ্ম কারিকুরির জন্য 'মোক্সিকো' ব্যবহার করত। প্রতিগোয়েন্দা বিভাগ ওখানে খুবই তৎপর। খবরগুলি স্টির্‌লিংস শেলেনবার্গের কাছ থেকে শুনেছিল, যদিও এসব জানার তার কথা নয়।

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ওখানে সামরিক কর্মচারী ও পার্টি-সদস্যদের যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে হাঁদা বাচালরা সেখানে নিজেদের পুরো নিরাপদ ভাবত, প্রত্যেকটি টেবিল যে গেস্টাপোর মাইক্রফোনে বোঝাই রয়েছে সে-সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত না।

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ,' স্টির্‌লিৎস জবাব দিল। 'আপনার অনুমতি সাপেক্ষে ভবিষ্যতে আমার লোকজনদের সঙ্গে আমি 'মেক্সিকোতেই' দেখা করব। তবে ওখানেও যদি ওরা আমার দিকে থাবা তুলে তখন আমি অবশ্যই আপনার সাহায্য চাইব!'

'নিঃসঙ্কোচে। সাঙাত, আপনি এলে আমি খুবই খুশি হব। হাইল হিটলার!'

একটা মিশ্র মনোভাব নিয়ে স্টির্‌লিৎস তার অফিসে ফিরল। মুলার সোজাকথার লোক বলেই সে মোটামুটি ওর কথা বিশ্বাস করল। কিন্তু এবার কি সে কিছুটা বাড়াবাড়ি করে নি? যেকোন কাজেই মাত্রাজ্ঞান সাফল্যের চাবিকাঠি। আর গোয়েন্দাগিরিতে তো বটেই। কখনো কখনো ঢালাই সরলতার বদলে অতিরিক্ত সন্দেহ যে কম বিপজ্জনক, স্টির্‌লিৎস তা জানত। যা হোক, আজ সন্ধ্যায় যখন একটি জরুরি কাজে যাচ্ছে তখন সে সরকারী গাড়িই চেয়ে পাঠাল।

'মুলারকে, ওয়ের্নার:
একান্ত গোপনীয়। একমাত্র কপি।

আজ ১৯·৪২ মিনিটে আমাদের শিকার ডাবলিউ.কে.এন. ৪৪১ গাড়িটি চেয়ে পাঠায়। সে ড্রাইভারকে 'মিটলপ্লাৎস' স্টেশনে যেতে বলে। ওখানে গাড়ি ছেড়ে দিলে শিকারটিকে আর কোন স্টেশনে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

ওয়ের্নার।'

মুলার ছেঁড়াখুঁড়া ফাইলে রিপোর্টটি রাখল। ওতেই সে অতিগোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র রাখে। সে পুনরায় স্টির্‌লিৎস সম্পর্কিত রিপোর্টগুলি দেখতে শুরু করল। যেখানে লেখা রয়েছে শিকারটি জাদুঘর দেখতে পছন্দ করে সেখানটায় মুলার লাল দাগ দিল। সে যে প্রায়ই তার লোকজনদের সঙ্গে জাদুঘরে দেখা করত তাও রিপোর্টে ছিল।

'একটি অদ্ভুত চরিত্র,' মুলার ভাবল। 'বুদ্ধিমান আর খুবই কৌতূহলজনক। কালটেনব্রুনারের কাছে এমনটি মোটেই আশা করা যায় নি। এখানে আর পাঁচ বছর থাকলে সে নির্ঘাত আরও একটি ফুশে হয়ে উঠবে।'

৯

হিমলারের নিজস্ব পাইলটের হাতে চিঠিটি দিয়ে এস.এস ওবেরগ্রুপেনফুয়েরের কার্ল উল্‌ফ শান্ত স্বরে বলল, 'যদি আপনার বিমানটি গুলি করে নামান হয় — যুদ্ধে আগ থেকে কিছুই বলা যায় না, তাহলে মনে রাখবেন প্যারাসুটের দড়ি খুলারও আগে চিঠিটা পুড়ে ফেলতে হবে।'

'প্যারাসুটের দড়ি খুলার আগে চিঠি পুড়ান আমার পক্ষে সম্ভব হবে না,' আনাড়ির মতো পাইলট বলল, 'এই কারণে যে আমাকে মাটিতেই আঁছড়ে পড়তে হবে। তবে দড়ি খুলার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি পুড়ে ফেলব।'

'ঠিক আছে,' হেসে উল্‌ফ রাজি হল। 'এই বিকল্প আমি মেনে নিচ্ছি। আরও মনে রাখবেন জার্মানির সীমানায় পড়লেও চিঠিটা অবশ্যই পুড়াবেন।'

সতর্ক হওয়ার মতো কার্ল উল্‌ফের যথেষ্ট কারণ ছিল। হিমলার ছাড়া চিঠিটি অন্য কারও হাতে পড়লেই তার ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যাবে।

সাত ঘণ্টা পর চিঠিটি হিমলার খুলল এবং নিম্নোক্ত তথ্যগুলি জানতে পারল:

'প্রিয় রাইখস্‌ফুয়েরর,

ইতালিতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ডালেসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করি। এতে সাংগঠনিক খুঁটিনাটির চেয়ে রণকৌশলগত বিবেচনাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। যেসব তথ্যাদি আমি পেয়েছি তার ভিত্তিতে এই মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি: আমাদের মতো সম্মিলিত জোটও উত্তর ইতালিতে কমিউনিস্ট সরকার গঠনের সত্যিকার সম্ভাবনা সম্পর্কে ভীত। এই ধরনের সরকার গঠন একটা প্রতীকের মতো ব্যাপার হলেও টিটোর কমিউনিস্ট, ইতালীয় কমিউনিস্ট নেতা ও মরিস তোরেসের সাহায্যে মস্কো সরাসরি ইংলিস চ্যানেল অবধি একটি পথ খুলতে পারবে। অর্থাৎ বেল্‌গ্রেড থেকে জেনোয়া দিয়ে কেন্‌স এবং প্যারিস অবধি একটি 'বলশেভিক বলয়' তৈরির সত্যিকার আশঙ্কা রয়েছে।

এই কাজে আমি ইউজেন ডলমানকে ব্যবহার করছি। ওর মা ঘটনাক্রমে একজন ইতালীয় এবং সেরা সব অভিজাতদের সঙ্গে ওর দহরম-মহরম। ওরা নাৎসিবিরোধী হলেও এখনো জার্মানপ্রেমী। যা হোক, আমার কাছে 'জার্মানি' ও 'জাতীয় সমাজতন্ত্রের' ধারণা সমার্থক। ফ্রাউ ডলমানের মধ্যে প্রকট জার্মানপ্রেম লক্ষ্য করে তৎপরতার খুঁটিনাটি পরিকল্পনার সময় আমি এজন্য ইউজেনকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে সম্মিলিত জোটের সঙ্গে বোঝাপড়ার সময়ে এটি আমাদের জন্য খুবই ফলপ্রসূ হবে।

পশ্চিমী জোট যাতে কমিউনিস্টদের আগেই সারা উত্তর ইতালি দখল করতে

পারে সেই সুযোগ দেয়াই যে সম্ভাব্য আলোচনার উদ্দেশ্য সেটা আমি ডালেসকে জানাতে চাই। ইতালীয় সূত্রের মাধ্যমে ওর কাছে খবরটি পৌঁছনোর দায়িত্ব ডলমান নিজে নিয়েছিল। আমরা ভেবেছি যে, উদ্যোগটি আমাদের কাছ থেকে আসবে না: সম্মিলিত জোট আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের গোয়েন্দার মাধ্যমে 'জানতে' পারলেই সবচেয়ে ভাল হয়। এজন্য আমি ডলমানকে নিম্নোক্ত তৎপরতাটি চালানোর ভার দিয়েছিলাম: গেস্টাপোর খবর অনুযায়ী এস.এস ট্যাংকবাহিনীর জনৈক অধস্তন অফিসর গুইডো জিমার নাকি বারকয়েক কোন কোন ইতালীয়কে বলেছে যে যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে এবং আমাদের আর কোনই আশা নেই। অতঃপর লৌকিকতাহীন এক সাধারণ পার্টিতে 'ঘটনাক্রমে' ডলমান উপস্থিত হয় এবং ভোরের দিকে সকলে যখন যথেষ্ট পানোম্মত্ত তখন জিমারকে বলে যে সে এই অভিশপ্ত ও অর্থহীন যুদ্ধ সম্পর্কে সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। গোয়েন্দাদের পাঠান পরবর্তী রিপোর্টগুলি থেকে আমি জানতে পারি যে, ঠিক পরের দিন জিমার ব্যারন লুইজি পারিল্লির সঙ্গে আলাপের সময় বলেছে, এই অভিশপ্ত যুদ্ধ সম্পর্কে ডলমানের মন্তব্যের অর্থ এই যে কার্ল উল্‌ফও একই কথা ভাবছে আর বলতে গেলে সারা উত্তর ইতালি ও সেখানে মোতায়েন সকল জার্মান সৈন্যের ভবিষ্যৎ তো উল্‌ফেরই হাতে। একসময় লুইজি পারিল্লি একটি আমেরিকান কোম্পানির প্রতিনিধি ছিল আর দুচের সরকারের প্রতি সর্বদা সমর্থন দেয়া সত্ত্বেও আমেরিকার সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটি এখানে কারও অজানা নয়। তদুপরি লেবাননের প্রভাবশালী ব্যাঙ্কমালিক — তার শ্বশুরের বৃটিশ ও ফরাসী পুঁজিপতিদের সঙ্গে ভালই যোগাযোগ রয়েছে। পারিল্লির সঙ্গে জিমারের আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি গোপন ঠিকানায় জিমারকে ডেকে পাঠানোর মতো তথ্যাদি ডলমানের হাতে ছিল এবং বাগে আনার জন্য তার বিরুদ্ধে সংগৃহীত তথ্যাদির কথা তাকে জানিয়েছিল। 'আপনাকে সরাসরি ফাঁসিতে লটকানোর জন্য এগুলিই যথেষ্ট,' জিমারকে ডলমান বলেছিল। 'কেবল বাঁচার একটিই পথ আছে এবং সেটা হল এখন থেকে সজ্ঞানে জার্মানির জন্য লড়াই করা। এই যুদ্ধে পেছন থেকে কূটনৈতিক লড়াই চালানোর ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' সংক্ষেপেই বলছি, জিমার আমাদের পক্ষে কাজ করতে রাজি হয়।

জিমার পরদিন ব্যারন পারিল্লির সঙ্গে দেখা করে তাকে বলল যে, ইতালিতে এস. এস বাহিনীর নেতা উল্‌ফই কেবল কমিউনিস্টদের থেকে, সারা দেশের পাহাড়-পর্বত ও শহরে যেসব মুক্তিযোদ্ধা এখন তৎপর রয়েছে তাদের সৃষ্ট আশংকা থেকে উত্তর ইতালিকে বাঁচাতে পারে। এমতাবস্থায় সে যদি সম্মিলিত জোটের সঙ্গে সহযোগিতা করে তবে এই উদ্দেশ্য দ্রুত ও চূড়ান্তভাবে সিদ্ধ হতে পারে। তুরিন, জেনোয়া ও মিলানে ব্যারন পারিল্লির বড় বড় লগ্নি রয়েছে। বক্তব্যটি সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনে এবং পশ্চিমী জোটের সঙ্গে অনুরূপ যোগাযোগ গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে রাজি হয়। স্বভাবতই, জিমার এই ব্যাপারে আমার নামেই একটি প্রতিবেদন লিখেছে এবং সেজন্য ওই মুহূর্ত থেকে পুরো ব্যাপারটি খোলাখুলিভাবেই পশ্চিমী জোটের সঙ্গে একটা খেলার রূপ পেয়েছে, যা ফুয়েরর ও রাইখের স্বার্থে এস.এস পরিচালনা করছে।

২১ ফেব্রুয়ারি ব্যারন পারিল্লি জুরিখের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং সেখানে তার পরিচিত মাক্স হুসমানের সঙ্গে দেখা করে। হুসমান অতঃপর সুইস গোয়েন্দা বিভাগের নিয়মিত অফিসর, মেজর উইবেলের সঙ্গে পারিল্লিকে পরিচয় করিয়ে দেয়। উইবেল এস.এস ও মার্কিনীদের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় তার উৎসাহের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুইস জাতীয় স্বার্থের নজির দেখিয়ে বলে যে: জেনোয়া বন্দরটি বহু সুইস সংস্থাই ব্যবহার করে থাকে। ইতালি কমিউনিস্টদের জোয়ালে বাঁধা পড়লে সুইস সংস্থাগুলিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি জানতে পেরেছি যে, মেজর উইবেল জার্মানিতে লেখাপড়া করেছে। সে ফ্রাঙ্কফুর্ট ও বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।

ব্যারন পারিল্লির সঙ্গে আলোচনার সময় উইবেল এই ধরনের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় তার ব্যক্তিগত ঝুঁকি থাকার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতার কথা উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ এতে সুইজারল্যান্ডের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং বর্তমানে রাশিয়ার অবস্থান এমনই মজবুত যে কোনভাবে গোপনীয়তার শর্তভঙ্গ ঘটলে তার সরকারই তাকে ত্যাজ্য করবে এবং ব্যক্তিগতভাবে তার উপর সম্ভাব্য সকল আক্রমণ ঘনীভূত করবে। ব্যারন পারিল্লি তাকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছে যে একমাত্র রুশী বা কমিউনিস্ট ছাড়া এই গোপন ব্যাপারটি ফাঁস করার অন্য কারও স্বার্থানুকূল নয়। সে আরও বলেছে যে 'আর আমি বিশ্বাস করি যেহেতু আমাদের মধ্যে কোন কমিউনিস্ট, তদুপরি কোন রুশী নেই সেজন্য তথ্য ফাঁস নিয়ে ভাবনাও নিরর্থকই মনে হয়।'

পারিল্লির সঙ্গে আলোচনা শেষে উইবেল পরদিন আমাকে জানায় যে সে অ্যালেন ডালেস ও তার সহকারী গেভারনিৎসকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ করেছে। সে বলে যে তার দুজন বন্ধু খুবই কৌতূহলোদ্দীপক প্রস্তাব দিয়েছে এবং ডালেসের সম্মতি সাপেক্ষে সে ওকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করাতে পারে। অবশ্য ডালেস বলে যে তার সহকারী গেভারনিৎসের সঙ্গে ওদের আলোচনার পর কোন এক সময় উইবেলের বন্ধুদের সঙ্গে সে কথা বলবে।

যথাসময়ে পারিল্লি ও গেভারনিৎসের মধ্যে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। আগেই আপনাকে জানিয়েছি যে এই গেভারনিৎস কিন্তু ইগন গেভারনিৎসের ছেলে নয়। সে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক গেরহার্ড ফন শুলৎস-গেভারনিৎসের সন্তান। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার পর গেভারনিৎস আমেরিকা চলে যায় (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমার মনে হয় উইবেল ও গেভারনিৎসের মধ্যেকার যোগাযোগ তাদের জার্মানি থাকাকালেই ঘটে। কারণ, তারা দুজনেই এক ও অভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক) এবং অ্যালেন ডালেসের কর্মস্থল নিউ ইয়র্কের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং সংস্থায় কাজ শুরু করে।

গেভারনিৎসের সঙ্গে আলোচনার সময় পারিল্লি জিজ্ঞেস করে, 'এটি এবং অন্যান্য কিছু সমস্যা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য আপনি কি এস.এস স্টান্ডারটেনফুয়েরর ডলমানের সঙ্গে দেখা করতে চান?' উত্তরে গেভারনিৎস তার সম্মতির কথা জানালেও পারিল্লির মতে গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত বুদ্ধিজীবীদের স্বভাবসিদ্ধ অবিশ্বাস ও সন্দেহ নিয়েই সে ব্যাপারটি দেখেছে।

ডলমানকে আমি সুইজারল্যান্ড যেতে অনুমতি দিয়েছিলাম। ওখানে চিয়াসো

হ্রদের ধারে হ্রসমান ও পারিল্লির সঙ্গে তার দেখা হয়। লুগানো পৌঁছে তারা খুদে রেস্তোরাঁ 'বিয়ানকি'তে যায় এবং পূর্বনির্ধারিত চুক্তি মোতাবেক অন্যদের সামনে ডলমান ঘোষণা করে, 'উত্তর ইতালিতে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠায় মস্কোর চেষ্টা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে আমরা পশ্চিমী জোটের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী। এজন্য আগেকার মতানৈক্য সহ অতীতে পরস্পরকে যত আঘাত দিয়েছি ভবিষ্যতের স্বার্থে তা আমরা ভুলতে প্রস্তুত।'

হ্রসমান জবাবে বলে যে এই পরিস্থিতিতে একটিই সম্ভাব্য আলাপ-আলোচনা হতে পারে এবং সেটি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আলোচনা।

'আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব না,' ডলমান প্রতিবাদ করল 'এবং জার্মানিতে কেউই তা করবে না।'

যা হোক, হ্রসমান 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ' শব্দটিতে অটল থাকে। তবে ডলমান 'হিসাব-নিকাশ' থেকে একটুও না সরে দৃঢ় নেতিবাচক মনোভাব দেখালেও হ্রসমান আলোচনা বাতিল করে দেয় নি। উল্লেখ্য সাক্ষাৎকারের আগে আমি ও ডলমান 'হিসাব-নিকাশ' উদ্ভাবন করেছিলাম।

ডালেসের সহকারী পল ব্লুম অতঃপর হ্রসমানকে বাধা দিয়ে আলোচনায় যোগ দেয়। ব্লুমই ডলমানকে পারি ও উসমিয়ানি — এই দুজন ইতালীয় প্রতিরোধ-যোদ্ধার নাম দিয়েছিল। আমাদের জেলে আটক, এরা দুজন কমিউনিস্ট নয়। এথেকে মনে হয় মার্কিনীরা ইতালিতে কমিউনিস্ট আগ্রাসন সম্পর্কে আমাদের মতোই ভীত। তারা অ-কমিউনিস্ট প্রতিরোধ-আন্দোলনের বীরদের সহায়তা চায়, যারা যথাসময়ে পশ্চিমী মতাদর্শের অনুগামী একটি সরকার গঠন করতে পারবে।

'ওই লোকদের মুক্তি দিয়ে যদি সুইজারল্যান্ডে আনা যায়,' ডালেসের প্রতিনিধি ব্যাখ্যা করে বলে, 'তাহলে আমরা আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে পারি।'

ডলমান আমার কাছে ফিরে এলে আমি বুঝতে পারি যে আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, দুজন ইতালীয়কে মুক্তি দেয়ার অনুরোধের অন্যতর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। ডলমানের ধারণা এই যে ডালেস সুইজারল্যান্ডে আমার উপস্থিতি কামনা করছে। আমি ফিল্ডমার্শাল কেসেলরিংয়ের কাছে যাই এবং পাঁচ ঘণ্টা আলোচনার পর বুঝতে পারি যে ফিল্ডমার্শাল একটি সম্মানজনক আত্মসমর্পণে রাজি হতে পারেন, যদিও তিনি আমাকে সরাসরি কোন নিশ্চয়তা দেন নি। আমার মনে হয় নিরাপত্তা বিভাগের কোন লোকের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় স্বভাবসিদ্ধ অনিচ্ছার জন্য কেসেলরিং এটি করেছেন। পরদিন গার্দা হ্রদের ধারে একটি গোপন ঠিকানায় পারিল্লি আমার সঙ্গে দেখা করে এবং ডালেসের পক্ষ থেকে জুরিখে একটি আলোচনায় উপস্থিত হতে আমন্ত্রণ জানায়। তাই আমি আগামী পরশু সুইজারল্যান্ড যাচ্ছি। যদি এটা একটা ফাঁদ প্রমাণিত হয় তবে আমি সরকারীভাবে আমাকে হরণের গল্প ফাঁদব। পক্ষান্তরে, এটি আলোচনার সূত্রপাত হলে আমার প্রধান কার্যালয়ে ফিরেই আমি পরবর্তী চিঠিতে আপনাকে সবকিছু জানাব।

আপনার, কার্ল উল্ফ।'

কোখ হাসপাতালের মেডিকেল সুপরিনটেন্ডেণ্ট মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে মারা যায়। তার অগ্রজ, কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইসচেনসেলর, প্রফেসর প্লেশ্নার ডাখাউ বন্দিশিবিরে কিছুদিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরে চুপচাপ, ভেঙে-পড়া এক মানুষ হয়ে। তার ঠোঁট নিরীহ বশ্যতার হাসিতে স্থায়ীভাবে বেঁকে গিয়েছিল। গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী তাকে ত্যাগ করেছিল: ফ্রাউ প্লেশ্নারের অনুজ হুগো ফন এন্স তখনই স্পেনের জার্মান দূতাবাসে নেইরাথের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়ায় শ্রীমতির আত্মীয়েরা তার উপর এজন্য চাপ দিয়েছিল। সকলেই এই তরুণের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল এবং স্থানীয় পার্টি-কেন্দ্রেও সে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছিল। এইসব কারণেই 'পারিবারিক পরিষদ' ফ্রাউ প্লেশ্নারকে তাদের শেষকথা জানিয়েছিল: হয় দেশদ্রোহী হিসাবে প্রমাণিত এই স্বামী ত্যাগ করতে হবে, অন্যথা ব্যক্তিস্বার্থের প্রাধান্য দেয়ার জন্য সারা পরিবার — ভাই, বোন, বৌদি, খুড়া, খুড়ি — সকলেই তাকে ত্যাগ করবে এবং এই সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করা হবে।

প্লেশ্নার মুক্তিলাভের পর কিলে না গিয়ে সরাসরি বার্লিন পেঁছয়। তার ভাইয়ের সাহায্যে সে 'পার্গামন' জাদুঘরে একটি চাকুরি পায় এবং তাকে প্রাচীন গ্রীক বিভাগের ভার দেয়া হয়। ঠিক ওই জায়গায়ই স্টির্লিংস তার লোকজনদের সঙ্গে দেখা করত। কাজের পর প্রায়ই সে প্লেশ্নারের কাছে যেত এবং তারা এই চমৎকার জাদুঘরের বিস্তীর্ণ হলে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াত। স্টির্লিংস যে 'কাঁটা অপসারণরত বালক' নামের ভাস্কর্যটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে এবং কয়েকবার সিজারের ভাস্কর্য-প্রতিকৃতিটি ঘুরে যাবে এতে প্লেশ্নার ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়। সিজারের এই মূর্তিটি ছিল কালো পাথরে খোদাই আর অদ্ভুত এক স্বচ্ছ মণিকে তৈরি ওটির সাদা চোখ ছিল মারাত্মক হিংস্র। প্রফেসর তাদের ঘুরে দেখার পথটি এমনভাবে নির্দিষ্ট করেছিল যাতে স্টির্লিংস দুঃখ, হাসি ও মুক্তিনিষ্ঠার অভিব্যক্তিধর প্রাচীন মুখোসগুলি অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পারত। কিন্তু তার জানার উপায় ছিল না যে স্টির্লিংস ঘরে ফিরে স্নানঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনেতাদের মতো বহুক্ষণ ধরে যথাযোগ্য মুখভঙ্গি অভ্যাস করত। গোয়েন্দার নিজ মুখের উপরে পুরো দখল রাখার মতো শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্টির্লিংস নিশ্চিত ছিল। পুরাকালের মানুষ এই কৌশলটি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিল...

'পার্গামনে' ব্রিটিশ বিমান হামলার পর জাদুঘরের গবেষকদলের সঙ্গে প্লেশ্‌নার জায়গাটি ছেড়ে যায় নি। জাদুঘরের অবশিষ্ট জিনিসপত্র তদারকির জন্য সে বার্লিনে থেকে যাওয়ায় অনুমতি পেয়েছিল।

এইসব ঘটনার পর স্টির্‌লিংস এখন তারই সঙ্গে দেখা করতে গেল। 'কেন্দ্রের' সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না। এর একটা সমাধান খুবই জরুরি হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য 'অন্ধকারে আছে' এমন কাউকে অন্ধ 'চিঠির বাক্স' হিসাবে ব্যবহার করা, যে কী, কেন, কার জন্য কাজ করছে তা জানে না, সেটা স্টির্‌লিংস সঙ্গত মনে করল না।

স্টির্‌লিংস তখন সুইজারল্যান্ডে অবস্থানকারী সোভিয়েত নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগের কথা ভাবল। অবশ্য যদি প্যাস্তর শ্লাগ সহ অকুস্থলে 'রক্ষামূলক তৎপরতা' চালানোর জন্য শেলেনবার্গ তাকে সেখানে পাঠায়। এমনটিও হতে পারে যে ব্যাপারটির প্রস্তুতি পুরো হওয়ার পর স্টির্‌লিংস জার্মানিতে থাকবে এবং প্যাস্তরকে 'চালানোর জন্য' অন্যরা বার্নে যাবে। এমনটি মোটেই অসম্ভব নয়। স্টির্‌লিংস তখনো বোরমানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উপায় খুঁজছিল। সে জানত বোরমানের সমর্থন পেলে 'ব্যক্তিগতভাবে তৎপরতার দিকে নজর রাখার জন্য' তার পক্ষে সুইজারল্যান্ড যাওয়া মোটেই কঠিন হবে না। তাসত্ত্বেও বার্ন-বাসী সোভিয়েত নাগরিকরা সর্বক্ষণ হরেক রকমের গোয়েন্দার চৌকিতে থাকার জন্য ওদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টায় পুরো তৎপরতাটির অপূরণীয় ক্ষতি ও শেষদশা ঘটার যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল।

সেজন্য স্টির্‌লিংস পুরোপুরি বিশ্বস্ত একজন লোক খুঁজছিল। প্লেশ্‌নারকে অবশ্যই বিশ্বাস করা চলত। তবে ব্যাপারটি ফেঁসে গেলে সবকিছু সামলান, গেস্টাপোর সামনে চুপ করে থাকার মতো তার সহ্যশক্তি সম্পর্কে স্টির্‌লিংস নিশ্চিত ছিল না।

প্লেশ্‌নার স্টির্‌লিংসকে দেখে খুবই খুশি হল। সে তাকে ভিতঘরে নিজের অফিসে নিয়ে বসাল এবং বিজলী চুলোয় নিজের হাতে কফি তৈরি করতে করতে মন্তব্য করল, 'আপনাকে না দেখলে আমার এতটা খারাপ লাগবে তা কখনো ভাবি নি। আপনার পেশা আমি জানি না। কেবল এইটুকুই জানি যে আপনি আমার মৃত ভাইয়ের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু হের স্টির্‌লিংস, আপনার সঙ্গে কথা বলতে সব সময়ই আমার চমৎকার লাগে।'

'ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আমার আরও ভাল লাগে। কিন্তু এখানে কি শীতে জমে যাচ্ছেন না?'

'মাঝে মাঝে যাই বৈকি। কী আর করা যাবে? বলুন তো, এদেশে আজকাল কেই বা শীতে ভুগছে না?'

'ফুয়েররের গড়খাইটি চমৎকার গরম...'

'সেটা বোঝা যায়... আমাদের নেতার অবশ্যই গরম ঘরে থাকা উচিত। তাঁর দুশ্চিন্তা, তাঁর উদ্বেগ নিশ্চয়ই আমাদের সমস্যার সঙ্গে তুলনীয় নয়। কী বলেন? আমরা ক্ষুদ্র জীব। আমরা নিজ নিজ সমস্যা নিয়ে ভাবি। আর তাঁর মাথায় সারা জাতির ভার।'

স্টির্লিৎস সতর্ক চোখে ঘরটি দেখল: না, এ-ঘরে সম্ভবত কোন টেপরেকর্ডের রাখা হয় নি। এভাবে নিশ্চিত হয়ে সে শুরু করল, 'এবার আসুন প্রফেসর... ওই বাতিকগ্রস্ত পাগলটি আমাদের হাজার হাজার মানুষের জন্য বোমার অভিশাপ ডেকে এনেছে আর বদমাশটা নিরাপদ ঘরে আরামে বসে তার দঙ্গলের বাকিগুলির সঙ্গে সিনেমা দেখছে...'

প্লেশ্নারের মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। স্টির্লিৎস দুঃখ পেল: সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, নিজের ব্যাপার নিয়ে এই দুর্ভাগা বুড়ো মানুষটিকে বিব্রত করছে। 'কিন্তু 'আমার' ব্যাপার কেন?' সে মনে মনে ভাবল। 'প্রথমত ও প্রধানত এটা 'তাদের' ব্যাপার, জার্মানদের ব্যাপার এবং সেজন্য ওরও ব্যাপার বটে। আমি তাদের বদলে যা করছি আসলে এটি তো তাদেরই করার কথা।'

'আচ্ছা,' স্টির্লিৎস বলল। 'আমার সঙ্গে আপনি একমত নন?'

প্রফেসর আগের মতোই চুপ করে থাকল।

'ব্যাপারটা এ রকম: আপনার ভাই এবং আমার বন্ধু ছিল ফ্যাসিবিরোধী, গোপন আন্দোলনের কর্মী... সে আমাকে সাহায্য করত। আমার পেশা সম্পর্কে আপনি কিছুই জিজ্ঞেস করেন নি। আমি একজন এস.এস স্টান্ডার্টেনফুয়েরর, গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করি।'

আতঙ্কে প্রফেসরের শ্বাস আটকে গেল, যেন উদ্যত ঘুসি থেকে মু... বাঁচানোর জন্য সে হতাশায় হাত উঁচু করল। 'না!' সে বিড়বিড় করে বলল। 'না, আমি এটা বিশ্বাস করি না! আমার ভাই কোনদিন কোন প্ররোচক গোয়েন্দা ছিল না এবং কখনই এ-কাজ করে নি! না!' সে আরও জোরে তা পুনরুক্তি করল। 'না! আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না!'

'সে প্ররোচক ছিল না,' স্টির্লিৎস রাজি হল। 'কিন্তু আমি সত্যিই গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করি, সোভিয়েত গোয়েন্দা বিভাগে...'

মৃত্যুশয্যা থেকে লেখা তার ভাইয়ের চিঠিটি সে প্লেশ্‌নারের হাতে দিল।

'বন্ধু আমার। তোমার বন্ধুত্বের জন্য ধন্যবাদ। তোমার কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছি। কীভাবে ভালবাসতে হয় তা শিখেছি এবং যারা জার্মানিকে দাসত্ববন্দী করেছে সেই ভালবাসার নামে তাদের ঘৃণা করতে শিখেছি। প্লেশ্‌নার।'

'গেস্টাপোর কাছ থেকে সতর্ক থাকার জন্য সে এভাবে লিখেছিল।' চিঠিটি পকেটে রাখতে রাখতে স্টির্‌লিৎস ব্যাখ্যা করল। 'আপনি নিজেই ভাল জানেন যে, নিশ্চয়ই বলশেভিক গুন্ডাবাহিনী ও মার্কিন দাঙ্গাবাজরা জার্মানিকে দাসত্ববন্দী করছে... তাই না? নাকি হিটলারই এই দাসত্বের হোতা? হিটলার ও নাৎসিরা?'

তার বিশাল আরামকেদারায় হতভম্ব প্লেশ্‌নার অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বলল, 'বুঝলাম। ... আমার উপর আপনি পুরোপুরি নির্ভর করতে প্যারেন। কিন্তু গোড়াতেই আপনাকে বলতে চাই যে: পিঠে চাবুক পড়ামাত্রই আমি সবকিছু বলে দেব।'

'আমি জানি,' স্টির্‌লিৎস বলল। 'কী আপনার পছন্দ — বিষপানে ঠাঁই মৃত্যু, না জেলখানায় গেস্টাপোর মারধর?'

'যদি কোন গত্যন্তর নাই থাকে,' তার সেই বিরল হতবুদ্ধিকর হাসি হেসে সে বলল, 'তাহলে নিশ্চয়ই বিষ।'

'আমার সত্যিকার পরিচয় শুনে সঙ্গে সঙ্গে আপনার কী মনে হয়েছিল?'

'স্বস্তি,' প্লেশ্‌নার বলল। 'দারুণ স্বস্তি। এর আগে ঘৃণা ও হতাশায় আমি শ্বাস আটকে মারা যাচ্ছিলাম।'

'তাহলে আমরা কিছু একটা তালগোল পাকাতে শুরু করি,' স্টির্‌লিৎস মুচকি হেসে বলে চলল।

'আমাকে কী করতে হবে?'

'এখনো কিছু না। শুধু সজাগ থাকবেন। আর প্রয়োজনমতো কাজ করার জন্য তৈরি থাকুন।'

'কার জন্য?'

'জার্মানির জন্য...'

'কী?'

'জার্মানির, রাইখের নয়। দুটোর মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ফারাক আশা করি তা স্বীকার করবেন, না কি?'

'শুভসন্ধ্যা, পাস্তর,' পেছনের দরজা দ্রুত আটকে স্টির্‌লিৎস বলল। 'এত দেরিতে আসার জন্য মাপ চাইছি। আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

'শুভসন্ধ্যা। আমি ঘুমুচ্ছিলাম। কিন্তু এনিয়ে ভাববেন না।'

'মাপ করুন আমাকে।'

'ধরুন মাপ করেছি। ভেতরে আসুন। এখনই মোমবাতি ধরাচ্ছি।'

'চমৎকার।'

'কিছু ঘটেছে?'

'তাই।'

'আপনি বসবেন না?'

'ধন্যবাদ, কিন্তু কোথায়?'

'যেখানে ইচ্ছা। উনুনের ধারটা গরম... বোধহয় ওখানেই?'

'কিন্তু, পরে বাইরে বেরুলে ঠান্ডা লাগবে। এক ধরনের তাপমাত্রায় থাকার চেষ্টা করাই তো ভাল। পাস্তর, গত সপ্তাহে এখানে কে ছিল?'

'এটা কি কোন জেরা?'

'না।'

'তাহলে আমি উত্তর না দিতে পারি?'

'উত্তর আপনাকে দিতেই হবে।'

'যদি অস্বীকার করি?'

'অস্বীকার আপনি করবেন না।'

'কেন?'

'উত্তর দেয়ার পর সবকিছু বলব।'

'একজন লোক।'

'কে সে?'

'জানি না।'

'সে তার পরিচয় দেয় নি?'

'না।'

'আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন নি?'

'না, সে বিপদে পড়ে আশ্রয় চেয়েছিল। ফেরাতে পারি নি।'

'এটা ভাল যে এমন অটুট বিশ্বাসের সঙ্গে আপনি মিথ্যা বলে চলেছেন। একজন মার্কসবাদী হিসাবে সে তার পরিচয় দিয়েছিল। সে যেন একজন

কমিউনিস্ট এভাবেই আপনি তার সঙ্গে তর্ক করেছিলেন। কিন্তু সে তো কমিউনিস্ট নয়। সে কোনদিন ওসব ছিলও না। সে আমারই গোয়েন্দা... গেস্টাপোর প্ররোচক।'

'ওহ্, তাহলে তাই... একজন মানুষ হিসাবেই আমি ওর সঙ্গে আলাপ করেছি। সে কমিউনিস্ট, না আপনার গোয়েন্দা এটা আমার কাছে মূল্যহীন।... সে আশ্রয় চেয়েছিল। আমি তাকে হটিয়ে দিতে পারি নি।'

'আপনি তাকে হটিয়ে দিতে পারেন নি,' স্টির্‌লিৎস কথাগুলি আবার বলল। 'আর সে কে এটা আপনার কাছে মোটেই কোন ব্যাপার নয়: কমিউনিস্ট না গেস্টাপোর চর...'

স্টির্‌লিৎসের মুখে রাগের লক্ষণ ফুটে উঠল। সে আরও জোরে বলতে লাগল, 'যেহেতু আপনি মানুষকে 'কেবল মানুষ হিসাবেই' দেখেন, বিমূর্তভাবে দেখেন, সেখানে অন্য লোক ফাঁসিতে ঝুললে আপনার কিছুই যায়-আসে না?'

'হ্যাঁ, যায়-আসে বৈকি!'

'আরও স্পষ্ট করে বললে যদি আপনার বোন ও তার ছেলেমেয়েদের জীবনে এমনটি ঘটে, তাতেও কিছু যায়-আসে না?'

পাস্তর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে হাত বাড়াল এবং স্টির্‌লিৎসের দিকে এগিয়ে গেল, 'এটা ভাবা যায় না!'

'আপনার সামনে কে — হোক সে একজন কমিউনিস্ট কিংবা গেস্টাপো গোয়েন্দা — এতে যদি কিছুই যায়-আসে না, তাহলে সেটা আরও দুঃখের কথা বৈকি,' বসতে বসতে স্টির্‌লিৎস প্রতিবাদ করল। 'তাছাড়া আপনার এই একগুঁয়েমী ধরন আরও মারাত্মক। বসুন। আমার কথা শুনুন। ওই গোয়েন্দার সঙ্গে আপনার আলাপটি টেপ করা হয়েছে। আমি নয়, ওই কাজটি করেছে। তার কী হয়েছে আমি জানি না। সে আমাকে একটি অদ্ভুত চিঠি পাঠিয়েছে... যা হোক টেপটি আমি নষ্ট করে ফেলেছি আর ওটি ছাড়া কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না। সে যেহেতু আমার এজেন্ট সেজন্য ওরা তার সঙ্গে কথাই বলবে না। আর আপনার বোন সম্পর্কে বলছি, আপনি সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা পেরনোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

'কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা পেরনোর তো কোন পরিকল্পনা আমার নেই।'

'অবশ্যই সেটা আপনাকে করতে হবে, তবে আপনার বোন যাতে নিরাপদ থাকেন সেটা আমিই দেখব।'

'কিন্তু আপনি তো ছদ্মবেশী নেকড়ের মতো। আপনি বহুরূপী। আপনাকে বিশ্বাস করি কীভাবে?'

'আমাকে বিশ্বাস করা ছাড়া আপনার যে গত্যন্তর নেই, পাস্তর। অন্যকোন কারণে না হলেও আপনার আত্মীয়দের বাঁচানোর জন্য আপনি ওখানে যাবেন। আমি কি ঠিক বলছি না?'

'হ্যাঁ। তাদের বাঁচানোর জন্য আমি যাব।'

'সুইজারল্যান্ডে আপনাকে কী করতে হবে সে-সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করছেন না কেন? ওখানে কোন গির্জা উড়িয়ে দেয়ার জন্য আপনাকে পাঠালে নিশ্চয়ই যাবেন না? তাই না?'

'আপনার যথেষ্টই বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। আমার দৌড় কদ্দুর সেটা জেনেই আপনি আমার কাজটি ঠিক করে রেখেছেন।'

'ঠিক তাই। জার্মানির জন্য কি আপনার দুঃখ হয়?'

'জার্মানদের জন্য আমি দুঃখিত।'

'চমৎকার। আপনার কি মনে হয় শান্তি, আশু শান্তিই জার্মানদের বাঁচার সেরা পথ?'

'আমি আপনার কথা শুনছি...'

'শান্তি আন্দোলনে যাদের সঙ্গে কাজ করেছেন এমন কোন বন্ধুকে কি এখন আপনি সুইজারল্যান্ডে খুঁজে পাবেন?'

'স্বৈরতন্ত্র শান্তিবাদীদের সাহায্য চাইছে?'

'না স্বৈরতন্ত্র শান্তিবাদীদের কোনই সাহায্য চায় না। যারা ঠান্ডামাথায় বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে পারে এবং যুদ্ধের প্রতিটি দিনের নতুন নতুন ধ্বংসের অসারতা বোঝে, তারাই ওদের সাহায্য চাইছে।'

'অর্থাৎ, হিটলার আলোচনায় বসছে?'

'হিটলার কখনই আলোচনায় বসবে না। কাজটা অন্যরাই করবে। কিন্তু আমরা মূল ব্যাপারটা ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছি। প্রথমত, যাদের সত্যিকার ওজন ও গুরুত্ব আছে সেইসব লোকদের সঙ্গে আপনি সুইজারল্যান্ডে দেখা করবেন এমন নিশ্চয়তা আমি পেতে চাই। পশ্চিমী জোটের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারে এমন লোক প্রয়োজন। এই ব্যাপারে কে সাহায্য করতে পারে?'

পান্তর কাঁধ ঝাঁকাল, 'সুইজারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিকে পছন্দ হয়?'

'না, এই ধরনের কাউকে আমরা খুঁজছি না। এগুলি সরকারী সূত্র। দুনিয়ায় সত্যিকার ওজনদার কোন যাজকের কথাই বলছি।'

'দুনিয়ায় সকল যাজকই ওজনদার,' বলল পান্তর। কিন্তু স্টির্‌লিৎসের মুখে বিরক্তি দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'ওখানে আমার অনেক বন্ধু আছে। কোন আশ্বাস দেয়া হয়ত আমার পক্ষে বোকামীর সামিল হবে, তবে উঁচু মহলের কারও কারও সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করা যাবে। যেমন, ব্রুনিংয়ের কথাই ধরা যাক... পশ্চিমে তাঁকে সকলেই সম্মান করে। কিন্তু আমি কার প্রতিনিধি সেটা তো বলতেই হবে।'

'কেন, জার্মানদের,' হঠাৎ করে স্টির্‌লিৎসের জবাব এল। 'কারা এই আলোচনায় বসতে চায় এটা জিজ্ঞেস করা হলে আপনি জানতে চাইবেন: পশ্চিমের ঠিক কোন কোন প্রতিনিধি এতে যোগ দেবে? কিন্তু এগুলি এমন লোকের মাধ্যমে করবেন যাদের নাম আমি আপনাকে দেব...'

'কার মাধ্যমে?' বিভ্রান্ত স্বরে পান্তর জিজ্ঞেস করল।

মুচকি হেসে স্টির্‌লিৎস বলে চলল, 'খুঁটিনাটি সম্পর্কে আমরা পরে আলাপ করব। নীতিগতভাবে আপনাকে রাজি করানোই এখন মূল সমস্যা।'

'কিন্তু আমার বোন ও তার সন্তানদের যে ফাঁসিতে ঝুলান হবে না তার নিশ্চয়তা কি?'

'আপনাকে আমি জেল থেকে ছাড়াতে পেরেছি?'

'পেরেছেন।'

'আপনি কি ভাবেন কাজটা খুবই সহজ ছিল?'

'না, মোটেই না।'

'একটা প্ররোচকের টেপে আপনি যেভাবে ফুয়েররকে সমালোচনা করেছেন সেটা দিয়ে আমি আপনাকে গ্যাসচেম্বারে পাঠাতে পারতাম আপনি তা জানেন?'

'অবশ্যই পারতেন।'

'এতেই আপনার উত্তর পাবেন। আপনার বোনের কোনই বিপদ ঘটবে না। অবশ্য এটা নির্ভর করবে যতক্ষণ জার্মানদের জন্য, অসহায় বৃদ্ধ ও শিশুদের জন্য ভাবিত একজন মানুষের কর্তব্যে আপনি অটল থাকবেন।'

'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

'আমি আপনাকে সাবধান করছি। অন্যথা ঘটলে আপনাকে, আপনার বোনকে বাঁচান আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'এসব কখন করা হবে?'

'প্রয়োজন হলেই।'

'কখন প্রয়োজন হবে?'

'শীঘ্রই। কেউ আমাদের আলাপ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলে...'

'টুঁ' শব্দটি করব না।'

'আপনাকে বিশ্বাস করতে ভরসা পাচ্ছি...'

'এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে কে বেশি ঝুঁকি নিচ্ছে?'

'আপনার কী মনে হয়?'

'বোধহয় আপনিই।'

'ঠিক বলেছেন।'

'জার্মানদের জন্য শান্তির ব্যাপারে আপনি কি সত্যিই আগ্রহী?'

'সত্যি।'

'মানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার ধারণাটি কি সম্প্রতিই আপনার মনে এসেছে?'

'কীভাবে বলব,' স্টির্‌লিৎস জবাব দিল। 'পাস্তর, আপনাকে পুরোপুরি সত্যকথা বলা এখন আমার পক্ষে খুবই কঠিন। আমার উত্তর যতটা সত্য হবে আমি আপনার কাছে সেই পরিমাণেই মিথ্যার ভাগী হব।'

'তৎপরতাটি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা আমার প্রয়োজন। দলিলপত্র চুরি করা, অন্ধকারে লোকজনদের উপর চড়াও হওয়ার মতো ক্ষমতা আমার নেই...'

'প্রথমত,' স্টির্‌লিৎস হেসে বলল, 'ওসব শিখতে বেশিদিন সময় লাগে না। আর দ্বিতীয়ত, লোকের উপর হামলা চালাতেও আপনাকে বলব না। হয়ত আপনার বন্ধুদের সাহায্যেটুকুই শুধু আমরা চাইব। তাদের বলবেন যে হিমলারে পশ্চিমের সঙ্গে আলোচনার আরও একটা 'চেষ্টা' চালানোর জন্য তার প্রতিনিধি — ওই লোক বা অন্য লোককে লাগিয়েছে — পরে ওর নাম আপনাকে বলব। আপনি তাদের বুঝাবেন যে হিমলারের ওই লোক বা অন্য লোক কোন সত্যিকার শান্তি চাইতে পারে না। ওরা প্ররোচক-গোয়েন্দা এবং এমন কি এস.এস-এর মধ্যেও ওদের কোন গুরুত্ব বা মর্যাদা নেই। তাদের বলবেন যে ওই ধরনের কারও সঙ্গে আলোচনা কেবল আহাম্মকীই নয়, হাস্যকরও।... তাদের ভালভাবে বোঝাবেন যে, এস.এস-এর

সঙ্গে, হিমলারের সঙ্গে আলোচনা একেবারেই অযৌক্তিক। তাদের বলবেন যে, আলোচনা হওয়া উচিত অন্যদের সঙ্গে আর আপনি তাদের ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী ও বুদ্ধিমান সব লোকের নাম বলবেন... তবে এসব ব্যাপার পরে আসবে। এনিয়ে অন্য সময় আমরা আলাপ করব...'

চলে যাওয়ার আগে স্টির্‌লিৎস প্লাস্তরকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ঝি ছাড়া এই বাড়িতে কি আর কেউ আছে?'

'সেও এখানে নেই। সে তার আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে দেশে গেছে।'

'চারদিকটা কি একবার ঘুরে দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই...'

স্টির্‌লিৎস উপরে গিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। ওখান থেকে ছোট্ট শহরের মাঝখানের পুরো রাস্তাটা ভালভাবেই নজরে আসছিল। ওখানে কাউকেই সে দেখতে পেল না।

চল্লিশ মিনিট পর সে 'মেক্সিকো' বারে এল। তার যে-লোকটিকে 'প্রতিশোধের অস্ত্র' সম্পর্কে যাবতীয় অথ্যাদি গোপন রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ওখানেই তার সঙ্গে সে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিল। স্টির্‌লিৎস গেস্টাপো-প্রধানকে খুশি করতে চেয়েছিল — কাল এই কথাবার্তা শুনে যাক! আলোচনার শরিক হবে একজন বুদ্ধিমান নাৎসি গোয়েন্দা ও একজন বুদ্ধিমান নাৎসি বিজ্ঞানী: পরমাণুবিদ রুঙে গেস্টাপোর হাতে গ্রেপ্তার হওয়র পর স্টির্‌লিৎসকে নিজের সুখ্যাতি অটুট রাখার জন্য মাঝে মাঝে চেষ্টা চালাতে হত এবং তা মোটেই হেলাফেলার সঙ্গে নয়, নিখুঁতভাবে, যথাযথভাবে।

'সুপ্রভাত, ফ্রাউ কীন... কেমন আছেন? বাচ্চাটি?'

'ধন্যবাদ, স্যর। মনে হচ্ছে সবই ভাল।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! বেচারী সব সোনামণিরা... তাদের জন্য কী কঠিন সময়ই না পড়েছে... দুনিয়াটা কী ভয়ানক জায়গাই না হয়েছে... কিন্তু আপনার জন্য কিছু খবর আছে...'

'ভাল খবর?'

'আজকাল খবর মাত্রেই খারাপ খবর। তবে আপনার ব্যাপারে বলতে পারি, ওটি খারাপের চেয়ে ভালই বেশি।'

'ধন্যবাদ,' ক্যাথি জবাব দিল। 'আপনার দয়া আমি কোনদিন ভুলব না।'

'দয়া করে বলুন তো আপনার মাথার অবস্থা এখন কেমন?'

'অনেকটা ভাল। সেই মাথা ঘুরানোর ভাবটা প্রায় নেই, আর বমির ভাবটাও চলে গেছে।'

'ওগুলি মাথায় আঘাত লাগার লক্ষণ।'

'তাই। মাথার লোমের জন্যই বেঁচে গেছি... ওগুলিই লোহার টুকরোর আঘাত সামলেছে...'

'লোম বলছেন কেন? আপনার তো চমৎকার চুল! আপনাকে প্রথম দেখেই ওটি আমার চোখে পড়েছিল। আপনি কি কোন বিশেষ শাম্পু ব্যবহার করেন?'

'হ্যাঁ। আমার খুড়োশ্বশুর সুইডেন থেকে আমাদের জন্য ইরানী মেহেদি ও আমেরিকান শাম্পু পাঠান।'

গতরাতে ক্যাথি সবই বুঝেছে। 'বীমা কোম্পানির লোকটি' তাকে যেসব প্রশ্ন করেছিল সেগুলি নিয়ে সে ভাবছিল। তার গল্পের একেবারে বিচ্ছিন্ন দিকটি নিয়েই আক্রমণের মোকাবিলা করবে বলে সে ঠিক করল। স্টকহোল্‌মের খুড়োর ব্যাপারটি খুবই নির্ভরযোগ্য এবং তা ইতিমধ্যেই পরখ করা হয়েছে। স্যুটকেসের ব্যাপারে নানা যুতসই ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর কথাও সে ভেবেছে। কাজটা যে সবচেয়ে কঠিন হবে সেটা সে জানত। স্যুটকেসের ব্যাপারটা লোকটির কাছে কতটা বিশ্বাসযোগ্য করতে পারবে সেটা ভাবতে গিয়েই সে কপালে প্রচণ্ড ব্যথা বোধ করে। সে স্থির করল কথাটা উঠলে অসুস্থতার অজুহাতে আজ তা এড়িয়ে যাবে। 'বীমা দালালের' খোঁজাখুঁজির ধরনটি লক্ষ করার কথা ক্যাথির মনে এল। এখানে সুইডেনের খুড়োর কাহিনীটি খুবই সোজা ব্যাপার। ওটা নিয়েই তাহলে দুজনের মধ্যে পরীক্ষা চলুক। আসল সমস্যা হল প্রথম কথাবার্তা শুরু করা...

'আচ্ছা, আমি আপনাদের ওই খুড়োমশায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম... স্টকহোল্‌মে তাঁর কি টেলিফোন আছে?'

'সত্যি বলতে কী, আমি জানি না। আমার স্বামী কখনই তাঁকে ফোন করত না।'

এরউইন যে বেঁচে নাই এটা তখনো সে বিশ্বাস করতে পারত না। এটা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। প্রথম হিস্টিরিয়াগ্রস্ত প্রলাপের পর তার হতাশ ফুঁপান শুরু হলে জনৈকা বুড়ি ওয়ার্ড-মেইড তাকে বলেছিল,

'শুনো মেয়ে... আমার ছেলের ব্যাপারেও এটি হয়েছিল। ওরা ভেবেছিল সে মারা গেছে। কিন্তু আসলে ও তো শুয়ে ছিল সামরিক হাসপাতালে। এখন সে একপায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তবে সে বাড়ি আছে সেটাই বড় কথা। তাকে আর যুদ্ধে টানতে পারবে না। সে বেঁচে থাকবে...'

এরউইনের খোঁজে সরাসরি স্টির্‌লিংসকে চিঠি লেখার জন্য ক্যাথি অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এটা অসম্ভব আর তা সে বুঝতে পেরেছিল। এটাও সে বুঝতে পেরেছিল যে এক সময় অবশ্যই তাকে স্টির্‌লিংসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সেজন্য ক্যাথি সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির কথা ভাবে নি, বরং সে স্টির্‌লিংসের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথাই ভেবেছে।

'ডাক্তার আপনাকে উঠে দাঁড়াতে দিলেই আপনি আপনার খুড়োশ্বশুরকে টেলিফোন করুন,' লোকটি বলে চলল। 'আমার কোম্পানি এতে আপনাকে সাহায্য করবে। জানেন তো সুইডেনের লোকরা নিরপেক্ষ আর টাকার কুমির সব। আপনাকে সাহায্য করা ওর উচিত। তাকে টেলিফোনে আপনার বাচ্চার কান্না শোনান, দেখবেন ওর মন গলবে। যাকগে, পরের কথায় আসা যাক... আপনার বীমার পুরো হিসাবপত্র শেষ করার আগেই যাতে প্রথম কিস্তিটি কয়েক দিনের মধ্যেই পান সে ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি। কিন্তু, সাক্ষী হিসাবে আপনাকে দুজন জামানতকারীর নাম বলতে হবে।'

'কী?'

'দুজন সাক্ষী... আমাকে মাপ করবেন। আমি তো কেবল কোম্পানির প্রতিনিধি মাত্র। সঠিক কাজ আমাকে করতে হবে। কে কে আপনার সাক্ষী হবে? দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'কিন্তু কে আপনাদের এমন গ্যারাণ্টি দিতে পারে?'

'নিশ্চয়ই আপনার কিছু বন্ধুবান্ধব আছে?'

'ওই ধরনের কেউ? না, মনে হয় না'

'যাকগে, তবে আপনার পরিচিত লোকজন নিশ্চয়ই কেউ আছে? পরিচিত হলেই চলবে, কেবল বলবে যে তারা আপনার স্বামীকে চিনত...'

'চিনে,' ক্যাথি শুধরে দিল।

'উনি কি বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'উনি কোথায়? উনি কী এখানে এসেছিলেন?'

ক্যাথি মাথা নেড়ে বলল, 'না। নিশ্চয়ই কোন হাসপাতালে আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে মরে নি।'

'আমি তাঁকে খুঁজেছি।'

'সবক'টি হাসপাতালে?'

'হ্যাঁ।'

'সামরিক হাসপাতালগুলিতেও?'

'আপনার স্বামী সামরিক হাসপাতালে গিয়েছেন সেটা কেন ভাবছেন?'

'সে যুদ্ধ-পঙ্গু মানুষ, একজন প্রাক্তন অফিসর... বোমা পড়ার পর সে জ্ঞান হারায়। তাকে হয়ত কোন সামরিক হাসপাতালেই নেওয়া হয়েছে...'

'আপনাকে এখন এতটা বিব্রত করা আমার পক্ষে উচিত হবে না,' লোকটি মুচকি হেসে বলল। 'আপনার কাণ্ডজ্ঞান আছে আর মনে হচ্ছে অবস্থা ভালর দিকেই যাচ্ছে। শীঘ্রই দুপায়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবেন। চিরদিনের মতো এখনো তাজা বাতাসেই সেরা ওষুধ। এখনকার মতো আপনার স্বামীর দু' একজন বন্ধুর নাম দিন, যাদের কালই আমি সাক্ষী হিসাবে ডেকে এনে ব্যাপারটা ফয়সালা করতে পারি।'

ক্যাথি আরেকবার পরিচিত সেই ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনতে পেল। 'বীমা দালালের' প্রত্যেকটি প্রশ্নের ফলে তার অবস্থা ক্রমেই খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। ভোঁ ভোঁ লোহার নয়, সে হাতুড়ির ভোঁতা শব্দ শুনতে পেল। তবে ক্যাথি বুঝতে পেরেছিল, সবগুলি নির্দিষ্ট প্রশ্ন এড়ানোর পর এখনো যদি কিছু একটা না বলে তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে— সে গোড়াতেই হাল ছেড়ে দিয়েছে। সে তার রাস্তার ধারের বাড়িগুলির কথা, বিশেষভাবে যেগুলি বোমায় ধসে গেছে সেগুলির কথা ভাবতে চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎ মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি গজাল। নুশ্‌ নামে এক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলের কথা তার মনে পড়ল। ওর রেডিওগ্রাম এরউইন মেরামত করে দিত। ওর কথা লোকটিকে বলা যায়।

'ফ্রিৎস নুশ্‌ নামের একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলের কাছে আপনি যেতে পারেন। উনি থাকেন রান্‌সডর্ফে, হ্রদের কাছে। বহু বছর থেকেই উনি আমার স্বামীকে চিনেন। কেবল ঈশ্বরের দোহাই তিনি যেন এখনো আমাদের বন্ধু থাকেন।'

'ফ্রিৎস নুশ্‌,' ছোট নোটবইতে নাম লিখতে লিখতে লোকটি পুনরাবৃত্তি করল। 'রান্‌সডর্ফে। রাস্তাটার নাম মনে আছে?'

'না, মনে নেই।'

'স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জেনারেলের ঠিকানা পাওয়া কঠিন...'

'কিন্তু তিনি খুবই বুড়ো মানুষ... তাঁর যুদ্ধের ব্যাপার বহুকাল আগেই চুকে গেছে। এখন বয়সও আশি পেরিয়েছে।'

'মানসিক দিক থেকে তিনি নিশ্চয়ই এখনো সুস্থ আছেন, আশা করি?'

'কী?'

'ঠিক আছে। আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম যে তাঁর স্মরণশক্তি হয়ত অটুট নেই... খুশিমতো কাজ করতে পারলে আমি সত্তর বছরের বেশি বয়সীদের কাজ থেকে জোর করে ছাড়িয়ে এনে বুড়োদের বিশেষ আশ্রমে পাঠাতাম। বুড়োরাই তো দুনিয়ার যত গণ্ডগোলের গুরু।'

'এসব আপনি কী বলছেন, স্যর... জেনারেল মানুষটি খুবই দয়ালু...'

'চমৎকার। আর কে?'

'ফ্রাউ কর্ন-য়ের কথা কি বলব,' ক্যাথি ভাবল। 'এতে হয়ত ঝুঁকি আছে। অবশ্য আমরা সেখানে বিশ্রাম করতে যেতাম। কিন্তু আমাদের স্যুটকেসটির ফোটো দেখালে নিশ্চয়ই সে ওটা সনাক্ত করতে পারবে। তবে সে খুব ভাল সাক্ষী হত: তার স্বামী এস.এস মেজর...'

'ফ্রাউ আইকেলব্রেনারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তিনি পটস্‌ডামের 'আন্ডার মুলে' রাস্তায় নিজের বাড়িতে থাকেন।'

'ধন্যবাদ। এগুলি নিয়েই অন্তত কাজটা শুরু করতে পারব আশা করি। ফ্রাউ কীন, যাতে ওদের সাক্ষ্য আদায় করতে পারি সেই চেষ্টাই করব। আর, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আপনাদের বাড়ির মালিক স্যুটকেসগুলির মধ্যে দুটি আপনাদের বলে সনাক্ত করেছেন। বোমায় ওগুলির কোনই ক্ষতি হয় নি। কাল সকালে আমি তাঁকে নিয়ে আসব আর তাঁর ও ডাক্তারের সামনে আমরা ওগুলি খুলব। এ থেকে এখনই আপনার কাজে লাগবে না এমন কিছু জিনিস হয়ত আপনি বাছতে পারবেন আর আমি ওগুলি বদলে আপনার ওই নাদুস বাচ্চাটির জন্য খানিকটা কাপড়চোপড় যোগাড় করব।'

'আসলে এজন্যই সে এসেছিল,' ক্যাথি ভাবল। 'ওর ধারণা আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমি আজ যোগাযোগের চেষ্টা করব।'

'অশেষ ধন্যবাদ,' শেষে ক্যাথি বলল। 'এই দয়ার জন্য ঈশ্বর আপনার ভাল করবেন। ভাল কাজ কখনই বিফল হয় না।'

'আপনি কি ক্যাথলিক?'

'না, আমাদের পরিবার প্রটেস্‌টাণ্ট।'

'আর আমি হলাম ক্যাথলিক... অবশ্য এটা এমন কোন ব্যাপার নয়।

আসল কথা হল প্রত্যেকের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকা দরকার... এবার শেষ ব্যাপারটি... এখনই কিশতির টাকার খানিকটা দেয়ার জন্য এই দরখাস্তে একটা সই দিন। ওখানে লিখুন। ধন্যবাদ। আশা করি শীঘ্রই পুরোপুরি সেরে উঠবেন। আপনার শ্রীমানকে আমার হয়ে একটি বাড়তি চুমু দেবেন।'

ওয়ার্ড থেকে বেরিয়েই 'বীমা দালাল' ডাক্তারের অফিসে ওয়ার্ড-মেইডকে ডেকে বলল: 'যখনই সে কাউকে ফোন করতে বা কোন চিঠি পাঠাতে বলবে তখনই আমাকে টেলিফোন করবেন — বাড়িতে, কাজের জায়গায় — যেখানেই আমি থাকি। যেখানে এবং যখন খুশি। যেকোন সময়।' সে পুনরুক্তি করল। 'আর যদি কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে তাহলে এই নম্বরে ফোন করবেন,' ওর হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে বলল। 'ওরা মাত্র তিন মিনিটের দূরত্বে আছে। যেকোন অজুহাতে আগন্তুকটিকে হাসপাতালের মধ্যে অবশ্যই আটকে রাখবেন। যেভাবে পারেন।'

অফিস থেকে বেরনোর সময় স্টির্‌লিৎস এরউইনের স্যুটকেসটি দেখতে পেল। বারান্দা দিয়ে ওটি নেওয়া হচ্ছিল। হাজারো জিনিসের মধ্যেও ওটি সে চিনতে পারত: বেতারযন্ত্রের বাক্স।

হাসিখুশি দুটি লোক কথা বলতে বলতে স্টুর্মবানফুয়েরের রল্‌ফের অফিসে ওটি বয়ে নিয়ে চলছিল। আনমনে, ধীরেসুস্থে স্টির্‌লিৎস তাদের পেছনে চলল। কিছুদূর যেতেই স্টির্‌লিৎস তখনই রল্‌ফের অফিসে যাবে না খানিক অপেক্ষা করবে এনিয়ে কিছুটা ইতস্তত করল। সে এক চাপা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে যথাকর্তব্য শেষপর্যন্ত ভেবে বের করার আগেই স্টির্‌লিৎস সহজাত প্রবৃত্তির তাড়ায় অন্ধভাবে তর্জনীর গাঁট দিয়ে দরজায় জোরে টোকা দিল এবং অনুমতির তোয়াক্কা না করে সরাসরি ঘরে ঢুকে গেল।

'সবকিছু সরানোর ব্যবস্থা চলছে নাকি?' সে জিজ্ঞেস করল। প্রশ্নটি আগ থেকে সে ভেবে রাখে নি। ওটি এমনিই এসে গেছে আর এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা মাথা ঘামালেও এর চেয়ে ভাল কিছু সে খুঁজে পেত না।

'না,' রল্‌ফ জবাব দিল। 'এটি বেতার-ট্রান্সমিটার।'

'ওহ্... এগুলি কি তোমার সখের জিনিস? এর মালিকটি কোথায়?'

'আমরা কেবল ওর স্ত্রীকেই পেয়েছি। যতদূর জানা গেছে এর মালিক

মারা যায়। ওর বউ এখন হাসপাতালের অন্তরণ বিভাগে তার কচি বাচ্চাটি নিয়ে আছে।'

'বাচ্চাটি নিয়ে?'

'হ্যাঁ। আর মাগীটিরও মাথা ধামসানে গেছে।'

'ওই দুর্গুণ মেয়েলোকটিকে নিয়ে তুমি কী করবে ভাবছ? এই অবস্থায় থাকলে ওর কাছ থেকে তেমন কোন ফায়দা আদায় করতে পারবে না।'

'ঠিক উল্টো। আমার মনে হয় ওর এখনকার অবস্থাই ফায়দা আদায়ের জন্য সবচেয়ে ভাল। আজেবাজে খেলায় সময় নষ্ট করার কোনই অর্থ হয় না। আর সবচেয়ে খারাপ হল এখানকার এক আহাম্মক ওকে কতকগুলি স্যুটকেসের সঙ্গে ওটির ফোটোও দেখিয়েছে। ছবির কোন জিনিস চিনতে পারে কি না সেটাই ওকে সে জিজ্ঞেস করেছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মাগী পালাতে পারে নি: বাচ্চাটিও ওই হাসপাতালেই আছে আর বাচ্চাদের ওয়ার্ডে কাউকেই যেতে দেয়া হচ্ছে না। আমি নিশ্চিত যে বাচ্চাকে রেখে ও পালাবে না... অবশ্য জানা মুশকিল... আমি ওকে আজ এখানে নিয়ে আসব ভাবছি।'

'চমৎকার,' স্টির্‌লিৎস স্বীকার করল। 'কাউকে কি ওর উপর নজর রাখতে লাগিয়েছ? ও যাতে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে সেটা আমাদের দেখতেই হবে...'

'রেখেছি। ওখানকার এক ওয়ার্ড-মেইডকে সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে বলা হয়েছে। হাসপাতালের দারোয়ানের জায়গায় আমাদের একটি লোক বসিয়েছি।'

'তাহলে ওকে এখানে এনে আর কী হবে? হয়ত এতে পুরো খেলাটাই ভেস্তে যাবে। শেষপর্যন্ত সে নিশ্চয়ই কারও সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করত।'

'আমি নিজেই কিছুটা উভয়সংকটে আছি। আমি ভয় পাচ্ছি, ওর মাথা শেষে ঠিক হয়ে না যায়। ওই রুশীদের তো আপনি জানেন — হতবুদ্ধি, দুর্বল অবস্থায়ই কেবল ওদের কাবু করা যায়...'

'কীভাবে জানলে ও রুশী?'

'এ থেকেই তো পুরো ব্যাপারটার শুরু। প্রসবের সময় সে রুশীতে চেঁচিয়েছিল।'

'ও এখন কোন হাসপাতালে?'

''শারিটে'তে। তাই ওকে এখানে আনা মাত্র দশ মিনিটের কাজ।'

স্টির্‌লিৎস কাঁধ আঁটো করে দরজায় পেঁৗছে বলল, 'ওকে এখানে

নিয়ে এস, বেশিক্ষণ আটকে রেখো না... তবে হতে পারে এতেও পুরো খেলাটাই তুমি নষ্ট করে ফেলবে... সে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে আমাদের জন্য সত্যিকার উত্তেজনার কিছু খোরাক জুটত। তোমার কি মনে হয় না তাদের লোকেজন ওর জন্য সবগুলি হাসপাতালই খুঁজবে?'

'সম্ভাবনাটা এখনো আমরা পুরোপুরি ভেবে দেখি নি।'

'তোমাকে একটা কথা বলি... আজই শুরু করতে পার, তেমন কিছু তো দেরি হয় নি। আচ্ছা গেলাম, শুভেচ্ছা।' তারপর দরজায় পেঁাছে স্টির্লিংস ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেসটা দারুণ, দারুণই বটে। তবে আসল ব্যাপার কী জান? মিছামিছি তাড়াহুড়া না করা। আর বলছি, কর্তাদের কিছু বলবে না, তারা কেসটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য অযথা উতলা হয়ে উঠবে।'

দরজা খুলে বাইরে পা দেবার মুখে স্টির্লিংস কপাল টিপে ধরে হেসে বলল, 'আমার স্মরণশক্তির বারোটা বেজে গেছে... আসলে আমি এসেছিলাম ঘুমের বড়ির জন্য। সবাই বলে তোমার কাছে নাকি সুইডেনের চমৎকার জিনিস রয়েছে।'

শেষের কথাগুলিই কাজে লাগবে, স্টির্লিংস আপন মনে ভাবল। আলাপ শুরু করার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ভালভাবে শেষ করাটাই আসল কাজ। সে মনে মনে বলল: 'এখন যদি কেউ রল্ফকে জিজ্ঞেস করে কে এবং কী জন্য তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তাহলে নিশ্চয়ই ও বলবে স্টির্লিংস সুইডেনের ঘুমের বড়ি নিতে এসেছিল।' ওখানকার বাসিন্দা তার এক ওষুধবেপারী খুড়োর দৌলতে রল্ফ বিভাগের অর্ধেক লোককেই এই বড়ি যোগায়।

রল্ফের সঙ্গে আলাপের পর স্টির্লিংসকে শেলেনবার্গের অফিসে ক্ষেপে যাওয়ার অভিনয় করতে হল। সে শুরু করল, 'ব্রিগাডেনফুরেরর, অসুস্থতাজনিত ছুটির জন্য আবেদন ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। আমি অসুস্থও বটে। আমাকে দশ দিনের জন্য স্বাস্থ্যনিবাসে যাওয়ার অনুমতি দিন, অন্যথা খরচের খাতায়...'

রাজনৈতিক গোয়েন্দাবিভাগের কর্তাকে এই কথা বলে স্টির্লিংস ফ্যাকাসে, নীল-ফ্যাকাসে হয়ে উঠছিল। এবং এটি কেবল ক্যাথির ভাগ্যের জন্য, অর্থাৎ নিজের দোদুল্যমান ভাগ্যের জন্য নয়। ওর ভাগ্যে কী আছে স্টির্লিংস জানত: চার ঘণ্টার মতো জেরা, বাচ্চাটির মাথার পেছনে পিস্তলের নল লাগিয়ে চোখের সামনে ওকে গুলি করার হুমকির মুখে

প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহের মহড়া। এটি মুলার খুড়োর পুরনো, পরিচিত কৌশল। আজ পর্যন্ত কোন শিশুকে গুলি করতে হয় নি... অবশ্য কোন দয়ামায়ার জন্য নয়। বলতে গেলে, মুল্যারের লোকজন এর চেয়েও ভয়ংকর অনেক কৌশল উদ্ভাবন করতে জানে। বাচ্চাকে গুলি করলে যে মা পাগল হয়ে যাবে এবং ওকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না, সেটা তারা ভালই জানে। তবে এই ধরনের ভয়-দেখান কখনই বিফল হয় নি।

ক্যাথি তার নাম বলে দিলে তাকে যে-অত্যাচার সইতে হবে সেই ভয়েও স্টির্‌লিৎস নীল-ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে নি। ঘটনাটি ছিল এর চেয়েও সরল: এই রাগ ছিল অভিনয়ের অংশ আর শরীরের উপর তার মনের এমন নিখুঁত ও সম্পূর্ণ দখল ছিল যে এর শেষফল হিসাবে তার মধ্যে সেরা অভিনেতাদের সাধ্যায়ত্ত এক পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছিল। একজন সেরা গোয়েন্দার মধ্যে যথাসময়ে অভিনেতা বা লেখকের কিছু গুণ ফুটে উঠা খুবই স্বাভাবিক বৈকি। তবে পার্থক্য হল এইটুকু যে খারাপ অভিনয় বা অযৌক্তিক লেখার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের ভাগ্যে পচা ডিম বা কঠোর সমালোচনার চেয়ে মারাত্মক কিছু ঘটে না। কিন্তু একজন গোয়েন্দার পক্ষে ভুলের মাসুল হল মৃত্যু।

'কী হয়েছে?' শেলেনবার্গ জিজ্ঞেস করল। 'কী ভাবছেন?'

'ব্রিগাডেনফুয়েরর, যতটা দেখতে পাচ্ছি, মুলার আমাদের বোকা বানাচ্ছে। গতকাল সে কী বিশ্রী কাণ্ডই না করল। ফ্রিডরিখস্ট্রাসের উপর তার ফেউরা আমার পিছু নিল। আর আজ সে আরেক কদম এগিয়ে গেছে: তারা বেতার সহ এক রুশী মেয়েলোক খুঁজে পেয়েছে। গত আটমাস থেকে আমি ওই বেতারটি খুঁজে মরছি, আর শেষে কিনা কেসটি গেল রলফের টেবিলে। অথচ বেতার সঙ্কেত সম্পর্কে ওর জ্ঞান সমকামত্ব সম্পর্কে আমার জ্ঞানের চেয়ে কানাকড়িও বেশি নয়!'

শেলেনবার্গ টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল।

'আপনি বরং চেপে যান,' স্টির্‌লিৎস বলল। 'এতে কোন কাজ হবে না। শুধু গোয়েন্দা ও প্রতিগোয়েন্দা বিভাগের মধ্যে আরও একটি খুনসুটি বাড়বে। ওদের রেহাই দিন। আপনাকে কেবল অনুরোধ করছি: ওই রুশী মেয়েটিকে আমাদের বিভাগে আনার বন্দোবস্ত করুন, অন্তত ওর প্রথম জেরাটি আমি শেষ করতে চাই। হয়ত আমি নিজেকেই তোষামোদ করছি। কিন্তু এই কাজটা তো আমি অবশ্যই রল্‌ফের চেয়ে ভাল করব। তারপর

না হয় সে তার ভাগ্য পরীক্ষা করুক। এখানে আমার মানসম্মানের চেয়ে ব্যাপারটার ফয়সালাই তো বড়কথা।'

'আপনি যেতে পারেন,' শেলেনবার্গ উত্তর দিল। 'কিন্তু যাই হোক আমি রাইখস্ ফুয়েররকে ফোন করবই।'

'তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করাই তো ভাল,' স্টির্ লিৎস মন্তব্য করল। 'এই সব গোলমাল আমার অপছন্দ।'

'আপনি যান,' শেলেনবার্গ আবার বলল, 'আর নিজের কাজে মন দিন। তারপর আমরা পাস্তরের ব্যাপার নিয়ে আলাপ করতে বসব। কাল কিংবা পরশু ওকে আমাদের দরকার হবে।'

'দুটো কাজ একসঙ্গে করা আমার স্বভাব নয়...'

'পারেন, আপনি পারেন। একজন গোয়েন্দা হয় সরাসরি পোষ মানে, নয় কখনোই মানে না। দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া মুলারের ডালকুত্তারা তাদের বিশেষ কারিকুরি শুরু করলেই সে সঙ্গে সঙ্গে বাগে এসে যায়, একেবারে গোড়াতেই সবকিছু খোলসা হয়ে ওঠে। ওই মেয়েটি মুখ খুলতে না চাইলে ওকে মুলারের কাছে পাঠিয়ে দিন। ওরাই ওকে নিয়ে মাথা ঘামাক। তবে সে যদি পোষ মানে তবে অবশ্যই সেটা হবে বাভারিয়ার লোকটির চোখে পড়ার মতো আমাদের জন্য একটা দাঁও।'

বিরক্তির সময় গেস্টাপোর বড়কর্তা সম্পর্কে শেলেনবার্গ এই নামই ব্যবহার করত। মুলার ছিল তার কাছে ঘৃণ্যতম লোক।

হাসপাতালের অভ্যর্থনা বিভাগে স্টির্ লিৎস তার এস.এস পরিচয়পত্র দেখালে ওরা তাকে ক্যাথির ওয়ার্ডের পথ দেখিয়ে দিল। ওকে দেখামাত্র বিস্ময়ে ক্যাথির চোখ বিস্ফারিত হল, অশ্রুর ঢল নামল। সে ওর দিকে যান্ত্রিকভাবে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল। ঘরে টেপরেকর্ডের থাকায় সম্ভাবনা আঁচ করে ক্যাথি একটিও কথা বলার আগেই স্টির্ লিৎস কড়া গলায় হুকুম দিল, 'ফ্রাউ কীন, আপনার জিনিসপত্র গোছান। খেলা শেষ। হেরে গেলে কীভাবে অবস্থার মোকাবিলা করতে হয় সেটা একজন গোয়েন্দার জানা উচিত। জানি, আপনি সবই অস্বীকার করবেন, তবে তা খুবই হাস্যকর হবে। আপনার সাংকেতিক সংবাদের চল্লিশটিই ধরা পড়েছে। এখনই আপনার কাপড়গুলি ফেরত আসছে। তারপর আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমাদের হয়ে কাজ করলে আপনি ও আপনার ছেলেটির ভয়ের

কোন কারণ থাকবে না। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আর গোঁয়ার্তুমি করলে কী ঘটবে আমি জানি না...'

ক্যাথির স্যুট, কোট ও জুতা না আসা পর্যন্ত স্টির্‌লিংস অপেক্ষা করল। ইতিমধ্যে ক্যাথি নিজের ভূমিকার ধরনটি আঁচ করতে পেরে বলল, 'পোশাক বদলানোর সময় আশা করি আপনি একটু বাইরে দাঁড়াবেন?'

'না, আমি এখানেই থাকব, তবে পেছন ফিরে। আমি অবস্থাটা ব্যাখ্যা করব আর আপনি উত্তরগুলি নিয়ে ভাববেন।'

'আমি কিছুই বলব না,' ক্যাথি বলল। 'বলার মতো কিছু আমার নেই। কী ঘটেছে আমি বুঝতে পারছি না। আর আমি এখনো খুব দুর্বল। ভাবছি, ভুল বোঝাবুঝি শীঘ্রই শেষ হবে... আমার স্বামী একজন অফিসর, যুদ্ধে পঙ্গু...'

এক অদ্ভুত আনন্দের অনুভূতি ক্যাথিকে আচ্ছন্ন করল। শেষপর্যন্ত সে একজন বন্ধুর দেখা পেয়েছে। সে এখন নিশ্চিত যে সামনে যতই বাধাবন্ধ থাকুক পুরোপুরি অন্তরীণ থাকার সেই মারাত্মক অবস্থা এবার শেষ হয়েছে...

'বাজে কথা ছাড়ুন,' স্টির্‌লিংস জবাব দিল। 'আপনার বেতারযন্ত্রটি এখন আমাদের হাতে। আপনার অনেকগুলি বেতারসঙ্কেতও আমরা ধরে ফেলেছি। এগুলির অর্থ বের করা হয়েছে। এটাই প্রমাণ। এটা আপনি উড়িয়ে দিতে পারেন না। আপনাকে শুধু একটি ব্যাপারেই রাজি হতে হবে — আমাদের হয়ে কাজ করবেন। আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি,' বলে সে ফিরে দাঁড়াল, নিজের চোখ ও ফ্যাকাসে মুখ দিয়ে সে তাকে আসন্ন ঘটনার গুরুত্ব বুঝাতে চাইল যাতে সে এতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়, 'আমাদের প্রস্তাবে রাজি হতে আর, প্রথমত, যাকিছু জানেন তা বলতে, এমন কি সামান্য কিছু জানলেও এবং দ্বিতীয়ত, আগামী দু'-তিন দিনের মধ্যে, কোন গড়িমসি না করে, কাজ শুরু করতে...'

গাড়িতে যে ওর সঙ্গে কথা বলা যাবে না সেটা স্টির্‌লিংস বুঝতে পেরেছিল: গতকাল তার পিছু পিছু একটি গাড়ি চলছিল। মুল্যার এটাকে আপাতিক ঘটনা বললেও গাড়িতে টেপরেকর্ডার জুড়ে দেয়ার সম্ভাবনা আছে। কেন্দ্রীয় দফ্‌তরে যাওয়ার পথেও যাবতীয় কথাবার্তা রেকর্ড করা হতে পারে। অর্থাৎ ফেরার পথে হাসপাতালের বারান্দাটাকেই তাদের সদ্ব্যবহার করতে হবে। অন্তত মূল কথাবার্তাগুলি ওখানেই শেষ হবে। অবশ্য ওয়ার্ডে তার কথা শোনার পর ক্যাথিকে পরিস্থিতির গুরুত্ব

বুঝতে হবে। আর মাত্র দু'মিনিট সময় তার হাতে — ওয়ার্ডে আসার সময় ওটা সে হিসেব করেছে।

ওয়ার্ড-মেইড বাচ্চাটিকে নিয়ে এসে বলল, 'ও তৈরি, আমি ওকে গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।

'দরকার নেই,' স্টির্‌লিংস বলল, 'এই যথেষ্ট। ফ্রাউ কীন নিজেই ওকে নেবেন। দেখুন, যাবার পথে বারান্দায় যেন কোন রোগী চলাফেরা না করে।'

মেয়েটি চলে গেল। ক্যাথি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাতে সামনে চলতে থাকে সেজন্য স্টির্‌লিংস দরজা খুলে সরে দাঁড়াল। চলার সময় বাচ্চাকে ধরতে সাহায্য করার জন্য ওর কনুইয়ের নিচে হাত রাখতেই সে বুঝতে পারল ক্যাথির হাত কীভাবে কাঁপছে। সে বাচ্চাটাকে নিজের কোলে নিল। 'ক্যাথি শুন,' সিগারেট মুখে রেখেই সে বলল। 'ওরা সবকিছু জানে।'

'সিগারেটটা ফেল, বাচ্চাটার চোখে ধুঁয়া লাগবে,' ক্যাথি বলল।

'সেটা সম্ভব নয়,' সে জবাব দিল। 'আমার এক মিনিট মাত্র সময় আছে। এই মুহূর্তে ওটা তেমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়। মন দিয়ে শুন। আমাদের লোকজনদের কাছে কিছু খবর পাঠানোর জন্য ওরা তোমাকে বলবে। ওদের সঙ্গে দরকষাকষি কর, গ্যারাণ্টি চাইবে, যাতে বাচ্চাটাকে তোমার কাছে রাখে সেজন্য জেদ ধরবে... তারা আমাদের পুরো আলাপটাই রেকর্ড করতে পারে। সেজন্য আমার অফিসে তোমার অভিনয়টা নিখুঁত করার চেষ্টা করবে। তুমি সাঙ্কেতিক বার্তার কিছুই জান না আর বেতারসঙ্কেতগুলির অর্থও ওরা বের করতে পারে নি। এরউইনই কেবল এগুলির অর্থ বুঝত। তুমি শুধু যন্ত্রটা চালাতে। বাকিটা আমি নিজে করব। বলবে এরউইন প্রধানের সঙ্গে কাণ্টস্ট্রাসের আশেপাশে ও রান্‌সডর্ফে দেখা করত। ওরা কারা তুমি জান না। ওদের বল যে বৈদেশিক দফ্‌তর থেকে একজন এরউইনের সঙ্গে দেখা করতে আসত। গাড়িতে ওর ফোটো দেখাব। এই যথেষ্ট। বুঝলে?'

বৈদেশিক দফ্‌তরের লোকটির নাম হাইনৎস কর্‌নার। দফ্‌তরের পূর্ব বিভাগের জনৈক উপদেষ্টা। এক সপ্তাহ আগে মোটর দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে। এতে ওরা বিভ্রান্ত হবে। এজন্য গেস্টাপোর লোকগুলি পনেরো না হলেও অন্তত দশটা দিন অযথা খোয়াবে। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে এতে প্রত্যেকটি দিনই যথেষ্ট মূল্যবান...

পাঁচ ঘণ্টা পর রল্‌ফ মুলারকে জানাল যে রুশী বেতার-অপারেটরটি 'শারিটে' হাসপাতাল থেকে উধাও হয়েছে। খবরটি শুনে মুলার হয়ে হয়ে

উঠল। আর দু'ঘণ্টা পর শেলেনবার্গ তাকে ফোনে বলল, 'শুভসন্ধ্যা প্রিয়বন্ধু... স্টির্‌লিৎস আমাদের জন্য একটি চমৎকার ঘটনা ঘটিয়েছে। সে ওই রুশী বেতার-অপারেটরকে আমাদের দলে টেনেছে, আমাদের জন্য কাজ করতে ও রাজি হয়েছে। এরই মধ্যে রাইখস্‌ফুয়েরর তাকে সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।'

বেতারসঙ্কেতগুলির যে অর্থোদ্ধার করা যায় নি সেটা স্টির্‌লিৎস জানত। বস্তুত এটা অসম্ভব ছিল। সঙ্কেতগুলি ছিল তার নিজস্ব উদ্ভাবন আর গেস্টাপোর সেটা জানার কোন উপায় ছিল না। 'কেন্দ্র' থেকে পাঠান বেতারবার্তাগুলির সূত্রও অপারেটরের জানার কথা নয়। এটি কেবল সঙ্কেত-বিশেষজ্ঞ জানতে পারে। আর যেহেতু এখন ধসে পড়া বাড়ির নিচে সে লাস হয়ে আছে, তাই ওর মুখ খুলানোরও কোন উপায় ছিল না।

শেলেনবার্গের অফিসে বসে মুলারের সঙ্গে ওর রসালাপ শুনতে শুনতে স্টির্‌লিৎস নিজেকে শতবারের মতো প্রশ্ন করেছে: সহকর্মী কাতিয়া কজলোভা, ক্যাথি কীনকে কেন্দ্রীয় দফ্‌তরের জেলে এনে কি সে ভাল করেছে? সে অবশ্য নিজের এস.এস কাগজপত্রের দৌলতে তাকে গাড়ি করে বাবেল্‌সবার্গে নিয়ে গিয়ে একটি ফ্ল্যাট খুঁজে, নতুন কাগজপত্র জোগাড় করে ওখানেই ওকে রাখতে পারত। অবশ্য এতে ক্যাথির প্রাণ বাঁচলেও পুরো তৎপরতাটি, হাজার হাজার রুশ সৈন্যের জীবনমরণের সঙ্গে জড়িত, কোন-না-কোন ভাবে সারা ইউরোপের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত 'কেন্দ্রের' পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডটি একেবারেই ভেস্তে যেত। সে জানত ক্যাথি 'হরণের' ফলে সারা গেস্টাপো ব্যাপক খোঁজাখুঁজি শুরু করত। তাই পালান গেলে সুতোটা তার কাছেই আসত: গোয়েন্দা-পুলিসের পাস, গাড়ি, বর্ণিত তার চেহারা — কিছুই লুকান যেত না। তাহলে তাকেও আত্মগোপন করতে হত, আর তা ছিল পুরো তৎপরতাটি ধ্বংসেরই সামিল। গেস্টাপোর পক্ষে কাজ করার শর্তে, গেস্টাপোর গোপন কোন ঠিকানায় থাকার চেয়ে সাধারণ, বাহির থেকে আটপৌরে কোন বাড়িতে থাকা ক্যাথির পক্ষে আরও বিপজ্জনক হত। প্রাক্তন নিয়োগকারীর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষকে সাহায্য করতে রাজি হওয়া এই ধরনের এজেন্টদের সঙ্গে গেস্টাপো মোটামুটি ভালই ব্যবহার করে থাকে। নিজে যে সর্বস্বান্ত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েছে সেটা স্টির্‌লিৎস জানত। যুদ্ধ এখন শেষ হওয়ার মুখে, আর মুলারের কসাইরা নির্যাতন-কক্ষে তাদের হাতের কাছের সকল বন্দীকে যেকোন মুহূর্তে খতম

করে দিতে পারে। তাই সে ক্যাথিকে বলেছে যে, গোড়া থেকেই ওদের বুঝাবে: স্বামী মারা যাওয়ার পর রাশিয়ার সঙ্গে এখন তার আর কোন সম্পর্ক নেই এবং যাই ঘটুক সে তার প্রাক্তন প্রধানের হাতে পড়তে মোটেই ইচ্ছুক নয়। ক্যাথিকে যদি গেস্টাপোর হাতেই শেষপর্যন্ত পড়তে হয়, তাই এই গল্পটি ফাঁদান হয়েছিল। তার আওতায় ক্যাথি সবসময় থাকবে সেটা নিশ্চিত জানলে স্টির্‌লিংস এতটা উদ্বিগ্ন হত না, বারবার নিজেকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত না: সে ঠিক না ভুল করেছে? এস.এস পাহারায় সে তাকে 'বেতার ফ্ল্যাটে' নিয়ে যেতে পারত এবং তারপর সুযোগমতো বাচ্চাটি সহ তার উধাও হওয়ার ব্যবস্থা করা যেত। আর কেউ কোনদিন তাকে খুঁজে পেত না। কিন্তু ফ্রন্টের বিপর্যস্ত অবস্থা এবং মধ্য জার্মানিতে উদ্বাস্তুর ভিড় জমে উঠা সত্ত্বেও আজো গেস্টাপো নিখুঁতভাবেই কাজকর্ম চালাচ্ছে: প্রত্যেক প্রতিবেশী-বাসিন্দাই পরস্পরের খবর পুলিসকে জানাচ্ছে। তাই ওইসব জটিলতার মধ্যে অন্তত একটা পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব এটা কেবল জার্মান পুলিস সম্পর্কে সরলবিশ্বাসী বা অজ্ঞ লোকই ভাবতে পারে।

রুশী মেয়েটির প্রথম জেরার খুঁটিনাটি নিয়ে মুলার তিনঘণ্টা কাটাল। স্টির্‌লিংসের দেয়া টেপ-রেকর্ডিংয়ের সঙ্গে ওর ডেস্কের কাছে লুকন একটি যন্ত্রের সাহায্যে নেওয়া রেকর্ডিং সে মিলিয়ে দেখল।

মেয়েটির উত্তরগুলি অবিকল মিলে গেল। কিন্তু দেখা গেল মেয়েটিকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে বলে তড়িঘড়ি লিখিত রিপোর্টে সে উল্লেখ করেছে কার্যত সেখানে কিছুটা গরমিল রয়েছে।

'স্টির্‌লিংস তুখড় লোক বটে,' রল্‌ফের কাছে মুলার মন্তব্য করল। 'কেবল শুনুন, কীভাবে মেয়েটিকে সে তৈরি করেছে, একেবারে পয়লা নম্বরের ...'

টেপটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে মুলার আবার স্টির্‌লিংসের জেরা শুনতে লাগল: 'দেশে ফিরলে আপনার কী হবে সেটা আবার শোনানোর জন্য আমার কোন গরজ নেই। মস্কোয় আপনার গ্রেপ্তার হওয়া তো ফাঁসির হুকুমের সামিল। গেস্টাপোর হাতে পড়লে কেউ সর্বনাশ এড়াতে পারে না। কেবল বিশ্বাসঘাতকরাই ওদের চারদেয়াল থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরে। ঠিক বলছি? এটাই আমার প্রথম কথা। এখনো যেসব গোয়েন্দা বাইরে আছে আমি আপনার কাছে তাদের নাম জানতে চাইব না। এটা তেমন কিছু জরুরি

ব্যাপার নয়। আপনাকে খুঁজতে এসে ওরা আপনা থেকেই ফাঁদে ধরা পড়বে। ওটা হল আমার দ্বিতীয় কথা। আপনার বোঝা উচিত যে একজন মানুষ হিসাবে, রাইখের একজন অফিসর হিসাবে আপনার বর্তমান অবস্থায় আপনাকে আমি কিছুটা দরদ না দেখিয়ে পারি না। পরিস্থিতি যদি আপনার ছেলেকে আলাদা বাড়িতে রাখতে আমাদের বাধ্য করে তবে আপনি কতটা কষ্ট পাবেন তা আমি বুঝি। এতে শিশুটি চিরকালের মতো তার মাকে হারাবে। আমাকে ভুল বুঝেন না, আমি ভয় দেখাচ্ছি না। আমি না চাইলেও আমার উপরয়ালারা খুব সহজেই হুকুমটি দেবে। তারা তো বাচ্চা-কোলে আপনাকে দেখে নি। তাদের হুকুম তামিল করা ছাড়া তখন আমার আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। আমি সৈনিক আর আমার পিতৃভূমি আপনার দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তারপর এবার চতুর্থ, বা শেষকথায় আসছি। আলমা-আতায় তৈরি কয়েকটা সোভিয়েত ফিল্‌ম কিছু আগে আমরা পেয়েছি। মস্কোর চিত্রপরিচালকরা এগুলিতে জার্মানদের হদ্দবোকা আর আমাদের সংগঠনকে পাগলাগারদ হিসাবেই দেখিয়েছে। যদি সেটাই সত্য হয় তবে আমরা কীভাবে মস্কোর শহরতলী ও ভলগা অবধি পৌঁছলাম, আমরা যদি এতই বোকা ...'

সেই মুহূর্তে স্টির্‌লিৎসের ইসারায় (মুলারের পক্ষে তা দেখা অসম্ভব) সজাগ হয়ে উঠে ক্যাথি বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু এখন তো লালফৌজ বার্লিনের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে।'

'ঠিক কথা। আমাদের সৈন্যরা যখন মস্কোর শহরতলীতে পৌঁছেছিল তখন আপনারা বার্লিন দখলের আশা ছেড়ে দেন নি। আমরাও ঠিক একই কথা বিশ্বাস করি। আমরা শীঘ্রই ক্রেমলিনে ফিরব। কিন্তু অন্যসময় এগুলি নিয়ে আলাপ করা যাবে। আমি এইসব আপনাকে বলতে শুরু করেছিলাম এজন্য যে আমাদের যেসব বিশেষজ্ঞ সংকেতবার্তার অর্থ বের করে তারা মোটেই নির্বোধ নয়। তারা আপনাদের সঙ্কেতগুলির অর্থোদ্ধারের অনেক দূর এগিয়ে গেছে আর আমাদের একটি লোক আপনার কাজটি, বেতার-অপারেটরের কাজটি করতে পারে ...'

আবার স্টির্‌লিৎস ক্যাথির দিকে ইসারা করলে সে বলল, 'আপনাদের বেতার-অপারেটর আমার বলার ঢঙটি জানে না, আর 'কেন্দ্রের' ওরা ওটার সঙ্গে খুবই পরিচিত।'

'ঠিক কথা। আমাদের টেপে আপনার পাঠানো কতকগুলি খবর ধরা

আছে। আমাদের কাউকে অবশ্যই ওই ঢঙটি শেখানো যাবে। তখন ওই আপনার কাজ করতে পারবে। তাহলে আপনার দেশে ফেরার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। পিতৃভূমিতে ক্ষমার কোন ব্যাপারই থাকবে না। আমার মতোই এসব আপনি জানেন, হতে পারে আমার চেয়েও বেশি।'

আবার স্টির্‌লিংস ক্যাথিকে ইসারা করল। কিন্তু এবার ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ধরে সে চুপ করে রইল।

'যদি আপনি বুঝেসুঝে কাজ করেন,' সে বলে চলল, 'তাহলে আমি আপনার জন্য এমন একটা অজুহাত বের করব যা আপনার উপরয়ালারাও বিশ্বাস করবে।'

'সেটা অসম্ভব,' স্টির্‌লিংসের ইসারা ছাড়াই এবার ক্যাথি বলল।

'আপনি ভুল করছেন। এটা সম্ভব। আমাদের একটাও কাগজপত্রে আপনার গ্রেপ্তারের কোন নজির থাকবে না। আপনাকে এমন ফ্ল্যাটে থাকতে দেয়া হবে যেখানে আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব থাকে, যেখানে আপনার ছোট্ট মেয়েটিকে আপনি ভালই দেখাশোনা করতে...'

'মেয়ে নয়, ছেলে।'

'মাপ করবেন... শেষে আপনাদের কারও সঙ্গে দেখা হলে বলবেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর আপনার সঙ্গে একজনের দেখা হয়েছিল, সেই আপনাকে সংকেতশব্দগুলি দিয়েছিল ...'

'আমি তো কোন সংকেতশব্দ জানি না ...'

'আপনি জানেন, ভালই জানেন,' স্টির্‌লিংস জোর দিয়ে পুনরাবৃত্তি করল। 'নিশ্চয়ই জানেন। তবে এনিয়ে আমি আপনাকে কিছু বলছি না। এগুলি সাধারণ ব্যাপার, কল্পনা নিয়ে খেলামাত্র। যাকগে, যা বলছিলাম, যে-লোকটি আপনাকে সংকেতশব্দগুলি দিয়েছিল সেই আপনাকে এই ফ্ল্যাটে নিয়ে আসে, আর 'কেন্দ্রে' কতকগুলি সাঙ্কেতিক সংবাদ পাঠাতে বলে। এটিই আপনার অজুহাত। গোয়েন্দা-কাহিনীর নাটক ও ফিল্‌মে গোয়েন্দাদের এই অবস্থায় চিন্তাভাবনার কিছুটা সময় দেয়া হয়। কিন্তু আমি আপনাকে সেটা দেব না। আমি সোজা-সরল উত্তর চাই, হ্যাঁ বা না? এবং এখনই, এই মুহূর্তে।'

নীরবতা।

... মুলার রল্‌ফের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, 'একটাই শুধু ভুল।

বাচ্চাটির লিঙ্গ সে ভুলে গিয়েছিল। ওকে সে মেয়ে বলেছিল। বলতেই হবে সত্যিকার ওস্তাদ বটে।'

'... রাজি,' প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করেই ক্যাথি বলল।

'আবার বলুন।'

'রাজি,' ক্যাথি পুনরুক্তি করল। 'রাজি! রাজি! রাজি!'

'চমৎকার,' স্টির্‌লিংস বলল। 'এনিয়ে বেহুঁস হওয়ার কোন দরকার নেই। আমাদের বিরুদ্ধে কাজে নামার সময় কী ঝুঁকি নিচ্ছেন তা নিশ্চয়ই জানতেন।'

'কিন্তু আমার একটি শর্ত আছে,' ক্যাথি বলল।

'শুনছি।'

'স্বামী মারা যাওয়ার পর দেশের সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক ঘুচে গেছে। আমি ধরা পড়েছি। আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হব যদি আমাকে এই নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে আমি আর কোনদিন আমার প্রাক্তন উপরয়ালাদের হাতে পড়ব না ...'

হঠাৎ ক্যাথি ফ্যাকাসে হয়ে চেয়ার থেকে ধীরে ধীরে মেঝের দিকে নেমে যেতে লাগল। স্টির্‌লিংস সময়মতোই লাফিয়ে উঠে বাচ্চাটাকে ধরল। তারপর বাইরে অপেক্ষারত সহকারীকে ডেকে বলল, 'দেখুন, কয়েদিকে যেন আমাদের জেলহাসপাতালে রাখা হয়। ওর ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত করুন ... ওর স্নায়ুর বিগড়ে গেছে ... তবে এটা কেটে যাবে ...'

পরে শেলেনবার্গের সঙ্গে আলোচনার সময় স্টির্‌লিংস জোর দিয়ে বলল, 'ওকে আমাদের চোখে চোখে রাখতে হবে। এটা খুবই আহাম্মকি হবে, বিশেষভাবে এই মুহূর্তে, যখন আমরা পাস্তরের খেলায় নামছি। অবশ্য রাইখস্‌ফুয়েররের সমর্থন পেলে চমৎকার হত।'

'চেষ্টা করব,' শেলেনবার্গ জবাব দিল। 'কিন্তু কী কারণ দেখাব?'

'এর আর ঘাটতি কি,' ঔদাস্যে কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্টির্‌লিংস বলল।

'পর্তুগালের পথে ব্রিটিশদের ভুল তথ্য পাঠিয়ে মস্কোতে আমাদের প্রয়োজনীয় খবর পাঠান যাবে। সত্যিকার আষাঢ়ে গল্পের মতো ...' নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে শেলেনবার্গ নিচু গলায় বলল।

'খুবই বিপজ্জনক, তবে চমৎকারও বটে।'

'ঠিক আছে। ওটা নিয়ে আমরা ভাবব। স্টির্‌লিংস, আপনার সাফল্যের

জন্য অভিনন্দন। ঠিক সময়েই আমরা ম্যলারকে ঠেকা দিয়েছি। এটাও চমৎকার বৌকি ...'

যদিও স্টির্লিংস ভেবেছিল যে পরমাণু গবেষণার তখনকার অগ্রগতির খবরটা জানাই তার মূল কাজ। তবু সে এটাও ভালভাবেই জানত যে, মহাবুদ্ধিমান হলেও একজন মানুষের পক্ষে সবকিছু মোকাবিলা করা সম্ভবপর নয়।

তাই 'কেন্দ্রের' সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। গোয়েন্দার কাজ সম্পর্কে অজ্ঞদের মতে এই পরিস্থিতি আসলে গোয়েন্দার উদ্যোগের অভাব অথবা দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা, এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তার ব্যর্থতা বা দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণে গাফিলতিরই নামান্তর। অথচ বাস্তবে এই ধরনের দুশ্চিন্তা হল উচ্চস্তরের পেশাগত দক্ষতার নজির। একজন যোগ্য গোয়েন্দা জানে যে, উপরের নির্দেশ ছাড়া কাজ করার অর্থ অপ্রয়োজনীয় সময় নষ্ট, অর্থহীন বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। কারণ এমন হতে পারে, উপরয়ালাদের আওতার বাইরে সে যে-কাজটি শুরু করল সেটা হয়ত অন্যত্র, এর আগে অন্য কোন সময়, অন্য কেউ করে ফেলেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিদেশে কার্যরত কোন গোয়েন্দার পক্ষে যথেষ্ট নির্ভরতার সঙ্গে তার বর্তমান কাজের মূল্যায়ন সম্ভবপর নয়।

বিদেশে দীর্ঘকাল কাজের অভিজ্ঞতার শিক্ষার দৌলতে স্টির্লিংস 'কেন্দ্র' থেকে পাওয়া সংকেতবার্তার সামান্যতম হেরফেরটুকুও ধরতে পারত।

কোন অজ্ঞাত কারণে বোরমানের সঙ্গে তার সাক্ষাতের ব্যাপারটা ভেস্তে যাওয়ার পর স্টির্লিংস এখন মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিল। সে সাহায্যের আশায় রইল: এখন তার অন্তত দুটি নাম, দুটি ঠিকানা দরকার যাদের সঙ্গে বোরমানের সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও তার বাবুর্চির শালার বোনের তস্য তস্য আত্মীয়ের সঙ্গে জানাশোনা রয়েছে... স্টির্লিংস আপনমনে হাসল। সম্পর্কটি তার কাছে অদ্ভুত ঠেকছিল।

'দেরির অর্থ যেকোন সময় মৃত্যু,' সে মনে মনে ভাবল। 'প্রেশ্নার সীমান্তের ওপারে না পৌঁছন অবধি আমি পাস্তরকে সুইজারল্যান্ড পাঠাতে পারি না। আর বোরমানের সঙ্গে যোগাযোগ না করে প্রেশ্নারকে ওখানে পাঠান একেবারেই নিরর্থক। 'কেন্দ্র' থেকে আমার কাছে আরও একজন বেতার-অপারেটর পৌঁছতে অন্তত একমাস কেটে যাবে। এই মুহূর্তে এতটা অপেক্ষা করা বোধহয় আমার পক্ষে সঙ্গত হবে না, বিশেষত সবকিছুর

ফয়সালা যখন কয়েক দিন, কিংবা বড়জোর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হতে যাচ্ছে।'

সাক্ষাতের জায়গায় বোরমানের না আসার সম্ভাব্য কারণগুলি স্টির্‌লিংস আবার ভেবে দেখল। এক — হয়ত সে চিঠিটি পায় নি। দুই — চিঠির বিষয়বস্তু বিচার করে স্টির্‌লিংসের মনে হল এতে সে কয়েকটা বড় বড় ভুল করেছে। অনেকবারই নিজের অন্তস্থ একটি বিশেষ স্বভাবের জন্য সে বেঁচে গেছে। এটি হল: নিজের কাজ, আলাপ ও চিঠিপত্রের বিষয়বস্তু পুনরায় বিশ্লেষণ করা এবং তারপর সম্ভাব্য ভুলের জন্য হতবুদ্ধি না হয়ে, বালিতে মাথা লুকিয়ে 'ভাগ্যের উপর ভরসা করার' বদলে ভুলের জন্য সম্ভাব্য বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজা। তার লেখা চিঠির জন্য ব্যক্তিগতভাবে তার কোন বিপদের আশঙ্কা ছিল না। বিমান হামলার সময় চিঠিপত্র পাঠানোর অফিসে বসে ওটি সে টাইপ করেছে। সুতরাং চিঠির সূত্র থেকে তাকে সনাক্ত করার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বোরমানের মতো যোগ্যতার লোকের পক্ষে এতে দেশানুগত্যের বাড়াবাড়ি ও সামান্য দু'একটি তথ্য বা নির্দিষ্ট প্রস্তাবের বেশি কিছু খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। স্বৈরতান্ত্রিক সমাজের নেতাদের মানসিকতা নিচুতলার কর্মীদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। যে-লোকটির উপর অসীম দায়িত্ব, নিজ সিদ্ধান্তের জন্য কার্যত নিজে ছাড়া যে অন্য কারও কাছে দায়ী নয়, এই অবস্থায় বোরমানের মতো মানুষ উপস্থাপিত তথ্যগুলি আর কারও জানা না থাকলে, এগুলি জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেই শুধু একজন অধস্তনের সঙ্গে দেখা করতে পারে। যা হোক, পক্ষান্তরে স্টির্‌লিংস হিসাব করে দেখল, হিমলারকে বাগে আনার মতো সামান্য কোন তথ্যের হদিস পেলেও বোরমান এতে উৎসাহী হবে। হিমলার ও বোরমানের কোন্দল শুরুর কারণটি স্টির্‌লিংস জানত। কিন্তু কেন এটা আজও ক্রমান্বয়েই কেবল বাড়ছে সেটা তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকত। শেষে স্টির্‌লিংস ভাবল, হতে পারে বোরমান খুবই ব্যস্ত ছিল আর সেজন্যই সাক্ষাতের জায়গায় আসা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি।

আবার সাইরেনের চিৎকার শুরু হল। স্টির্‌লিংস ঘড়ি দেখল: রাত দশটা। সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের গাঢ় লাল শেষে বেগুনিতে রঙবদল করছিল, অর্থাৎ রাতে হিম পড়বে। ডেস্ক থেকে উঠতে উঠতে স্টির্‌লিংস ভাবল: 'আমার গোলাপগুলির দফা শেষ হবে। এটা গোলাপ লাগানোর ঠিক সময় না হলেও কে জানত যে হিম পড়া এবার এদ্দূর গড়াবে।'

খুব কাছের দালানের উপর কয়েকটা বোমা পড়ল। স্টির্‌লিংস আশ্রয়-

কেন্দ্রে যাওয়ার কথা ভাবল। 'মনে হচ্ছে যেন ওরা আমার অফিসটাই শেষ করবে। এখন অক্কা পাওয়া আহাম্মকিই হবে।'

সে অফিস থেকে বেরিয়ে শূন্য বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় পেঁছিল। ওটি আশ্রয়-কেন্দ্র অবধি গিয়েছে। হট-লাইন টেলিফোনের দরজার কাছে সে একটু থামল। কেন কাজটা করছে শুরুতে সে নিজেই বুঝতে পারে নি। তারপর সে দেখল দরজায় খোদ চাবিটিই লাগান রয়েছে।

স্টির্লিৎস বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকাল এবং দ্রুত চারদিক একনজরে দেখে নিল। বারান্দা খালি। সবাই আশ্রয়ে গেছে। সে কাঁধ দিয়ে দরজা ঠেলে ওটা খুলতে পারল না। চাবি দিয়েই তাকে দরজা খুলতে হল। জানালায় নিষ্প্রদীপজনিত মোটা পর্দা থাকা সত্ত্বেও আলো নিবান ছিল। সুইস টিপে সে বাতি জ্বালাল। অন্যগুলির মধ্যে দুটো বড়সড়ো সাদা টেলিফোন তার চোখে পড়ল: এগুলি হট-লাইন টেলিফোন, সরাসরি ফুয়েররের গড়খাই আর বোরমান, গোয়েবল্স ও কেইটেলের অফিসের সঙ্গে যুক্ত।

স্টির্লিৎস আবার বারান্দায় তাকাল। ওখানটা আগের মতোই খালি। কাছেই কোথাও বোমা পড়ছিল, জানালার শার্সিগুলি কাঁপছিল।

সে টেলিফোন পর্যন্ত গেল এবং ডায়েল করল: ১২০০৫৪।

'বোরমান বলছি,' কড়া, টানা স্বরে জবাব এল।

'আমার চিঠি পেয়েছিলেন?' স্টির্লিৎস নিজের কণ্ঠস্বর লুকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কে বলছ?'

'আপনি হয়ত আমার একটি চিঠি পেয়েছেন। আমি একজন অনুগত পার্টি-সদস্য।'

'পেয়েছি। আপনি কেমন আছেন? কোথায় আছেন এখন? ওহ্, হ্যাঁ ... বুঝেছি। আমার গাড়ির নম্বর ...'

'আমি জানি,' স্টির্লিৎস বাধা দিল 'কে ওটা চালাবে?'

'তাতে কী?'

'আছে। আপনার এক ড্রাইভার ...'

'জানি।'

তারা পরস্পরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিল। তার পুরো আলাপগুলি যে টেপ হচ্ছে সেটা যে স্টির্লিৎস জানে বোরমান তা অনুমান করতে পারছিল, আর আলাপকারী যে রাইখের অতি গোপনীয় তথ্যগুলি জানে এতেও তার সন্দেহ ছিল না। বোরমান যে তার ইঙ্গিতগুলি বুঝেছে,

তার খবর যে ওর কাছে পৌঁছেছে স্টির্‌লিৎসও তা বুঝতে পেরেছিল। সে খুশি হল।

'যেখানে আমাদের দেখা হওয়ার কথা ছিল সেখানে আপনার ইচ্ছামতো সময়ে কাল থাকবেন।'

'এখন,' স্টির্‌লিৎস বলল। 'তখনকার সময় থেকে আড়াই ঘণ্টা বাদ দিয়ে আজই আসুন।'

'হাইল হিটল্যর!' বলেই বোরমান ফোন রেখে দিল।

১১

আধঘণ্টা পর স্টির্‌লিৎস একটি সাজোয়া 'মাইবাখ' গাড়িকে জীববিদ্যা জাদুঘর পর্যন্ত এগুতে দেখল। সে হেঁটে গাড়িটি পেরিয়ে গেল এবং পেছনের আসনে বোরমানকে বসে থাকতে দেখল। কেউ পিছু নেয় নি এতে নিশ্চিত হয়ে সে আবার ফিরে এল এবং গাড়ির পেছনের দরজা খুলে বলল:

'পার্টাইগেনসে বোরমান, আমাকে বিশ্বাস করেছেন বলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ ...'

বোরমান একটিও কথা না বলে করমর্দন করল আর কঠিন দৃষ্টিতে স্টির্‌লিৎসের মুখের দিকে তাকাল। তারপর শোফারকে বলল, 'ভানজেয়ে চালাও।'

বোরমান কাচের পার্টিশন টেনে শোফারের জায়গাটাকে গাড়ির বাকি অংশ থেকে আলাদা করে ফেলল এবং আরেকবার ভালভাবে স্টির্‌লিৎসকে দেখে নিয়ে বলল, 'আগে কোথায় আপনাকে দেখেছি? এবার ছদ্মবেশটা ছাড়ুন ...'

স্টির্‌লিৎস চশমাটা কোলে রেখে টুপির সামনের ধারটা উপরে তুলল।

'নিশ্চয়ই আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি,' সে আবার বলল।

'দেখেছেন বৈকি,' স্টির্‌লিৎস জবাব দিল। 'আমাকে 'লৌহ ক্রুশ' উপহার দেয়ার সময় আপনি বলেছিলেন যে আমার মুখটি কোন গোয়েন্দার নয়, গণিতের অধ্যাপকের...'

'কিন্তু এখন দেখছি উল্টোটাই সত্য,' বোরমান তামাশা করল। 'কী ঘটেছে এবার বলুন ...'

সারা রাত বোরমানের অফিস ও রাইখের নিরাপত্তা বিভাগের মধ্যে

কখনই টেলিফোনে যোগাযোগ ঘটে নি। পরদিন হিমলারের টেবিলে ফোনের আলাপ সংক্রান্ত টেপটি আনা হলে প্রথমে সে রাগে হন্যে হয়ে উঠল এবং পরে শান্ত হয়ে ভয় পেয়ে মুলারকে ডেকে পাঠাল। গতরাতে পার্টির কেন্দ্রীয় দফতরের সঙ্গে কে হট-লাইনের টেলিফোনে কথাবার্তা বলেছে সেটা খুব সতর্কভাবে খোঁজতে মুলারকে বলা হল।

তারপর চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও মুলার কোনই হদিস খুঁজে পেল না। বোরমানের টেলিফোনের উপর থেকে পাওয়া অজানা লোকটির আঙুলের ছাপের নমুনা তাকে বিকেলের দিকে পাঠান হয়েছিল। তার সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার: এই ধরনের আঙুলের ছাপ কয়েক দিন আগেও গেস্টাপো খুঁজে পেয়েছিল: রুশী মেয়েটির ব্যবহৃত ওই বেতারযন্ত্রে পাওয়া আঙুলের ছাপের সঙ্গে এটি পুরোপুরি মিলে গিয়েছিল।

বোরমানের শোফারকে বাড়ি ফেরার পথে গ্রেপ্তার করা হল। কিছু আগে সে বোরমানের সম্মতি সাপেক্ষে এস.এস-এর চর হতে রাজি হয় নি। তিনঘণ্টা সে কিছুই না বলে শুধু বোরমানের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। তবে শেষপর্যন্ত কড়া জেরার মুখে সে গত সন্ধ্যায় গাড়িতে এক অপরিচিতের সঙ্গে বোরমানের সাক্ষাতের কথা স্বীকার করল। তাদের কথাবার্তা সম্পর্কে সে কিছুই বলতে পারল না। কারণ, ওরা পেছনের কামরায়, গুলিরোধী মোটা কাচের আড়ালে বসেছিল। তার বর্ণনা অনুসারে অপরিচিত লোকটির টুপির ধার ছিল কপালের নিচ অবধি নামান, চোখে শিঙের ফ্রেমওয়ালা চশমা আর ধূসর রঙের গোঁফ। তারপর শোফারকে দুশোটি ফোটো দেখান হল। সেগুলির মধ্যে স্টিরলিৎসের ফোটোও ছিল। কিন্তু চশমা ও গোঁফ হীন অবস্থায় তাকে চেনার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তাছাড়া, ছবিগুলি ছিল পাঁচ বছরের পুরনো, আর যুদ্ধের পাঁচ বছর যেকোন লোকের চেহারা অনেকটা, এমন কি পুরো পাল্টে দেয়ার জন্য যথেষ্ট বৈকি।

মুলার অতঃপর হিমলারকে তদন্তের ফলাফল জানাল এবং গোপনে প্রত্যেকটি এস.ডি কর্মীর আঙুলের ছাপ নেওয়ার পরামর্শ দিল। হিমলার রাজি হল। মুলার বোরমানের শোফারকে সরিয়ে দেয়ার, যেন সে তার বাড়ির কাছে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে এমন স্বাভাবিক কিছু ঘটানোর কথাও বলল। এটি প্রয়োজনীয় বিবেচনায় রাজি হতে গিয়ে হিমলার হঠাৎ থেমে গেল: সে তখন কাউকেই বিশ্বাস করত না, মুলারকেও না।

'আপনি ওটা ভেবে দেখুন। তাকে বোধহয় বেকসুর খালাস দেয়াই

কি ভাল নয়?' মুলারের উত্তরটি কী হবে সেটা অনুমান করেই হিমলার হালকাভাবে জিজ্ঞেস করল।

'ওটা অসম্ভব। তার জন্য যথেষ্ট সময় নষ্ট করা হয়েছে।'

ঠিক এমন উত্তরই রাইখস্‌ফুয়েরর আশা করেছিল।

'আমি বলতে পারছি না,' বিরক্তির সঙ্গে হিমলার ভুরু কুঁচকাল। 'শোফার লোকটি নির্দোষ, আর নির্দোষীকে আমরা বিপদে ফেলি না... আপনি নিজেই কিছু বের করুন।'

রাগে হন্নে হয়ে মুলার হিমলারের অফিস থেকে বেরুল। সে বুঝতে পেরেছে যে রাইখস্‌ফুয়েরর এখন বোরমানকে ভয় পায় এবং তাকে, মুলারকে সে টোপ হিসাবে ব্যবহার করছে। 'না, সেটি চলবে না,' সে ভাবল। 'আমি এই খেলাও জানি। শোফার বেঁচে থাকুক। সে হবে আমারই হাতের রঙের তাস।'

তারপরই হিমলার অট্টো স্কর্‌জেনিকে তার অফিসে তলব করল।

'বোরমানের আর্কাইভটি আমার চাই,' সে বলল। 'আশা করি কী চাইছি সেটা বুঝেছেন?'

'বুঝেছি।'

'ডুচে হরণের চেয়েও কাজটা কঠিন কিন্তু।'

'আমারেও তাই মনে হয়।'

'কিন্তু এটা কি সম্ভব?'

'জানি না।'

'স্কর্‌জেনি, এই ধরনের উত্তর আমার পছন্দ নয়। এখন থেকে যেকোন দিন বোরমান তার আর্কাইভ সরানোর কাজে হাত দিতে পারে। কোথায় ও কীভাবে, কার পাহারায় — সেটা আপনাকে বের করতেই হবে। শেলেনবার্গ গোপনে, সাধারণ পরামর্শ দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবে।'

'বুঝেছি, হের রাইখস্‌ফুয়েরর।'

পাস্তর শ্লাগকে সীমান্তের ওপারে পাঠানোর কথাটি শেলেনবার্গকে বলার পর স্টির্‌লিৎস 'খোঁড়ল খোঁজার' জন্য রাতের ট্রেনে সুইজারল্যান্ড সীমান্তের দিকে রওয়ানা হল। শেলেনবার্গের মতো সেও মনে করত যে খোলাখুলিভাবে পাস্তরকে সীমান্তের ওপারে পাঠাতে হলে পুরো ব্যাপারটির উপর সকলেরই নজর পড়বে। অথচ এটি গেস্টাপোর অজান্তেই পরিকল্পিত

হয়েছে। বাগে-আসা কোন লোককে শেলেনবার্গের ব্যক্তিগত হুকুমে বেআইনীভাবে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে সীমান্তের ওপারে পাঠান হচ্ছে এটি গেস্টাপো জানতে পারলে তারা এতে বাধা না দিলেও সুইজারল্যান্ডে ওদের গোয়েন্দা অবশ্যই ওকে তাদের নজরে রাখত, আর 'গোপন তৎপরতার পক্ষে' এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। নিজের কাজ হাসিলের পর শেলেনবার্গের পরিকল্পনা মতো স্টির্‌লিৎসই শেষে প্লাগের 'আত্মপ্রকাশের' ব্যাপারটা পুরো করত।

সীমান্তের দিকে যাওয়ার আগে শেলেনবার্গের অনুমোদন সাপেক্ষে স্টির্‌লিৎস পাস্তরের 'সহযোগী' ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে বৈদেশিক দফ্‌তর ও গোয়েরিংয়ের বিমানবাহিনীর কয়েকজনকে তালিম দিচ্ছিল। ওইসব বিভাগের কর্মরত নাৎসিবাদের অন্ধভক্ত ও তার জানা গেস্টাপো চরদের মধ্য থেকেই এদের সে সংগ্রহ করেছিল। এতে যে ব্যাপারটি শেলেনবার্গকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল তা হল এদের সবাইকেই গেস্টাপো তার দলে জুটিয়েছিল।

'কাজটা একেবারে প্রথম শ্রেণীর,' সে মন্তব্য করেছিল, 'খুবই আশার কথা।'

স্টির্‌লিৎস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

শেলেনবার্গ ব্যাখ্যা করে বলল, 'আমাদের নিজেদের ছাড়া অন্যপথে পশ্চিমের যারা শান্তির প্রস্তাব পাঠানোর চেষ্টা করছে এদের আমরা কেলেংকারীতে জড়াতে পারব। সেখানে আমাদের বিভাগকে তারা গেস্টাপো থেকে ততটাই আলাদা করে দেখবে।'

'আমি তো এটা ভাবি নি,' স্টির্‌লিৎস মনে মনে স্বীকার করল। 'সে বুদ্ধিমান, কূটনীতির চাল ভালই বোঝে। সবসময়ই সে কিছুটা এগিয়েই থাকে। শেলেনবার্গ, এই ইঙ্গিতের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

রাতের যে-ট্রেনে স্টির্‌লিৎস দক্ষিণে যাচ্ছিল সেটিতে তখনকার পক্ষে ব্যতিক্রমী, যুদ্ধপূর্ব মানের আরাম-আয়েসের ব্যবস্থা ছিল। ঘুমের কামরার বার্থগুলি আটকানোর শিকল ছিল সত্যিকার চামড়ার তৈরি। পিতলের চকচকে ছাইদানি ও বাতির স্ট্যান্ডগুলি দেখলে জাহাজে বেড়ানোর কথাই মনে আসে। তাছাড়াও ছিল গার্ডদের হাত দিয়ে কড়া কফি পাঠানোর ব্যবস্থা। ট্রেনটি মূলত স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে সুইজারল্যান্ডগামী কূটনীতিকরাই ব্যবহার করত।

স্টির্‌লিৎস ছিল ৭৪ নং বার্থে। পাশের বগিতে ৫৬ নং বার্থে ছিল

লম্বা, বিদঘুটে স্ক্যান্ডিনেভীয় উপাধিধারী জনৈক সুইডিশ অধ্যাপক। এই দুটি আন্তর্জাতিক বগিতে তাছাড়া ছিল জনৈক জেনারেল। আহত হওয়ার পর বিশ্রামের ছুটিশেষে সে ইতালির ফ্রন্টে ফিরছিল। জেনারেল স্টির্‌লিংসের কামরায় উঁকি দিয়ে বলল, 'আপনি জার্মান?'

'দুঃখের বিষয় তাই।'

এক্ষেত্রে তামাশা করা চলত। এজন্য তার সরকারী অনুমোদন ছিল। প্ররোচনায় হিংসাত্মক বিদ্রূপের সুযোগ থাকে। আলাপকারী দুজনের একজন অন্যজন সম্পর্কে যেখানে খবর দেয় সেখানে একটি রক্ষাকবচ — সরকারী অনুমতির সুবিধা থাকে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় লোকটি পুলিসকে খবর না দিলে ওর কাছ থেকে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একসময় বিষয়টি নিয়ে গেস্টাপোর দফ্‌তরে আলোচনা চলেছিল: এই ধরনের ন্যাক্কারজনক আলাপ সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দেয়া, না এটি চালিয়ে যাওয়া উচিত? কেউ কেউ প্রথমটা এবং স্টির্‌লিংস সহ অন্যরা দ্বিতীয়টি — সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে মানুষকে সবচেয়ে নাজুক ব্যাপারগুলি সম্পর্কে তাদের অকুণ্ঠ মতামত দিতে প্ররোচিত করার প্রয়োজনীয়তা — সমর্থন করেছিল।

''দুঃখের বিষয়' কেন?' জেনারেল জিজ্ঞেস করল।

'কারণ আমাকে আরেকবার কফি দেয় নি। বিদেশী ছাড়পত্র থাকলেই কেবল ওরা দ্বিতীয় বার সত্যিকার কফি দেয়।'

'তাই নাকি? কিন্তু আমি তো দ্বিতীয় কাপ পেয়েছি। আমার কাছে কিছুটা কনিয়াক আছে। চলবে নাকি?'

'ধন্যবাদ, আমারও কিছুটা রয়েছে।'

'তাহলে দেখুন, আপনি ও আমি একই সুবিধা পাচ্ছি,' জেনারেল মন্তব্য করল। তারপর স্টির্‌লিংসকে স্যুটকেস খুলতে দেখে বলল, 'আপনি কী কাজ করেন?'

'কূটনীতিক। বৈদেশিক দফ্‌তরের তৃতীয় বিভাগের উপদেষ্টা।'

'ওহ্, তাহলে আপনারাই সেই লোক যাদের সবাই শাপশাপান্ত করছে,' ছোট ওয়াস-বেসিনের পাশের চেয়ারে বসে জেনারেল বলে চলল। 'সবকিছুর জন্য আপনারাই দায়ী।'

'কেন?'

'আপনারাই তো বৈদেশিক নীতি চালান, আপনাদের জন্যই তো ব্যাপারটা এমন অবস্থায় গাড়িয়েছে যে আমাদের দুই ফ্রন্টে একইসঙ্গে লড়তে হচ্ছে। চির্স!'

'চিয়ার্স! আপনার দেশ কি মেকলেনবার্গ?'

'তাই। কিন্তু বুঝলেন কীভাবে?'

'আপনার কথার টান থেকে। উত্তরের লোকেরা স্বরবর্ণের ব্যবহারে হামেশাই গোলমাল বাঁধায়।'

জেনারেল হাসল। 'ঠিকই বলেছেন,' সে জবাব দিল। 'শুনুন, গতকাল কি বিমান দফ্তরে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি?'

স্টির্লিৎস হঠাৎ ভয়ে আঁতকে উঠল: গতকাল অবশ্যই পাস্তর শ্লাগকে নিয়ে সে বিমান দফ্তরে গিয়েছিল। গোয়েরিংয়ের ঘনিষ্ঠ লোকজনদের কারও সঙ্গে ওর 'যোগাযোগ করান' দরকার ছিল। পুরো তৎপরতা সফল হলে তখন শেলেনবার্গের অনুরোধে যাতে 'ষড়যন্ত্রের' খুঁটিনাটি বের করে গেস্টাপোকে নতি স্বীকার করান যায় সেজন্য পাস্তরকে দিয়ে পেছনে — বিমান পরিবহণ দফ্তর বিমানবাহিনী ও বৈদেশিক দফ্তরে — কিছু একটা নিশানা রেখে যাওয়া দরকার ছিল। বিমান পরিবহণ দফ্তরে শ্লাগ তার পাসপোর্ট রেজিস্ট্রির পর সে ওয়াল্টার শিমডেক্রপফের খোঁজ নিয়েছিল, বৈদেশিক দফ্তরে ডঃ ক্লাইস্টের জন্য একটি চিঠি দিয়েছিল। ওই লোকটিকে প্রথমেই স্টকহোল্মে পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের সম্ভাবনা খোঁজার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

'না,' স্টির্লিৎস কনিয়াক ঢালতে ঢালতে মনে মনে ভাবল। 'জেনারেলটি মোটেই আমাকে দেখে নি। গাড়িতে বসে থাকার সময় কেউ আমার পাশ দিয়ে যায় নি। মুলার একজন জেনারেলকে আমার পেছনে লাগিয়েছে এটা অসম্ভব। ওটা তার কাজ হাসিলের পথ নয়।'

'না, আমি ওখানে ছিলাম না,' সে জবাব দিল। 'আমার মুখটাই অদ্ভুত। সবাই ভাবে তারা আমাকে আগেই কোথাও দেখেছে।'

'ভিড়ের মধ্যে চেনার মতো মুখ আপনার নয়,' জেনারেল রাজি হল। 'এমন মুখ প্রায়ই দেখা যায়।'

'এটা ভাল না মন্দ?'

'গোয়েন্দার জন্য ভাল হলেও আমি বলব কূটনীতিকের জন্য তেমন সুবিধের নয়। এজন্য চৌকস চেহারাই মানানসই।'

'আর সেনাপতিদের জন্য?'

'আজকাল এজন্য কেবল একজোড়া শক্ত পা হলেই যথেষ্ট।'

'আর মাথার ব্যাপারে?'

'এতে কি সত্যি কিছু আসে-যায়? অন্যরাই তো আমাদের জন্য ভাবছে।

আমরা কেবল তাদের চিন্তাই কাজে লাগাচ্ছি। আমাদের পাগুলিই আসল, শুধু পাগুলি। যাতে সময়মতো পালান যায়।'

'অচেনা কারও সঙ্গে এভাবে কথা বলতে আপনার ভয় করে না?'

'কিন্তু, আমি কে সেটা তো আপনি জানেন না...'

'আপনার চেহারাটাই এমন যে আপনার পরিচয় জানা মোটেই কঠিন কিছু নয়।'

'সত্যি? হাস্যকরও বটে। সবসময়ই ভেবেছি যে আমার চেহারাটা একেবারেই আটপৌরে। যাকগে এসব, আমার সম্পর্কে রিপোর্ট লিখতে আপনার কিছুটা সময় লাগবে। তারপর একজন দ্বিতীয় সাক্ষীরও ওদের দরকার হবে। ততক্ষণে সব খেলাই খতম হয়ে যাবে। এরই মধ্যে এদের বদলে অন্যরা আমাদের উকে তুলবে, আর আপনারা, কূটনীতিকরাই তো মজাটা টের পাবেন সবার আগে।'

'আপনারা পুড়াচ্ছেন, খুনখারাপি চালাচ্ছেন, সবকিছু ছারখার করছেন আর তারপরও ভাবছেন এজন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে?'

'আমরা হুকুম তামিল করছি। পুড়ানোর কাজ তো এস.এস করছে। আমরা কেবল লড়ছি।'

'অর্থাৎ বলতে চান যুদ্ধের একটা কিছু নতুন কৌশল বের করা হয়েছে যাতে পুড়ান বা খুনখারাপি বাতিল হয়ে গেছে?'

'অনেক যুদ্ধই আমরা করেছি, কিন্তু এমনটি কখনই নয়। এখনকার যুদ্ধ তো রীতিমত আনাড়িপনা। তিনি ঠিক করলেন যে কোন সামরিক আকাদমিতে পড়াশোনা ছাড়াই স্বজ্ঞার ভরসায় যুদ্ধ চালান যায়। তিনি ভাবেন তিনিই আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের সবকিছু জানেন। তিনি ভাবেন কেবল তিনিই আমাদের মহান জার্মানিকে ভালবাসেন আর বাকীরা কেবল ষড়যন্ত্র করেই সময় নষ্ট করছে...'

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে ভয় হয়, জেনারেল...'

'কেন মিথ্যে বলছেন? আজকাল সারা জার্মানি এই এক কথাই বলছে... বলতে পারেন মোটামুটি এরকমই চিন্তাভাবনা করছে।'

'কিন্তু হিটলার যুবলীগের ছেলেরা? রুশ ট্যাঙ্কের মুখোমুখি হয়ে তারা কি একথাই ভাবে? 'হাইল হিটলার' মুখে নিয়েই তারা শহীদ হয়...'

'অন্ধভক্তি দিয়ে কখনই শেষ বিজয় অর্জিত হয় না। এতে মানুষের ক্লান্তি আসে। তারপর পরাজিতের চিন্তা ও কর্মে এই ভক্তি মিলিয়ে যায়। অন্ধভক্তরা গোড়ায় সফল হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা আর কুলিয়ে উঠতে

পারে না। কারণ, তারা নিজেরাই ততদিনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ফুরিয়ে যায়। চির্স!'

'চিয়ার্স... তাহলে আপনার ডিভিসন নিয়ে বিদ্রোহ করছেন না কেন?'

'সৈন্যদল...'

'তাহলে তো আরও ভাল। আপনার সৈন্যদল সহ শত্রুর কাছে ধরা দিন না কেন?'

'আর পরিবার? সমরদফতরের সেইসব অন্ধকার পাগলরা? আর ওইসব ভীরুর দল যারা পশ্চিমী জোটের ক্যাম্পে বন্দী হয়ে বসে থাকার চেয়ে অলীক জয়ের আশায় আরও লড়াইয়ে উৎসাহী, তারা?'

'আপনি হুকুম জারি করতে পারেন...'

'সৈন্যদের মরতে যেতে হুকুম দেয়া চলে... কিন্তু বেঁচে থেকে শত্রুদের কাছে ধরা দেয়ার জন্য কোন হুকুম দেয়া চলে না। আজও ওই ভাষা আবিষ্কার করা হয় নি... দুনিয়ার কোন সৈন্যদলেই না।'

'কিন্তু আপনি যদি এমন কোন আদেশ পান?..'

'কার কাছ থেকে? ওই পাগলের? সে তো নিজের সঙ্গে আমাদেরও কবরে নিয়েই চলেছে। নিঃসঙ্গ মৃত্যু বড়ো ভয়ঙ্কর। কিন্তু পুরো দলবল নিয়ে মরা তো তেমনটি নয়। এভাবে হেসে হেসে প্রাণ দেয়া যায়।'

'ধরুন, যদি কেইটেলের কাছ থেকে আদেশ আসে?'

'ওর মাথাটা কখনই যত্নসই করা হয় নি। সে তো কেরাণী, সৈনিক নয়।'

'ধরলাম তাই... কিন্তু ইতালিতে আপনার যে বড়কর্তা রয়েছে...'

'কেসেলরিং? সে ওটি কখনই করবে না।'

'কেন?'

'সে গোয়েরিংয়ের সমরদফতরের মানুষ। ওই রকম বড় নেতার সঙ্গে থাকলে নিজের উদ্যোগ বলতে কিছু থাকে না। এতে চটপটে হওয়া যায়, কোন ঘটনার চুলচেরা বিচার করা শেখা যায়। কিন্তু ওইটুকুই। এভাবে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ক্ষমতাটুকু হারাতে হয়। এমন কিছু করার আগে ওটা ওই শুয়োরের বাচ্চার কাছে ছুটে যাবেই।'

'কার? কার?'

'শুয়োরের বাচ্চার,' জেনারেল গো ধরে পুনরুক্তি করল। 'গোয়েরিংয়ের কাছে।'

'আপনার কি মনে হয় গোয়েরিংয়ের মত ছাড়া এমন কাজে কেসেলরিংকে কিছুতেই রাজি করান যাবে না?'

'না জানলে কথাটা অবশ্যই বলতাম না।'

'আপনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আর আশাবাদী নন?'

'অবশ্যই আশাবাদী... আশু ধ্বংসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে... আমাদের সকলের, পুরো দঙ্গলের... আমার কথা বিশ্বেস করুন: একসঙ্গে সবাই খতম হওয়া সত্যি খুব কিছু ভয়ানক ব্যাপার নয়। আমাদের সর্বনাশ এমনই মারাত্মক হবে যে আজও অজাত বহু অভাগা জার্মান প্রজন্মকে অনেককাল ধরে এর স্মৃতির মর্মান্তিক আঘাত বইতে হবে।'

হঠাৎ জেনারেলের চোখ জলে ভরে উঠল। তার একটি পেশীও নড়ল না। শুধু দু'গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নামল। এই অবস্থায়ও তার গলার স্বর বদলাল না। সে এই বলে শেষ করল, 'আমি আমার ছেলেমেয়েদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করতে চেয়েছি যে সব ধরনের গণতন্ত্রই জার্মানির জন্য অভিশাপ। আমাদের দেশে যেকোন গণতন্ত্রের একটিই অনিবার্য ফল হবে দোকানীদের একনায়কত্ব। আমরা যতবেশি স্বাধীনতা পাব আমাদের ততই এস.এস, গোয়েন্দাপুলিস, বন্দীশিবির, ব্যাপক সন্ত্রাসের খপ্পরে পড়তে হবে। কেবল ওইসব অবস্থায়ই তখন শান্তিতে থাকা সম্ভবপর হবে। দেশের ভাগ্য সম্পর্কে কারও মতামত দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই কোন দায়দায়িত্ব নেওয়ার — যিনি এইসব বোঝা মাথায় নিয়েছেন শুধু তাঁকে কুর্নিশ করাই যথেষ্ট, চিৎকার করে বল 'হাইল হিটলার!' দেখবে সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, দুশ্চিন্তার এতটুকু কারণ থাকবে না...'

বিদঘুটে উপাধিয়ালা সেই সুইডিশ অধ্যাপক সারারাত ধরে তার কামরায় লিখেই চলেছিল। রেলের জোড়া পেরনোর সময় ট্রেনের ঝাঁকুনিতে যাতে কলমের আগায় তার কাগজ ছিঁড়ে না যায় সে খুবই হুঁশিয়ার ছিল...

সীমান্ত স্টেশনে স্টির্‌লিংস গাড়ি থেকে নামল। জেনারেল তার পাশে গিয়ে চোখ নামিয়ে নাৎসি স্যালুটের জন্য হাত তুলে জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাইল হিটলার!'

'হাইল হিটলার!' স্টির্‌লিংস জবাব দিল। 'শত্রুখতমের লড়াইয়ে আপনার সাফল্য কামনা করছি।'

জেনারেল ভয়ার্ত চোখে স্টির্‌লিৎসের দিকে তাকাল: বোধহয়, গতকাল সন্ধ্যায় মদে চুর হয়েই সে স্টির্‌লিৎসের কামরায় এসেছিল।

'ধন্যবাদ,' সেও জোরগলায় জবাব দিল। গার্ড শুনছে সেই সম্ভাবনা আঁচ করে নিরাপদ থাকার জন্যই সম্ভবত সে এমনটি করল। 'ওরা কোথায় পালায় সেটা আমরা দেখে নেব।'

'অবশ্যই,' স্টির্‌লিৎস জবাব দিল এবং ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে নেমে গেল।

তারপর কেবল সুইডিশ অধ্যাপকটিই সেই আন্তর্জাতিক বগিতে থেকে গেল। শ্যান্তি ও বিশ্রামের উদ্দেশ্যেই সে মুক্ত, নিরপেক্ষ সুইজারল্যান্ডে চলেছে। স্টির্‌লিৎসের জন্য কেউ অপেক্ষিত ছিল না। তাই পাসপোর্ট ও শুল্কবিভাগের কাজগুলি শেষ না হওয়া অবধি স্টির্‌লিৎস প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল। ট্রেন চলতে শুরু করলে সে ওই সুইডিশ অধ্যাপককে লক্ষ্য করল। দূরে মিলিয়ে যাওয়া অবধি তাকে সে জানালায় সেঁটে থাকতে দেখল...

সুইডিশ অধ্যাপকটি আর কেউ নয়, প্লেশ্‌নার। সে স্টির্‌লিৎসের কাছ থেকে মস্কোর জন্য একটি রিপোর্ট নিয়ে বার্ন যাচ্ছে। এতে রয়েছে স্টির্‌লিৎসের যাবতীয় কার্যকলাপের খতিয়ান, তাকে দেয়া শেলেনবার্গের দায়িত্ব, বোরমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ক্যাথির গ্রেপ্তার। তাছাড়া ছিল একজন নতুন লোক পাঠানোর অনুরোধ সহ ওর সঙ্গে কোথায়, কখন, কীভাবে দেখা হতে পারে তারও খুঁটিনাটি বিবরণ।

স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে গেলে স্টির্‌লিৎস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর সে স্থানীয় সীমান্তফাঁড়িতে গেল ও সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে একটি গিরিপথের দিকে রওয়ানা হল। এই পথে শীঘ্রই পাস্তরকে 'বেআইনীভাবে' সুইজারল্যান্ডে পাচার করতে হবে।

'এস.এস রাইখস্‌ফুয়েরের
হেনরিখ হিমলার সমীপে।
একান্ত গোপনীয়।
হাতে হাতে প্রদেয়।
একমাত্র কপি।

প্রিয় রাইখস্‌ফুয়েরের,

আলোচ্য এলাকার প্রকৃতি, উচ্চাবচ ও রাস্তাঘাটগুলির প্রাথমিক পরীক্ষার পর গতরাতে আমি অপারেশন 'ট্রুথ' বাস্তবায়নের জন্য কাজে নামি। আমার মনে হয়েছিল

যে, রাইখস্‌লেইটর বোরমানের আর্কাইভ স্থানান্তরণের কাজে নিয়োজ্য ড্রাইভার ও নির্ধারিত পথ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি ধরনের খোঁজখবর নিলে পাহারাদাররা ব্যাপারটা সম্পর্কে সতর্ক হয়ে উঠবে।

যথাসম্ভব অপ্রয়োজনীয় হৈচৈ এড়িয়ে কার্যসিদ্ধির যে পরিকল্পনা আমি করেছিলাম গতরাতের ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে সেটা নিঃশব্দে করা অসম্ভব হয়। বেসামরিক পোশাকে আমার লোকজন বোরমানের আর্কাইভ সরানোর পথে একটি লরি দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ওরা সেখানে একটুও না থেমেই সরাসরি লরি ও আমার তিনজন লোকের উপর গুলি চালাতে শুরু করল। তারপর ওদের পরিচয় নেওয়া বা কাগজপত্র দেখার বদলে কনভয়ের প্রথম গাড়িটি আমাদের লরি পর্যন্ত এসে ওটাকে ঠেলে পাশের নর্দমায় ফেলে দিল। রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেলে প্রথম আড়াল দেয়ার গাড়িটি থেকে পাঁচজন লোক পেছনের লরিতে লাফিয়ে উঠে এবং এগুলি এগিয়ে চলে। আমি বুঝলাম, প্রত্যেকটি লরিতে সাবমেশিনগান সহ অন্তত পাঁচ থেকে ছ'জন লোক ছিল। পরে খবর নিয়ে জেনেছি যে এরা সৈন্য বা অফিসর নয়, স্থানীয় পার্টি-সংগঠনের লোক, আর্কাইভ সরানোর আগের রাতে ওদের জোগাড় করা হয়েছে। গাড়িগুলির পঞ্চাশ ফিটের মধ্যে কাউকে দেখতে পেলে পদমর্যাদার তোয়াক্কা না করে বেপরোয়া গুলি চালাতে বোরমান ব্যক্তিগতভাবে ওদের হুকুম দিয়েছিলেন।

সুতরাং কৌশল বদলান ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। আমাদের কিছু লোককে সমান্তরাল একটি রাস্তা ধরে কনভয়টিকে অনুসরণ করে রাস্তাটি যেখানে রেলসড়ক ছেদ করেছে ততদূর যাওয়ার আদেশ দিই; ওখানকার গেটম্যানের কাজে আমাদের একজনকে বসিয়ে ওকে পথ আটকে রাখতে বলা হয়েছিল। আমি অন্যদের নিয়ে সামনের দিক থেকে তের নম্বর লরিতে আগুন লাগিয়ে কনভয়টিকে দুভাগ করে ফেলি এবং সেখানে থাকি। দুঃখের বিষয় আমাদের গুলি চালাতে হয়; আমরা তাদের আলোচনার শর্ত দেয়া সত্ত্বেও শেষ গুলিটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি লরি আমাদের যথাসাধ্য বাধা দিয়েছিল। তেরটি লরি সমেত কনভয়ের মাথা ও আমাদের লরিগুলি একইসঙ্গে রেল-ক্রসিংয়ে পৌঁছলে আমরা দেখলাম যে ২৪ নং সৈন্যবিভাগের দশটি ট্যাংক ওখানে ওদের মোকাবিলা ও রাইখস্‌লেইটরের লরিগুলি বাঁচানোর জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের তাই ফিরে আসতে হয়। কারণ কেউ লড়াইয়ে মারা পড়লে নিজেদের কেলেঙ্কারীর শেষ থাকত না। আমরা দখল করা লরিগুলি পুড়িয়ে দিয়ে ওগুলিতে রাখা বস্তা ও দস্তার বাক্সগুলি সাজোয়া গাড়িতে করে বিমানবন্দরে এনেছি। যেসব ড্রাইভার ধরা-পড়া মালগুলি বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়েছিল আমাদের বিশেষ বাহিনীর হাতে পরে ওরা সবাই লাপাত্তা হয়ে গেছে।

হিটলার দীর্ঘজীবী হোন!
আপনার স্কর্‌জেনি।'

ডালেসের পরিচারিকা হিস্যাবে কার্যরত শেলেনবার্গের এজেণ্টের পাঠান খবর থেকে জানা গেল যে, ওর সঙ্গে একজন পাদ্রি দেখা করছেন যার

পদবি সে জানতে পারে নি। এই দুই পণ্ডিতের আলাপের প্রায় পুরোটাই সে রেকর্ড করেছে:

পাইপে তামাক ভরতে ভরতে ডালেস বলল, 'মাইডানেক ও আউশউইৎসের চুল্লির জন্য ততটা নয়... আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী হলেও জার্মান আক্রমণের ফলে রাশিয়ায় সংগঠিত নজিরহীন বিকাশের জন্য হিটলার সারা দুনিয়ার অভিশাপ কুড়াবে। এতে সোভিয়েত ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিপুল সামর্থ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের এই ক'বছরের মতো ইতিহাসে আর কোনদিন রাশিয়া এতটা এগিয়ে যেতে পারে নি, এমন কি ১৮৬১ সালের সংস্কার পরবর্তী সেই আশ্চর্য গণতান্ত্রিক যুগেও নয়। আমাদের যন্ত্রপাতি, আমাদের স্ট্রাটেজিক সাজসরঞ্জাম ও কৃৎকৌশলগত নকশার সাহায্যে তারা উরাল ও সাইবেরিয়ার বিপুল সম্পদ কাজে লাগিয়েছে। আমাদের জিনিসগুলি হাতে পেয়ে তাদের সেকেলে মডেলগুলি তারা বাতিল করে দিয়েছে। হিটলার রাশিয়া ও আমেরিকাকে পরস্পরের কোলে ঠেলে দিয়েছে। স্তালিন জার্মানির কাছ থেকে ২০ শত কোটি ডলার খেসারত আদায়ের হিসাব কষছে। এটি আদায় করে রুশীরা তাদের পশ্চিমের বিধ্বস্ত প্রদেশগুলির শিল্প আবার গড়ে তুলবে।' এভাবে দেশের শিল্প-উৎপাদন দ্বিগুণ করার কথা ভাবছে।'

'ভাটিকানে আমার বন্ধুরা,' পাদ্রি মন্তব্য করল, 'বলছে যে যুদ্ধের এই বছরগুলিতে রুশীরা কাজে ও চিন্তায় অনেকটা নরম হয়ে উঠেছে।'

'জানেন,' পাইপে টান দিয়ে ডালেস বলল, 'আমি এখন আবার নতুন করে পুশকিন, সালতিকোভ ও দস্তয়েভ্স্কি পড়ছি... খুবই দুঃখের বিষয় যে ওদের ভাষা জানি না। আমার মনে হয় রুশ সাহিত্যের তুলনা নেই, মানে ওদের ঊনিশ শতকী সাহিত্যের কথাই বলছি। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি ওরা মুখ খুলার স্বাধীনতা পেয়েছিল আর ওই সময়টা সম্পর্কে ভালভাবে পড়াশোনা দরকার। কারণ, ওদের তখনকার বক্তব্যগুলির গুরুত্ব অতীতের ব্যাপারে ততটা নয় যতটা ভবিষ্যতে... আর আমি এই সিদ্ধান্তে পেঁাছেছি যে, ভবিষ্যতের কোন মডেল তৈরির ব্যাপারে ঝুঁকি নেওয়ার বদলে রুশ চরিত্রের অতীত ভাবাদর্শগুলির দিকে বারবার ফিরে তাকান দরকার।'

'চিন্তাটা খুবই কৌতূহলজনক বটে,' পাদ্রি মন্তব্য করল। 'কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনার এই দার্শনিকতার মধ্যে আপনি নিজেকে ওদের পাশে না রেখে, উপরেই রাখেন...'

'আপনি চান আমি বলশেভিক হই?' ডালেস হেসে জিজ্ঞেস করল। 'ওরা আমাকে নেবে না।'

রিপোর্টের প্রথমে যেসব কথা ডালেস বলেছে সেজন্য হিমলার ওটি ফুয়েররকে দেখানোর ঝুঁকি নিতে চাইল না। তবে তখনই সে তুর্কিস্তান, ইউক্রেন ও বল্টিক ইউনিটগুলিতে তৎপরতা জোরদার করার নির্দেশ পাঠাল। তাছাড়া বর্তমান এবং বিশেষত ভবিষ্যৎ কাজের জন্য এইসব ইউনিট থেকে এস.ডি-তে নিয়োগের জন্য অত্যন্ত প্রতিভাবান ও শিক্ষিত লোক খোঁজার ব্যাপারে সতর্ক জরিপ চালাতেও সে বলল...

পরদিন কালটেনব্রুনার প্রাগ গেস্টাপোর কর্তা গ্রুপেনফুয়েরের ফ্রুগারকে একটি সাঙ্কেতিক খবরের মাধ্যমে প্রাগ ধ্বংসের জন্য শুধু এস.এস ও এস.ডি সংস্থাগুলি থেকেই নয়, নাৎসিদের সঙ্গে কাজ করার মতো দালালদের মধ্য থেকেও যোগ্য লোক বাছাই করতে বলল।

সীমান্ত পাড়ির ব্যাপারগুলি গুছাতে স্টির্লিৎসের কোনই বেগ পেতে হল না। সেখানকার পার্বত্য পদাতিক ইউনিটের অধিনায়ক — বিনীত, ভালমানুষ, জনৈক লেফটেনান্ট তাকে সাহায্য করল। সীমান্তবাহিনীর একগুয়েমি সবাই জানে বলে স্টির্লিৎস ওর দরদ দেখে শুরুতে ঘাবড়েই গিয়েছিল। কিন্তু কিছুটা চিন্তাভাবনার পর স্টির্লিৎস এর কারণ খুঁজে পেল: নিরপেক্ষ সুইজারল্যান্ড সীমান্তের এই পাহাড়ের উপরে বোমা, ধ্বংস ও ক্ষুধা থেকে বহুদূরের চন্দ্রালোকশুভ্র তুষারের এই বিচ্ছিন্ন দেশের জীবন পুরো সীমান্ত এলাকার অধিনায়ক, এই লেফটেনান্টকে, স্থানীয় সকল কর্তাদেরও কেন্দ্র থেকে আসা যেকোন ব্যক্তিকে যথাসাধ্য তোষণে বাধ্য করছে। তাই সীমান্ত পেরনোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে নীরব থেকেও ওর খুঁটিনাটি সম্পর্কে কোন প্রশ্নই স্টির্লিৎসকে কেউ জিজ্ঞেস করে নি। স্বভাবতই, জিজ্ঞেস করলেও সে এগুলির উত্তর দিত না। তবু সীমান্তরক্ষীদের অত্যধিক বিনয় এবং তাদের ব্যস্ততা দেখে স্টির্লিৎস একটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছল: সীমান্ত আর মোটেই দুর্ভেদ্য নয়। সে বুঝতে পারল কেবল এক পাস্তর কেন, এমন কি নেতাদের অনুমতিপত্র ছাড়াই প্রায় বিনা চেষ্টায় একদঙ্গল লোকও এখন সীমান্তের ওপারে পাচার করা চলে।

সে আপনমনে ভাবল: এখান থেকে শেলেনবার্গের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে কোন নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দার মাধ্যমে এই পাড়ির জায়গায়

পাস্তরকে আনাতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু সে জানত বার্লিনে ফোন করলেই তা মূলারের লোকেরা রেকর্ড করবে এবং এতে শেলেনবার্গের পুরো তৎপরতাটিই বিপন্ন হবে। তবে একদিক থেকে সেটা স্টির্‌লিংসের পক্ষে ভালই হত। কারণ, সে নাৎসি নেতাদের মধ্যে সম্ভাব্য সকল পথেই বিভেদ বাড়ানোর চেষ্টা করত। অন্যদিকে এতে শেলেনবার্গের পরিকল্পনা এবং পাস্তরের জন্য নির্ধারিত তৎপরতার ব্যর্থতা বোরমানের সঙ্গে আলোচনার সময় স্টির্‌লিংসের রঙের তাস হবে আর তা ফাঁকাভাবে নয়, এতে থাকবে ফোটো, টেপ-করা আলাপ, ঠিকানা, গোপন সাক্ষাতের খুঁটিনাটি এবং পাস্তরের রিপোর্ট সহ সতর্কভাবে তৈরি পুরো সাক্ষ্যসাবুদ। স্টির্‌লিংস যদি বোরমানকে যথেষ্ট প্রমাণ দেখাতে পারে, কেবল তখনই সে সুইজারল্যান্ডে কার্ল উল্‌ফ চালিত ভুয়ো ব্যাপার নয়, সত্যিকার আলাপ-আলোচনার ভেতর থেকে ভাঙন ধরাতে পারবে।

কচি ফারগাছে ঢাকা একটি খানাকে পাস্তরের সীমান্ত পাড়ির জায়গা হিসাবে ঠিক করার পর স্টির্‌লিংস সীমান্তের ওপারের যে ছোট হোটেলটি চোখে পড়ছে ওটির নাম আরেকবার জিজ্ঞেস করল। সে ওটির মালিকের নাম, কাছের শহর থেকে ট্যাক্সি আনানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং নিচে, সমতলে কোথায় সবচেয়ে কাছে কোন হোটেল রয়েছে সেটি জেনে নিল। তার বানান গল্পটি হল: পাস্তর ছুটিতে স্কি করতে এসে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নামার সময় গিরিখাতে পথ হারিয়ে ফেলেছে। যাতে সমতলে তার ঘাঁটিতে যেতে পারে সেজন্য সে হোটেল-মালিককে একটি ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানাবে। তারপর ওখান থেকে বার্ন বা জুরিখে যাওয়ার বাস পেতে তার কোনই অসুবিধা হবে না আর ওইসব শহরে তার অঢেল বন্ধুবান্ধব আছে। আগেভাগে সংবাদ না দিয়ে ওদের সে-ই খুঁজে বের করবে। বন্ধুদের সে পুরো কাহিনীটিই বলতে পারবে: কীভাবে স্টির্‌লিংস তাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনেছে, তাকে পরীক্ষার জন্য একজন প্ররোচক এজেন্ট পাঠিয়েছে এবং শেষে তার সুইজারল্যান্ড আসার ব্যবস্থা করেছে। তারপর তাকে বলতে হবে লসান থেকে তোলা জেনেভা হ্রদের দৃশ্যের একটি পোস্টকার্ডের জন্য লোকটি ওপারে অপেক্ষা করছে। এর মানে: ইতিমধ্যেই প্রাথমিক সব দেখাসাক্ষাৎ ঘটে গেছে, প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য অন্যরা এখন আসতে পারে। গোড়ায় স্টির্‌লিংসের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে শেলেনবার্গ আপত্তি তুলেছিল, 'খুবই সহজ-সরল।'

'তার পক্ষে অন্যতর কিছু একেবারেই অসম্ভব,' স্টির্‌লিংস প্রতিবাদ করেছিল। 'সরাসরি সত্য বলাই হবে ওর পক্ষে সেরা মিথ্যা। অন্যথা, সে ফাঁদে আটকা পড়বে, শীঘ্রই তার পেছনে পুলিস লাগবে।'

...সীমান্ত পাড়ির যাবতীয় ব্যবস্থা শেষে স্টির্‌লিংস গোপন তথ্য ফাঁসের জন্য সীমান্তরক্ষীদের সম্ভাব্য কঠোর সাজা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলল যে একমাত্র এস.এস রাইখস্‌ফুয়েরের নিজে এসে জিজ্ঞেস করলেই শুধু তাঁকে এই তৎপরতা সম্পর্কে তারা বলতে পারবে। লেফটেনাণ্টকে সে বলল যে, বার্লিন ছাড়ার আগে তার ঠিকানায় যে তারবার্তা পাঠান হবে তাতে থাকবে: 'মায়ের হৃৎরোগ। সম্ভব হলে দরকারী ওষুধ পাঠাও। হান্‌স।' এই সঙ্কেতবার্তা পাওয়ার পর সে স্টেশনের বাইরে চাবিসমেত শোফার ছাড়া একটি গাড়ি তৈরি রাখবে এবং স্থানীয় এলাকার বোনা দস্তানা, বার্নে তৈরি, ব্যবহৃত একজোড়া স্কি-বুট সহ সুইস ৪ নং গ্রিজলাগান একটু পুরনো স্কি ওই সীমান্ত পাড়ির নির্ধারিত জায়গাটায় রাখার বন্দোবস্ত করবে।

স্টির্‌লিংস যখন বাবেল্‌সবার্গে তার বাড়িতে ফিরল তখন রাত এগারোটা। সে দরজার তালা খুলে আলো জ্বালানোর সুইসে হাত দিতেই একটি পরিচিত অনুচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে মাঝ পথেই থমকে দাঁড়াল।

'আলো না জ্বালানোই ভাল।'

'হোল্টফ,' স্টির্‌লিংস মনে মনে বলল। 'ব্যাটা এখানে কেন? খুবই বড়সড়ো কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে, মারাত্মক কিছু...'

প্লেশ্‌নার বার্নের সাধারণ হোটেলে একটি ছোট কামরা ভাড়া নিল। তারপর স্নান সেরে হোটেলের রেস্তোরাঁয় নামল এবং বসে মেনুর দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্ত অবস্থায় অনেকক্ষণ কাটাল। 'ননী' ও দাম, 'চিংড়ি' ও দাম বরাবর বারবার লোলুপ চোখে তাকিয়ে, মোম-মাখান নীল-সাদা কার্ডটি উল্টেপাল্টে তার বহু সময় কেটে গেল। তারপর নিজেকেই অবাক করে হঠাৎ হেসে উঠে চেঁচাল, 'হিটলার ব্যাটা ধেড়ে বদমাশ!'

রেস্তোরাঁয় আর কেউ ছিল না। রান্নাঘরে বাবুর্চি সশব্দে কড়াই নাড়ছিল। সারা ঘরে দই আর রুটির গন্ধ।

এবার সে আরও জোরে চেঁচিয়ে বলল, 'হিটলার একটা আস্তো ইতর!'

কেউ নিশ্চয়ই তার গলা শুনতে পেয়েছিল। গোলাপী গালের এক তরুণ ওয়েটার মুখে হাসি ফুটিয়ে দ্রুত এগিয়ে এসে বলল, 'শুভদিন, মঁসিয়ে...'

'হিটলার একটা শকুন!' চিৎকার করে প্লেশ্‌নার বলল। 'শকুন! বদমাশ! রক্তচোষা বাদুড়!'

নিজেকে সে থামাতে পারছিল না। আত্মসংযম সে হারিয়ে ফেলেছিল। হাসছে না কাঁদছে সেই বোধও তার ছিল না। কেবলই সে চেঁচিয়ে চলেছিল, 'শুয়োর! বদমাশ! রক্তচোষা সব!'

ধূসর স্যুট-পরা ভদ্রলোকটি তামাশা করছে ভেবে ওয়েটার প্রথমে হাসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওর গাল বেয়ে চোখের জল গড়াচ্ছে দেখে সে রান্নাঘরে বাবুর্চির কাছে ছুটে গেল। তারপর ওখান থেকে বাবুর্চি মুখ বাড়িয়ে দেখল।

'আমরা কি হাসপাতালে ফোন করব?' ওয়েটার বলল।

'তোর মাথা বিগড়েছে?' অবাক হয়ে বাবুর্চি জিজ্ঞেস করল। 'আমাদের রেস্তোরাঁয় অ্যাম্বুলেন্স এলে লোকেরা কী ভাববে? আমাদের কোন খদ্দের খারাপ খাবার খেয়েছে।'

...একঘণ্টা পর প্লেশ্‌নার হোটেল বুকিং বাতিল করে নদীতীরের এক ব্যক্তিগত পান্থশালায় এসে উঠল। রেস্তোরাঁয় সেই পাগলামির পর, বিশেষত জাল সুইডিশ পাসপোর্ট নিয়ে তার পক্ষে ওখানে থাকার ঝুঁকি সে বুঝতে পেরেছিল।

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অবস্থা প্রথমে প্লেশ্‌নারকে পুরোপুরি নিস্তেজ করে ফেলল। রাস্তায় চলতে চলতে সে বারবার ফিরে তাকাত, কেউ পিছু নিয়েছে কিনা সেটা পরখ করত। সে ভয় পাচ্ছিল যে হঠাৎ তার পেছনে ব্রেক কষার শব্দ হবে, নিঃশব্দে শক্ত হাতে কারা তাকে ধরে নিয়ে কোন ভিতঘরে আটকে রাখবে আর মহান ফুয়েররের নামে কুৎসা রটানোর জন্য বেধড়ক মারধর করবে। কিন্তু পথে কাউকেই তার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উৎসাহী হতে দেখা গেল না। সে পথ থেকে কয়েকটি ফরাসী ও ইংরেজি সংবাদপত্র কিনে আনল। এগুলির প্রথম পাতায় হিটলার ও গোয়েরিংয়ের ব্যাঙচিত্র ছিল। সে চুপিচুপি হেসে উঠল আর পাছে আবার তাকে পাগলামিতে পেয়ে বসে এই চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

'হায় ঈশ্বর,' সে ভাবল। 'এসব নিশ্চয়ই এখনো কেটে যায় নি।'

স্টির্‌লিংসের দেয়া গোপন ঠিকানা বরাবর নির্জন পথ দিয়ে সে হেঁটে গেল। সে বার দুয়েক পেছন ফেরে তাকিয়ে হঠাৎ নিজেই বিস্মিত হয়ে (পরে সে লক্ষ্য করল: বার্নে আসার সেই প্রথম দিনেই সে অনেক অদ্ভুত কাণ্ড করেছিল) উন্মত্ত ওয়াল্‌জ নাচের ভঙ্গিতে ঘুরতে লাগল। নতুন

স্বাধীনতায় সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল, চলতে চলতে ঘুরপাক খাচ্ছিল, এই শতকের গোড়ার দিকে নাচিয়েদের মতো পাগলাটে ছুটাছুটি শুরু করছিল।

লম্বা, দোহারো গড়নের একটি লোক দরজা খুলল। 'অট্টো বলতে বলেছে যে গত সন্ধ্যায় সে আপনার ফোন আশা করেছিল,' শেখা সঙ্কেতবাক্যটি প্রফেসর আওড়ে গেল।

'ভেতরে আসুন,' লোকটি বলল। যদিও 'অবাক কান্ড দেখছি, আমি বাড়িতেই ছিলাম, নিশ্চয়ই ও ভুল নম্বরে ডায়েল করেছে' এই সাঙ্কেতিক উত্তরটি শোনা পর্যন্ত তার বাইরে অপেক্ষা করার কথা ছিল। কিন্তু তবু প্লেশ্‌নার ঘরেই ঢুকে পড়ল।

সোভিয়েত গোয়েন্দার এই গোপন আস্তানাটি নাৎসিরা দখল করে সম্ভাব্য 'আগন্তুকের' জন্য ওখানে ওৎ পেতে ছিল। প্লেশ্‌নার ছিল তাদের প্রথম শিকার।

ঘরে ঢুকে লম্বা লোকটি বলল, 'তাহলে সে ওখানে কেমন আছে?'

'এই নিন,' প্লেশ্‌নার একটি ক্যাপসুল এগিয়ে দিয়ে বলল। 'ওতেই সবকিছু আছে।'

এজন্যই প্লেশ্‌নার বেঁচে গেল। জার্মানরা এইসব সঙ্কেতবাক্য বা যোগাযোগের লোকগুলিরও কোন হদিস জানত না। তাই ঠিক হয়েছিল: কেউ সাঙ্কেতিক উত্তর না পেয়ে ভেতরে আসতে অস্বীকার করলে তাকে পাকড়াও করে ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় গোপনে জার্মানি পাঠাতে হবে। আর ভেতরে এলে জার্মানরা তার গতিবিধির উপর নজর রাখবে যাতে এভাবে বড় কর্তাকে ধরা যায়।

লম্বা লোকটি পাশের ঘরে গিয়ে ক্যাপসুলটি খুলল। এতে ছিল টিস্যু কাগজের ছোট টুকরোয় পাঁচ-অঙ্কের সংখ্যায় লেখা একটি রিপোর্ট। বার্লিনেও একই ধরনের পাঁচ-অঙ্কের সংখ্যায় লেখা সঙ্কেতের অর্থোদ্ধারের চেষ্টা চলছিল। যে-রুশী বেতার-অপারেটর তাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছে সেও এই ধরনের সঙ্কেতই ব্যবহার করত।

লম্বা লোকটি তার সহকারীকে সঙ্কেতবার্তাটি দিয়ে বলল, 'ওটি সোজা আমাদের দূতাবাসে নিয়ে যাও। লোকটির গতিবিধির উপর ওদের নজর রাখতে বলবে। আমি ওকে এখানে কিছুক্ষণ আটকে রেখে কথা বের করার চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে, লোকটি কাজে নতুন এসেছে। ওর কাছ থেকে কিছু খসান যাবে হয়ত।'

১২

ঘুম পাড়ানোর জন্য ছেলেকে দোলাতে দোলাতে ক্যাথি ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত অবধি হাঁটছিল। স্টির্লিংসের সঙ্গে শেষ বার দেখা হওয়ার পর ওর কথামতোই তাকে গেস্টাপোর একটি বিশেষ গোপন ফ্ল্যাটে সরিয়ে আনা হয়েছে। ছোট হলেও খুব শক্তিশালী একটি বেতারযন্ত্র ওখানে ছিল। ক্যাথি ঘুমন্ত শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে আপনমনে ভাবল: 'জীবনে সবকিছুই শিখতে হয়: ওমলেট তৈরি, ক্যাটালগ থেকে বই খুঁজে বের করা, আর গণিতের কথা নাই বা বললাম, অবশ্য এজন্য অনেক বেশি চেষ্টার প্রয়োজন হয়। অথচ মায়ের কিছুই শিখতে হয় না — না ঘুমপাড়ানির গান গাওয়া, না বাচ্চাকে দোল খাওয়ান যাতে সে চুপ করে আরামে ঘুমতে পারে।'

ক্যাথির পাহারাদার ফ্রেলিন বারবারা নিজেকে ওর কাছে দয়ালু, বিবেচক হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করে। অবশ্য তার বয়স খুবই কম। তাদের রাতের খাবারের আগে সে ক্যাথির সঙ্গে অনেকক্ষণ গালগল্প করতে ভালবাসে। পাশের ঘরের বাসিন্দা এস.এস.-র সিপাই হেলমুট তিন জনের জন্য টেবিলে খাবার দিচ্ছিল। বাচ্চাটি ঘুমিয়ে পড়েছে। বারবারা, ক্যাথি আর হেলমুট টেবিল ঘিরে বসেছিল। আজ এই হিটলার যুবলীগ সদস্যার ঊনিশতম জন্মদিন। এই উপলক্ষে টেবিলে সাদা ঢাকনি বিছান হয়েছে। মাংসের সুরুয়া আর আলু সহ এই উৎসবভোজের সময় বারবারা বলল যে জার্মানি যুদ্ধটা জিতে গেলেই শেষপর্যন্ত মেয়েরা সৈন্যদল ও কলখারখানা ছেড়ে নিজের কাজে, বিশাল জার্মান পরিবার গড়ার কাজে ফিরতে পারবে।

'সন্তান, পরিবার দেখাশোনাই তো মেয়েদের কাজ,' সে বলে চলল। 'অন্যসবই পোশাকি ব্যাপার। মানুষকে অবশ্যই সুস্থসবল হতে হবে। জৈবপ্রবৃত্তির চেয়ে শুদ্ধতর তো কিছু নেই। এসব ব্যাপারে খোলাখুলি বলতে আমি একটুও ভয় পাই না।'

'কিন্তু আপনি কী বলতে চাইছেন?' গোমড়া মুখে হেলমুট তার প্রতিক্রিয়া জানাল। কামানের গোলার শব্দে মারাত্মক স্নায়বিক আঘাত লাগার রপ তাকে ফ্রন্ট থেকে বিশ্রামের জন্য ইদানীং বাড়ি পাঠান হয়েছে। 'আজ আপনি আমার, কাল আরেকজনের, পরশু অন্যের?'

'এইসব নোঙরা ঘাঁটার কোন দরকার নেই,' বিরক্তির সঙ্গে ভুরু কুঁচকে বারবারা বলল। 'পরিবার হল পবিত্র, অলঙ্ঘনীয়। কেন আমি স্বামীর সঙ্গে,

আমার সন্তানের পিতার সঙ্গে ওতে তেমন আনন্দ পাব না, যদি আমি তাকে একের মধ্যে তিনজন বিভিন্ন পুরুষের সমাহার বলে ধরে নিতে পারি? সত্যি বলতে কী, লজ্জা আমাদের ছাড়তে হবে এটা একেবারেই অচল। ইচ্ছামতো স্বামীর কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারলে অসতীত্ব বলে কিছু থাকবে না। আরও বলিষ্ঠ, যৌন ব্যাপারে আরও অভিজ্ঞ কারও জন্যই তো স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে যায়... সম্ভবত এতে আপনি আমার সঙ্গে একমত নন?' সে ক্যাথির দিকে ফিরে বলল।

'না।'

'কেন?'

'এমনি...'

'এটা কোন উত্তর হল না।'

'এটাই উত্তর।'

'চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার ইচ্ছাটা হল সময়ের মতোই পুরনো একটি মেয়েলী কৌশল। আপনার কি মনে হয় যে আমাদের প্রিয় হেলমুট আমার চেয়ে আপনাকেই বেশি পছন্দ করবে?' একগাল হেসে বারবারা বলল। 'এর একটা কারণ হল স্লাভদের সম্পর্কে তার ভয়, অন্যটি আমার যৌবন...'

'আমি স্ত্রীলোক ঘৃণা করি,' হেঁড়ে গলায় হেলমুট বলল।

'কেন?' ক্যাথির দিকে চপল ইসারা করে বারবারা জিজ্ঞেস করল। 'আমরা আপনার এমন কী করেছি যে আমাদের ঘৃণা করেন?'

'স্ত্রীলোকরা বদমাশেরও অধম। বদমাশদের ব্যাপারটা গোড়া থেকেই সাদাসিধে: তারা প্রতারণা করে না। ওদের বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না। কিন্তু মেয়েরা একেবারেই অন্যরকম। ওরা প্রথমে আসে মধুর স্রোতের মতো, খাবার-দাবারের কথা পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। তারপর সরু সরু আঙুল দিয়ে ইচ্ছামতো প্যাঁচ কষতে থাকে আর সবসময় তোমার ভাল ভাল বন্ধুদের বাগে আনার চেষ্টা করে, বিশেষত যদি তুমি ততটা চৌখশ না হও।'

'আপনার স্ত্রী আপনাকে ছেড়ে গেছে?' কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বারবারা চেঁচিয়ে উঠল।

বারবারার আশ্চর্য হাতদুটি ক্যাথির চোখে পড়ল: নরম, কোমল, কব্জিতে বাচ্চাদের মতো টোল, চমৎকার নখগুলি পালিশ ছাড়াই উজ্জ্বল।

হেলমুট কঠোর চোখে বারবারার দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই বলল না। পদমর্যাদার বিচারে সে হল উন্টেরশ্যারফুয়েরর বারবারার অধস্তন।

'আমাকে মাপ করুন,' ক্যাথি টেবিল ছেড়ে উঠে বলল, 'আমি ঘরে যেতে পারি?'

'কী হল?' বারবারা জিজ্ঞেস করল। 'আজ রাতে বোমাও পড়ছে না, আপনি কাজও শুরু করেন নি, তাহলে আরেকটু বসুন না হয়।'

'ভয় পাচ্ছি বাচ্চাটা উঠে না যায়। আমরা চেঁচিয়ে কথা বলছি।'

'ও কেন উঠবে? হেলমুট, আজ বাচ্চাটা কতক্ষণ বাইরের বারান্দায় ছিল?'

'ওকে তাজা হাওয়ায় সকালে একঘণ্টা আর বিকেলে একঘণ্টা রেখেছি। সন্ধ্যার দিকে একটু ঠাণ্ডা পড়েছিল বলে আর বের করি নি... এমন আবহাওয়ায় যেকোন সময় বাচ্চার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে...'

'আমাকে ওর সঙ্গে শুতে দিচ্ছেন না?' ক্যাথি জিজ্ঞেস করল। 'ওই বেচারির জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে,' হেলমুটের দিকে ইসারা করে সে বলে চলল। 'বাচ্চাটি নিশ্চয়ই ওকে ঘুমুতে দিচ্ছে না।'

'ও খুবই শান্ত,' হেলমুট বলল, 'খুবই চুপচাপ। ও তো প্রায় কান্নাকাটি করেই না।'

'সেটা অসম্ভব,' বারবারা শক্ত গলায় বলল। 'আপনি আর বাচ্চাকে আলাদা ঘরেই থাকতে হবে।'

'কিন্তু, আমি তো পালাব না,' ক্যাথি হাসির চেষ্টা করে বলল, 'দরজায় তো তালাই লাগান আছে।'

'এখান থেকে পালান অসম্ভব,' বারবারা স্বীকার করল। 'আমরা দুজন তো আছিই। তাছাড়া তালাগুলিও খুবই মজবুত। কিন্তু আমি দুঃখিত। উপরের হুকুম। আপনার বড়কর্তাকেই বরং বলে দেখুন...'

'কে সে?'

'স্টাণ্ডারটেনফুয়েরর স্টিরলিংস। একটু নরম ধরনের মানুষ। কাজকর্ম ভালভাবে চালালে হয়ত আপনার জন্য দু'একটা নিয়ম পালটাতেও পারেন। কোন কোন মেয়ে পয়সার জন্য কাজ করে, কেউ বা পুরুষের লোভে। কিন্তু আপনার কাজের তাগিদের ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। সেটা আপনার সন্তান। ঠিক বলছি কি না?'

'ঠিক,' ক্যাথি জবাব দিল। 'ঠিকই বলেছেন।'

'আপনার কোন কিছুর দরকার আছে কি?' পরের গ্রাসের জন্য পাতলা একটুকরা আলু কাটতে কাটতে বারবারা বলল।

ক্যাথি লক্ষ্য করল যে বারবারা যেন কূটনৈতিক কোন সম্বর্ধনার ভোজে

খাওয়া-দাওয়া করছে। তার প্রত্যেকটি চলাচলে আশ্চর্য শ্রী ফুটে উঠছিল। মহার্ঘ কোন বিদেশী ফলের মতোই সে সিদ্ধ আলুটি খুঁটছিল।

'বলুন তো... আমার অবস্থায় পড়লে বাচ্চাটিকে বাঁচানোর জন্য আপনি কি শত্রুপক্ষের হয়ে কাজ করতে রাজি হতেন?'

উত্তর দেয়ার আগে বারবারা একটু সময় নিল। তারপর আলুটা শেষ করে রুপোর কাঁটাটা নামিয়ে রেখে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে লাগল।

'কীভাবে যে বলি?.. আচ্ছা, এখনো তো আপনি বাচ্চার নাম রাখেন নি...'

'আমি ওকে ভ্লাদিমির ডাকব ভাবছি।'

'কার নামে? ওটা আপনার বাবার নাম? নাকি স্বামীর? আচ্ছা, ওর কী নাম ছিল?'

'কার?'

'আপনার স্বামীর?'

'এরউইন।'

'ওটা আমি জানি... তার আসল নাম, রুশ নাম কী ছিল?'

'আমি তাকে এরউইন বলেই জানতাম।'

'আপনি বলতে চান যে ও আপনাকে তার আসল নাম বলে নি? তাহলে ওকে এরউইন নামেই বিয়ে করেছিলেন?'

'আমাদের বিয়ে হয় নি...'

'ওটা ঠিক নয়।'

'সবকিছু এখানেই হয়েছে,' মুচকি হেসে ক্যাথি ব্যাখ্যা করল। 'আমাকে এখানে এরউইনের সঙ্গেই পাঠান হয়। যতদূর আমি জানি দুনিয়ায় অন্যান্য গুপ্তচরদের মতো আপনাদের ওরাও কেবল পরস্পরের ছদ্মনামই জানে। মস্কোয় আমার প্রধান আমাকে ক্যাথির বদলে কাতিয়া নামেই চিনে, আর এখানে এরউইনের উপরয়ালারা, মানে যারা ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, বোধহয় তারাও এটাই জানত।'

'আপনার প্রশ্নের আলোচনায় আবার আসা যাক,' বারবারা বলল এবং একটু থেমে শুরু করল। 'ভ্লাদিমির হল লেনিনের নাম, তাই না? আপনার অবস্থায় পড়লে আমি আমার ছেলেকে এডল্‌ফ ডাকতাম। অন্য সব ব্যাপারে কী করতাম এখন বলতে পারব না... মনে হয় না আপনি যা করছেন আমি তাতে রাজি হতাম... কিন্তু এই যথেষ্ট, যাক এসব। এখন আপনার নিজের

কামরায় না যাওয়ার আমি কোন কারণ দেখি না। কাল আপনাকে ওরা রান্সডর্ফে নিয়ে যেতে চায়। যতটুকু মনে পড়ছে ওটা আপনারই পরিকল্পনা: এরউইনের কাজের ওই জায়গাটায় গাড়ি করে ঘুরে বেড়ান যাতে আমাদের সঙ্গে কাজ শুরু করলে আপনার সম্পর্কে স্থানীয় বড়কর্তা চিন্তিত না হয়ে ওঠে।'

'তাই,' ক্যাথি জবাব দিল। 'পরিকল্পনাটা আমারই। এতে আমাদের লোকরা আমাকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেখে আশ্বস্ত হবে। আমাদের স্থানীয় প্রধানের আরও একটি বেতারযন্ত্র আছে কিনা আমি ঠিক জানি না। আমি গ্রেপ্তার হই নি এই খবর না পেলে হয়ত সে মস্কোকে জানাবে যে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছি। আর তখন পুরো খেলাটাই ভেস্তে যাবে।'

'আপনার স্থানীয় বড়কর্তার দ্বিতীয় কোন বেতারযন্ত্র নেই,' বারবারা প্রতিবাদ করল। 'স্টির্লিংসের হাতে পড়েছেন বলে নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবা উচিত। উদার ও যুক্তিবাদী বলে তার নামডাক রয়েছে... মনে পড়ছে, কাল সকালে তিনিই আপনাকে নিয়ে শহরে বেরুবেন। এই ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেছেন?'

'কে আমাকে নিয়ে বেরুবে তার কিছুই আমি জানি না,' ক্যাথি জবাব দিল। 'আমার জেরাকারী আমাকে কিছুই বলেন নি। আমি শুধু বলেছিলাম যে কাজটিতে সুফল ফলতে পারে। আমার সঙ্গে কে যাবে তা অবশ্য আমাকে বলা হয় নি।'

পরে, সেই রাতে স্টির্লিংসের বদলে ওই ফ্ল্যাটে এসেছিল দুজন সঙ্গী সহ রল্ফ। তার তখন কিছুটা মাতাল অবস্থা। সে তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করছিল। ফরাসী ঢঙে কথা বলছিল। মুলার রল্ফকে জানিয়েছিল যে স্টির্লিংসের অনুপস্থিতিতে রুশী মেয়েটিকে নিয়ে কাজ করার জন্য কালটেনব্রুনার তাকে অনুমতি দিয়েছে।

'শেলেনবার্গ আমাকে বলেছে যে স্টির্লিংস বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছে,' কালটেনব্রুনার বলেছিল। 'আমার মনে হচ্ছে রল্ফকে এখন কাজে লাগানোই ভাল হবে, দুজনের কাজের আলাদা ফলাফল যাঁচাই করা যাবে: কড়া জেরাকারীর পর অনেক সময় কয়েদিরা নরম লোকের কাছে সহজেই পোষ মেনে যায়। আমাদের স্টির্লিংস তো নরম মানুষ, তাই না?' তারপর হঠাৎ কালটেনব্রুনারের মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। সে মুলারকে একটা সিগারেট দিল।

মুলার সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ ইতস্তত করল: হট-লাইন টেলিফোন

ও রুশী মেয়েটির স্যুটকেসের পাওয়া অভিন্ন আঙুলের ছাপের ব্যাপারটি কালটেনব্রুনারকে বলা উচিত কিনা সে ভাবল। কড়া সিগারেটে দুটি দম দেয়ার ফাঁকটুকুতে ব্যাপারটা সে ভেবে দেখল: ওই ঘটনা এবং গোপনে যাবতীয় এস.ডি কর্মচারীর আঙুলের ছাপ নেওয়ার ব্যাপারটি চেপে যাওয়াই তার কাছে সঙ্গত মনে হল। কারণ, রাইখের নিরাপত্তা বিভাগের বিশেষ নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল তার, অর্থাৎ মুলারের, এস.ডি ও গেস্টাপো অফিসরদের বিশ্বস্ততার ব্যাপারটি তাকেই দেখতে হত। সে ভয় পাচ্ছিল যে কালটেনব্রুনার খবরটি রটিয়ে দেবে আর সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। গৃহশত্রুকে সনাক্ত করতে পারে নি বলে কোন নতুন দুর্ঘটনা ঘটলে কালটেনব্রুনার তার ঘাড়েই সব দোষ চাপাবে। কালটেনব্রুনারের অজান্তে বোরমান ও রাইখ নিরাপত্তা বিভাগের জনৈক অফিসরের মধ্যে এই আলোচনাটি হিমলারের কানে পৌঁছেছে, এতে মুলারের সুবিধা হয়েছে: এই 'ফারাক' তাকে দুটি শক্তির মধ্যে দরকষাকষিতে সুবিধা করে দিয়েছে। একই কারণে সে স্টির্‌লিৎস সম্পর্কে কালটেনব্রুনারের সন্দেহের ব্যাপারটিও হিমলারকে জানাতে চায় নি। ওদিকে কালটেনব্রুনার পার্টির কেন্দ্রীয় দফ্‌তরের সঙ্গে ওই রহস্যময় আলাপের ব্যাপারে কিছুই জানত না, যাকে হিমলার কোন বিশ্বাসঘাতক চরের কাজ বলেই মনে করেছে।

'রুশী বেতার-অপারেটরকে নিয়ে স্টির্‌লিৎসের কাজের উপর আমাকে নজর রাখতে দেবেন কি?' মুলার বলল।

'কেন?' অবাক হয়ে কালটেনব্রুনার প্রশ্ন করল। 'কি জন্য? বিশেষত বেতারের ব্যাপারে আমি তো স্টির্‌লিৎসকে কুশলীই মনে করি।'

'নিশ্চয়ই, তার কথা তো সে ভুলে যেতে পারে না,' অবাক হয়ে মুলার ভাবল। 'নাকি সে আমার বিরুদ্ধে কিছু তৈরি করছে? সে কী বলেছিল ওটা কি তাকে স্মরণ করিয়ে দেব? নাকি ওটা না করাই ভাল? এইসব কাজের নিকুচি করি যেখানে সবসময়ই একজনকে আরেক জনের পিছু লাগাতে হয়! অন্যকে ঠকানোর আগে হামেশা নিজেকেই আহাম্মক হতে হয়। গোলকধাঁধা!' তারপর জোরে বলল, 'তাহলে আপনার মত যে, রুশী পিয়ানোবাজিয়ের ব্যাপারে আমি রল্‌ফকে ইচ্ছামতো কাজ করতে বলি?'

একদা বেতার-অপারেটরকে 'পিয়ানোবাজিয়ে' আর গোয়েন্দা বাহিনীর বড়কর্তাদের 'পরিচালক' বলা হত। কিন্তু এখন বার্লিনে উদ্বাস্তুদের ভিড়ে এবং পূর্ব প্রাশিয়া, আখেন, প্যারিস ও বুখারেস্ট থেকে আর্কাইভ নিয়ে নিরাপত্তা বিভাগের লোকজনরা রাজধানীতে এসে পৌঁছলে তাদের থাকার

ব্যবস্থা ইত্যাকার ব্যাপক গোলমালের মধ্যে এই শব্দগুলি হারিয়ে গেছে। তাছাড়া ধরা-পড়া এজেন্টদের পেশার বদলে জাতীয়তা দিয়ে পরিচয় করান তখন রেওয়াজ হয়েও উঠেছিল।

'ওই পিয়ানোবাজিয়ে...' বিষণ্ণ স্বরে পুনরুক্তি করে কালটেনব্রুনার ব্যাপারটা মনে করার চেষ্টা করল। 'না, রল্ফ বরং স্টির্লিংসকে সাহায্য করুক। উপায় আলাদা হলেও লক্ষ্য এক হওয়াই উচিত... এইপর্যন্ত রুশীদের কাছ থেকে কোন খবর পাওয়া গেছে?'

'এখনো নয়।'

'সঙ্কেতের অর্থ বের করার কাজ কেমন চলছে?'

'কিছুদূর এগিয়েছে। কাজটা খুবই কঠিন মনে হচ্ছে।'

'ওই পিয়ানোবাজিয়েকে ঠিকমতো একটা ধোলাই দিয়ে দেখুন। স্থানীয় বড়কর্তার সঙ্কেতগুলি ও জানে না এটা বিশ্বাস্য নয়।'

'স্টির্লিংস নিজের ধরনেই ওকে নিয়ে কাজ করছে।'

'এই মুহূর্তে সে শহরে নেই। রল্ফ দু'-একবার না হয় চেষ্টা করেই দেখুক।'

'তার নিজের ধরনে?'

তখনই কালটেনব্রুনার কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে ফুয়েররের গড়খাই থেকে টেলিফোন এল: হিটলারের কাছে যাওয়ার তলব।

স্টির্লিংস সম্পর্কে তাদের আলোচনা কালটেনব্রুনারের মনে ছিল। কিন্তু এর দুই সন্ধ্যা আগে পার্টি আর্কাইভ সরানোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বোরমানের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং বোরমান কথাপ্রসঙ্গে তাকে বলে, 'আপনাদের লোকজন ব্যাপারটা গোপন রাখার কাজটাই না হয় দেখুক। সবচেয়ে বিশ্বস্তদের দায়িত্বটা দিন, মানে যাদের উপর ভরসা রাখা যায় — মুলার, শোলেংস, স্টির্লিংস...'

শিকারের নিয়মকানুন সম্পর্কে অভিজ্ঞ কালটেনব্রুনার ভালই জানত যে, বোরমান কোন লোক সম্পর্কে প্রশ্ন না করে সরাসরি তার নাম উল্লেখ করলে অর্থ এই দাঁড়ায়: লোকটির উপর ভরসা রাখা যায়।

'আচ্ছা, আপনার লোকরা কি এখনো আমার শোফারের হদিস পায় নি?' এই আলোচনায় বোরমান জিজ্ঞেস করল। 'ওকে খুঁজতে বলেছিলাম। হেলাফেলা না করে ভালভাবে খুঁজে দেখুক...'

কালটেনব্রুনার বলেছিল যে সে শোফার সম্পর্কে কিছুই জানে না। তবে অবশ্যই খোঁজ করাবে এবং সরাসরি ফলাফল জানাবে।

...শুধু এখনই, হিটলারের গড়খাইতে যাবার পথে শোফারের কথা কালটেনব্রুনারের মনে পড়ল। সে জানত, ওখানে প্রথমেই যার সঙ্গে তার দেখা হবে সে হল বোরমান...

বোরমানের ধরা-পড়া আর্কাইভে যা পাওয়ার জন্য রাইখস্‌ফুয়েরর এতটা উদ্বিগ্ন ছিল তার অতি বিশ্বস্তরা অঢেল খোঁজাখুঁজির আটচল্লিশ ঘণ্টা পরও তেমন কিছুই উদ্ধার করতে পারল না। এতে পার্টির তহবিল বিদেশের ব্যাঙ্কে সরানোর আনুষঙ্গিক একটি কাগজের নাগালও তারা পেল না। এই ধরনের কাগজপত্র হয়ত আগেভাগেই সরান হয়েছে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, বোরমান তার আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির বলে হিসাব নম্বরগুলি ও মহাজনদের নাম মুখস্থ করে রেখেছে, যুদ্ধ শেষ হলেই যাদের সে কাজে লাগাবে। বা শেষ ও সবচেয়ে দুঃখের বিষয়: স্করৎজেনির অবরোধ ভেঙে যে তেরটি লরি ট্যাঙ্কের সঙ্গে উধাও হয়েছে ওগুলিরই কোনটাতে নিশ্চয়ই ওইসব কাগজপত্র রয়েছে।

তাসত্ত্বেও দখল-করা আর্কাইভের অংশে বেশকিছু কৌতূহলজনক কাগজপত্র পাওয়া গেল। এতে স্টির্‌লিৎসের লেখা প্রতিবেদনটি ছিল এবং স্বাক্ষরিত না হলেও এস.ডি-র মধ্যে যে বিশ্বাসঘাতকতা বাড়ছে এটি তারই প্রমাণ দিচ্ছিল।

হিমলার শেলেনবার্গকে ওই প্রতিবেদনটি দেখিয়েছিল এবং এই সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছিল। কাজটি অসম্ভব জেনেও সে রাইখস্‌ফুয়েররকে ব্যাপারটি সম্পর্কে তদন্ত চালানর আশ্বাস দিয়েছিল। অবশ্য দলিলটির অস্তিত্ব থেকে সে এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছেছিল যে বোরমানের আর্কাইভে নিশ্চয়ই এমন আরও তথ্যাদি রয়েছে যা থেকে সে তার সহকর্মীদের সম্পর্কে নতুন খোঁজখবর পেতে পারে: তারা একইসঙ্গে বোরমানের পক্ষেও কাজ করছে কিনা, করলে কতদিন থেকে, কোন বিষয়ে এবং সঠিক কার বিরুদ্ধে। দুই প্রভুর জন্য ওদের কাজ করার সম্ভাবনা নিয়ে শেলেনবার্গের কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। ওদের দেশাত্মবোধক আবেগের কাছে আবেদন জানিয়ে বোরমানের চররা তাদের অবশ্যই দলে টানতে পারে। কিন্তু বোরমান তার একান্ত গোপনীয় শান্তি-উদ্যোগের ব্যাপারে সত্যিই কিছু জানে কিনা সেটাই ছিল তার কাছে সবচেয়ে বড়কথা।

শেলেনবার্গ এই কাজে কয়েকজনকে দায়িত্ব দিয়ে রোজই কোন-না-কোন

খবরের আশা করছিল। কিন্তু প্রতিবারই একই উত্তর আসত: 'সে-রকম কিছু মেলে নি।'

'আপনার কর্তা এখন কেমন?' লম্বা লোকটি জিজ্ঞেস করল। 'ভাল?'

'হ্যাঁ,' হেসে প্লেশ্‌নার বলল। 'সবকিছুই ভাল চলছে।'

'কফি চলবে?'

'ধন্যবাদ, চমৎকার হবে।'

লোকটি রান্নাঘরে গিয়ে ওখান থেকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ভাল জায়গা পেয়েছেন?'

'পেয়েছি, চমৎকার জায়গাই পেয়েছি।'

'আপনার ছাদটার উপর কি ভরসা করা চলে?'

'আমার ঘরটা একতলায়,' এই ধরনের ভাষার সঙ্গে পরিচয় না থাকায় প্লেশ্‌নার জবাব দিল।

কফি গ্রাইন্ডার বন্ধ করে গেস্টাপোর লোকটি আপনমনে হাসল: একজন নবিস, স্বেচ্ছাসেবী যে তার কাছে এসেছে এতে সে আরও নিঃসন্দেহ হল। সারা দুনিয়ার গোয়েন্দাদের জানা 'ছাদ' ও 'ঢাকনির' সাঙ্কেতিক অর্থও লোকটি জানে না। 'কিন্তু আমি অবশ্যই তাড়াহুড়া করব না,' সে মনে মনে ভাবল। 'একেবারে গোড়া থেকেই বুড়ো কাজ দিচ্ছে। সে সবই খোলসা করবে। আমাকে শুধু হুশিয়ার হয়ে খেলতে হবে।'

'এমন কফি সারা জার্মানিতে কোথাও পাবেন না,' প্লেশ্‌নারের দিকে ভর্তি কফির কাপ এগিয়ে দিতে দিতে সে বলল। 'ওখানে ওই দঙ্গল লোকজনদের কেবল বাসন-ধুয়া জলই গেলাচ্ছে, আর আমরা এখানে পাচ্ছি ব্রেজিলের আসল মাল।'

'আমি এর স্বাদই ভুলে গেছি,' কাপে চুমুক দিয়ে প্লেশ্‌নার বলল। 'দশ বছরেও এমন কফি মুখে দিই নি।'

'গ্রীসে কড়া কফির পর ঠান্ডা জল খেতে শিখেছিলাম। চেখে দেখবেন নাকি?'

প্লেশ্‌নারের তখন খুশির মেজাজ। সে আর বুড়ো মানুষের মতো হাঁটছিল, ভাবছিল, শ্বাস ফেলছিল না। উজ্জ্বল হাসি হেসে সে বলল, 'আগে কখনো খাই নি।'

'খুবই মজার পরীক্ষা বটে। তাপমাত্রা ও স্বাদের এই পার্থক্যটা এখানে খুবই আলাদা ধরনের। তাছাড়া হার্টের পক্ষেও কম ক্ষতিকর।'

'তাই, অদ্ভুত তো!' ঠাণ্ডা জলে চুমুক দিয়ে প্লেশ্‌নার বলল।

'মৌখিক কোন খবর দিতে বলেছে?'

'কিছুই না। কেবল ওই ক্যাপসুলটিই।'

'অদ্ভুত তো।'

'কেন?'

'ভেবেছিলাম ও কখন আসবে সেটা জানাবে।'

'এই ব্যাপারে কিছুই বলে নি।'

'আচ্ছা, ম্যপ করবেন যে আগে বলি নি, আপনার নিশ্চয়ই ক্ষুধা পেয়েছে!'

'না, ধন্যবাদ। সকালের খাবারটা চমৎকার ছিল।'

'আর আপনার হাতখরচা?'

'এখনকার মতো আছে।'

'দরকার হলেই কিন্তু আসবেন। খুব বেশি কিছু অবশ্য দিতে পারব না, তবে কন্টেসস্টে থাকার মতো ব্যবস্থা করা যাবে বৈকি। আর বলছি কী, আপনার পাছে কোন ফেউ আছে কিনা সেটা লক্ষ্য করেছেন?'

'ফেউ? মানে, কেউ আমার পিছু নিয়েছে কিনা বলছেন?'

'তাই।'

'দেখুন, স্বীকার করছি, ওদিকে ঠিক নজর রাখি নি।'

'আপনি খুবই বেখেয়ালী দেখছি। ও কি এসব আপনাকে বুঝিয়ে দেয় নি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে কী জানেন এখানে বহু বছর পর এই প্রথম নিজেকে স্বাধীন মনে করতে পারছি, বিশেষ করে বন্দীশিবিরে কমাস কাটানোর পর, আর সেজন্য আমার বুদ্ধিসুদ্ধি সব গুলিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

'ওটা আর কখনই ভুলবেন না। যতটা সম্ভব... এখানকার পুলিস খুবই সজাগ... খুবই, বুঝলেন? আমার জন্য আর কিছু?'

'না, আর কিছু নেই।'

'আপনার পাসপোর্টটা দেখতে পারি কি?'

'সে ওটা হাতছাড়া না করতে বলেছে।'

'কিন্তু এখানে আসার পর আপনি আমার কথামতো চলবেন ওটা নিশ্চয়ই সে বলে দিয়েছে, দেয় নি?'

'না।'

‘ওহ্, হ্যাঁ, আপনিই ঠিক... ওটা সেই সংকেতবার্তায় ছিল। ব্যাপারটার সঠিক বন্দোবস্ত নিয়ে আমরা ভাবব। আপনি এখন...’

‘আমি হোটেলে ফিরব, শুধু, আর যতটা ঘুম হারিয়েছি ততটা ঘুমিয়ে নেব।’

‘না না, তা বলছি না... কী কাজ করবেন সেটা বলছি।’

‘প্রথমেই আমি ঘুমব,’ প্লেশ্নার জোর দিয়ে বলল। ‘এক, দু,’ তিন দিন তো বটেই। তারপরই শুধু কাজের কথা ভাবব। আমার পাণ্ডুলিপিগুলি বার্লিনে ফেলে এসেছি... তবু যা-কিছু লিখেছিলাম তার পুরোটাই আমার মনে আছে...’

লোকটি প্লেশ্নারের সুইডিশ পাসপোর্ট তুলে নিল এবং অবহেলায় ডেস্কে রাখল। তারপর সে বলল, ‘আগামী পরশু ওটার জন্য দুটোর দিকে আসুন। এরই মধ্যে আমরা সুইডিশ দূতাবাস থেকে আপনার জন্য ওটা স্ট্যাম্প করিয়ে আনব, কিংবা ঠিককথা বললে স্ট্যাম্প করানোর চেষ্টা করব। ওরা আমাদের সঙ্গে অদ্ভুত ব্যবহার করছে, যতদিন যাচ্ছে ওটা কেবলই বাড়ছে।’

‘কে?’ বুদ্ধিসুদ্ধি পুরোপুরি হারিয়ে এবার প্লেশ্নার জিজ্ঞেস করল।

গেস্টাপোর লোকটি কিছুটা বিড়বিড় করে শেষে কাশতে লাগল: সে তার ভূমিকা ভুলে গিয়েছিল এবং সেটা ঢাকার জন্য একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটি লম্বা টান দিয়ে কথাটা আবার কীভাবে শুরু করবে সেটা ভাবতে লাগল।

‘জার্মানি থেকে যেকেউ আসুক সুইডেনীরা তাকে নাৎসিদের চর ছাড়া আর কিছু ভাবে না। আপনি কী ধরনের জার্মান — হিটলারবিরোধী মুক্তিযোদ্ধা, না গেস্টাপোর চর — এনিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। ওদের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।’

‘কিন্তু দূতাবাসে রেজিস্ট্রির কথা তো ও আমাকে বলে নি...’

‘ওটি সংকেতবার্তার মধ্যে ছিল।’

‘যে ওকে পাঠিয়েছে সে এখন বার্লিনে,’ গেস্টাপোর লোকটি মনে মনে ভাবল। ‘ও বলেছে সেখানে তার পাণ্ডুলিপিগুলি রয়েছে, অর্থাৎ ব্যাটা নিশ্চয়ই ওখানে আছে। সুসংবাদ বটে। কিন্তু তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না।’ সে আবার নিঃশব্দে পুনরুক্তি করল, ‘অবশ্যই তাড়াহুড়া নয়।’

‘আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ,’ উঠে দাঁড়িয়ে চলার উদ্যোগ নিয়ে প্লেশ্নার বলল। ‘কফিটা চমৎকার ছিল, বিশেষভাবে ওই ঠাণ্ডা জল দিয়ে ...’

'ওকে কি আপনি নিরাপদে পৌঁছনোর খবরটা পাঠিয়েছেন। নাকি আমিই পাঠাব?'

'আপনি পারেন?'

'অবশ্যই। তবে আপনার নিজের দিক থেকেও খবরটা পৌঁছন দরকার। এজন্য বাড়তি একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না।'

'আমি কাজটা আজই করব ভাবছিলাম। কিন্তু ও যে-ধরনের ডাকটিকিট দিতে বলেছিল ওটাই খুঁজে পাচ্ছি না।'

'খুঁজে না পেলে আমিই না হয় পরশু নাগাদ জোগাড় করে দেব। কী ধরনের ডাকটিকিট আপনার চাই?'

'মণ্ট ব্লাঙ্ক বিজয়... নীলের প্রেক্ষিতে। ওটা নীল হওয়া চাই।'

'চমৎকার। কার্ডটা কি আপনার সঙ্গেই আছে?'

'না, ওটা হোটেলে রয়েছে।'

'দুঃখের কথা। ওসব জিনিসপত্র কখনই হোটেলে ফেলে আসবেন না। আপনি বিদেশী। আপনার ঘরে তল্লাশী হতে পারে। এতটা বেখেয়াল হলেন কী করে?'

'এবার এতটা উতলা হবার মতো কিছু ঘটে নি,' প্লেশ্‌নার মুচকি হেসে ওকে আশ্বস্ত করে বলল। 'কার্ডটা খুবই সাধারণ গোছের। বার্লিনে ওগুলির পুরো একটা বাণ্ডিল কিনেছিলাম। কী লিখতে হবে ওটা আমার মনেই আছে। তাই এতে ঝুঁকির কিছু নেই।'

বৈঠকখানায় প্লেশ্‌নারের সঙ্গে করমর্দন করার সময় লোকটি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল, 'সাবধান, আরও সাবধান থাকবেন, কমরেড। মনে রাখবেন এখানকার শান্তি ও নীরবতার ব্যাপারটা আসলে কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। আমাকে ও হুশিয়ার করে দিয়েছে।'

'আপনার ঠিকানাটা দিন, যদি কোন...'

'আমি 'ভার্জিনিয়ায়', 'ভার্জিনিয়া' পান্থনিবাসে আছি।'

'ওখানে কোন মার্কিনী থাকে না কি?'

'কেন?' অবাক হয়ে প্লেশ্‌নার জিজ্ঞেস করল।

'কারণ নামটা যে ইংরেজি। এই ধরনের পরিচিত নামের জায়গাই ওদের পছন্দ।'

'না, মনে হয় না ওখানে আর কোন বিদেশী আছে।'

'আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব। আপনার হোটেলে আমাকে দেখলে অবশ্যই

এগিয়ে আসবেন না, হ্যালো বলবেন না। আমরা সেখানে পরস্পরের অচেনা।'

'যেমনটি বলবেন।'

'আরও বলছি ... খারাপ কিছু ঘটলে আমাকে এই নম্বরে ফোন করবেন। ওটা মনে রাখতে পারবেন?' ছ'সংখ্যার একটা নম্বর সে দুবার বলে গেল।

'হ্যাঁ,' প্লেশ্‌নার জবাব দিল। 'আমার স্মরণশক্তি ভালই। যেকোন মানসিক ব্যায়ামের চেয়ে লেটিন ভাষা স্মরণশক্তির পক্ষে অনেক অনেক ভাল।'

রাস্তায় পেঁছে প্লেশ্‌নার উল্টোদিকের ফুটপাথে গেল। ওখানে লোমের ফতুয়া গায়ে এক বুড়ো তার পাখির দোকানের খড়খড়িগুলি বন্ধ করছিল। জানালা দিয়ে খাঁচায় আটকানো পাখিদের লাফালাফি দেখা যাচ্ছিল। প্লেশ্‌নার ওখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

'আপনি কিছু কিনতে চান?' বুড়ো জিজ্ঞেস করল।

'না, ধন্যবাদ। আপনার পাখিগুলি চমৎকার।'

'সেরাগুলি কিন্তু দোকানের ভেতরে। বুঝলেন, আমি ঠিক অন্যান্যদের মতো নই,' দোকানী বলল। কথা বলতে পেরে লোকটি খুশি হয়ে উঠেছিল। 'সবাই চোখে-পড়ার পসরা জানালায় রাখে। কিন্তু আমার কাছে পাখিরা মোটেই সাধারণ পসরা নয়। পাখিরা পাখিই। আমার পাখির গান শোনার জন্য অনেক লেখক এখানে আসেন। এদেরই একজন একবার আমাকে বলেছিলেন, 'আমার নতুন কাজের ঝামেলাটা শুরু করার আগে অর্ফিউসের মতো দুনিয়ার সেরা সঙ্গীত, পাখির গান একবার প্রাণভরে শুনে নিতে চাই। অন্যথা ইউরিডিসের কাছে পেঁছবে এমন গান আমি দুনিয়াকে শোনাতে পারব না।'

হঠাৎ-আসা চোখের জল মুছে দোকান পেরিয়ে যেতে যেতে প্লেশ্‌নার কোনক্রমে বলল, 'ধন্যবাদ ...'

কী ঘটেছে সেটা পুরো আঁচ করতে না পেরে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'কী, কী?' কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে প্লেশ্‌নার দ্রুত 'ভার্জিনিয়ার' দিকে হেঁটে চলল। বসে কাজ শুরু করার এক অদম্য ইচ্ছা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল ...

'আমরা আলো জ্বালাব না কেন? কাকে আপনার এত ভয়?' স্টির্‌লিৎস জিজ্ঞেস করল।

'আপনাকে নয়,' জবাব দিল হোল্টফ।

'ঠিক আছে, তাহলে আসুন আমরা পথ খুঁজি।'

'আপনার বাড়ির পথঘাট আমার ভালই চেনা হয়ে গেছে। এখানটাই বেশ চুপচাপ আর আরামের।'

'বিশেষ করে যখন বাইরে বোমা পড়ছে,' স্টির্‌লিৎস তামাশা করল। 'পিঠের ব্যথায় আমি অস্থির—কোথাও ঠান্ডা লেগেছে। বাথরুম থেকে আমাকে অ্যাসপিরিন খুঁজে পেতেই হবে। আপনি বসুন। হাত বাড়ান, আপনাকে ইজিচেয়ারে বসিয়ে দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, আমি ওটা পেয়েছি।'

স্টির্‌লিৎস বাথরুমে গিয়ে ওষুধের বাক্স খুলল।

'অন্ধকারে আমি অ্যাসপিরিনের বদলে রেচকই গিলে বসব,' স্টির্‌লিৎস বলল। 'পর্দাগুলি যথেষ্ট মোটা। ওগুলি টেনে আগুন জ্বালা যাক: কেউ আপনার ফোটো তুলবে এটা ভয় করলে ওই কোণায় গিয়ে বসুন। কেউ দেখতে পাবে না।'

'আমি পর্দা টানার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওগুলিতে কোন রহস্য আছে।'

'ওসব কিছু নেই। আঙটাগুলি শুধু কাঠের ডান্ডায় আটকান। এখনই দেখছি। কী হয়েছে আপনার? কাকে এত ভয় পাচ্ছেন?'

'মুলারকে।'

'নিজের বড়কর্তাকে?'

'ঠিক তাই।'

'যে-দুদিন আমি ছিলাম না তখন কী ঘটেছে? দুনিয়াটা কি উলটে গেছে, না কালটেনব্রুনার কোন ইহুদি বিয়ে করেছে?'

'প্রায় সে-রকমই,' হোল্টফ জবাব দিল।

স্টির্‌লিৎস পর্দা টেনে আলো জ্বালাতে গেল। সুইস টেপার শব্দ শুনে হোল্টফ বলল, 'আমি মেইন সুইস বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এখানে যে আড়ি পাতা হয় এতে আমার সন্দেহ নেই।'

'কে?'

'আমাদের লোকরা।'

'কেন?'

'সেজন্যই তো এসেছি। অ্যাসপিরিন খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আগুন জেবলে এবার বসা যাক। আমাদের অঢেল সময় নেই। অথচ বলার মতো জরুরি অনেক কিছুই আছে।'

শুকনো কড়ির উপর স্টির্‌লিংস দেশলাইয়ের কাঠি ফেলতেই উনুনে চড়চড় শব্দ উঠল।

'তাহলে,' আগুনের ধারে ইজিচেয়ারে বসে সে শুরু করল। 'বলুন, কী ব্যাপার?'

'আমার কিছু হয় নি। প্রশ্ন হল এর পর আপনি কী করতে যাচ্ছেন?'

'মানে, এমনিতে?'

'তাই...'

'আমি স্নান করতে, ঘুমতে চাই। আমি ঠান্ডায় জমে গেছি, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছি।'

'আমি বন্ধু হিসাবেই আপনার কাছে এসেছি।'

'আসুন, শুরু করুন,' স্টির্‌লিংস অস্থির হয়ে ভুরু কুঁচকাল। 'ছেলেমানুষের মতো কেন অনর্থক কথা ঘুরাচ্ছেন? পান-টান চলবে কি?'

'মন্দ নয়।'

স্টির্‌লিংস কনিয়াক এনে তাদের জন্য ঢালল। তারা নিঃশব্দে পান শেষ করল।

'কনিয়াকটা ভাল।'

'আরেকটা হোক?' স্টির্‌লিংস বলল।

'সানন্দে।'

তারা আরেক গ্লাস করে খেল এবং তারপর আঙুলের গাঁট ঠুকে হোল্টফ শুরু করল, 'স্টির্‌লিংস, পুরো গত সপ্তাহটাই আপনার কাগজপত্র ঘেঁটে আমার কেটেছে।'

'আপনি কী বলতে চান?'

'পদার্থবিদদের কেসটি সম্পর্কে আপনার কাজের একটা গোপন তদন্তের ভার মুলার আমাকে দিয়েছিল।'

'দেখুন হোল্টফ, অনেক তো ঘুরালেন। আমি আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। হয় ভালভাবে বুঝিয়ে বলুন ওই গ্রেপ্তার-হওয়া পদার্থবিদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, কিংবা বলুন, আমার কাজকর্ম নিয়ে কেন গোপনে খোঁজাখুঁজি চলছে, কেন মুলার আমার বিরুদ্ধে সাক্ষিসাবুদ খুঁজছে...'

'এটা আপনাকে ব্যাখ্যা করতে পারব না। ওরা কী চায়, ঈশ্বরের,

দোহাই, আমি মাথামুণ্ডু কিছুই জানি না। যতটুকু বুঝেছি তা হল ওরা আপনাকে জাপটে ধরতে চাইছে।'

'আমাকে?' বিস্মিত স্টির্‌লিৎস প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'হাস্যকর বটে! নাকি, আমাদের সব বড়কর্তাদের মাথাই বিগড়ে গেছে!'

'স্টির্‌লিৎস, আপনার কাছ থেকেই সবসময় মাথা ঠাণ্ডা রাখার ব্যাপারটা আমি শিখেছি।'

'এইমাত্র যা বললেন তারপর আমাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলেন! স্বীকার করছি, আমি আর সুস্থির নই। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি সব গুলিয়ে যাচ্ছে! আমি অপমানিত বোধ করছি। ইচ্ছে হচ্ছে আমি এখনই, এই মুহূর্তে মুলারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাই...'

'সে এখন ঘুমে। আপনার জায়গায় আমি হলে কিন্তু মোটেই তাড়াহুড়া করতাম না। প্রথমে আমি কী বলছি তা শুনুন। পদার্থবিদদের কেস থেকে কী পেয়েছি আমি সেটা বলছি। ওটা এখনো মুলারকে বলি নি। আপনার ফিরে আসার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম।'

নিজেকে সামলে নিতে এবং সাম্প্রতিক কাজকর্মগুলি আরেকবার হিসাব করতে তার এক মুহূর্ত লাগল: রুঙের সঙ্গে জেরার যে-রেকর্ড তার রয়েছে সেখানে কি কোথাও বিন্দুমাত্র কেলেঙ্কারীর আভাস সে রেখেছে — প্রশ্নে, জবাব লেখার ধরনে, খুঁটিনাটি সম্পর্কে তার অধিক উৎসাহে?

'আমি দুঃখিত,' সে বলল, 'আমার পেট মোচড় দিচ্ছে।'

'কী?' স্টির্‌লিৎসের ইঙ্গিত সম্পর্কে একটুও সচেতন না হয়ে হোল্টফ জিজ্ঞেস করল।

'বেগ,' স্টির্‌লিৎস চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল। 'ও কী যদি জানতেন!' এই বলেই সে পায়খানায় ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। সে শীঘ্রই শুনতে পেল হোল্টফ পা টিপে টিপে দরজার কাছে এগিয়ে এসেছে।

'হদ্দ আহাম্মক!' স্টির্‌লিৎস মনে মনে ভাবল, 'মাথায় ঘিলু বলতে কিছু নেই! ওকে যুতসই শিক্ষা দেয়া দরকার।'

'হোল্টফ!' সে চেঁচিয়ে উঠল এবং শুনতে পেল যাতে চেয়ারে বসে জবাব দিতে পারে সেজন্য দরজা থেকে দ্রুত পা টিপে টিপে সে আসছে।

'কী বলছেন?'

'ঘরে ছুটোছুটি না করে তখনই আপনার উত্তর দেয়া উচিত ছিল... সত্যি বলুন তো কে আমার পিছু লেগেছে — মুলার, না আমার বড়কর্তা?'

'বেরিয়ে এলে সবকিছুই বলা যাবে।'

'এখনই আসছি।'

'ও কিসের ফিকিরে আছে?' স্টির্লিৎস ভাবল। 'গেস্টাপো গোপনে আমার কাজকর্ম পরখ করে দেখছে সেটা আমার কাছে এসে বলার অর্থ ওর পক্ষে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়ানোর সামিল। সে একজন গোঁড়া নাৎসি। ওর কী ঘটতে পারে? নাকি আমার ব্যাপারে পুরোদস্তুর কোন তদন্তে ওকে মুলার পাঠিয়েছে? এমনটি প্রায় অসম্ভব। এখানে ওর কোন লোকজন নেই। এটা তাদের বোঝার কথা যে এই ধরনের আলাপের পর আমার পক্ষে দ্রুত পালান ছাড়া গত্যন্তর নেই। এটা তো আর ১৯৪৩ সাল নয়। ফ্রণ্ট এখন কাছে। ও কি নিজেই এসেছে?.. ও কী চায়? চতুর হলেও কোন বড় ধরনের খেলায় নামার মতো বুদ্ধিসুদ্ধি ওর নেই। ওই সাদামাঠা ধূর্তামির ব্যাপারটা আমার কাছে কখনই তেমন লাগসই মনে হয় নি। কিন্তু, এই ধরনের সাদামাঠা ধূর্তামি অনেক সময় ভাল যুক্তি ও জোরাল সাধারণ জ্ঞানের উপর জয়ী হয়। এখন ভুল চাল দিলে আর বাঁচোয়া নেই। মূল কাজটিই ভেস্তে যাবে। আমার জায়গায় দাঁড়ানোর মতো আর কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'এতক্ষণ ওখানে কী হচ্ছে, স্টির্লিৎস?'

'আমি ফাঁস তৈরি করছি, গলায় দড়ি দেব...'

স্টির্লিৎস পায়খানা থেকে বেরিয়ে আবার তার আর্মচেয়ারে বসল এবং পোড়া কাঠ উলটে দিয়ে বলল, 'বলে যান।'

'বলছি, তবে বিষয়টা খুবই জটিল।'

'এই দুনিয়ায় কিছু অজটিল আছে?'

'শুমানের বিভাগ থেকে আমি তিনজন বিশেষজ্ঞকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।'

শুমান হল নতুন অস্ত্র সম্পর্কে ভেরমাখ্টের উপদেষ্টা। ওর সহকর্মীরা পরমাণু বিভাজন নিয়ে কাজ করছে।

'আপনারা রুঙেকে গ্রেপ্তার করার পর আমিও ওই বিভাগ থেকে বিশেষজ্ঞদের তলব করেছিলাম,' স্টির্লিৎস হোল্টফকে স্মরণ করিয়ে দিল।

'হ্যাঁ, আমরাই রুঙেকে গ্রেপ্তার করেছিলাম, কিন্তু আপনার বিভাগের লোকজন ওর সম্পর্কে এতটা কৌতূহল দেখিয়েছিল কেন?'

'বলতে চান ওটা আপনি বুঝেন নি?'

'তাই। আমি এর কোন কারণ খুঁজে পাই না।'

'রুঙে ফ্রান্স ও মার্কিন দেশে পড়াশুনা করেছে। এখানে থাকার চেয়ে ওখানে তার যোগাযোগগুলি যে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হত সেটা কি বুঝতে পারেন না? কোন সমস্যার ভবিষ্যৎ ভূমিকা সম্পর্কে সাহসী উদ্যোগের অভাবের জন্য সবসময়ই আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। কল্পনা খাটাতে আমরা ভয় পাই। আমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপই আগ থেকে ঠিক করা হয় আর ওই বাঁধাপথ থেকে আমরা একচুলও সরতে পারি না। এখানেই আমরা ভুল করে থাকি।'

'সেটা ঠিক,' হোল্টফ রাজি হল। 'আপনি খাঁটি কথা বলছেন। উদ্যোগের প্রশ্নে আপনার সঙ্গে আমার কোন মতবিরোধ নেই... কিন্তু আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটির ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি না। অত্যধিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে প্লুটোনিয়াম সংগ্রহের সম্ভাবনা পরীক্ষার অনুবর্তন সম্পর্কিত রুঙের প্রস্তাবটিই তো বিজ্ঞানী প্রতিপক্ষরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসাবে দাঁড় করিয়েছিল। ওরাই যে তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট লিখেছিল। আমার কাছে সেটা স্বীকার করতে তারা বাধ্য হয়েছিল।'

'আমি ওটা কখনই সন্দেহ করি নি।'

'কেন?'

'কারণ, আমি যা চেয়েছিলাম তা হল রুঙে কাজটি ভাল করছে কি না, করলে কার স্বার্থে করছে — আমাদের না শত্রুদের?'

'সুতরাং আপনি এই সিদ্ধান্তে পেঁাছলেন যে তার প্রস্তাবগুলি শত্রুদেরই সাহায্য করবে?'

'আপনি তো কেসটা পড়েছেন? পড়েন নি?'

'কিন্তু এখন লন্ডন থেকে আমাদের লোকেরা জানিয়েছে যে রুঙে সবসময়ই নির্ভুল ছিল! মার্কিনী ও ব্রিটিশরা একই ধারায় কাজ করছে। অথচ আমাদের গেস্টাপো তাকে জেলে পচিয়ে মারছে!'

'আপনাদের গেস্টাপো,' স্টির্‌লিৎস সংশোধন করে দিল। 'হোল্টফ, আপনাদের লোকরাই। আমরা নই। আপনারাই তাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। কেসটা আমরা শুরু করি নি, করেছেন আপনারা: মুলার ও কালটেনব্রুনার। আমার, আপনার বা শুমানের নয়, তার দিদিমাই হল ইহুদি আর সে ওটা লুকাচ্ছিল।'

'তার ঠাকুরদাও তিনশ' বার ইহুদি হোক! এটা আমি থোড়াই তোয়াক্কা করি।' হোল্টফ ফেটে পড়ল। 'কে ঠাকুরদা ছিল তাতে কিছু আসে-যায় না।

সে আমাদের পক্ষেই কাজ করছিল, এবং তা অন্ধভাবে! আর আপনি শেষে বদমাশেদের কথাই বিশ্বাস করলেন!'

'বদমাশদের! আন্দোলনের পুরনো সব সভ্য? পরীক্ষিত আর্যরা? যেসব পদার্থবিদদের ফুয়েরর নিজে পুরস্কারে ভূষিত করেছেন?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে... এবার থামুন, ঠাণ্ডা হন। এসব আমি অস্বীকার করছি না... আপনি খাঁটি কথা বলছেন। আরেকবার কনিয়াক ঢালুন...'

'আশা করি ফিউজগুলি ফেলে দেন নি?'

'না, ওই আয়নার কাছের টেবিলের ড্রয়ারে আছে।' হোল্টফ পেছনের দিকে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে এক চুমুকে পুরো গ্লাসটি শেষ করে ফেলল। 'আমি অঢেল মদ গিলতে শুরু করেছি,' সে মন্তব্য করল।

'আজকাল কেই বা খাচ্ছে না বলতে পারেন?'

'যারা কিনতে পারে না,' হোল্টফ তামাশা করল। 'হতভাগা সব...'

'ওটা হাস্যকর।'

'এটা দুঃখজনক,' হোল্টফ প্রতিবাদ করল। 'কিন্তু মূল কথায় আসা যাক। আমার তদন্তের ফলগুলি কালটেনব্রুনারের হাতে তুলে দিলে ও কী সিদ্ধান্ত নেবে আপনি বলতে পারেন, স্টির্লিংস?'

'এর আগে মুলারের কাছে আপনার ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে আপনি বাধ্য। সে-ই তো রুঙের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সই করেছিল।'

'কিন্তু ওই একই কেস সম্পর্কে আপনি তো তদন্ত চালিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। তবে সেটা উপরয়ালাদের হুকুমে। আমি তো কেবল হুকুম তামিল করেছি।'

'কিন্তু আপনি যদি তাকে খালাস করে দিতেন, তবে ঈশ্বরই জানেন, আজ 'প্রতিশোধমূলক অস্ত্র' তৈরির ব্যাপারে আমরা আরও কতটা এগিয়ে যেতাম, অথচ এখনো কেবল সময়ই গুণছি।'

'এটা আপনি প্রমাণ করতে পারেন?'

'প্রমাণ করেছি বৈকি।'

'সকল পদার্থবিদরা আপনাকে সমর্থন করেছে?'

'বেশির ভাগই। যাদের সঙ্গে কেসটি আলোচনা করেছি তাদের প্রায় সবাই। তাই আপনার কপালে যা আছে...'

'কিছুই না,' স্টির্লিংস বাধা দিল। 'কিছুই না, শুনছেন? বৈজ্ঞানিক

গবেষণার ফলগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই যাচাই করা হয়। আপনার হাতে এমন কিছু প্রমাণ আছে?'

'আছে, আমার পকেটেই আছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এখানে আমার কাছেই আছে। লন্ডন থেকে ওটা আমি পেয়েছি। সব শেষের। এর অর্থ আপনি খতম...'

'আপনার উদ্দেশ্য কী, হোল্টফ? আপনি কী চাইছেন সেটা আমার জন্য অস্বস্তিকর ঠেকছে।'

'আমি আরেকবার আপনাকে ওটা শোনাতে পারি: ইচ্ছাকৃত হোক বা না হোক, দেখা গেছে আপনি, কেবল আপনিই আমাদের 'প্রতিশোধমূলক অস্ত্র' সম্পর্কিত কাজের ক্ষতি করেছেন। ইচ্ছা করেই হোক, কিংবা না করেই হোক, আপনি, কেবল আপনিই কয়েক শ' পদার্থবিদের বদলে মাত্র দশ জনের মতামত শুনেই রুঙের গবেষণার ধারাটিকে ভুল, নিষ্ফলা বলে বাতিল করার মতো একটা মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। অথচ রুঙের গ্রেপ্তারি থেকে ওই পদার্থবিদরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মতলবে ছিল!'

'অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপনি ফুয়েররের সত্যিকার শাগরেদদের অবিশ্বাস করতে বলছেন — কেইটেল ও গোয়েরিংয়ের মতো মানুষও যাদের উপর ভরসা রাখেন আর সমর্থন করতে বলছেন এমন একটি লোককে যে মার্কিনীদের পরমাণু গবেষণার অনুসারী? আপনি চান আমি তাই করি। তাই না? আপনি রুঙেকে বিশ্বাস করতে বলেন, যাকে গেস্টাপো আটকে রেখেছে, আর কে না জানে যে গেস্টাপো বৃথাই কাউকে ধরে রাখে না। যারা ওর মুখোস খুলতে সাহায্য করেছে আপনি ওদের অবিশ্বাস করতে বলছেন?'

'স্টিরলিংস, এসবই যুক্তিসঙ্গত শোনায়। অব্যর্থ যুক্তির কাঠামোয় সবকিছু চমৎকারভাবে জোড়া লাগানোর ব্যাপারে আপনার ক্ষমতাকে আমি হিংসাই করি: আপনি রুঙের গ্রেপ্তারের জন্য মুলারকে দোষী করছেন, তৃতীয় প্রজন্মের এক ইহুদিকে মদৎ দেয়ার জন্য আমাকে দায়ী করছেন। এমন করে আপনি আমাদের হাড়গোড়ের উপর তৈরি মিনার হিসাবে সবার সামনে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। সেটা যাই হোক। স্টিরলিৎস, সবকিছু খুবই পরিষ্কার। কিন্তু এজন্য আমি আপনার কাছে আসি নি। আপনার দূরদর্শিতার জন্যই অবশ্য সবকিছু পাকাপোক্ত করা হয়েছিল: যদিও রুঙে এখন বন্দীশিবিরে, সে এস.এস এলাকার আলাদা বাড়িতে

আছে, তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা নিয়ে তার গবেষণা চালাচ্ছে। ব্যাপার হল, স্টির্‌লিংস, আমি এক মারাত্মক বেড়াজালে পড়ে গেছি... আমার পাওয়া ফলাফলগুলি মুলারকে জানালে সে বুঝবে যে তাকে বিপদে ফেলার মতো হাতিয়ার আপনার হাতে রয়েছে। অবশ্য, এমন কি আপনার ফাঁসটি ক্রমেই এ'টে আসছে কেবল আমি নই, পুরো এক দঙ্গলই আপনার ব্যাপারে তদন্ত চালাচ্ছে। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, মুলারই রুঙের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। আমি যদি বলি যে আমার তদন্তের ফলগুলি আপনার পক্ষে যায় নি, তাহলে পরোক্ষভাবে আমি তাকেও বিপদে ফেলব। আর আপনি আর মুলার দুজনই আমার গলা টিপে ধরবেন। সে আমার পিছু লাগবে। আমার তথ্যগুলি বারবার যাচাই করতে হবে, আর আপনি... তা তো বলেই দিয়েছেন কীভাবে আমাকে মোকাবিলা করবেন। গেস্টাপোর একজন অফিসর হিসাবে এই পরিস্থিতিতে আমার করণীয় কী? গোয়েন্দা অফিসর হিসাবে এজন্য আমি আপনার মতামত জানতে চাই...'

'তাহলে ব্যাপার হল এই,' বিভিন্ন সূত্র থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছে শেষপর্যন্ত স্টির্‌লিংস ভাবল। 'এটা কেবল প্ররোচনা, নাকি আরও কিছু? যদি তাই হয় তবে কী করতে হবে তা আমি জানি। কিন্তু যদি আরও গুরুতর কিছু হয়? বহু ইঁদুরের মতো তারা শীঘ্রই ডুবন্ত জাহাজ ছেড়ে পালাবে। সে যে গেস্টাপো আর গোয়েন্দা বিভাগের মধ্যে পার্থক্য করছে ওটা মোটেই খামোকা নয়। তাই। বুঝেছি। এখনো সরাসরি কিছু বলার সময় হয় নি।'

'আমরা গেস্টাপো না গোয়েন্দা বিভাগের জন্য কাজ করছি এতে কী আসে-যায়?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্টির্‌লিংস বলল। 'বিভেদ যতই থাক আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে তো কোন ফারাক নেই।'

'হ্যাঁ, আমাদের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন বটে,' হোল্টেফ স্বীকার করল। 'তবে দুনিয়ায় আমরা হলাম কসাই ও খুনেদের মতোই জঘন্য কুখ্যাতির অধিকারী — গেস্টাপোর লোক, আর আপনারা হলেন সেরা কারিগর, রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের লোক। সব ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা বা সরকারের কাছে আপনাদের কদর আছে। আর আমরা রাইখের নির্ভেজাল পণ্য, রাইখের হাত ধরেই শেষপর্যন্ত আমরা ডুবব বা সাঁতরাব...'

'করণীয় কী সেটাই তাহলে আমার কাছ থেকে জানতে চাইছেন?'

'তাই।'

'আপনার মত কী?'

'প্রথমে আপনার কথাই আমি শুনতে চাই।'

'বিজলী বন্ধ করা, আমাকে পর্দা টানতে বলা থেকে থেকে মনে হচ্ছে...'

'আপনিই তো পর্দা টানার কথা বলেছিলেন...'

'সত্যি? অদ্ভুত তো, আমি শপথ করে বলতে পারি এটা আপনি... যাকগে, ওসব কোন ব্যাপারই নয়... তাহলে আপনি খেলা ছেড়ে চলে যেতে চান?'

'আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কি এমনটি করতেন?'

'আপনার 'হ্যাঁ' বা 'না' শুনা পর্যন্ত হোল্টফ আমার পক্ষে এর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়।'

'আর যদি অসম্ভবটাই ধরেন, আমি 'হ্যাঁ' বলছি?'

'অসম্ভব থেকেই যদি শুরু করতে হয় তবে আপনি ভুল লোকের কাছে এসেছেন। আমাকে ছেড়ে কোন জ্যোতিষীর কাছেই বরং আপনার যাওয়া উচিত।'

'আপদকালীন ঘটনার জন্য সীমান্তের দিকে কোন ব্যবস্থা করে রেখেছেন?'

'ধরেন, আছে।'

'আমরা তিনজন যদি কোন নিরপেক্ষ দেশে পালাই?'

'তিনজন?'

'হ্যাঁ, আমরা তিনজনই: রুঙে, আপনি আর আমি। এমন একজন পদার্থবিদকে বাঁচালে মানবজাতির সত্যিকার সেবা করা হবে। আমি ওকে ছাড়িয়ে আনতে পারি। কিন্তু আপনাকে ওপারে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা আপনার পছন্দ? মনে রাখবেন ওরা আমাকে নয়, আপনাকেই ফাঁদে ফেলতে চাইছে। মুলারের ফাঁদে পড়ার অর্থ আপনি ভালই জানেন। কি? কিছু একটা উত্তর দিন।'

'আরও কিছুটা কনিয়াক?'

'দিন।'

স্টির্লিংস উঠে দাঁড়িয়ে বোতল থেকে কর্ক খুলে ধীরে ধীরে ওর কাছে গেল। হোল্টফ তার গ্লাস এগিয়ে দেয়ার জন্য হাত বাড়াতেই স্টির্লিংস প্রচন্ড জোরে কনিয়াকের ভারি বোতল দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করল। বোতলটা চৌচির হল আর গাঢ় রঙের মদ রক্তের সঙ্গে মিশে হোল্টফের সারা মুখ লেপটে দিল।

'ঠিক কাজই করেছি,' গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে স্টির্লিংস নিজেকে

আশ্বস্ত করল। 'অন্যকিছু আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে নিজের গরজে, যথেষ্ট সদিচ্ছা নিয়ে এলেও আমি ঠিক কাজ করেছি। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের গুরুত্বই আমাকে যথাকর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এক দফা হার হলেও একটা কিছু বেশি এখন আমার হাতে। এথেকে আমি খুব বড় ধরনের দাঁও মেরে বেরুতে পারব। আমি এখন মুলারের অটল বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠব।'

চালকের পাশের আসনেই দরজা চুঁয়ে হোল্টফ বসেছিল। সে তখনো অজ্ঞান, হাতকড়া পরান।

হোল্টফ যখন বলেছিল যে মুলার ঘুমিয়ে আছে তখন সে ভুল করেছিল। মুলার তখনো জেগেছিল: একটু আগেই সঙ্কেত-উদ্ধার সংস্থা তাকে বার্নের গোপন আস্তানার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর খবরটি জানিয়েছে। বার্নে পাঠান সঙ্কেতসংবাদের সঙ্গে রুশী মেয়েটির বেতারসঙ্কেতগুলি অবিকল মিলে গিয়েছিল। এথেকে মুলার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে জার্মানিতে কার্যরত রুশ এজেন্ট নতুন লোক খুঁজছে। সে ভাবল: হয় তার বেতার-অপারেটররা বোমায় খতম হয়ে গেছে, কিংবা ওদের আরও কিছু ঘটেছে। মুলার এইসঙ্গে রুশ বেতারযন্ত্র ও বোরমানের হট-লাইন টেলিফোনের উপরকার অভিন্ন আঙুলের ছাপের ব্যাপারটি সবসময় ভুলতে চাইছিল। যতবার সে এটি ভুলতে চেয়েছে ততবার ওই আঙুলের অলক্ষ্মী ছাপগুলি তাকে সঠিক চিন্তা করতে দেয় নি। পুলিসের চাকরিতে গত বিশ বছরে মুলার একটি বিশেষ গুণ গড়ে তুলেছিল: প্রথমে তার বোধ বা অনুমান নিয়ে সে ভাবত এবং কেবল তারপরই এই অনুভূতি — সাধারণত প্রথমটা সে বিশ্লেষণ করে বিশেষ পরিস্থিতিতে বা যাকে নিয়ে কাজ করছে তার উপর এটা পরীক্ষা করে দেখত। তার অনুমানগুলি দৈবাৎ ভুল প্রমাণিত হত। এটি সত্য প্রমাণিত হয়েছিল যখন সে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে নাৎসি বিক্ষোভগুলি ভেঙে দিচ্ছিল এবং পরে হিটলারের সঙ্গে যোগ দিয়ে ওই প্রজাতন্ত্রের নেতাদের বন্দীশিবিরে পাঠাচ্ছিল, আরেকবার হিমলারের যাবতীয় হুকুম তামিলের পর এবং এখন কালটেনব্রুনারের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার ব্যাপারে। স্টির্লিৎসের বিরুদ্ধে তদন্ত চালানোর জন্য তাকে দেয়া নির্দেশটি কালটেনব্রুনার যে ভুলে যেতে পারে না সেটা মুলার ভালই জানত। ফলত, সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, কিছু একটা ঘটেছে এবং সম্ভবত উপরতলায়। অবশ্য কী ও কখন সেটা ঘটেছে মুলার তা জানত

না। স্পষ্টতই কিছু ঘটেছিল কিন্তু এর লুকন কারণগুলি পুরোপুরি তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল। তাই সে হোল্টফকে ওই নাটক অভিনয়ের জন্য স্টিরলিংসের কাছে পাঠিয়েছিল: পরদিন স্টির্লিংস তার কাছে এসে হোল্টফের বিরুদ্ধে নালিশ করলে সে নিশ্চিন্তে ওর কাগজপত্র বাক্সে উঠিয়ে রেখে ব্যাপারটা ওখানেই চুকিয়ে দিত। পক্ষান্তরে, স্টির্লিংস যদি হোল্টফের প্রস্তাবে রাজি হত সে কালটেনব্রুনারের কাছে গিয়ে খুলাখুলিভাবে তার উদ্দেশ্য বলতে পারত। কারণ, তখন সহকারীর আনা সুস্পষ্ট প্রমাণ তার হাতে থাকত। পদার্থবিদ্যার সূত্র সংক্রান্ত অর্থহীন আলাপগুলি নয়। কারণ, এদিয়ে মাথামুণ্ডু কিছুই প্রমাণিত হয় না। হোল্টফের সাক্ষ্যে থাকত নিরেট, অনস্বীকার্য সত্য।

'আর কোন কথা নয়,' সে ভাবল। 'ঠিক আছে। এখন কেবল হোল্টফের জন্য অপেক্ষা। পরে কী করব দেখা যাবে। এবার রুশী পিয়ানোবাজিয়ে। মনে হচ্ছে ওর বড়কর্তা সুইজারল্যান্ড হয়ে আড়কাঠির খোঁজ করছে। এবার স্টির্লিংসের ওইসব মনভুলান ব্যাপার-স্যাপারের বদলে ছুঁড়ির উপর আমাদের কারিকুরিগুলি পরখ করে দেখা যেতে পারে। ও যে তার বড়কর্তাদের হাতের কলকাঠি মাত্র এটা ঠিক বিশ্বাস্য নয়। সে নিশ্চয়ই কিছু জানে। এই ব্যাপারে সবগুলি প্রশ্নই আসলে সে এড়িয়ে গেছে। হারানোর মতো একটি মুহূর্তও আমাদের নেই। বার্ণে পাওয়া সঙ্কেতগুলির অর্থও সে হয়ত জানে। এখানে তার বড়কর্তার পাঠান আর বার্নে পাওয়া সঙ্কেতগলির অর্থ যদি তুলনা করা যায় তাহলে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া যাবে। অতঃপর আমরা পশ্চিমী জোট ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে খেলা শুরু করতে পারব। এতে এখনই হাত দেয়া জরুরি। একান্ত জরুরি। এটাই আমাদের শেষ আশা।'

পরের চালটি নিয়ে ভাবতে বসার ঠিক আগে হঠাৎ দরজা খুলে গেল এবং স্টির্লিংস ঘরে ঢুকল। সঙ্গে বিধ্বস্ত, হাতকড়া-পরান হোল্টফ স্টির্লিংসের হাতে ভর দিয়ে দাঁড়ান। মুলার ওদের পেছনে তার সহকারী শোলৎসের বিভ্রান্ত মুখটিও দেখতে পেল। 'মনে হচ্ছে আপনার মাথা বিগড়ে গেছে, স্টিরলিংস,' সে বলল।

হোল্টফকে অবাঞ্ছিত বোঝার মতো পাশের ইজিচেয়ারে ফেলে দিয়ে স্টির্লিংস জবাব দিল, 'আমার কিছুই হয় নি। আসলে ওই পাগল হয়েছে অথবা শত্রুপক্ষে নাম লিখিয়েছে।'

তখনই হোল্টফের ঠোঁট নড়তে শুরু করল এবং প্রায় শোনা যায় না এমন অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'জল...'

'ওকে জল দিন,' মুলার হাঁক ছাড়ল, 'কী হয়েছে, আমি পুরো ঘটনা শুনতে চাই।'

'প্রথমে ওর কথা শুনুন। ওই বলুক,' স্টির্লিৎস জবাব দিল। 'আমি ভাবছি, লিখিতভাবেই আপনাকে বিস্তারিত জানাব।'

সে হোল্টফকে জল দিয়ে জাগের পাশে ট্রেতে গ্লাসটা রাখল।

'তাহলে অফিসে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব খুঁটিনাটি সহ একটা রিপোর্ট লেখুন,' মুলার রাজি হল। 'ওটা কখন শেষ করতে পারবেন?'

'দশ মিনিটের মধ্যে আপনাকে ছোট করে পুরো ব্যাপারটা লিখে দিতে পারি। আর খুঁটিনাটি সবকিছু কালই শেষ করে দিতে পারব।'

'কাল কেন?'

'আজ আমাকে কিছু জরুরি কাজ শেষ করতে হবে। তাছাড়া, এর আগে ওর জ্ঞান ফিরবে না। আমি এখন যেতে পারি?'

'যান,' মুলার বলল। স্টির্লিৎস বেরিয়ে যেতেই মুলার হোল্টফের হাতকড়া খুলতে লাগল। সে ওর রক্তমাখা গালে হাত বুলিয়ে যে-টেবিলে স্টির্লিৎস জলের গ্লাস রেখেছিল সেখানে গেল। সে বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মধ্যে হুঁশিয়ার হয়ে গ্লাসটি আলোর দিকে তুলে ধরল: স্টির্লিৎসের আঙুলের স্পষ্ট ছাপ। অভ্যাসের বশে, বিশেষভাবে স্টিরলিৎসকে সন্দেহ করছে বলে নয়, সে ওর আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করতে চাইল। এস.ডি কর্মীদের মধ্যে স্টির্লিৎস সহ অল্প ক'জনের আঙুলের ছাপ তখনো পরীক্ষা করা যায় নি। মুলারের মতো মানুষ কখনই আরব্ধ কাজটির শেষ অবধি না দেখে সেটা ছেড়ে দেয় না। সে শোলৎসকে অফিসে ডেকে বলল, 'গ্লাসের উপরকার আঙুলের ছাপটি পরীক্ষা করে দেখুন। কাজটা শেষ হতে হতে আমি ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে জাগাবেন না। মনে হয় না, জরুরি কিছু ঘটবে।'

শোলৎসকে মুলারের জন্য লেখা একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিয়ে স্টির্লিৎস পাস্তরকে দেখতে ছুটল: আজই তাকে সুইজারল্যান্ড পাঠানোর কথা। সেখানে সবকিছু ঠিকঠাক। প্লেশ্নারের সম্পর্কে তার কোন সন্দেহ ছিল না — সে অবশ্যই যাবতীয় নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করেছে। এবার পাস্তর হবে গিনিপিগ। স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তার কাজ হল:

পশ্চিমে যারা ইউরোপের মুক্তিদাতা হিসাবে রুশীদের সভ্যমানুষের আতঙ্ক, এশীয় দঙ্গল ছাড়া আর কিছু ভাবে না, তাদের সঙ্গে হিমলারের বোঝাপড়া নস্যাতে সহায়তা যোগান।

শোলেৎস নিজেই মুলারকে জাগাল। জলের গ্লাসে স্টির্‌লিৎসের রেখে যাওয়া আঙুলের ছাপ হট-লাইন টেলিফোনের সেই ছাপের সঙ্গে অবিকল মিলে আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, রুশ বেতারযন্ত্রে পাওয়া ছাপের সঙ্গেও...

'একান্ত ব্যক্তিগত
এস. এস রাইখস্‌ফুয়েরর হেনরিখ হিমলার সমীপে
একমাত্র কপি।

প্রিয় রাইখস্‌ফুয়েরর!

সুইজারল্যান্ড ঘুরে আমি বর্তমানে আমার সদরদফ্‌তরে এসেছি। যা-কিছু ঘটেছে এটি কেবল তার ক্রমান্বিত ঘন্টার পর ঘন্টার বিবরণীই নয়। আশু ভবিষ্যতে যা-কিছু অপেক্ষিত আপনার কাছে তারও একটা বাস্তব বিশ্লেষণ দেয়ার চেষ্টা করব। আমি বলব, ডালেসের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ফলে আমাদের সম্ভাবনা ভালোর দিকেই মোড় নিয়েছে।

গতকাল আমি ও ডলমান ইতালীয় বিদ্রোহী জাতীয়তাবাদী — পারি ও উসমিয়ানিকে সঙ্গে নিয়ে সুইজারল্যান্ড রওয়ানা হই। বেআইনীভাবে সুইস সীমান্ত পার হওয়ার ব্যাপারে সুইস গোয়েন্দা বিভাগের মেজর উইবেলের জনৈক সহকারী আমাদের সাহায্য করেছে। তৎপরতার প্রস্তুতি খুবই নিখুঁত ছিল। জুরিখের ট্রেন ধরার জন্য আমরা যথাসময়েই ওখানে পৌঁছাই। জুরিখের শহরতলীর বিলাসবহুল হাসপাতাল, 'গিস্‌ল্যান্ডেনক্লিনিক'-এ পারি ও উসমিয়ানির থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরে জেনেছি যে, ওরা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ডালেস ওখানে গিয়েছিল। দেখা গেল যে সে আর পারি পুরনো বন্ধু। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে মার্কিনীরা নিজেদের স্বার্থানুকূল্যে ইতালির ভাবী মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে: মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্তির ফলে এই মন্ত্রিসভার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত মার্কিনীরা এতে কমিউনিস্টদের বদলে রাজতন্ত্রপন্থী এবং গোড়া জাতীয়তাবাদী যারা আমাদের সৈন্যবাহিনী ইতালিতে যেতে বাধ্য হওয়ার পর সম্প্রতি দুচের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে, তাদের রাখবে।

ডালেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য হুসমান আমাদের একটি গোপন ঠিকানায় নিয়ে গিয়েছিল। ওখানে সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। স্বল্পভাষী হলেও তার ব্যবহারে আন্তরিকতা ছিল। করমর্দনের পরই আমাদের আলোচনা শুরু হয়ে যায়। ডালেস জানালার কাছে আলোর দিকে পিঠ দিয়ে বসে নীরবে আমাদের বক্তব্য শোনে। প্রথমে গেভারনিৎস শুরু করছিল।

সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মাথিলদা হেদেউইল্‌সের অনুরোধে

ইতালির রমানো গুয়ার্দিনির মুক্তির ব্যাপারে আপনিই তো সাহায্য করেছিলেন।'

যে-নামটি আমি জানতাম তার সঙ্গে ওটি না মিলার জন্য আমি অস্পষ্ট উত্তর দিই। আমি ভেবেছিলাম যে প্রশ্নটি হয়ত ওদের দিক থেকে দেয়া প্ররোচনা জাতীয় কিছু হতে পারে।

গেভারনিৎস বলে চলেছিল, 'সত্যিকার একজন সেরা ক্যাথলিক দার্শনিক, ইউরোপের প্রত্যেকটি চিন্তাশীল মানুষের প্রিয়জন।'

আমাদের নামী অভিনেতা শেলেনবার্গের শিক্ষা স্মরণ করে আমি রহস্যময় হাসি হাসলাম।

হুসমান তখন জিজ্ঞেস করল, 'জেনারেল, জার্মানি যে যুদ্ধে হেরে গেছে এটা ভেবেছেন?'

আমি বুঝতে পারলাম যে, এরা আমার উপর পুরো কাজ চাপাবে এবং পরীক্ষাটা শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে হয়ত অপমানজনক হয়ে উঠবে। অতীতে আমাদের বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের স্বপক্ষে আনার জন্য আমিও এই ধরনের কৌশলগুলি খাটিয়েছি। পরবর্তীকালে ওদের সরকারের দায়িত্বশীল কাজে লাগান যায় ব্যক্তিগত অপমানের মাধ্যমে এই পরীক্ষা ভবিষ্যৎ আনুগত্য অনেকটা নিশ্চিত করে।

'আপনি কি বুঝতে পারছেন যে, সম্ভাব্য আলোচনার একটাই শুধু বাস্তব ভিত্তি হতে পারে: নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।'

'হ্যাঁ,' আমি জবাব দিলাম। কারণ আমি জানতাম যে, আলোচনার বিষয়ের চেয়ে তা চালু রাখার গুরুত্ব অনেক বেশি। এস. এস ওবেরগ্রুপেনফুয়েরের এবং নাৎসি পার্টি-সদস্য হিসাবে আমার ব্যক্তিগত লাভালাভ অপেক্ষা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আলোচনার যথার্থ সূত্রপাত ঘটানোই মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল।

'তাসত্ত্বেও আপনি যদি এখনো রাইখস্‌ফুয়েরের হিমলারের নামে আলোচনা চালাতে চান, আমার ভয় হয় এতে মিঃ ডালেস নিজে হয়ত আলোচনা ত্যাগ করবে।'

আমি ডালেসের দিকে তাকিয়েছিলাম। আলো চোখে পড়ায় আমি ঠিক তার মুখ দেখতে পাই নি। তবে এই মন্তব্যের পর তাকে ইঙ্গিতে এটা অনুমোদন করতে দেখলাম, যদিও সে আগের মতোই চুপচাপ ছিল এবং একটিও শব্দ উচ্চারণ করে নি। আমি বুঝেছিলাম যে সর্বোপরি এটা নিয়মের ব্যাপার। কারণ, তারা ঠিকই জানত যে, একজন উচ্চপদস্থ এস. এস জেনারেল কার পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে কথা বলে বা বলতে পারে। প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করে তারা নিজেদের এক হাস্যকর ও অপমানজনক পরিস্থিতিতে ফেলেছে। আমি অবশ্য বলতে পারতাম যে, আমি কেবল মিঃ ডালেসের সঙ্গেই কথা বলব আর কারও সঙ্গে নয়। আমি যদি জানি যে সে ইহুদি একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই যোগাযোগটি ছিন্ন করে দেব। তারা আমার উত্তরের অপেক্ষায় ছিল এবং শেষপর্যন্ত আমি বললাম, 'এখনো যুদ্ধ চালানকে আমি ইউরোপীয় সভ্যতার দুর্গস্বরূপে মহান জার্মান দেশ, মহান জার্মান জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য করি, বিশেষত যখন আমরা আলোচনায় বসতে পারি। ইতালিতে বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থা, আমার সংগঠন, অর্থাৎ এস. এস

ও পুলিস বাহিনীকে যুদ্ধাবসানের জন্য, কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা রোধের জন্য আমি সম্মিলিত জোটের হাতে ছেড়ে দিতে পারি।'

'এর অর্থ কী এই যে,' অবশেষে নীরবতা ভেঙে ডালেস বলল, 'আপনার এস. এস ইউনিটগুলি কেসেলরিংয়ের সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়তে রাজি হবে?'

এথেকে বুঝতে পারলাম যে, লোকটি তার সঠিক অবস্থানটা জানতে চায়। সে ভবিষ্যৎ বাস্তব আলোচনার পক্ষেও ভালই যুক্তি দেখায়।

আমি বললাম, 'ফিল্ডমার্শাল কেসেলরিংয়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট ও সিদ্ধান্তমূলক আলোচনায় যাবার আগে আমি আপনাদের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তার আশ্বাস চাই।'

'পাবেন,' ডালেস রাজি হল।

তারপর আমি বললাম, 'আপনাদের বোঝা উচিত যে কেসেলরিং ইতালিতে তার পনের লক্ষ সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ফ্রন্টেও, অর্থাৎ পশ্চিম ফ্রন্ট, নরওয়ে, ডেনমার্কেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি শুরু হয়ে যাবে।'

আমি এটাও বুঝতে পেরেছিলাম যে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম আলোচনায় আমার রঙের তাসের কথাটি বলা উচিত।

'আপনারা আলোচনা অব্যাহত রাখবেন এই নিশ্চয়তা পেলে ফুয়েরের কর্তৃক পরিকল্পিত ইতালির ব্যাপক ধ্বংসের ব্যাপারটি আমি নিজে বানচাল করে দেব। তিনি ইতিমধ্যেই সবগুলি গ্যালারি ও ঐতিহাসিক দালানকোঠা ধ্বংসের, অর্থাৎ মানুষের যাবতীয় ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে ধূলিসাৎ করার আদেশ দিয়েছেন। যথেষ্ট ব্যক্তিগত ঝুঁকি সত্ত্বেও আমি ইতিমধ্যে আমার গোপন আস্তানায় উফিজি ও পাত্তি গ্যালারির ছবিগুলি এবং রাজা ভিক্তর-এমানুয়েলের মুদ্রাসংগ্রহটি উদ্ধার করে লুকিয়ে রেখেছি।'

কী কী ছবি লুকান হয়েছে অতঃপর সেগুলির একটি তালিকা আমি টেবিলে রাখি। এতে ছিল: টিসিয়ান, ভত্তিচেলি, এল গ্রেকো। তালিকাটি দেখার জন্য মার্কিনীরা আমাদের আলোচনা মুলতুবি রাখে।

'ডলারে এই ছবিগুলির দাম কত হবে?' ওরা জিজ্ঞেস করল।

'ওগুলি অমূল্য শ্রেষ্ঠতম শিল্পকর্ম,' আমি জবাব দিলাম এবং পরে বললাম, 'মনে হয় দশ কোটি ডলারের বেশি।'

তারপর গেভার্নিৎস রেনেসাঁস শিল্পকলা এবং ইউরোপের যন্ত্রশিল্প ও দর্শনের অগ্রগতির উপর এই যুগের প্রভাব নিয়ে প্রায় দশ মিনিটের মতো বক্তৃতা ঝাড়ল। ডালেস হঠাৎ এতে বাধা দিয়ে কোন নতুন বিষয়ে না গিয়ে সরাসরি বলে বসল, 'জেনারেল উল্ফ, আমি আপনার সঙ্গে আলোচনায় রাজি। কিন্তু আমাকে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে আপনি আমাদের মিত্রশক্তির আর কারও সঙ্গে অন্য কোন যোগাযোগের চেষ্টা করবেন না। এটা আমার প্রথম শর্ত। আশা করি বুঝেছেন যে এখানে আমাদের আলোচনায় বসার ব্যাপারটি উপস্থিত এই ক'জন ছাড়া আর কেউ জানবে না।'

'তাহলে তো আমরা কোন শান্তিচুক্তিতে পৌঁছতে পারব না,' আমি বললাম। 'কারণ আপনি প্রেসিডেন্ট নন, আমিও চেনসেলর নই।'

আমার এই মন্তব্যের পরবর্তী নীরব হাস্যবিনিময় থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে ডালেস আপনাকে আলোচনার কথা জানাতে এবং আপনার পরবর্তী নির্দেশ আনতে

সম্মতি দিল। চিঠিটি আপনার কাছে আমি ফিল্ডমার্শাল কেসেলরিংয়ের এ.ডি.সি-র মাধ্যমে পাঠাচ্ছি। সে ফিল্ডমার্শালের সঙ্গে বিমানে বার্লিন যাচ্ছে। লোকটিকে আমি নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। আমার এজেন্ট হিসাবে ততটা নয়, যতটা অনুগামী হিসাবে, একই ধারার চিন্তক হিসাবে আমাদের বিশ্বস্ত। নিশ্চয়ই ওকে আপনার মনে আছে। রাইখস্‌মার্শাল গোয়েরিংয়ের সঙ্গে ফিল্ডমার্শাল কেসেলরিংয়ের যোগাযোগ সম্পর্কে আমাদের জানানোর জন্য ওকে পাঠান আপনিই অনুমোদন করেছিলেন।

এমতাবস্থায় আপনার সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য কেসেলরিংকে তলব করা খুবই জরুরি। আর কয়েক দিনের মধ্যেই মার্কিনীদের সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটবে।

হিটলার দীর্ঘজীবী হন।

আপনার কার্ল উল্‌ফ।'

উল্‌ফ আলোচনার খাঁটি বিবরণই হিমলারকে জানিয়েছিল। আলোচনাটি বর্ণিত পরিবেশে কিংবা তার ঘনিষ্ঠতম আবহেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য একটা ব্যাপার এথেকে বাদ পড়েছিল: ইতালিতে ফেরার পথে ট্রেনের কামরায় হুসমান ও উইবেলের সঙ্গে তার দীর্ঘ গোপন আলোচনাটি। তারা ভাবী জার্মান মন্ত্রিসভা সম্পর্কে আলাপ করেছিল। এতে দফ্‌তর বণ্টন করা হয়েছিল: কেসেলরিং — চেনসেলর, চেকিয়া ও মোরাভিয়ার প্রাক্তন গভর্নর ফন নেইরাথে — পররাষ্ট্র মন্ত্রী, এন.এস.ডি.এ.পি-র অবৈতনিক সদস্য ইয়ালমার শাখ্‌ট — অর্থমন্ত্রী, এস.এস ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর কার্ল উল্‌ফ — প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। নতুন মন্ত্রিপরিষদে হিমলারের জন্য কোন পদের ব্যবস্থা ছিল না।

১৩

স্টির্‌লিৎসের 'হোর্হ' গাড়িটি তখন সুইজারল্যান্ড সীমান্তের দিকে পুরো শক্তিতে চলছে। পাশে পাস্তর, ফ্যাকাসে, শান্ত। ওখানে যথাসম্ভব দ্রুত পৌঁছন দরকার। স্টির্‌লিৎস রেডিওতে ফরাসী অনুষ্ঠান শুনছে: গান গাইছে জনপ্রিয় নতুন শিল্পী অ্যাদিথ্‌ পিয়াফ। তার কণ্ঠস্বর মন্দ্র, উচ্ছল এবং কথাগুলি সরল ও দক্ষতার সঙ্গে চয়িত।

'প্রতিদিনই নৈতিক মান নিচে নামছে,' পাস্তর মন্তব্য করল। 'আমি গায়িকাকে কিছু বলছি না। তার গান শুনে হঠাৎ হ্যান্ডেল ও বাখের কথাই মনে পড়ল। সেকালে শিল্পীরাই তো নিজেদের উচ্চমান তৈরি

করেছিলেন: তাঁদের শিল্প ছিল বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ, পরম আদর্শের অন্বেষায় অক্লান্ত। তাঁরা ছিলেন আলোকবর্তিকা হাতে পথের দিশারী... আর এই গান? কী বলব, ও তো হাটবাজারের হল্লা।'

'মেয়েটির গান বহুদিন টিকবে,' স্টির্‌লিংস প্রতিবাদ করল। 'আমার কথা বিশ্বাস করুন, ওর মৃত্যুর অনেক পরেও মানুষ তাকে মনে রাখবে।'

'আপনার কথায় আশকারার ভাব আছে।'

'খুব সম্ভব প্যারিসের প্রতি আমার বিশেষ দরদের জন্য... এখনকার মতো এই যথেষ্ট... যুদ্ধশেষে এসব নিয়ে আলোচনার অঢেল সময় আমরা পাব। বার্নে যা যা আপনাকে করতে হবে সেগুলি আরেকবার বলবেন কি?'

গত তিন ঘণ্টায় তাকে যা-কিছু বলা হয়েছে পাস্তর সেগুলি আবার বলতে লাগল। ওর কথা শুনতে শুনতে স্টির্‌লিংস ভাবল: 'হ্যাঁ, ক্যাথি এখন ওদের হাতে। কিন্তু এখন ওকে সরিয়ে নিলে ওই পাদ্রির দিকেই ওদের নজর পড়ত। নিশ্চয়ই গেস্টাপোর কেউ ওর উপর চোখ রাখছিল। সন্দেহ নেই, এতে পুরো তৎপরতাটাই ভেস্তে যেত আর হিমলার বার্নে অন্যদের সঙ্গে গলাগলি শুরু করত ... ক্যাথি, অসম্ভব হলেও অভাবিত কিছু ঘটার মুখে সে অবশ্যই আমাকে ধরিয়ে দেবে যদি ওরা বাচ্চাটিকে মেরে ফেলার ভয় দেখায়। কিন্তু এই পাদ্রি শীঘ্রই কাজ শুরু করবে। প্লেশ্‌নারও নিশ্চয়ই আমার কাজগুলি ঠিকমতোই শেষ করেছে। এদের কেউই আমার তৎপরতায় তাদের সঠিক ভূমিকাটি জানে না। ইতিমধ্যে আমার নেওয়া সতর্কতা ছাড়াও আমাদের লোকজন প্লেশ্‌নারের মাধ্যমে খবর পাওয়ার পর এখন থেকে এই পাদ্রির উপর তারা নজর রাখবে। সবকিছুই ভাল চলবে। হিমলারকে আমি বার্নে আলাপ-আলোচনা চালাতে দিচ্ছি না ... সীমান্তে আমার খোঁড়ল সম্পর্কে মুলার কিছুই জানে না। সীমান্তরক্ষীরাও ওর লোকজনদের কিছু বলবে না। ওরা জানে, আমি রাইখস্‌ফুয়েররের লোক। তাই আজই পাদ্রি সুইজারল্যান্ড পৌঁছবে। কাল পর্যন্ত আমার তৎপরতার কাজটি শুরু হয়ে যাবে। আরও সঠিকভাবে বললে আমাদের তৎপরতা।'

'না,' নিজের চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে পাস্তরের কথায় বাধা দিয়ে স্টির্‌লিংস বলল: 'হোটেলের নীল লাউঞ্জে নয়, গোলাপী লাউঞ্জে আপনি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবেন। দেখুন, পুনরাবৃত্তিতে কোন ক্ষতি নেই।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার কথায় কান দিচ্ছেন না।'

আমি খুব সতর্ক হয়েই শুনছিলাম। বলে যান...'

'পাদ্রি ঠিকমতো সীমান্ত পার হতে পারলে আমি ক্যাথিকে ছাড়িয়ে আনব। তখন আমি সব ঝুঁকিই নিতে পারব। ওকে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে পালাতে পারি, যদি বুঝি যে খেলা ভেস্তে গেছে। যদি খেলা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়—এপর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে তারা কিছুই পায় নি, আর পাবেও না—তখন শেলেনবার্গের সাহায্যে নিজের জন্য অজুহাত তৈরি করে হৈচৈ বাঁধিয়ে ওকে নিয়ে পালাব। ওর বাড়িতে কিংবা হয়েনলিহেনে গিয়ে ওর কাছে রিপোর্ট করতে হবে। ওই শেষের জায়গায় ও তো সবসময়ই হিমলারের পিছু লেগে রয়েছে। সময়টা খুবই ভেবেচিন্তে আমাকে ঠিক করতে হবে, গোপন ফ্ল্যাটের পাহারাদারদের সরাব। তারপর বেতারযন্ত্রটি ভেঙে ফেলে ক্যাথিকে নিয়ে পালাব। সময়টি ও গাড়ির গতিবেগ ঠিক করাই সবচেয়ে জরুরি। ওরা আমাদের খুঁজে মরুক। ওদের সময়ও ফুরিয়ে আসছে। মাথা-ফাটা হোল্টফকে দেখার পর মুলারের ভীতি থেকে বোঝা যায় সে-ই আহাম্মকটাকে শিশুসুলভ প্ররোচনার কাজে পাঠিয়েছিল। তবু এইসঙ্গে সে যদি সত্যিকার ভয়ের কথা না বলত, পরিকল্পনায় তার উদ্ভাবিত অংশটুকুতে যদি নিজস্ব ভাবনা না থাকত তাহলে হোল্টফ কিছুতেই এমন বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করতে পারত না। আমি রুঙে সহ তাকে নিয়ে পালানোর শর্তে রাজি হলে তার প্রতিক্রিয়া কী হত বলা মুশকিল। হতে পারে সে আমার সঙ্গে চলে যেত। খুব সম্ভব। মনে পড়ছে, জ্যোতির্বিদের জেরার সময় সে আমার দিকে কীভাবে তাকিয়েছিল, তখন কীভাবে কথা বলেছিল... তার সঙ্গে আমি ঠিকমতোই খেলেছি। একদিকে শেলেনবার্গের, অন্যদিকে বোরমানের সাহায্যে আমার হঠাৎ উধাও হওয়ার ব্যাপারটা ঢাকা দিতে পারতাম। এখানে খেলার সব বন্দোবস্তই আছে। ক্যাথিকে উদ্ধার করাই এখন সবচেয়ে জরুরি। কাল বাড়ি না গিয়ে সরাসরি ওর কাছে যাব। তবে না, যাওয়াই বোধহয় উচিত। আমাদের খেলায় বেপরোয়া চালের ঝুঁকি একেবারেই অচল। এর খেসারত পরে দিতে হবে এবং অর্থ দিয়ে নয়—এখানে আদর্শ ও মানুষের জীবনের প্রশ্ন।'

'হ্যাঁ, এতে ভুল নেই,' পাস্তরের দিকে ফিরে স্টির্‌লিৎস বলল। 'ঠিক কথাই বলেছেন যে প্রথম ট্যাক্সিটি বেরিয়ে গেলে দ্বিতীয়টি আপনি নেবেন এবং কোন অবস্থায়ই পথের গাড়িগুলির দেয়া লিফ্‌ট নেবেন না। অবশ্য আমি মনে করি, যে গির্জার নাম আপনাকে দিয়েছি সেখানকার বন্ধুরা আপনাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। কিন্তু আমি এটা আরেকবার স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, যেকোন কিছু ঘটতে পারে। যেকোন

কিছু সামান্যতম ভুল করলে সঠিক অবস্থা বোঝার আগেই দেখবেন আপনি এখানে, মুলারের কয়েদখানায় পেঁছে গেছেন। ব্যাপার এদ্দূর গড়ালে মনে রাখবেন যে যদি প্রলাপ বা মারধরের মুখে একবারও আমার নাম উচ্চারণ করেন তবে এতে শুধু আমি নই, আপনার বোন, তার সন্তানরাও খতম হয়ে যাবে। যারা আপনাকে দেশত্যাগের অনুমতি দিয়েছে, তারা এই শর্তেই কাজটি করেছে। আমার নাম ফাঁস করলে কেউ আপনার আত্মীয়দের বাঁচাতে পারবে না। আপনাকে ভয় দেখাচ্ছি না। আমাকে ভুল বুঝেন না। আসলে এটাই বর্তমান অবস্থা আর আপন্যকে তা মনে রাখতে হবে। কিছুতেই ভুললে চলবে না।'

'বুঝেছি।'

'তাহলে ভালই। এই ব্যাপারে আমাকে কোনভাবে ভুল বুঝেছেন এমনটি আমি চাই না।'

স্টেশন থেকে এক শ' মিটার দূরে স্টির্‌লিৎস তার গাড়ি রাখল। সীমান্তরক্ষীরা নির্দিষ্ট জায়গায়ই খালি গাড়িটি রেখেছিল। চাবিটি ইগ্‌নেশনে লাগান ছিল। আরোহীদের যাতে না দেখা যায় সেজন্য ওরা গাড়ির কাচ কাদায় লেপটে দিয়েছিল। তারপর যথাস্থানে পাহাড়ের খোড়লে বরফের ভিতর থেকে বেরিয়ে থাকা স্কিও তারা দেখতে পেল। কাছেই ছিল তৈরি একজোড়া স্কি-বুট।

'পোশাক বদলান,' স্টির্‌লিৎস বলল।

'যাচ্ছি,' ফিসফিস করে পাস্তর জবাব দিল। 'আমার হাত কাঁপছে। একটু সামলে নিই।'

'ইচ্ছামতো কথা বলতে পারেন। এখন কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে না।'

উপত্যকার জমাট বরফের উপর পূর্ণিমার চাঁদের আলোর রুপালী আভায় গিরিপথটি স্পষ্ট চোখে পড়ছিল। পাইন গাছের উঁচু ডালে জমাট বরফের দলাগুলিকে পরবর্তী শিকারের লক্ষ্যে অপেক্ষারত শিকারী জন্তুর মতো দেখাচ্ছিল। দূরের কোন বিদ্যুৎস্টেশন থেকে বাতাসের দিকবদলের সঙ্গে শোঁ শোঁ আওয়াজ ভেসে আসছিল।

'তাহলে,' স্টির্‌লিৎস বলল, 'শুভযাত্রা...'

'আপনার জন্যও শুভকামনা,' পাস্তর বলল এবং স্কিতে পা দিয়ে স্টির্‌লিৎসের নির্ধারিত পথে থেমে থেমে আনাড়ির মতো এগিয়ে চলল।

সীমান্ত বরাবর সে দু'-দুবার আছাড় খেল। গিরিপথের ওধারের জঙ্গল থেকে দুবার পাস্তরের হাঁক না শোনা অবধি স্টির্‌লিংস গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইল। ইতিমধ্যে ও সেই হোটেলের খুবই কাছে পেঁাছে গেছে এবং এইপর্যন্ত সবই ভালভাবেই শেষ হয়েছে। এখন ক্যাথিকে ছাড়ানোই প্রথম কাজ।

গাড়ি চালিয়ে স্টির্‌লিংস স্টেশনে ফিরল। গাড়ি বদলে প্রায় বিশ কিলোমিটার আসার পর সে বুঝতে পারল তার পক্ষে আর জেগে থাকা অসম্ভব। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সে একটানা আটচল্লিশ ঘণ্টা একটুও না ঘুমিয়ে ছুটেছে।

'আধঘণ্টার মতো ঘুমিয়ে নিতে হবে,' সে ঠিক করল। 'না হলে আমার পক্ষে আস্ত শরীরে বার্লিন ফেরা সম্ভব হবে না।'

ঠিক বিশ মিনিটের মতো ঘুমিয়ে নিয়ে সে গাড়ি থেকে বেরুল, বরফ দিয়ে মুখ ঘষল, ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা ব্র্যান্ডি খেল এবং বার্লিনের দিকে জোরে গাড়ি চালাল। তেতে-ওঠা 'হোর্হের' ইঞ্জিন জোরে একতালা গরগর আওয়াজ দিচ্ছিল। গতিবেগের কাঁটা ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটারের দাগটিতে স্থির হয়ে ছিল। পথ নির্জন, জনশূন্য। কুয়াশার মধ্য দিয়ে ভোরের আভাস ফুটছিল। জেগে থাকার জন্য স্টির্‌লিংস নিজেকে শুনিয়ে অবিরাম একটির পর একটি নোংরা ফরাসী গান গেয়েই চলল।

রল্‌ফ ক্যাথির ফ্ল্যাটে সকাল আটটায় যখন পেঁাছল তখনো দিনের আলো ফুটে নি।

সে ঘরে ঢুকতেই 'হাইল হিটলার!' বলে বারবারা উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

আর কিছু বলার আগেই রল্‌ফ চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাদের দুজনকে একা রেখে এখনই সরে পড়ুন।'

এতক্ষণ বারবারার মুখে যে উজ্জ্বল হাসির ঝলক ছিল সেটা উবে গিয়ে সেখানে কঠিন, আনুষ্ঠানিক ভাব ফুটে উঠল। সে দ্রুত অন্য ঘরে সরে গেল। ওর দরজা খোলার সময় ক্যাথি তার বাচ্চার কান্না শুনতে পেল: ও জেগে উঠেছে, ওর ক্ষুধা পেয়েছে।

'আপনি কি দয়া করে আমার বাচ্চাটাকে খাওয়াতে দেবেন,' ক্যাথি বলল, 'না হলে ও আমাদের শান্তিতে কথা বলতে দেবে না।'

'বাচ্চাটা অপেক্ষা করতে পারে।'

'অসম্ভব... তাকে সময়মতো না খাওয়ালেই নয়...'

'ঠিক আছে। ওকে খাওয়াবেন তবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে...'

দরজায় টোকা শোনা গেল।

'আমরা ব্যস্ত!' রল্‌ফ চেঁচিয়ে উঠল।

দরজা খুললে দেখা গেল, হেলমুট কাঁদুনে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'খাওয়ার জন্য ও বড্ড কাঁদছে।'

'ও না খেয়েই থাকবে!' রল্‌ফ হুমকি দিল। 'দরজা আটকান!'

'কিন্তু আপনি...' হেলমুট শুরু করতেই রল্‌ফ ছুটে গিয়ে তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল।

'শুরুতেই ... আমি একটা জিনিস জানতে চাই। আমরা জানি যে আপনি স্থানীয় বড়কর্তাকে চিনেন।'

'আমি তো বলেছি যে...'

'আমি জানি। আপনার উত্তরগুলি পড়েছি, রেকর্ডিংও শুনেছি। আজ সকালের আগ অবধি এগুলি আমি বিশ্বাস করেছি। এখন আর এগুলি বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

'আজ সকালে কী ঘটেছে?'

'খুব বড় ধরনের কিছু। এর জন্যই আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। অনেকদিন থেকেই আমরা সন্দেহ করছিলাম, তবে কোন প্রমাণ ছিল না। এখন আমরা প্রমাণ পেয়ে গেছি। অপরাধের প্রমাণ ছাড়া আমরা কাউকে তো গ্রেপ্তার করতে পারি না: সঠিক প্রমাণ, তথ্য কিংবা অন্ততপক্ষে দুজনের সাক্ষ্য আমাদের চাই। চূড়ান্ত প্রমাণ এবার আমাদের হাতে।'

'কিন্তু, যদি না ভুলে গিয়ে থাকি, একেবারে শুরু থেকেই তো আমি রাজি হয়েছি...'

'আপনার জন্য সেটা যথেষ্ট... আমি আপনার কথা বলছি না! কার কথা বলছি সেটা আপনি ভালই জানেন।'

'কার কথা বলছেন সেটা আমি সত্যি জানি না। দয়া করে বাচ্চাটাকে খাওয়াতে দিন।'

'সব আগে আমাকে বলেন কোথায় ও কখন আপনি আপনাদের প্রধানের সঙ্গে দেখা করতেন এবং তারপরই বাচ্চার কাছে যাবেন।'

'যিনি আমাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তাঁকে আগেই বলেছি যে আমি প্রধানের নাম, ঠিকানা জানি না, তাকে কখনো চোখেও দেখি নি।'

'শুনুন,' রলফ রেগে উঠল, 'ঠকানোর চেষ্টা ছাড়ুন। সব তাস এখন টেবিলে। টেক্কাও মারা পড়েছে।'

সে খুবই ক্লান্ত ছিল। মুলারের অন্যান্য ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে সেও রাত তিনটা থেকে জেগে রয়েছে। তারা স্টির্‌লিৎসের গাড়িটি সারা শহরে খুঁজে বেড়িয়েছে। তার বাড়িতেও নজর রাখা হয়েছে। ক্যাথির ফ্ল্যাটের কাছেও পাহারা রয়েছে। কিন্তু কোথাও স্টির্‌লিৎসকে পাওয়া যায় নি, যেন সে বাতাসে উবে গেছে। স্টির্‌লিৎসকে খোঁজার খবর যাতে কালটেনব্রুনারকে না দেয়া হয় — শেলেনবার্গকে তো নয়ই — সেজন্য সবাইকে মুলার বিশেষ হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল। খোঁজাখুঁজির পুরো ব্যাপারটা মুলার নিজেই চালিয়েছিল। সে বুঝেছিল, তার খেলাটি এতই ঘোরাল যে এটি কোন বিরাট ওলটপালট বা চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্যেই কেবল শেষ হতে পারে। সে জানত, বোরমানেরই আওতার বিরাট তহবিলটি এখন সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ব্রেজিল আর দালালদের কল্যাণে এমন কি মার্কিন ব্যাঙ্কে নিরাপদে জমা হয়ে গেছে। সাহায্যের মতো তার প্রতি শত্রুতার ব্যাপারেও বোরমান কখনই ভোলার পাত্র নয়। যেভাবে সম্ভব, হিটলার সংশ্লিষ্ট সবকিছুই সে লিখে রাখত। এমন কি, হাতের কাছে কিছু না পেলে রুমালেও। কিন্তু নিজের ব্যাপারে সে কিছুই টুকে রাখত না। এতে তার কখনো ভুল হত না। সেজন্যই গেস্টাপো-কর্তা নিজেই স্টির্‌লিৎসের সঙ্গে বাজি ধরেছিল। কারণ, স্টির্‌লিৎস বোরমানকে ফোন করেছিল এবং পুরোপুরি নিজ দায়িত্বে তার সঙ্গে গোপনে আলোচনা চালিয়েছিল। খেলাটা তার এবং এতে কোন ভুল করা চলবে না। স্টির্‌লিৎস বোরমানকে ফোন না করলে ও শেষে তাদের সাক্ষাৎকার না ঘটলে পুরো ঘটনাটি খুবই সোজা ও সরল হয়ে যেত। বাকীটা থেকে একটি ঘটনালহরী স্পষ্ট হয়ে উঠত: স্টির্‌লিৎস, বার্নের সংকেতবার্তা, রুশী বেতার-অপারেটর। কিন্তু ঘটনাটি এখন একটি বিশাল স্তম্ভের উপর ভর করে আছে — এটি বোরমান। অর্থাৎ, মুলার এখন বোরমানকে সরিয়ে দিয়ে তার অন্দরমহলে ঢুকে পড়তে পারে — এই খেলায় যে তারপক্ষে এমন পুরস্কার পাওয়া সম্ভব, সেটাও সে ভেবেছিল — অথবা খেলার নিয়মমাফিক, রুশী বেতার-অপারেটরের সঙ্গে যুক্ত স্টির্‌লিৎসের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে সে বোরমানের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে। মুলার জানত, এই দুটি পথে তার জন্য চূড়ান্ত বিজয় কিংবা নির্বিশেষ ধ্বংসই নিশ্চিত। তাই সেই রাতে সে এবং তার ঘনিষ্ঠদের চোখে ঘুম ছিল না: শিকারটিকে ধরার জন্য তারা সাধ্যমতো জাল ছড়িয়েছে, চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েছে।

'আমি আর একটি কথাও বলব না,' ক্যাথি জেদ ধরে বলল। 'বাচ্চাটাকে না খাওয়ান পর্যন্ত আমি চুপ করেই থাকব।'

মায়ের যুক্তির সঙ্গে কসাইয়ের যুক্তি স্বভাবতই বেমানান। শিশুটির কথা না ওঠলে ক্যাথিকেই সে অসহ্য যন্ত্রণা দিত। কিন্তু মায়ের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে উৎসারিত এই কথা শুনে রল্‌ফের মাথায় একটি নতুন ধারণা জন্মাল যা ফ্ল্যাটে আসার আগে তার মনে আসে নি। রুশ গুপ্তচরদের সহনশীলতার সুখ্যাতির কথা, তারা যে বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে মৃত্যুই পছন্দ করে সেটা সে জানত। সে আরও জানত যে, ওদের 'সহযোগিতায়' বাধ্য করা হলেও আরও সূক্ষ্ম, আরও ধূর্ত পথে তারা কোন-না-কোন ভাবে আগের কাজটিই চালিয়ে যায়।

একেবারে হঠাৎ রল্‌ফের মাথায় অভাবিত একটি ফন্দি ঝলসে উঠল। 'দেখুন, আমরা আর অযথা সময় নষ্ট করব না। আপনি কী জানতে ও লুকতে চাইছেন, কেনই বা মুখ খুলছেন না সেটা আমি জানি। শীঘ্রই আপনাদের বড়কর্তাকে আপনার মুখোমুখি দাঁড় করার: খেলা সাঙ্গ ভেবে সে বিদেশ পালাতে গিয়েছিল। কিন্তু পারে নি। সে তার গাড়ির উপরই ভরসা করেছিল,' রল্‌ফ শ্লেষ মিশান দৃষ্টিতে ক্যাথির ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে চলল, 'তার চমৎকার একটি ছোটখাটো গাড়ি আছে, তাই না? কিন্তু সে ভুল করেছিল, আমাদের গাড়িগুলি আরও ভাল। এই গোলমালে আপনাকে আমরা ধর্তব্য ভাবি না। আসল শিকার হল সে। ওর সম্পর্কে খুঁটিনাটি যা জানেন সেটা এবার বলে ফেলুন,' সে পুনরুক্তি করল। 'খুঁটিনাটি সবকিছু।'

'আমার বলার মতো কিছু নেই।'

রল্‌ফ জানালার কাছে গিয়ে ওটি পুরোপুরি খুলে দিল এবং হঠাৎ ঠাণ্ডার মুখোমুখি কুঁকড়ে গিয়ে বলল, 'আবার বরফ — আর কোনদিন কি বসন্ত আসবে? একটানা এই শীত অসহ্য লাগছে।'

জানালা বন্ধ করে সে আবার ক্যাথির কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'হাত দেখান।'

ক্যাথি হাত বাড়াতেই সে চটপট হাতকড়া লাগাল।

'এবার পা,' রল্‌ফ এগুল।

'আপনি কী চান?' ক্যাথি জিজ্ঞেস করল। 'এবার কী ভেবেছেন?'

ওর পায়ের গোড়ালিতে অন্য কড়াটি লাগিয়ে রল্‌ফ চেঁচিয়ে উঠল, 'হেলমুট, বারবারা, বাচ্চাটাকে নিয়ে আসুন।'

হেলমুট বাচ্চাটাকে আনতে গেলে রল্‌ফ জানালার কাছের একটি ছোট্ট টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর জানালা খুলে সে বলল, 'এইমাত্র থামকাট বরফের কথা আপনাকে বলি নি। উদোম বাচ্চাটাকে ওই টেবিলে তিন বা পাঁচ মিনিট রাখলেই ও অক্কা পাবে। এবার আপনিই ফয়সলাটা করুন।'

'এটা করবেন না!' ক্যাথি দাঁড়ানোর চেষ্টায় আর্তনাদ করে উঠল। 'ওটা করবেন না! আমাকে মেরে ফেলুন! মেরে ফেলুন আমাকে! বাচ্চাটাকে নয়! ওটা আপনি করতে পারেন না!'

'ঠিক, কাজটা আমার জন্য খুবই কঠিন হবে,' রল্‌ফ জবাব দিল। 'বিশ্বাস করুন আর না করুন, আমিও মানুষ। পশু নই। এক মায়েরই রক্তমাংসের সন্তান! কিন্তু সকল জার্মান মায়ের নামেই কাজটি আমাকে করতে হবে! রাইখের সকল শিশুর নামে, যারা বোমায় মারা পড়ছে!'

ক্যাথি চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে মেঝেতে গড়িয়ে গড়িয়ে নিজেকে রল্‌ফের কাছে হেঁচড়ে আনল এবং তার বুটে চুমু খেতে খেতে ফোঁপিয়ে ফোঁপিয়ে বলতে লাগল, 'আপনার নিশ্চয়ই মন বলে কিছু আছে! সত্যি আপনি ওটা করছেন না! আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না!'

'বাচ্চাটা কোথায়?' রল্‌ফ চেঁচিয়ে উঠল। 'ওকে এখানে আনেন। ঈশ্বরের দোহাই, কাজটা জলদি জলদি সেরে ফেলুন!'

'আপনি মা, আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি খোয়ান তো ঠিক নয়...' বারবারা বলল।

হেলমুট বাচ্চাটাকে কোলে করে নিয়ে এল। রল্‌ফ ছেলেটাকে তুলে নিয়ে টেবিলে শুইয়ে ওর কাপড় খুলতে লাগল। ক্যাথি অসহায় পশুর মতো চেঁচাতে শুরু করল।

'আচ্ছা!' রল্‌ফ চেঁচিয়ে উঠল। 'আপনি মা নন! আপনি নিরেট খুনী! ওহ্‌ ঈশ্বর!'

বাচ্চাটা ভাঙাগলায় জোরে কাঁদতে শুরু করল। তার ছোট মুখটি আর্ত চিৎকারে অনেকটা ফাঁক হয়ে যাচ্ছিল: বহুক্ষণ ওর খাবার সময় পেরিয়ে গেছে এবং মনে হল ওর কথা আর কারও মনে নেই।

মনসিনয়র কাদিচোল্লি সমীপে
ভাটিকান।

প্রিয় বন্ধু!

নাৎসিবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় অসীম সাহসের পরিচয় দেয়ার পর বর্তমানে দুনিয়ার সকলের পক্ষে একান্ত জরুরি মানবজাতির শান্তি নিশ্চিতকরণের

পথসন্ধানের লক্ষ্যে ভাটিকান কর্তৃপক্ষের সর্ববিধ উদ্যোগের গুরুত্ব আমি বুঝি ও তার প্রশংসা করি... একদিকে হিটলারীয় দস্যুতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আত্মদানকারী দুর্ভাগা অ্যাডমিরাল কানারিস ও অন্যান্য বীর-সেনাপতিদের প্রতিনিধি মুলার এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সরকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য ভাটিকান কেন স্বেচ্ছায় উদ্যোগী হয়েছে সেটা আমি উপলব্ধি করতে পারি।

যেসব লোক দর্শনের ডক্টরেট মুলারের সমর্থক, তাদের যথেষ্ট প্রভাব থাকার প্রেক্ষিতে আপনি যুক্তিসঙ্গত ও সম্মানজনক শান্তির সন্ধানের লক্ষ্যে অবশ্যই ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার উপর আপনার প্রভাব খাটাতে পারেন। তবে গত গ্রীষ্মে সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর শান্তিসন্ধানের ব্যাপারে একটি অশুভ বিরতি দেখা দিয়েছিল।

আপনার বিবেচনার জন্য জেনারেল কার্ল উল্‌ফের উপস্থাপিত সতর্ক প্রস্তাব সম্পর্কে আপনার নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিভঙ্গির কারণও আমি সঠিক অনুমান করতে পারি। আপনি নাৎসি দখলে ছিলেন এবং এখনকার শান্তিসন্ধানী জেনারেল উল্‌ফের অধীনে এস.এস-দের জঘন্য বেআইনী কার্যকলাপ স্বচক্ষে দেখেছেন। এথেকে আমি অনুমান করি যে, আপনার পদক্ষেপ এখানে অপেক্ষা-ও-দেখার চেয়ে সরাসরি নেতিবাচক হওয়াই স্বাভাবিক: এমন একজনকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, যে একহাতে কুকর্ম ও অন্যহাতে সৎকর্ম করে। ধর্মপুত্রদের সাধারণ আধমনা ভাব ও ছলচাতুরী সহজবোধ্য হলেও রাষ্ট্রনীতির পরিচালক, সামরিক বা রাজনৈতিক শক্তির ধারকদের ক্ষেত্রে এটি মোটেই প্রযোজ্য নয়।

অবশ্য, ভাটিকানে তার চেষ্টা ব্যর্থ হলে জেনারেল উল্‌ফ পরে মহামান্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি হিসাবে বার্নে অবস্থানরত মিঃ ডালেসের সঙ্গে আলোচনা চালাতে সমর্থ হয়। এখানে পাওয়া সংবাদ থেকে বলতে পারি যে, উল্‌ফ ও মিঃ ডালেসের মধ্যে আলোচনা জোর সাফল্যের সঙ্গেই এগিয়ে চলছে।

অতএব এখানে আমার অবস্থান খুবই নাজুক হয়ে উঠেছে: আমি যদি আরেকবার মিঃ ডালেসকে জেনারেল উল্‌ফের সঙ্গে আরও আলাপ-আলোচনা চালানোর বিরুদ্ধে সতর্ক করি তাহলে মার্কিনী বন্ধুরা আমাদের এই কাজের উদ্দেশ্যটির ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে: রাষ্ট্রনীতির ধারক ও বাহকদের পক্ষে সবসময় ধর্মপুত্রদের নীতি অনুধাবন সম্ভবপর হয় না।

জেনারেল উল্‌ফের কুকর্ম এবং আমাদের ইতালিতে তার আদেশে নাৎসিদের সংঘটিত বর্বর অত্যাচারের কাহিনী মিঃ ডালেসকে বলা সম্ভবত নিরর্থকই হবে। প্রথমত, চক্ষুষ্মান মাত্রেই এসব তার চোখে পড়বে এবং দ্বিতীয়ত, ধর্মপুত্র হিসাবে নিজেদের দুঃখকষ্টকে আমরা বিশিষ্ট করে তুলতে পারি না। পথে নামার আগেই তো আমরা এর ভবিতব্য জানতাম।

পাস্তর শ্লাগ বার্নে আসার আগ অবধি পরিস্থিতিটা আমার কাছে গুরুতর ও আশাহীনই মনে হচ্ছিল। আমি নিশ্চিত যে এই মহৎ মানুষটির কথা আপনার মনে আছে: শান্তির আদর্শে অক্লান্ত এই সংগ্রামী ১৯৩৩ সালের আগ অবধি, হিটলার ক্ষমতাসীন না হওয়া পর্যন্ত অনেকবারই সুইজারল্যান্ড, ভাটিকান ও গ্রেট ব্রিটেন

এসেছেন, যখন জার্মানি থেকে বেরুনোর ব্যাপারে কোন পুলিসী ঝামেলা ছিল না।

পাস্তর শ্লাগ এখানে এসেছেন, তাঁর ভাষায়, দ্রুত ও ন্যায্য শান্তিপ্রতিষ্ঠার বাস্তব সম্ভাবনা সন্ধানে। তিনি বলেন, উল্‌ফ ও ডালেসের মতো সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুবাসী দুজনের সাম্প্রতিক ফারাক সংকীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন কিছু লোক তাঁকে এখানে পাঠিয়েছে।

উল্‌ফ ও ডালেসের মধ্যে পরবর্তী আলোচনার বিরতি ঘটানোই শ্লাগ তাঁর কর্তব্য মনে করেন। এর কারণ, তিনি নিশ্চিত যে, উল্‌ফ শান্তিসন্ধানী নয়, সে বর্তমান জার্মানির সত্যিকার ক্ষমতাসীন এস.এস-দের কিছুটা অধিকার বিনিময়ের মাধ্যমে পুরো নাৎসি সরকারকেই টিকিয়ে রাখতে চায়।

যারা চরম বিপদ সত্ত্বেও জার্মানি থেকে তাঁর বাইরে আসার ব্যবস্থা করেছে, সেইসব লোক আর মিত্রশক্তির প্রতিনিধিদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করাও তিনি তাঁর কর্তব্য মনে করেন। তাঁর কথামতো তিনি যাদের প্রতিনিধি তারা এস.এস. আর এন.এস.ডি.এ.পি-র সঙ্গে অতীতে জড়িত এবং ভবিষ্যতে জড়িত হতে পারে ওই সবকিছুর উৎখাতকে তাদের অবিচল কর্তব্য জ্ঞান করে।

পাস্তর শ্লাগের সঙ্গে আরও খোলাখুলি আলোচনার জন্য আমি আপনার অনুমতিপ্রার্থী। বার্নে এখন কী ঘটছে এ-সম্পর্কে তাঁকে আরও বিস্তারিত জানান সম্ভবত আমাদের স্বার্থানুকূল হবে।

আমি এই ব্যাপারে পাস্তর শ্লাগকে আমাদের শুভেচ্ছার কোন স্থায়ী নিদর্শন দেখাতে না পারলে জার্মানিতে ওঁর সংকেতের জন্য অপেক্ষমাণ তাঁর সহযোগীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমরা তাঁর কাছ থেকে আশা করতে পারি না।

আমার মনে হয়, জার্মানিস্থ তাঁর সহযোগীরা — আমরা যতটা চাই — ততটা ক্ষমতাশীল নয়। পাস্তর শ্লাগ কখনই যথার্থ রাজনীতিবিদ নন, একজন সৎ যাজকমাত্র। তবে, ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি এটা খুব সুবিধাজনক মনে করি যে, জনৈক পাস্তর, আর কেউ নয়, ঈশ্বরের সেবক, সম্মানিত ও উচ্চাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ নাৎসিদের সঙ্গে যাবতীয় সমঝোতা এড়িয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার সন্ধান করেন।

জনৈক ধর্মপুত্রের পক্ষে এমন মানবিক দুঃসাহসের প্রেরণাদায়ী দৃষ্টান্ত কঠিন অবস্থার মুখোমুখি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সময় জার্মানদের বলশেভিকবাদের আওতা থেকে বাঁচাতে হয়ত আমাদের সহায়তা যোগাবে। পাস্তর শ্লাগ বা তাঁর জ্যোতির্ময় স্মৃতি আমাদের ধর্মপুত্রদের একদিন নাৎসিবাদের তমসাচ্ছন্ন জায়গাগুলিতে আলোকবর্তিকা বহন করতে সাহায্য করবে।

দ্রুত উত্তরের প্রতীক্ষায় অধীর,
আপনার নরেলি।'

স্ট্র্যাটেজিক সামরিক দফ্‌তরের পরিচালক ডনোভান অতঃপর ডালেসকে জানাল যে তৎপরতা 'ক্রসওয়ার্ড' এই সাঙ্কেতিক নামেই যেন উল্‌ফের

সঙ্গে সকল ভবিষ্যৎ যোগাযোগ চালান হয়। দ্রুত আলোচনা চলানোর লক্ষ্যে এতে শরিকানার জন্য আরও দুজন জেনারেলকেও পাঠান হল: গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ থেকে ইতালিস্থ সম্মিলিত বাহিনীর সমরদফতরের উপসেনাধ্যক্ষ জেনারেল অ্যায়রি এবং মার্কিন প্রতিনিধি হিসাবে জেনারেল লেমনিৎসার।

সাধারণ মার্কিন সৈন্যের ছদ্মবেশে দুই জেনারেলকে নেপল্‌স থেকে সুইজারল্যান্ডের সীমান্তে আনা হয়। আত্মীয়-স্বজনদের সন্ধানে ইউরোপ ভ্রমণরত মার্কিন সৈন্য হিসাবে জাল কাগজপত্র নিয়ে তারা সুইজারল্যান্ড সীমান্ত পাড়ি দিয়েছিল।

জেনারেল লেমনিৎসারকে সুইস শুল্ককর্মীরা আমেরিকা সম্পর্কে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। ব্রিটেনের জেনারেল অ্যায়রি কখনই মার্কিন মুলুকে যায় নি বলে ধরা পড়ে এবং তৎপরতা 'ক্রসওয়ার্ড' ভেস্তে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছয়। এখানে অবস্থিত মেজর উইবেল শুল্ককর্মীদের কাছে দেয়া অ্যায়রির উত্তরগুলির তোয়াক্কা না করেই ওকে ছেড়ে দিতে সীমান্তরক্ষীর মধ্যে তার লোকদের নির্দেশ দেয়।

এভাবেই অ্যায়রির পরীক্ষাটি শেষ হয় এবং সে ঠান্ডা, নড়বড়ে হাতে তার ঘামে-ভিজা কপাল মুছতে থাকে। বেসামরিক পোশাকে মেজর উইবেল কাছে এসে জেনারেলদের বার্নে যাওয়ার জন্য তার হাতে ট্রেনের দুটি টিকিট গুঁজে দেয়। গন্তব্যে তাদের জন্য অপেক্ষিত একটি গাড়ি দুই জেনারেল ও মেজর উইবেলকে নিয়ে নির্জন রাস্তার এক বাড়িতে যায়। ওটি জাল লোকেই ভাড়া নিয়েছিল এবং অ্যালেন ডালেস ওখানেই অপেক্ষা করছিল। এই ফ্ল্যাটেই পুরো দুদিন কথাবার্তার পর ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর কার্ল উল্‌ফের সঙ্গে আলোচনায় তারা একটি সাধারণ পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্তে পৌঁছয়।

'আমাদের সময় খুবই কম,' ডালেস তাদের মনে করিয়ে দিল। 'এখনো অনেক কাজ বাকি। মূলনীতি ও খুঁটিনাটির ব্যাপারে মিত্রপক্ষের পদক্ষেপ অবশ্যই নিখুঁত ও সুচিন্তিত হওয়া চাই।'

'ইঙ্গো-মার্কিন মিত্রপক্ষের পদক্ষেপ,' এটি প্রশ্ন না সম্মতি, অ্যায়রির স্বরে তা অস্পষ্ট ছিল।

'ইঙ্গো-মার্কিন, না মার্কিন-ইংরেজ মিত্রশক্তি — এটা এখানে নেহাতই আনুষ্ঠানিক পার্থক্য এবং আলোচ্য বিষয়ের মূল ব্যাপারে এতে কিছুই এসে-যায় না,' ডালেস ওটা স্পষ্ট করে দিল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম 'মিত্রশক্তি' শব্দটি থেকে 'সোভিয়েত'

শব্দটি বাদ পড়ল। বার্নে 'ইঙ্গো-সোভিয়েত-মার্কিন মিত্রশক্তি' শব্দটি একটি নতুন শব্দ 'ইঙ্গো-মার্কিন মিত্রশক্তি' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হল।

পোশাক না বদলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হয়েই আইসমান মুলারের কাছে রিপোর্ট করতে এল: তার জুতোয় অঢেল কাদা লেগেছিল, কোট ভিজে গিয়েছিল। নৈস্টাডটে পাস্তর শ্লাগের বোনকে খুঁজে খুঁজে সে অনেকক্ষণ কাটিয়েছে। ফাইলের ঠিকানায় সে আর তখন ছিল না। তারপর আইসমান স্থানীয় গেস্টাপোর অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়েও শ্লাগের আত্মীয়দের কোন হদিস পায় নি।

প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অবশ্য কিছু খবর সে পেয়েছে। ওরা বলেছে যে কয়েকদিন আগে ওরা গভীর রাতে এখানে গাড়ির শব্দ শুনেছিল এবং ওইটুকুই। কারা এসেছিল, কী ধরনের গাড়ি এনেছিল এবং ফ্রাউ অ্যানা ও তার সন্তানদের কী হয়েছে কেউ কিছু বলতে পারে নি।

পাস্তরের মতো তারাও বেমালুম উধাও হয়ে গেছে। আইসমানের আদেশে গত দুদিন ধরে পুলিস বৃথাই হন্যে হয়ে পাস্তর, তার বোন ও বোনের সন্তানদের খুঁজেছে।

মুলার রহস্যময় হাসি হেসে আইসমানকে স্বাগত জানাল। ওর রিপোর্ট শুনে সে কিছুই বলল না, কেবল সিন্দুক থেকে দলিল রাখার একটি ফাইল এনে সেটি থেকে এক টুকরো কাগজ তুলল।

'আর এটা নিয়ে এখন আমি কী করব?' আইসমানকে কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

এটি ছিল আইসমানের সই করা একটি বিবৃতি। এতে সে স্টান্ডারটেনফুয়েরর স্টির্লিৎসের প্রতি তার পূর্ণ আস্থার কথা ঘোষণা করেছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আইসমান দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'জাহান্নমেই যাচ্ছি!'

'তাই বটে,' কাগজটি দলিলের ফাইলে রেখে অভিন্নমত মুলার বলল। 'এটা যেন আপনার জন্য একটা সত্যিকার শিক্ষা হয়।'

'এখন আমাকে আর কী করতে বলেন, আপনার কাছে একটা নতুন রিপোর্ট?'

'কেন? ওটার কোন প্রয়োজন নেই...'

'কিন্তু ওর চরিত্র সম্পর্কে আমার অতীত ধারণা পালটানোর ব্যাপারটা তো আমি নিজের একটা কর্তব্যই মনে করি।'

'এটা কি ভাল কথা?' ম্যুলার জিজ্ঞেস করল। 'বুঝলেন, নিজের মত পরিবর্তন সবসময়ই কিছুটা সন্দেহজনক।'

'এই পরিস্থিতিতে আর কীই বা আমি করতে পারি?'

'বিশ্বাস করুন, আপনার ওই মূল্যবান রিপোর্টটি আমি কোন কাজে লাগাব না। যাকগে এসব। নিজের কাজ করুন। মনে রাখবেন, শীঘ্রই আপনি প্রাগে যাচ্ছেন, তারপর পান্তর এবং স্মলেন্‌স্কে বোমা পড়ার সময় যে-বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে আশ্রয়ে ঢুকেছিলেন হয়ত তাদের কাছে আপনাকে যেতে হবে। এখনকার মতো এটাই যথেষ্ট। উতলা হওয়ার কোন দরকার নেই। প্রতিগোয়েন্দা বিভাগের কর্মীর ভালই জানা উচিত যে এই সময় কাউকেই, এমন কি কখন কখন নিজেকেও বিশ্বাস করা চলে না।'

'এস.এস ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর
কালটেনব্রুনার
রাইখ নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান সমীপে।
দুটি কপিতে লিখিত।

প্রাগ

প্রিয় ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর,

প্রতিটি শহর, প্রতিটি বাড়িকে দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসাবে গড়ে তোলা সম্পর্কিত ফুয়েররের নির্দেশ পাওয়ার পর আমি প্রাগের পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান চালাই। আমি জানি ভিয়েনা বা আল্‌পসের রিডাউটের মতো এটিকে বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের একটি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে কিংবা যুদ্ধের ফলাফল দুঃখজনক হলে শহরটিকে ধূলিসাৎ করে দিতে হবে।

আপনার নির্দেশ মোতাবেক প্রাগ ধ্বংসের জন্য লোক নির্বাচনের ব্যাপারে বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে এই কয়েক বছরে আমাদের সহযোগী হিসাবে যেসব স্থানীয় বাসিন্দা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে তাদের সহ আর্যদের নিয়ে আমি সম্ভাব্য ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি করেছি। এই চিঠিতে আমি তাদের সকলের নামোল্লেখ করতে চাই না। কারণ, এতে আপনার অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবান সময়ের অযথা অপব্যবহার হত। আপনার সচিবালয়ে আমি ৪২১ জনের নামের একটি তালিকা পাঠাব যাতে বহু জাতির লোকেরাই স্থান পেয়েছে।

এই কাজে আমি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্নেল বের্গকে যুক্ত করেছি। আমি ক্রাকোভ থেকে জেনেছি যে জাতিশত্রু কানারিসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের

ব্যাপারে আপনার সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। তিনি আমাকে যথেষ্ট সহায়তা যুগিয়েছেন এবং এটা অংশত এজন্য যে তিনি আমাদের দলভুক্ত রুশী গ্রিশানচিকভকে সহকারী হিসাবে পেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্টান্ডারটেনফুয়েরর স্টির্‌লিৎস যখন ক্রাকোভ পরিদর্শনে আসেন তখন এই গ্রিশানচিকভকে তিনি উচ্চশ্রেণীর নাপিত ও ম্যাসেজকারী হিসাবে অনুমোদন দেন। অবশ্য প্রতিগোয়েন্দাগিরিতে সে তাঁর যোগ্যতা ভালই প্রমাণ করেছে আর বর্তমানে জেনারেল ভ্‌লাসভের সেনাবাহিনীতে কর্মরত রুশীদের একাজে বাছাইয়ে আমাকে সাহায্য করেছে।

স্লাভ সংস্কৃতির মূল কেন্দ্রগুলি ধ্বংসের প্রস্তুতির ব্যাপারে নির্বাচিতদের যেহেতু গেস্টাপোর মাধ্যমে নিখুঁতভাবে যাচাই করা হয় সেজন্য কর্নেল বের্গ এবং সম্ভব হলে রুশী গ্রিশানচিকভকেও বিশেষভাবে পরীক্ষার জন্য যেন ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর মুলারকে নির্দেশ দিতে বিহিতাদেশ হয়।

আমার কাজের আনুষঙ্গিক সবকিছু সম্পর্কে এখানে আমাকে অবহিত রাখতে বলার মতো সুযোগটি আপনার বিনানুমতিতেই নিচ্ছি, অবশ্য এইসঙ্গে একথাও স্বীকার করছি যে আমার তুলনায় শেষ বিজয়লাভের প্রস্তুতির লক্ষ্যে আপনার কাজ কোনক্রমেই তুলনীয় নয়।

হিটলার দীর্ঘজীবী হোন।
আপনার ক্রুগার।'

কালটেনব্রুনার চিঠিটি পড়ে নিম্নোক্ত মন্তব্য লিখল: 'মুলার, বের্গ কিংবা গ্রিশানচিকভ — এদের কাউকেই আমি চিনি না। ওদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখুন এবং এইসব খুঁটিনাটি নিয়ে আবার আমার সময় নষ্ট করবেন না। কালটেনব্রুনার।'

বার্লিনে গোয়েন্দা-প্রধানের সঙ্কেতবার্তা যে-লোকটি বার্নে পৌঁছে দিয়েছে তাকে যথাসম্ভব দ্রুত কব্‌জা করার প্রেক্ষিতে মুলার এখন ওই শহরে রুশীদের গোপন ঠিকানায় অবস্থানরত তার লোকদের পরিকল্পনাটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল। গোয়েন্দা-প্রধানের যোগাযোগকারী খোঁজার ব্যাপারটি এই মুহূর্তে তার কাছে ততটা জরুরি ছিল না। তার প্রয়োজন এখন সঠিক সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অচিরেই। পুরো জালটি গুটিয়ে আনা ছিল শেলেনবার্গের পরিকল্পনা। সে নতুন পরিকল্পনা কাজে লাগাক, এটা তার ব্যাপার। এপর্যন্ত পাওয়া তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, বার্নের ওই চরটি, শিল্পের সমজদার, বুদ্ধিজীবী, যাকে সহজেই 'মুখ খুলান' যাবে। কে তাকে এই সঙ্কেতবার্তা দিয়েছে সেটি ওর কাছ থেকে বের করা কঠিন হবে না।

বাগে না আসার মতো লোক সে নয়। তাহলেই মুলার তার প্রয়োজনীয় তর্কাতীত একটি প্রমাণ হাতে পাবে এবং খেলাটি জিতে যাবে।

সে বার্নে নির্দেশ পাঠাল: 'লোকটির পিছনে ঘোরা বন্ধ কর। ওকে ধরে এনে দূতাবাসের কোন গাড়ির পেছনে লুকিয়ে সরাসরি স্বয়ং ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর মুলারের কাছে পাঠাও।'

যথাসময়ে ওই গোপন ঠিকানায় যাওয়ার মুখে প্লেশ্‌নার আগের দিনের মতোই ফুর্তিতে মশগুল ছিল। তার কাজ ভালই চলছিল। খেতে যাওয়া ছাড়া আর কখনই সে তার ঘর ছাড়ত না। হিটলারের আসন্ন পতনের সম্ভাবনায় সে তখন দারুণ উৎফুল্ল। গন্ডা-গন্ডা সংবাদপত্র কিনে সে এগুলি পড়ছিল। ইতিহাসের অভিজ্ঞ গবেষক হিসাবে অতঃপর আশু ভবিষ্যৎ আঁচ করা তার পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। বার্লিনে ব্রিটিশ বেতারের খবর শুনতে সে ভয় পেত, গোয়েবল্‌সের সর্বব্যাপ্ত প্রচারের ফাঁক থেকে অতি কষ্টে সত্যটুকু কুড়নোর চেষ্টা করত। অবশ্য কাজটি নিজে ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিল। সে 'ফোলকিশের বেওবাহটের' কাগজের বিবৃতি ও প্রবন্ধগুলি পড়ত, উপকথাতুল্য সব বিজয়ের কাহিনী বিচার-বিশ্লেষণ করত এবং এই যাবতীয় বাড়াবাড়ি দিয়ে মনে মনে মানচিত্র থেকে ছোট ছোট পতাকাগুলি এখানে ওখানে সরিয়ে বসাত। সেখানে ছিল লাল পতাকা এবং তারকা, ডোরা-কাটা ও বাদামী পতাকা। মানচিত্র, শহরগুলির নাম ও একটি স্কেল — এই তিনটি মূলে হাতিয়ারের দৌলতে প্লেশ্‌নার খুব সহজেই সত্যঘটনা আঁচ করতে পারত। বার্লিনে, ঘরে বসে নিজের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থ্য এখন সুইজারল্যান্ডে সে উপলব্ধি করতে পারল। সে সবসময়ই ভাবত যে ফ্যাসিবাদের বিজয় হল সভ্যতা ধ্বংসের তথা শেষাবধি জার্মান জাতির সম্পূর্ণ বিনষ্টির নামান্তর। পৃথিবীর মানুষকে প্রভু ও দাসে বিভক্ত করা হলে প্রভুজাতির দুর্নীতি-নিমজ্জন অনিবার্য হয়ে উঠবে। সারা দুনিয়া শাসনের জন্য চেষ্টিত প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির বদলে বর্বর জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল। প্লেশ্‌নার অবশ্য ভালই জানে যে বিশ্বজয়ে আগ্রহী প্রতিটি প্রাচীন রাষ্ট্রই শক্তির তুঙ্গে পেঁৗছে শেষপর্যন্ত আত্মধ্বংসের নিয়তিকেই শুধু প্রত্যক্ষ করেছে। এমনটি অনিবার্য। কারণ, ক্ষমতা হল অহঙ্কারের উৎস যা অবিলম্বে বা বিলম্বে আত্মাভিমানে পর্যবসিত হয় এবং পরীক্ষা ও দুর্দিনে এদের চরম অন্ধ ও অসহায় করে তোলে। বিজয়ের নেশাগ্রস্ত প্রাচীন গ্রীস ও রোম এবং

এদের আগেকার মিশর ও ব্যাবিলনের নেতারা রাষ্ট্রকে জনগণের বহুমুখী লক্ষ্যসিদ্ধির সমাহার হিসাবে দেখে নি। এইসব প্রাচীন শাসকদের কাছে রাজ্যজয় একক লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। সেজন্য নিজেদের দাসদের চরম বিরক্তি, যুদ্ধভেট বণ্টনকারীদের হাতে অনাদৃতদের বৈরী প্রতিবাদ, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনায় স্বপ্নমগ্ন চিন্তক ও দার্শনিকদের বর্তমান দুনিয়া সম্পর্কিত নিরন্তর অসন্তুষ্টি — এসব কিছুই তাদের চোখে পড়ে নি। বিদেশী শত্রুদের উপর জয়ী হওয়ার ফলে সম্রাট, ফারাও, নির্বাচিত শাসক, স্বেচ্ছাচারী, কনসালদের এই মোহ জন্মায় যে বিদেশী শক্তিগুলিকে যুদ্ধে হারাতে পারলে নিজেদের অসন্তুষ্ট প্রজাকুলকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজতর হবে। কিন্তু তারা এটা লক্ষ্য করে নি যে, প্রয়োজন হলে প্রজাদের অসন্তোষ অবদমনের জন্য অনিবার্যভাবে নিযুক্ত সৈন্যরা আসলে প্রথমোক্তদেরই ভাই, সন্তান বা বন্ধুবান্ধব। শাসক ও শাসিতের এই ফারাকের মধ্যেই প্রগতির বীজ উপ্ত থাকে এবং একে প্লেশ্‌নার 'সভ্যতার অনুঘটক' বলতেই ভালবাসে। সে বুঝেছিল যে অবশিষ্ট দুনিয়ার উপর রাইখের জয়লাভের ফলে জার্মান সমাজে তার অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি জার্মানের জন্যই বৈষয়িক সমৃদ্ধি উচ্ছ্রিত হবে — এই ধারণার বশবর্তী হয়েই হিটলার এক নারকীয় পরীক্ষায় মেতেছে। জার্মানদের দুনিয়ার শাসক এবং অবশিষ্ট বাসিন্দাদের তাদের প্রজা বানানোর পরিকল্পনা সে করেছে। কথান্তরে, সে 'সভ্যতার অনুঘটক' সৃষ্টির সম্ভাবনাকে চিরতরে অথবা অদূর ভবিষ্যতের জন্য বাতিল করে দিতে চেয়েছে। হিটলার জয়ী হলে জার্মান জাতির পূর্ণ সামরিকীকরণ বাস্তবায়িত হবে, অন্যান্য জাতিগুলি নিরস্ত্র হবে, তারা তাদের রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলি হারাবে এবং এভাবে বিজিতদের বিদ্রোহের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অতঃপর সশস্ত্র জার্মানদের সমপর্যায়ের শক্তিশালী কোন রাষ্ট্রযন্ত্র ছাড়া আর কেউ তাদের মোকাবিলায় সমর্থ হবে না। এভাবে শাসক-জাতির মধ্যে 'পুনর্জাগরণের সংঘাত' শুরু হতে কয়েক বছর, এমন কি কয়েক দশক কেটে যাবে। বস্তুত, এমন ঘটনার কোন নিশ্চয়তাও ছিল না।

...প্লেশ্‌নার ঘড়ির দিকে তাকাল। ওদের সঙ্গে দেখা করার সময় এখনো হয় নি। সামনেই একটি ছোট কাফে। ওটির বৃষ্টি-ভেজা জানালো দিয়ে ভেতরে টেবিলে বসে বাচ্চাদের আইসক্রিম খাওয়া সে দেখতে পাচ্ছে। তাদের কোন শিক্ষিকাই হয়ত এই ভোজের ব্যবস্থা করেছে।

'আমি রাইখের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাবছি,' প্লেশনার টেবিলের সামনে

বসে একটি তরুণকে অন্যদের সঙ্গে হাসতে দেখে আতঙ্কে ভাবল, 'আমাদের দেশেই কেবল সকলই শিক্ষিকা, শিক্ষক নেই। সমর্থ সকল পুরুষই এখন ফ্রন্টে। কিন্তু স্পার্টার মতো কেবল পুরুষদেরই তো স্কুলে কাজ করার কথা। মেয়েদের কাজ হল আনন্দ, সান্ত্বনা দেয়া, শিক্ষণ নয়। পুরুষরাই কেবল অপেক্ষিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শিশুদের যথাযথ শিক্ষা দিতে পারে: এতে শিশুদের অযথা মোহ থেকে বাঁচান যাবে। বয়স্কের বাস্তবতার সঙ্গে শিশুসুলভ ভাবপ্রবণতার সংঘাতের মতো মারাত্মক আর কিছু নেই। বস্তুত আজও কেউ চিরায়ত বিভাগের দৃষ্টিকোণ থেকে দুনিয়াকে বিচার করে দেখে নি ...এই বিভাগ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নয়, প্রভু ও দাসদের নয়, এটি শিশু ও বয়স্কদের বিভাগ। অবিভাজ্য সমগ্রকে বিভক্ত করার ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া দেখা দিয়েছে। শিশুরা যাতে পিতামাতাদের ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি না করে সেজন্য এইসব প্রক্রিয়াগুলির উদ্ভবকে প্রভাবিত করার শিক্ষালাভই সম্ভবত যুদ্ধোত্তরকালে হবে মানুষের প্রধান কর্তব্য।'

প্লেশ্‌নার কাফেতে এল। কোণের একটি টেবিলে বসে সে ফলগন্ধী আইসক্রিম দিতে বলল। শিক্ষকের চুটকি শোনে হাসিতে উচ্ছল শিশুদের সে দেখছিল। শিক্ষক ওদের ঠিক সমান হিসাবেই কথা বলছিল, ওদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টাও তার ছিল না। জবরদস্তির বদলে কৌশলে ওদের সে নিজের জগতের সঙ্গে পরিচিত করছিল।

'কিন্তু হিটলার এই জায়গাটি দখল করলে শিশুরা নিঃশব্দে টেবিলে বসত, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উপদেষ্টার কথা শুনত, উপদেষ্টাটি অবশ্য শিক্ষকের বদলে শিক্ষিকা হত, পথে তারা উচ্ছল ছোট ছোট দল না হয়ে লাইন বেঁধে সোজা হাঁটত এবং আহাম্মকের মতো পরস্পরকে 'হাইল হিটলার!' বলে শুভেচ্ছা জানাত। নিজের দেশের পরাজয় কামনা যতই মারাত্মক হোক, মাতৃভূমির দ্রুত পরাজয় কামনা ছাড়া আজ আমি একান্তই নিরুপায়...'

মুখে তৃপ্তির হাসি নিয়ে শিশুদের কলকণ্ঠ শোনে শোনে প্লেশ্‌নার ধীরেসুস্থে আইসক্রিমটি শেষ করল।

অবশেষে শিক্ষক বলল, 'ঘরের উষ্ণতা আর ঠাণ্ডা আইসক্রিম দিয়ে যিনি আমাদের আপ্যায়িত করেছেন, এখানকার সেই আরামদায়ক, ছোট কাফের মালিককে এবার ধন্যবাদ জানান যাক। আমরা কি তাঁকে আমাদের গানটিই শুনিয়ে দেব?'

'তাই!' সমবেত কণ্ঠে শিশুরা জবাব দিল।

'ভোট নেওয়া হোক! কারা বিপক্ষে?'

'আমি,' ডাগর নীল চোখ, লাল চুল আর দাগফুটকি মুখওয়ালা মেয়েটি বলল। 'আমি বিপক্ষে।'

'কেন?'

ঠিক তখনই কাফের দরজা খুলে গেল এবং বর্ষাতি থেকে বৃষ্টির জল ঝাড়তে ঝাড়তে একটি লোক ঘরে ঢুকল: গোপন ঠিকানার লম্বা বিশালদেহী সেই নীলচোখা লোকটি। তার সঙ্গে আরও একজন: শক্তসমর্থ, ছোটখাটো, চটপটে, চোয়ালের উ'চু হাড় সহ জলপাই রঙের মুখ। লাফিয়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎ প্লেশ্‌নারের মনে পড়ল লম্বা লোকটির কথা — 'পরিচয় আমিই করব'। সে কাগজে মুখ ঢেকে বাচ্চাদের আলাপ শুনতে লাগল।

'বল, তুমি কেন গান গাওয়ার বিপক্ষে?' শিক্ষক মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল। 'নিজের কথার পক্ষে যুক্তি দেখান তোমার শেখা দরকার। হতে পারে তুমিই ঠিক আর আমরাই ভুল... একটা সিদ্ধান্তে পে'ছিনোর ব্যাপারে আমাদের সাহায্য কর...'

'মা বলেন আইসক্রিম খাওয়ার পর গান গাওয়া ভাল নয়,' ছোট মেয়েটি বলল, 'কারণ, এতে গলার ক্ষতি হতে পারে।'

'অনেক ব্যাপার অবশ্যই তোমার মা ভাল জানেন। ঠাণ্ডায় বাইরে যদি আমরা জোরে গান গাই বা প্রাণপণে চে'চাই তাহলে হয়ত আমাদের গলা ধরে যাবে। কিন্তু এখানে... মনে হয় তেমন কিছু খারাপ হবে না। যাকগে, না চাইলে তুমি নাই বা এলে, আমরা তোমাকে দোষ দেব না।'

শিক্ষক প্রথম ধুয়াটি ধরল আর বাচ্চারা উচ্ছল একটি টিরোলীয় গান গাইতে লাগল। পেছন থেকে কাফের মালিক বেরিয়ে এসে ওদের সঙ্গে তাল মিলাল। তারপর জোরে কথা বলতে বলতে তারা কাফে থেকে বেরিয়ে গেল। ওদের চলার দিকে তাকিয়ে প্লেশ্‌নার ভাবতে লাগল, কোথায় সে ওই লম্বা লোকটির কালো-চুল সাগরেদকে দেখেছে। 'প্রথম দৃষ্টিতে যত সাধারণই হোক এই মুখ একবার দেখলে মনে গে'থে যায়। ও কি আমার সঙ্গে বন্দীশিবিরে ছিল? না... ওখানে দেখি নি। কিন্তু স্পষ্ট মনে পড়ছে মুখটি আমার চেনা।'

জলপাই রঙের লোকের মুখটি প্লেশ্‌নার খুব বেশি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিল এবং তার দিকে চোখ পড়তেই লোকটি হঠাৎ হেসে ফেলল। ওই হাসিই প্লেশ্‌নারের স্মৃতিকে আলোড়িত করল, বহুদিনের ভুলে যাওয়া ছায়াছবির একটি স্থিরদৃশ্য যেন তার চোখে ভাসল। মনে পড়ল লোকটি চে'চিয়ে

বলছিল: 'সব ব্যাপারে ফুয়েররকে সমর্থনের মুচলেকা ও দিক! সব ব্যাপারে! ওকে আমরা এই সুযোগ দেব না যে একদিন-মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলবে 'এরাই দোষী, আমি নির্দোষ।' এতে আমরা নেই — এমন কথা আজকাল আর কেউই বলতে পারে না! বন্দীশিবির থেকে খালাস পাওয়া যেকোন জার্মানের পক্ষে বশ্যতা বা মৃত্যু ছাড়া গত্যন্তর নেই!' এটা ছিল যুদ্ধের দ্বিতীয় বছর। বার্ষিক আলোচনার জন্য গেস্টাপো ওকে তলব করেছিল। এই ধরনের আলোচনা সাধারণত বসন্তেই অনুষ্ঠিত হত। জলপাই রঙের ছোটখাটো লোকটি অল্পক্ষণের জন্য তখন তাদের কামরায় এসে উর্দি-পরা গেস্টাপো অফিসরের সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনেছিল এবং শেষে রেগে উঠে মৃগীরোগীর মতো যেভাবে ওই কথাগুলি বলেছিল তা আজও প্লেশ্‌নারের মনে গেঁথে রয়েছে। এই ঘটনার পর প্লেশ্‌নার তার ভাই হুগোর সঙ্গে দেখা করেছিল। সে তখনো বার্লিনের একটি হাসপাতালের মেডিক্যাল অধ্যক্ষ। এক বছরের মধ্যেই সে মারা যাবে এমনটি তখন কেউই ভাবে নি। 'এটাই হল এদের কাজের ধরন,' হুগো মন্তব্য করেছিল। 'তারা তোমাকেও তাদের সঙ্গে বেঁধে রাখতে চায়।'

প্লেশ্‌নারের হাত কাঁপতে লাগল। সে বিভ্রান্ত, হতভম্ব। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সে কিছুই ভাবতে পারছিল না: গোপন ঠিকানার মালিক, লম্বা লোকটিকে এককোণে ডেকে এনে কি ওকে হুঁশিয়ার করে দেবে, নাকি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখবে ওরা একসঙ্গে না আলাদা যাচ্ছে? কিন্তু প্রথমে উঠে পড়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ওই ফ্ল্যাটে পেঁছে দ্বিতীয় লোকটিকে — সেখানে আরও একটি কণ্ঠস্বর সে শুনেছে, হুঁশিয়ার করে দেয়াই বোধহয় ভাল হবে, যাতে সে জানালায় কিছু একটা বিপদসঙ্কেত রাখার ব্যবস্থা করে।

'এক মিনিট!' হঠাৎ আরও একটা চিন্তা মনে আসায় সে নিজেকে বলল। 'গত পরশু আমি যখন ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম তখন ওখানে জানালায় কী ছিল? স্টির্‌লিৎসের কথামতো সেখানে অবশ্যই টবে-রাখা একটি গাছ থাকত। ছিল কি? না, অন্যথা তো হবার নয়। কিন্তু, ওই লোকটি সেখানে জুটল কীভাবে? না, আমি নিজের উপর দখল হারিয়ে ফেলছি। ত্রাসের কিছু নেই। নিজেকে বশে রাখা চাই। এক মিনিট...'

প্লেশ্‌নারের দিকে না তাকিয়েই লম্বা লোকটি ছোটখাটো, জলপাই রঙের সঙ্গীকে নিয়ে কাফে থেকে বেরুল। প্লেশ্‌নার কাফের মালিকের কাছে বিল চেয়ে তার শেষ সম্বল নোটটি দিল। নোটের ভাঙতি লোকটির কাছে ছিল না। সে রাস্তার ওপারের দোকানে ছুটল। ভাঙতিগুলি দিয়ে

প্লেশ্‌নারকে সে দরজায় বিদায় জানাল। রাস্তা তখন জনশূন্য: গোপন ঠিকানার নীলচোখা সেই মালিক কিংবা ছোটখাটো গাঢ় রঙের লোকটি এদের কেউই সেখানে ছিল না।

'কিন্তু হতে পারে লোকটি স্টির্‌লিংসের মতোই আরেকজন,' প্লেশনার ভাবল। 'হয়ত সেও নাৎসিদের মধ্যে থেকে ওদের বিরুদ্ধে কাজ করছে।'

এই চিন্তা তাকে কিছুটা আশ্বস্ত করল। ছোটখাটো সেই লোকটির মুখ, কথা বলার বিরক্তিকর ধরন ও হিংসুটে হাসির আকস্মিক ঝলক মন থেকে মুছে ফেলতে না পারলেও প্লেশ্‌নার নিজেকে বোঝাল যে তার বর্তমান আতঙ্ক নিজের বিষণ্ণতার ফল ছাড়া আর কিছু নয়।

প্লেশ্‌নার গোপন ঠিকানার ওই বাড়ির কাছে পৌঁছল। উপরে তাকাতেই তার চোখে পড়ল একটি বড় টবে-রাখা গাছের দুপাশে দাঁড়িয়ে লম্বা ও বেঁটেখাটো লোকটি আলাপ করছে। কিন্তু এই টবের গাছটি — আশঙ্কার সঙ্কেত। রুশ গুপ্তচর তার পেছনে লোক লেগেছে অনুমান করে আশঙ্কার সঙ্কেতটি জানালায় রেখেছিল। কিন্তু টবের গাছটি 'সব ভাল' না 'গোপন ঠিকানা উঠে গেছে' এর কোনটির সঙ্কেত — গেস্টাপো সেটা সঠিক জানত না। রুশীটাকে যে অনুসরণ করতে হচ্ছে সেটা লোকটি জানে না ভেবে নাৎসিরা সবকিছু আগের মতোই রেখে দিয়েছিল। তার দুদিন পর এল প্লেশ্‌নার। আনমনা স্বভাবের জন্য সে গাছটা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে নি। ফলে টবের গাছটি যে 'সব ভাল'র সঙ্কেত এতে ওরা নিঃসন্দেহ হয়েছিল।

জানালার লোক দুটি প্লেশ্‌নারকে দেখতে পেল। লম্বা লোকটি মুচকি হাসল এবং মাথা নেড়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। প্রথমে প্লেশ্‌নার ওকে হাসতে দেখল এবং এই হাসিটির দৌলতেই শেষপর্যন্ত সত্যিকার পরিস্থিতি আঁচ করতে পারল। সেও উত্তরে হাসল। রাস্তা পার হতে হতে প্লেশ্‌নার স্থির করল যে ওরা উপর থেকে রাস্তার ওপারে তাকে দেখতে পাবে না এবং সে সরে পড়বে। কিন্তু ফিরে তাকাতেই দেখল দুজন লোক তার পিছু নিয়েছে: ওরা শ' খানেক গজ দূরে বাইর থেকে দোকানের জিনিস দেখার ভান করছিল।

প্লেশ্‌নারের হাঁটু কাঁপতে লাগল। 'আমি চেঁচিয়ে সাহায্য চাইব? তাহলে ওরাই তো প্রথমে ছুটে আসবে। তারা কী করবে আমি জানি: স্টির্‌লিংস বলেছে ওরা ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে কিংবা পাগল হিসাবে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

চরম বিপদের সময় মানুষ লড়াইয়ের ক্ষমতা না হারালে তার মনোযোগ অসম্ভব তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে, মাথাও চমৎকার খেলে।

ওই মারাত্মক বাড়িতে যাওয়ার পথে দুদিন আগে যে ফটকটিতে সে ঢুকেছিল এখন প্লেশ্‌নার সেদিকে তাকাল। ওটির ফাঁক দিয়ে তুষার-ঘন নীল এক টুকরা আকাশ তার চোখে পড়ল। সে ভাবল ওদিকে কোথাও নিশ্চয়ই কোন উঠন রয়েছে এবং সেই পথে পালান যাবে। কাঁপান হাঁটুতে ভর দিয়ে নড়বড়ে ভাবে সে ফটকে পেঁৗছল। প্রথম দরজাটা খোলা। উপরের লোক অপেক্ষায় ছিল: বোতাম টিপে তারা আগেই দরজা খুলল।

প্লেশ্‌নার তার পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল এবং উঠনের দিকের দরজায় ছুটে গেল। ওটির উপরে একটি ঘুলঘুলি ছিল। সে হাত দিয়ে দরজা ঠেলে দেখল ওটি তালাবন্ধ। প্রাণপণে দরজাটি ঠেলেও ওটি একটুও টলাতে পারল না।

রাইখ নিরাপত্তা দফ্‌তরে ঢোকার আগে স্টির্‌লিৎস রাস্তার ধারে তার গাড়িটি থামাল। সে বেরিয়ে এসে বরফ ও বৃষ্টিতে রঙ উঠে যাওয়া একটি বেঞ্চে বসল। বাঁধানে ফুটপাথ দিয়ে বাচ্চারা রোলার-স্কেটে জোরে ছুটছে, চমৎকার কৌশলে বোমার গর্তের চারিদিকে এঁকেবেঁকে পথ করে নিচ্ছে। তারা একে অন্যের সঙ্গে তেমন কথা বলছে না। তাদের মুখে জমাট বিষণ্ণতা। স্টির্‌লিৎস লক্ষ্য করল — ওদের মুখ ঘামে ভেজা: মারাত্মক অপুষ্টির লক্ষণ।

'এইসব অভাগা উদ্বিগ্ন শিশুদের ছোট হৃৎপিন্ডের পক্ষে রোলার-স্কেটে ছুটাছুটি মোটেই ভাল নয়,' স্টির্‌লিৎস ভাবল। 'রাতে বোমা পড়ার ভয়, দিনে রোলার-স্কেটে দৌড়, অনুক্ষণ খাবার ভাবনা — রুটি, স্যসেজ, আলু... পেট ভরার মতো অঢেল। যুদ্ধের ভয়ঙ্করতম দিক হল: তা শিশুদের দেহ-মনকে নষ্ট করে দেয়।'

স্টির্‌লিৎস চোখ বুজলে সামনে সাশেঙ্কার মুখের আদলটি স্পষ্ট দেখতে পেল। পুরুষ তার প্রিয়তম নারীর মুখ, বিশেষত মিলন কিংবা বিদায় বেলার মুখ কখনই ভুলে যায় না। কত বছর পেরিয়ে গেছে, কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, অনেকগুলি নতুন দেশ তৈরি হয়েছে, কতবার রাজনীতির মোড় ঘুরেছে, বন্ধুরা এসেছে, গেছে তবু আজও চোখ বুজলেই সে সাশেঙ্কার ফ্যাকাসে, আতঙ্কিত মুখটি দেখতে পায়। এতে চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, শুধু তাকে ভেবে চোখ বোজাই যথেষ্ট। বেগুনি-সবুজ

রঙের শব্দিত এক শূন্যতা থেকে ধীরে ধীরে মুখটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে: শেষবিদায়ের সেই মুখটি।

'পুরুষের তুলনায় নারীর আবেগ অনেক বেশি জোরাল। আমাদের মতো তারা যুক্তিতে ততটা প্রভাবিত হয় না। তারা চলে অন্যকিছুর তাড়নায়, যা অস্পষ্ট, সংজ্ঞার্থের অতীত,' ভাবল স্টির্‌লিংস। 'আমি তাকে বলেছিলাম যে এক বছরের মধ্যে আমাদের দেখা হবে। কিন্তু সে মাথা নেড়ে, চোখ বুজে অন্ধের মতো আমার মুখে আঙুল বুলিয়ে সবটুকু খুঁটিনাটি আঁচ করছিল।'

'সাশেঙ্কা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্টির্‌লিংস ভাবল, 'হে ঈশ্বর, সাশেঙ্কা...'

'ছেলেটিকে নিয়ে একা কী দুর্দিনই না তাকে পোহাতে হয়েছে। ...সেকালে জোরে চলার এসব রোলার-স্কেট ছিল না। সাইকেলের ব্যাপার-স্যাপার মনে হত জাদুর মতো। আমাদের চিন্তাভাবনায় আমরা দুনিয়ার বাকী অংশটুকুকে পেছনে ফেলে এসেছি। রোলার-স্কেট, বাইসাইকেল... এগুলির মতো জিনিসের ব্যাপারে অন্যদের পেছনে ফেলতে আরও সময় লাগবে। কিন্তু, আমাদের সাশ্য, ছোট্ট সাশ্য, তার না আছে বাবা, না রোলার-স্কেট, সাইকেল — আছে শুধু সাশেঙ্কা, কিছু বইপত্র...'

স্টির্‌লিংস কিছুক্ষণ স্মৃতিমন্থন করল। সাশেঙ্কা ও তাদের ছেলেটির কথা ভাববার মতো কিছুটা সময় তখনো ছিল। কয়েকটি মিনিট মাত্র। তারপরই সে পেছনের বাড়িটিতে ঢুকে ভিতঘরে পৌঁছবে এবং শেষে মুলারের অফিসের বৈঠকখানার কড়াটি নাড়ামাত্র জীবনের প্রিয়তম অনুষঙ্গ, যে-জীবন আদর্শের জন্য উৎসর্গিত — সেসব নিয়ে ভাবনার আর কোন সময় পাবে না। সেখানে তাকে কেবল লড়াই করতে হবে এবং যে-যোদ্ধা আশু যুদ্ধলগ্ন ব্যাপারগুলি ছাড়া অন্য যাবতীয় চিন্তা ভুলতে না পারে তার পরাজয় তো নিশ্চিত।

'ক্যাথি, ভেব না,' বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সে ভাবল। 'আমরা লড়াইয়ের আরেকটি সুযোগ পাব। আমি তোমাকে বের করবই: সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। শিশুটিকে তুমি নিরাপদ জায়গায় লালন-পালন করতে পারবে।'

রোলার-স্কেটে পরস্পরের পিছু ছুটে ফ্যাকাসে, ঘেমে-ওঠা ছেলেগুলির দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে স্টির্‌লিংস ধীরেসুস্থে গাড়িতে চাপল। 'কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা অন্যায় বৈকি,' ড্রাইভারের আসনে বসতে বসতে সে ভাবল।

'এই ঝঞ্ঝাট থেকে ক্যাথিকে ছাড়িয়ে আনার সম্ভাবনাকে আমি বাড়িয়ে দেখছি। নিজের জয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে হার অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এতে অভ্যস্ত হওয়ার পথ আত্মপ্রবঞ্চনা অনেকটাই সহজ করে দেয়।'

চাবি ঘুরাতেই ইঞ্জিনে পরিচিত গুঞ্জন উঠল। স্টির্‌লিংস অন্য সময়ের মতো এবারও তার গাড়ির উদ্দেশ্যে বলল, 'হে সুন্দরী, বল কোন তীরে...' কিন্তু সে আরও যোগ করল, 'এই রাস্তাগুলি আরেকবার ঘুরে আসি, চলমান পথিকের মুখগুলি দেখে নিই, বসন্তের আঁচ-লাগা তাজা বাতাসে বুক ভরি এবং তারপর, কেবল তারপরই যাব মুলারের কাছে...'

১৪

রাইখ নিরাপত্তা দফ্‌তরের বারান্দা দিয়ে স্টির্‌লিংস হাঁটছে — এই খবর মুলারের কাছে পেঁাছনোর পর সে ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত হল। স্টির্‌লিংস যে অন্য কোথাও ধরা পড়বে এতে মুলারের সন্দেহ ছিল না। হাতের নাগালের মধ্যে আসা সাফল্য কোনদিন সে হারাবে না এমন একটি ব্যাখ্যাতীত ধারণায় মুলারের গভীর আস্থা ছিল। কোথায় তার ভুল হয়েছে মুলার তা জানত: আহত হোল্টফকে অফিসে আনার পর নিজের প্রতিক্রিয়ার কথা তার মনে পড়ল। হোল্টফের এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে মুলার যে সবই জানত এটা নিশ্চয়ই স্টির্‌লিংস বুঝতে পেরেছিল। মুলার ভেবেছিল যে সেজন্যই স্টির্‌লিংস পালিয়ে গেছে। কিন্তু সে রাইখ নিরাপত্তা দফ্‌তরে ফিরে এসে, বারান্দা ধীরেসুস্থে হেঁটে যেতে যেতে পরিচিতদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছে — এই অভাবিত খবর শোনার পর নিজের সাফল্য সম্পর্কে হতভম্ব মুলারের বিশ্বাস অনেকটাই টলে গেল।

স্টির্‌লিংসের কৌশলটি ছিল খুবই সরল: শত্রুকে অবাক করা হল অর্ধেক বিজয়েরই নামান্তর। মুলারের সঙ্গে আসন্ন লড়াইটি যে খুবই কঠিন, স্টির্‌লিংস তা ভালই জানত। এর কারণ, হোল্টফ ইতিমধ্যেই পদার্থবিদদের কেসটি সম্পর্কে তার যাবতীয় দুর্বল দিকগুলি নিশ্চয়ই প্রচার করেছে। তবু প্রস্তুতির অভাব ও সাধারণ মননশীলতার স্থূলতার দরুন হোল্টফ কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ দাঁড় করাতে পারে নি এবং তথ্যের চুল-চেরা বিচারের বদলে প্রধানত স্বজ্ঞার উপর নির্ভরতার জন্য তার প্রত্যেকটি বক্তব্যই ছিল বাতিলযোগ্য কিংবা অন্তুতপক্ষে নানা ধরনের

ব্যাখ্যানুগ। রুঙের কেসটিকে সঠিকভাবে দাঁড় করানোর জন্য স্টির্লিংস প্রাণান্ত করেছিল। সে ভালই জানত যে, পদার্থবিদ গেস্টাপোর হাতে পড়লে সাধারণ কয়েদির ভাগ্যই তাকে মেনে নিতে হত। এইসব তদন্তকারী ছিল নিজের বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী এবং সেজন্য দৈনন্দিন জীবনে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ও অযৌক্তিক এই গোড়া বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপের মতো কোন সাধারণ ভাষাই খুঁজে পেত না। সেজন্য স্টির্লিংস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য পারমাণবিক হুমকির মোকাবিলার প্রসঙ্গটি শেলেনবার্গের সামনে সতর্কভাবে উপস্থাপিত করেছিল। স্টির্লিংসের আশানুযায়ী শেলেনবার্গ এক্ষেত্রে জার্মানির পিছিয়ে থাকা নিয়ে বিলাপ শুরু করে। সে ভেবেছিল যে আট্লান্টিকের ওপারের বদমাশরা রাইখের 'প্রতিশোধমূলক অস্ত্র' সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধানের বিরুদ্ধে এখানেও আরেকটি ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। শেলেনবার্গ বন্দী রুঙের নামোল্লেখ না করলেও স্টির্লিংস বলে যে, এই ধরনের ষড়যন্ত্র কেবল খোদ পদার্থবিদদের সহায়তার মাধ্যমেই আবিষ্কৃত হতে পারে: মুলারের অধীনে কার্যরত সবাই এজন্য অনুপযুক্ত। পদার্থবিদ্যার অধুনাতম ধারাগুলি সম্পর্কে স্টান্ডারটেনফুয়েরর কতটা জানে সেটা শেলেনবার্গ জিজ্ঞেস করে। স্টির্লিংস যথারীতি এবং কিছুটা গম্ভীরভাবে যে জবাব দিয়েছিল সেটা তামাশা না সুচিন্তিত অভিমত বোঝা কঠিন ছিল।

'যা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে সেটা হল: ভৌতরসায়ন থেকে জনসাধারণের নির্বুদ্ধিতা সারানোর কোন দাওয়াই বাতলান যায় কিনা... আজকাল কিছু করান ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে... চারদিকে আহাম্মকদের ভীড় জমছে, তবে তারা সঠিক কথাই বলে...'

'শেষপর্যন্ত আপনি বন্দীশিবিরেই যাবেন,' মুচকি হেসে শেলেনবার্গ মন্তব্য করল। 'যেহেতু আপনি অনেক কিছু জানেন সেজন্য মুলার আপনাকে জেলে আটকাবে না। আপনার মতো লোকরা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর সাড়ম্বর অন্ত্যেষ্টির সম্মান পেয়ে থাকে।'

'আপনার এই দরদী কথাগুলোর জন্য ধন্যবাদ', স্টির্লিংস জবাব দিল। 'তবে প্রথম আমিই ওর কবরে ফুলের তোড়া রাখতে চাই।'

'মুলার অমর... গোয়েন্দাবৃত্তির মতো সেও চিরদিন টিকে থাকবে। মানুষকে যা এগিয়ে নেয় তা হল খোঁজার ইচ্ছা। যারা এই জিদকে খুব উঁচু পর্যায়ে টেনে নেয় তারা পদার্থবিদ্যায় নতুন অবদান যোগায়। কিন্তু

আমাদের মতো তুচ্ছদের জন্য আছে প্রতিগোয়েন্দাগিরিতে শিকার খুঁজে মরা।'

'এই কথাগুলির জন্য মুলার আপনাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না।'

'কেনই বা করবে?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে শেলেনবার্গ মন্তব্য করল। 'সেগুলি তারই কথা। ওই বাভারিয়ানটার যদি কিছু বিদ্যা থাকত — অ্যাঁ, আমি জানি না, আজ ও কোথায় গিয়ে পেঁছিত: হয়ত আমাদের এখানটায়েই, বা অন্য কোথাও, ব্রান্ডেনবুর্গ ফটকের কাছে।'

'আপনাকে ও এতটা ঘৃণা করে কেন?'

'দুটি কারণে,' শেলেনবার্গ জবাব দিল। এজন্য তাকে সামান্যও ভাবতে হল না। ব্যাপারটা নিয়ে আগেভাগে নিশ্চয়ই সে অনেক ভাবনাচিন্তা করেছে। 'প্রথমত, আমি ওর অর্ধেক বয়সী...'

'প্রায় অর্ধেক,' আমতা-আমতা করে স্টির্‌লিংস বলল।

'এই ব্যাপারে কয়েক বছর কমবেশিতে কিছু আসে-যায় না। আসলে যে সে আমার তিনগুণ বয়সী একথা বলতে পারার জন্য তার খুশি হওয়াই উচিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ — দেখুন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুজিরোজগারের চেষ্টায় কাউকে যদি লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয় আর অন্য একজন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে সরাসরি একটি ভাল চাকুরিতে বহাল হয়ে মাত্র তিন বছরের মধ্যে ধাঁ করে উপরে উঠে যায়, তাহলে ওই ভাগ্যবানের প্রতি ঈর্ষা থাকাই তো স্বাভাবিক। মুলারকে এজন্য সারা জীবন কঠিন মেহনত করতে হয়েছে। তাছাড়া মনে হয় একটা তৃতীয় কারণও থাকতে পারে... এটা এখনই আমার মাথায় এল। কী জানেন, জীবনের এক অদ্ভুত নিয়মে একজন চিন্তাভাবনা করে, অন্যরা সেটা কাজে লাগায়। এই ব্যাপারে মুলার, মনে হয়, আমার প্রতি ঈর্ষিত যে অধিকাংশ সময়ই আমি চিন্তাভাবনা করি আর ওকেই তা কাজে লাগাতে হয়: হুকুম, মেরে ফেলা, ধড়পাকড়, মারধর। কারও আত্মসম্মানের পক্ষে এটা হানিকর বৈকি। জানেন, ওর কাছে আমি কয়েকবারই গিয়েছি, বলতে গেলে একটা ফয়সালা করতেও চেয়েছি... কিন্তু বৃথা। সে বাভারিয়ার কৃষক মেয়েদের মতোই হিংসুক: রাইখস্‌ফুয়েররের জন্য, মৃত হেড্রিখের জন্য আমাকে...'

'সবই স্পষ্ট,' স্টির্‌লিংস মন্তব্য করল। 'আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই...'

'আপনার কাছে সবই স্পষ্ট,' স্টির্‌লিংসের বিদ্রূপের আঁচ-লাগা কথার জের টেনে সে বলল। 'ঢের হয়েছে, ঈশ্বরই তার বিচার করবেন। যেমনই হোক, আমরা তো একই কাজের শরিক আর সেজন্য এমনিতে যা সহ্য

করার কথা নয় তাও আমাদের সহ্য করতে হবে... তাছাড়া আর কেই বা মুন্দাফরাসের — গেস্টাপোর কাজ করবে? আপনাকেই বলছি, আত্মসম্মানী কোন লোকটিকে একাজে পাবেন?'

আলোচনাটি হয়েছিল ছ'সপ্তাহ আগে: স্টির্‌লিৎস কখনই তাড়াহুড়া করত না। তার কাছে ধৈর্য ছিল গতির এক নিশ্চিত শর্ত। শিল্পকলা, গোয়েন্দাগিরি, প্রেম বা রাজনীতি সর্বত্রই মাত্রার ব্যাপারটি সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ফুয়েরারের জন্মদিনে আয়োজিত সাড়ম্বর সান্ধ্য অনুষ্ঠানে স্টির্‌লিৎস দ্বিতীয় বার রুঙের বিষয়টি উত্থাপন করেছিল। হিমলারের বক্তৃতার পর কনসার্ট শেষ হলে সবাই একটি বড় হলঘরে পৌঁছয়। ওখানে খানাপিনার আয়োজন ছিল। রাইখস্‌ফুয়েরর তার অভ্যাসমতো যথারীতি খনিজ জল ছাড়া আর কিছুই হাতে নিল না। কিন্তু সাগরেদরা কনিয়াক ঢালতে শুরু করল। স্টির্‌লিৎস ঠিক তখনই ব্যাপারটা শেলেনবার্গের নজরে আনল। সে বলল, পুরো তিনমাস আগে গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও রুঙেকে নিয়ে তাদের কাজ সম্পর্কে মুলারের লোকজন খুবই অযৌক্তিক মনোভাব দেখাচ্ছে। 'তাহলে কেন গণিত ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে স্নাতক কোর্স পাশ করেছি,' স্টির্‌লিৎস বলল, 'দরকার না হলে ব্যাপার নিয়ে বারবার কথা বলা আমার স্বভাব নয়। কারণ, এটা আমাকে একেবারে দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে বিদেশে ওর যোগাযোগ আছে। সে মার্কিন দেশে পড়েছে, কাজ করেছে। ওর কেসটা আমাদের হাতে এলেই সবদিক থেকে ভাল হত।'

শেলেনবার্গের মাথায় ধারণাটি ঢুকিয়ে দিয়ে বড়কর্তার মুখে প্রাণখুলো হাসি ফুটানোর জন্য স্টির্‌লিৎস চুটকি বলতে শুরু করেছিল। তারপর কাছের জানালায় গিয়ে তারা একটি তৎপরতা নিয়ে আলাপ করছিল যাতে শেলেনবার্গের লোকজনদের সঙ্গে স্টির্‌লিৎসও শরিক ছিল। পশ্চিমী জোটের মধ্যে ভাঙন ধরানোর লক্ষ্যে একটি ভুল তথ্য পাঠানোর জন্য এটি পরিকল্পিত হয়েছিল। এমন কি তখনো স্টির্‌লিৎস লক্ষ্য করেছে যে শেলেনবার্গ পশ্চিমী জোট ও রাশিয়ার মধ্যে ভাঙন ধরানোর সম্ভাবনার ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে না গিয়ে নাছোড়বান্দা হয়ে খুবই সতর্কভাবে কাজ করছিল। তদুপরি এই খেলায় যথারীতি ক্রেমলিনই ছিল তার আক্রমণের মূল লক্ষ্য। প্রসঙ্গত, সে আট্‌লাণ্টিক-কূলের জার্মান বাহিনীকে ব্রিটিশ সাবমেশিনগানে সজ্জিত করেছিল। নিরপেক্ষ দেশের মাধ্যমে ক্রীত এইসব অস্ত্রশস্ত্র স্বাভাবিক সতর্কতামূলক পাহারা ছাড়াই ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে

জার্মানিতে আনা হচ্ছিল। তারপর কমিউনিস্ট-মুক্তিযোদ্ধারা জার্মান গুদাম থেকে কয়েকটি ব্রিটিশ মেশিনগান লুট করলে গুদাম পাহারাদারকে কর্তব্য অবহেলার জন্য মৃত্যুদণ্ডের হুমকি দেয়া হয়। এই আদেশ সহ অসংখ্য কপি ছাপিয়ে বিলি করা হয়। এমতাবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় শেলেনবার্গের চররা মাকি'তে কার্যরত তোরেসের অনুগামী কমিউনিস্টদের মধ্যে এই আদেশের একটি কপি 'বিলির' সুযোগ নেয়। এই গোপন তথ্য থেকে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সম্ভাবনা ছিল যে, পশ্চিমী মিত্রশক্তি ফ্রান্স বা হল্যাণ্ডে অবতরণ করবে না: অন্যথা কেন তারা শত্রুর কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে? ব্যাপারটা দেখাশুনার জন্য শেলেনবার্গ স্টির্‌লিৎসের উপর খুশি ছিল। স্টির্‌লিৎসই এর সাংগঠনিক দিকটির দায়িত্বে ছিল এবং সে-ই গোয়েবল্‌স ও রিবেনট্রপের অধীনস্থ বিভাগগুলির কাজের সঙ্গে এই তৎপরতার সমন্বয় বিধানের চমৎকার সব প্রস্তাব দিয়েছিল। এই সময় শেলেনবার্গ প্রায় সবসময়ই অফিসে থাকত। প্রতি মুহূর্তে সে ক্রেমলিন থেকে কোন বিস্ফোরণ কিংবা স্তালিন-চার্চিল-রুজভেল্ট জোট ভেঙে যাওয়ার খবর আশা করছিল। স্টির্‌লিৎস সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি খেটে যেত এবং তার প্রস্তাবগুলি শেলেনবার্গের পূর্ণ সমর্থন পেত। তবু কিছুই ঘটল না। রাইখ নিরাপত্তা বিভাগের লোকেরা মাথা ঘামিয়ে হয়রান হয়েও এর কোন কারণ খুঁজে পেল না। স্টির্‌লিৎস এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হাজির করেছিল। এর প্রত্যেকটিই ছিল খুবই সাহসী ও কৌতূহলজনক। বলা বাহুল্য, এতে কেবল সত্য ঘটনাটিই বাদ পড়েছিল: একেবারে গোড়া থেকে স্টির্‌লিৎস এই তৎপরতার যা-কিছু জানত সবই মস্কোকে জানিয়েছিল এবং ব্রিটিশরা যে নাৎসিদের কোন অস্ত্র বিক্রি করে নি, পুরো ব্যাপারটি যে গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত একটা ধোকাবাজি, সুদূরপ্রসারী অঘটন ঘটানোর মতো একটা ভুয়ো খবর — এসব তথ্যই সে 'কেন্দ্রের' কাছে পাঠিয়েছিল।

ফুয়েররের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে শেলেনবার্গের সঙ্গে আলাপের সময় স্টির্‌লিৎস ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গটি পদার্থবিদ রুঙের কেস থেকে ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে তাদের ব্যর্থ চালের ব্যাপারে সরিয়ে এনেছিল। বুদ্ধিমান সংগঠক এবং জন্মগত গোয়েন্দা হিসাবে শেলেনবার্গ কোন কোন সময় খুঁটিনাটি ভুলে গেলেও আলোচ্য বিষয়ের মূল ধারাটি গুলিয়ে ফেলত না, এমন কি আলাপকারী একজন মালী হলেও। মানুষের উপলব্ধির ধরন নিজের পেশাগত দক্ষতার বৈশিষ্ট্যেই চিহ্নিত হয়। শেলেনবার্গ যে তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী একথা স্টির্‌লিৎস জানত। সে আরও জানত যে কৌশলের

ব্যাপারে তাকে হারিয়ে দেয়া শুধু কঠিনই নয়, বলতে গেলে অসম্ভবই। তাসত্ত্বেও লোকটির খুঁটিনাটি পরীক্ষা থেকে স্টির্লিংস তার মধ্যে কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য খুঁজে পায়: গোড়ার দিকে শেলেনবার্গ এমন ভাব দেখাত যেন সে সহকর্মীদের আকর্ষণীয় সুপারিশগুলিকে আমল দিতে নারাজ এবং সে তখন প্রসঙ্গান্তরে চলে যেত। কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহ, এমন কি কয়েক মাস পর এইসব ধারণাগুলি সে নিজেই উপস্থিত করত — তবে বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নিজের চিন্তারঞ্জিত করে। সম্ভবত ইতিমধ্যে সে উপরের দিক থেকে খোঁজখবর সংগ্রহ করত এবং অন্য কারও নয়, নিজের ধারণা হিসাবেই সেগুলি সৃষ্টি করত, এগুলি বিশদকরণে অসম্ভব পরিশ্রম করত। একটি বেখেয়ালী সুপারিশের উপর সে সর্বদাই এমন পালিশ লাগাত, রাইখের যাবতীয় সমস্যার সঙ্গে এটিকে এমনভাবে জোড়ে দিত যে, কেউই সরাসরি এতে জালিয়াতির সম্ভাবনা আঁচ করতে পারত না।

স্টির্লিংসের হিসাব অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। দুসপ্তাহ পরে একটি জরুরি অধিবেশনের পর শেলেনবার্গ তাকে অপেক্ষা করতে বলে।

'স্টির্লিংস,' শেলেনবার্গ শুরু করে, 'এতে আর সন্দেহ নেই যে, কৃৎকৌশলগত প্রাধান্যই বিশ্ব-ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করবে, বিশেষত বিজ্ঞানীরা যদি পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের ভেতরে পৌঁছতে পারেন! আমার মনে হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা এটা বুঝেছেন, কেবল রাজনীতিবিদরাই তাঁদের সঙ্গে তাল রাখতে পারছেন না। ইতিহাসের বিগত উনিশটি শতকের বাসিন্দাদের মতো আপনি এবং আমিও রাজনৈতিক পেশার এই অবক্ষয় লক্ষ্য করে যাব। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানই হবে রাজনীতির নিয়ামক। আটক পদার্থবিদের ভার এখন আপনাকেই নিতে হবে! এই মুহূর্তে ওর নামটি আমার মনে পড়ছে না...'

এটা যে তার জন্য একটি পরীক্ষা স্টির্লিংস তা বুঝল। তার এই স্বগতোক্তির উৎসটা স্টির্লিংস আঁচ করতে পারছে কিনা সেটা জানাই শেলেনবার্গের উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, ধারণাটা স্টির্লিংস তাকে দিয়েছিল। কিছু না বলে স্টির্লিংস বিষণ্ণভাবে তার আঙুলগুলিই শুধু দেখছিল। প্রয়োজনীয় সময়টুকু পর্যন্তই সে চুপ করে থাকল এবং তারপর শেলেনবার্গের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল। এভাবেই সে রুঙের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই ১৯৪৪ সালেই পরমাণু বোমা তৈরিতে জার্মানির সত্যিকার সাফল্যের সম্ভাবনাটি বানচাল করে দিয়েছিল। রুঙের

পথে বাধা না পড়লে এটি ঘটতই। অবশ্য রুঙের সঙ্গে একা একা অনেকগুলি দিন কাটানোর পর স্টিরলিংস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে নতুন অস্ত্রটির ব্যাপারে জার্মানির জন্য বিধিই বাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর কারণ, স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধের পর সামরিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তিন বা সর্বাধিক ছ'মাসের মধ্যে নিশ্চিত ফল ফলাবে — বিজ্ঞানীদের এমন আশ্বাস না পেলে এতে অর্থবরাদ্দ হিটলার বন্ধ করে দিয়েছিল। পক্ষান্তরে কাইজার ভিলহেল্ম ইনস্টিটিউট, অস্ত্র-বোর্ডের অনুমোদিত ল্যাবরেটরিগুলি, মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ও মিনিস্ট্রি অব পোস্টের পরমাণু বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন দলের মধ্যেকার অজস্র কোন্দলের সংবাদটি শেষপর্যন্ত হিমলারের কানে পৌঁছয় এবং সে পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে 'সামরিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সম্মিলিত তহবিল' গঠন করে। কিন্তু সারা রাইখের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভারপ্রাপ্ত গোয়েরিং হিমলারের এই সংস্থাটিকে তার দফতরের অধীনস্থ করার দাবি জানায়। তারপরই শুরু হয় তুচ্ছ ঝগড়াঝাঁটি। প্রত্যেক বড়কর্তাই ভাবতে থাকে যে তার আশাকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। ফলত, প্রতিভাবান জার্মান পদার্থবিদদের মূল্যায়নে দেশের নেতৃত্বের ব্যর্থতা দেখা দেয়। এর কারণ, সেখানে একমাত্র স্পেয়ের ও শাখ্‌ট ছাড়া আর কারও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রি ছিল না। ...এই খুঁটিনাটির সবই স্টিরলিংস মস্কোকে জানিয়েছিল এবং তদুপরি সে রুঙের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধিতে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

তারপর লড়াইয়ের পরবর্তী দফায় জয়লাভের সময় এল: স্টিরলিংসকে প্রমাণ করতে হবে যে সে নির্ভুলভাবেই সমস্যাটির সমাধান করেছে। নিজের অবস্থান যথেষ্ট মজবুত জেনেই সে আত্মপক্ষ সমর্থনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে প্রস্তুতি নিয়েছিল। মুলারকে অবশ্যই তার হারান উচিত এবং ওকে সে হারাবেই...

...স্টিরলিংস নিজের অফিসে না গিয়ে সোজা মুলারের বৈঠকখানায় পৌঁছে তার সহকারী শোলৎসকে বলল, 'আমার হয়ে আপনার কর্তাকে আমার কৈফিয়ত জানাবেন। আমি তাঁকে ন'টার মধ্যে ফিরে আসার কথা বলেছিলাম, কিন্তু আমার বার মিনিট দেরি হয়ে গেছে... তাঁর পরের হুকুম কী? তাঁকে আমার এখনই দরকার, নাকি আমি আধঘণ্টার মতো ঘুমিয়ে নিতে পারি?'

'দেখছি,' বলেই শোলৎস মিনিট দুয়েকের জন্য দরজার আড়ালে

মিলিয়ে গেল। 'উনি এখনই কথা বলতে পারেন, কিংবা এটা বিকেল পর্যন্ত স্থগিত রাখা যায়।'

'শেষের প্রস্তাবে ব্যাপারটার জটিলতাই শুধু বাড়বে,' স্টির্‌লিংস মনে মনে বলল। 'সে জানতে চায় আমি কোথায় যাব। এটা মুলতুবি না রাখাই ভাল। পুরো ব্যাপারটা শেষ হতে বড়জোর এক বা দু' ঘণ্টা লাগবে। এমন কি যদি ওরা কোন বিশেষজ্ঞকেও ডাকে।'

'আপনি যা বলেন,' স্টির্‌লিংস শোলেংসকে বলল। 'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে সন্ধ্যায় তাঁর হয়ত অনেকগুলি উঁচু পর্যায়ের মিটিং থাকবে আর আমাকে শেষে আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক বলছি?'

'ঠিক,' শোলেংস রাজি হল।

'তাহলে এখনই তো ভাল। নয় কি?'

শোলেংস দরজা খুলে বলল, 'ভেতরে আসুন, স্টান্ডারটেনফুয়েরর...'

মুল্যারের অফিসে অন্ধকার: একটি ছোট টেবিলের ধারে আরামকেদারায় বসে গ্রুপেনফুয়েরর বি.বি.সি-র জার্মানবিরোধী প্রচার — 'লর্ড হাউ-হাউ' শুনছে। তার কোলে দলিলপত্রের একটি ফাইল। মনোযোগ দিয়ে সে কাগজপত্র দেখছে, মাঝেমাঝে রেডিওসেটের চলে যাওয়া তরঙ্গ সে ধরছে। তার চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। কালো উর্দির কলার খোলা। ঘরে সিগারেটের পাঁশুটে ধোঁয়া গুহার মেঘের মতো ঝুলছে।

'সুপ্রভাত,' মুলার বলল। 'সত্যি বলতে কি, আপনাকে এত সকাল আশা করি নি।'

'আর আমি ভাবছি দেরির জন্য আমাকে কানমলা খেতে হবে।'

'আপনারা সবাই বুড়ো মুলারের কাছ থেকে কানমলা ছাড়া আর কিছুই আশা করেন না! আচ্ছা বলুন, কবে কাকে আমি এমন কিছু করেছি? আসলে আমার মনটা খুবই নরম। অথচ লোকজন আমার সম্পর্কে যতসব বাজে গুজব রটায়। আপনার বড়কর্তা, ওই চিত্রনায়কটি কিন্তু আমার চেয়ে হাজারগুণ কড়া। শুধু ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সে মুখে হাসি মাখানোর কায়দাটা আর ফরাসী বুলি রপ্ত করেছিল। অথচ আমি এখনো ঠিকমতো ভাজা মাছ উল্টে খেতেও শেখলাম না।' সে উঠে দাঁড়াল, কোটের কলার আটকাল এবং শেষে বলল, 'চলুন।'

স্টির্‌লিংসের হতবুদ্ধি অবস্থা দেখে মুলার আস্তে হেসে বলল, 'আপনাকে চমক দেয়ার মতো কিছু একটা আমরা করেছি।'

তারা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মুলার শোলৎসকে বলল, 'আমরা বোধহয় ফিরে আসব...'

'কিন্তু আমি তো গাড়ির কথা বলি নি...'

'আমরা বাইরে যাচ্ছি না।'

খাড়া সিঁড়ি দিয়ে কষ্ট করে মুলার ভিতঘরের দিকে এগিয়ে চলল। ওখানে নামী কয়েদির জন্য কয়েকটি বিশেষ সেল রয়েছে। ভিতঘরের দরজায় তিনজন এস.এস রক্ষী দাঁড়ান ছিল। অসম্ভব লম্বা চেহারার জন্য ওদের বেল্টের আটকান পিস্তলগুলিকে কিছুটা হাস্যকর দেখাল আর ওগুলি প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। এমন দৈত্যের মতো লোকের জন্য আবার পিস্তল কেন? ওদের ঘুসিতে একটা আস্ত ঘোড়াই কুপকাত হবে, মানুষ তো ছার।

মুলার পিছনের পকেট থেকে তার ওয়াল্টার বের করে রক্ষীদের একজনকে সেটি দিল। স্টির্‌লিৎস মুলারের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে জবাবে মুলার ঈষৎ মাথা নাড়াল। তারপর সে তার পারাবেল্লুম ওদের দিল এবং অন্য রক্ষীটি সেটা পকেটে রাখল। রক্ষীদের টেবিল থেকে একটি আপেল তুলে নিয়ে মুলার বলল, 'উপহার ছাড়া হাজির হওয়া কিছুটা অস্বস্তিকর ঠেকবে। এমন কি আমরা দুজন নিঃশর্ত, অবাধ প্রেমের প্রবক্তা হলেও পুরনো বন্ধুর কাছে যেতে হলে সামান্য জানান দিয়েই তো যাওয়া উচিত।'

স্টির্‌লিৎস মুলারের এই কথার কারণ জানত বলেই সে কষ্ট করে একটু হাসল। একবার তার গোয়েন্দারা দক্ষিণ আমেরিকার জনৈক কূটনীতিককে দলে টানার চেষ্টা করছিল। একটি সুন্দরী মেয়ে সহ তার কিছু নগ্নছবি ওরা তাকে দেখায়। মেয়েটিকে এই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছিল মুলারের লোকেরা। তারা সেই কূটনীতিককে হুঁশিয়ার করে বলেছিল, 'আমাদের সাহায্য করুন, না হলে ছবিগুলি আপনার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেব।' ছবিগুলি কিছুক্ষণ দেখে সে বলেছিল, 'আরেকবার এই ধরনের একটা ব্যবস্থা করা যায় না? দেখুন, আমি আর আমার স্ত্রী দুজনেরই অশ্লীল ছবি ভারি পছন্দসই।' হিমলার জার্মান গোয়েন্দাদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার দিকে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেয়ার পরপরই ঘটনাটি ঘটেছিল। তখন মুলার অনুযোগ করেছিল: 'বেপরোয়া, শর্তহীন প্রেমলীলায় মদৎ দিলেই তো ব্যাপারটা যথাযথ হত। কুকর্মের জন্য কাউকে আর ধরতে হত না।' পেরুবাসী লোকটির ওই ঘটনাটি স্টির্‌লিৎসকে বললে সে ভুরু কুঁচকে জবাব দিয়েছিল, 'আমার মতে পেরুর লোকটি আপনাদের হারিয়ে

দিয়েছে। হয়ত সে স্ত্রীকে অসম্ভব ভয় করত। কিন্তু সে উপস্থিত-বুদ্ধি হারায় নি। ভূমিকাটি সে চমৎকার অভিনয় করেছে আর আপনার লোক তাকে বিশ্বাস করেছে। এমন অবস্থায় আপনার স্ত্রীকে কি আপনি ভয় পেতেন না? পেতেন বৈকি! কিন্তু এভাবে আমাকে কেউ কখনো ধরতে পারবে না। নিজেকে ছাড়া ভয় করার মতো কেউ আমার নেই। কারও কাছে আমার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে আমার বর্তমান অবস্থার দুর্ভাগ্যজনক দিক এই যে, জেলে খাবার পাঠানোর মতো আমার কেউ নেই।'

মুলার ৭ নং সেলের বাইরে থামল। দরজার ফোঁকড় দিয়ে বারেক তাকিয়ে রক্ষীদের একটিকে সে ইশারা করল। সেলের ভারি দরজাটা খুলে গেল। প্রথমে মুলার এবং তার পেছনে স্টির্লিংস ভেতরে এল। রক্ষীটি বাইরে দাঁড়াল এবং দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

'দেখুন!' রল্‌ফ আগের মতোই জোরে চেঁচিয়ে উঠল। 'আজব ব্যাপার কেবল সিনেমায়ই ঘটে। ওখানেই শুধু ভেবে দেখার জন্য তিন পর্যন্ত গুণতে পারা যায়! আমি তিন পর্যন্ত গুণব না। এখনই জানালা খুলে বাচ্চার কম্বলটা ফেলে দেব। বুঝলে? তুমি তোমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করছ। আমি করছি আমার দেশের!'

হঠাৎ যেন ওজনহীনতার একটা অদ্ভুত অনুভূতি ক্যাথিকে আচ্ছন্ন করল। সে কানে ভনভন শব্দ শুনতে পেল এবং জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ল।

রল্‌ফ টেবিলের কিনারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাল, 'হেলমুট, বাচ্চাটাকে নিয়ে যা...'

সিপাইটি বাচ্চা-কোলে একটু এগুতেই রল্‌ফ তাকে থামিয়ে বলল, 'এক্ষুনি না। এখনই ওর জ্ঞান ফিরবে। আমি আগের জায়গা থেকেই আবার শুরু করব।'

টেলিফোন বাজল। রল্‌ফ রিসিভার তুলে বলল, 'রল্‌ফ বলছি। কে? হ্যাঁ, শুনছি।'

বাচ্চাটা গলা ফাটিয়ে কাঁদছিল। কান্নায় সারা ঘর ভরে গিয়েছিল। তার মুখ উত্তেজনায় বেগুনি হয়ে উঠেছিল। চোখের পাতা ফোলা ফোলা দেখাচ্ছিল। ঠোঁটগুলি সাদা হয়ে গিয়েছিল।

'বেরিয়ে যান!' ঘরের বাইরে দেখিয়ে রল্‌ফ চেঁচিয়ে উঠল। হেলমুট চলে গেল। কিন্তু পাশের ঘরে বাচ্চাটার কান্না তখনো শোনা যাচ্ছিল। 'হ্যাঁ,'

টেলিফোনে রল্‌ফ বলল। 'না, এখনো নয়... কাজটি আপনার খুব সোজা মনে হয়? আপনি তাই ভাবেন, তাই? তাহলে আসুন, আমরা কাজ বদল করি। ওকে সে কখন জেরা করতে শুরু করেছে? কিছু বলছে না? ভালই, কথাবার্তা চলছে... বন্ধুর মতো কথা বলছে... তারা এখানে এসে এই বান্ধবীটির সঙ্গে একটু আলাপ করুক আর আমি বসে থেকে দেখি...'

হেলমুট চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথির জ্ঞান ফিরল। এমন কি অজ্ঞান অবস্থায় কিছু শুনতে না পারলেও তার মনে হচ্ছিল বাচ্চাটা ওই মারাত্মক ঘরটিতেই রয়েছে। ও কোথায় কাঁদছে? খুব দূরে নয়। কিন্তু ঘরটি এখনো গরম। তাহলে সে জানালা খুলে নি। ফোনে সে কী নিয়ে কথা বলছে? কার জেরা চলছে? কে কথা বলছে না? 'সে' মুখ খুলছে না। 'তারা' বন্ধুর মতো কথা বলছে। তাহলে কি সত্যিই ওরা স্টির্‌লিংসকে ধরে ফেলেছে? যে জন্য ওরা তার উপর চাপ দিচ্ছে সেটা এখনই বলে দিলে তারা স্টির্‌লিংসকে মারধর শুরু করবে এবং ওকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য সেই দায়ী হবে। এটা অসম্ভব। কিন্তু ওটাও অসহ্য: বাচ্চাটা জানালার ধারের টেবিলে নেংটা শুয়ে আছে, তার ছোটছোট লাল হাত, ব্যাঙের মতো সরু সরু পা... তারপর ঠাণ্ডা আসতে শুরু করবে, অসহায় বেচারী কেবলই কাঁদবে আর কাঁদবে, শ্বাস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রাণপণে চেঁচাবে।

'এর চেয়ে আমার মরে যাওয়া অনেক ভাল,' ক্যাথি ভাবল। তার মন মমতায় ভরে উঠেছিল। 'এটাই সবচেয়ে ভাল। সকলের জন্যই। বাচ্চাটার জন্য, জাস্টাসের জন্য, আমার নিজের জন্যও। এটা সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে সদয় উপায় আমার জন্য... আমার কলজেটা এত শক্ত কেন? যদি ওটা ফেটে যেত, কিংবা বন্ধ হত! এভাবে আর কতক্ষণ...'

রল্‌ফ রিসিভার নামিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে, ওর জ্ঞান ফিরেছে।'

বারবারা মেঝেতে মাথার কাছে বসে আঙুল দিয়ে ওর চোখ খুলল। ক্যাথি বারবারার দিকে তাকাল, তার একটি চোখের পাতা কাঁপল।

'তাই,' বারবারা বলল, 'ওর জ্ঞান ফিরেছে।'

'ওকে একটু জল দিন।'

ক্যাথি অজ্ঞান থাকার ভান করলেও তার মুখ এতে সাড়া দিল না: তার ইচ্ছার কাছে নথি স্বীকার না করে মুখ জানান দিল, কারণ বাচ্চাটি পাশের ঘরে তখনো কাঁদছিল।

'যথেষ্ট,' রল্‌ফ হুমকি দিল। 'গোড়ার দিকের ব্যাপারটা ঠিকই ছিল, আর এখন যা করছেন সেটা বাজে মেয়েলী ঢং। এতে কোন ফায়দা হবে

না। আপনি নিজেই পুরুষালী কাজে জড়িয়েছেন। এবার খেয়ালীপনায় পার পাবেন না। বারবারা, ওকে উঠে বসতে একটু সাহায্য করুন। আসুন! চোখ খুলুন!'

ক্যাথি নড়ল না, চোখও খুলল না।

'উঠে বসে আমার কী হবে?' সে ভাবল। 'এসব ভয়ংকর ব্যাপারের মধ্যে আর যাওয়া কেন?'

'ঠিক আছে,' রল্‌ফ বলল। 'ওকে একা থাকতে দিন তো, বারবারা! আমি দেখছি ও আমার কথা শুনছে। এখনই হেলমুটকে ডাকব। তারপর জানালা খুলব। যখন চোখ মেলবে তখন অবশ্য খুব দেরি হয়ে যাবে।'

ক্যাথি আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'তাহলে দেখছি শেষপর্যন্ত আপনি ভেবেছেন?' সে নিজের হাতেই ওকে তুলে চেয়ারে বসাল।

'এবার কিছু বলবেন কী?'

'জানি না তো কী বলব... নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে আপনি মিছে কথা আশা করেন না?'

'না, নিশ্চয়ই না। আমি চাই আপনি সত্য বলবেন।'

'যা জানি সবই তো বলেছি।'

'আমি আপনাকে সাহায্য করব,' রল্‌ফ বলে চলল। 'যাতে না ভাবেন যে আপনার পক্ষকে বিপদে ফেলছেন।'

একথা বলেই সে স্টির্‌লিংসের একটি ফোটো বের করল এবং বারবারা যাতে না দেখে সেভাবে ওটা ক্যাথিকে দেখাল।

'দেখলেন তো, সবই স্পষ্ট। এখন আর কথা না বলার কী অর্থ? আপনি কি মত বদলাচ্ছেন?'

ক্যাথি চুপ করে থাকল।

'তাহলে আমরা নিজের মত বদলাচ্ছি না!' হঠাৎ রল্‌ফ চেঁচিয়ে উঠল এবং টেবিলে প্রচন্ড শব্দে ঘুষি মারল। 'আচ্ছা, আমরা দেখব। হেলমুট!'

হেলমুট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঘরে এলে ক্যাথি ওর দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু রল্‌ফ জানালা খুলে ওকে হেলমুটের কোল থেকে টেনে নিয়ে কম্বলটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে উদোম করল। ক্যাথি সহজাত প্রবৃত্তির বশে রল্‌ফের দিকে ঝাপ দিল। কিন্তু পায়ে কড়া থাকার জন্য মেঝেতে আছড়ে পড়ল, নিজেকে মেঝের উপর দিয়ে রল্‌ফের দিকে হেঁচড়ে নিতে লাগল।

সে হতাশায় আর্তনাদ করে উঠল এবং জবাবে রল্‌ফের চিৎকার শোনা গেল। হঠাৎ পিস্তলের দুটি গুলির শব্দ ঘরের যাবতীয় কোলাহলকে স্তব্ধ করে দিল।

'ওটা যুক্তিসঙ্গত,' স্টির্‌লিৎসের জবাব শুনে মুলার মন্তব্য করল। 'রুঙের ব্যাপারে আপনার কাজে দোষের কিছু দেখছি না। এতে আমাকে আপনার সমর্থক ভাবতে পারেন।'

'সুইডিশ কূটনীতিকের কালো 'হোর্হ' গাড়িটির পেছনে আপনি যে ফেউ লাগিয়েছিলেন সেটাও কি ওই উদ্দেশ্যেই?'

'ফেউ আপনার পিছু নিয়েছে এটা তাহলে লক্ষ্য করেছিলেন? বিপদ সম্পর্কে আপনি কি এতটাই হুঁশিয়ার?'

'আমার জায়গায় কোন আহাম্মক থাকলেও বুঝত যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। আর বিপদ সম্পর্কে, দেখুন, নিজের দেশে ভয় করার মতো কী এমন বিপদ আছে? শত্রুর দেশে থাকলে অবশ্য অন্যকথা...'

'আপনার কি মাথা ধরেছে?'

'দুশ্চিন্তার জন্য?' স্টির্‌লিৎস মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল।

'রক্তচাপের জন্য,' মুলার বাঁ হাত তুলে মাথার পিছনটা ঘষতে লাগল।

'ও ঘড়ি দেখতে চায়। সে কোনকিছুর অপেক্ষা করছে,' স্টির্‌লিৎস ভাবল। 'হাতে রঙের তাস না থাকলে ও এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠত না। কিন্তু ওটা কে? পাস্তর? ক্যাথি? প্লেশ্‌নার?'

'যোগের শ্বাসব্যায়াম অভ্যাস করে দেখুন।'

'ওগুলি আমি বিশ্বাস করি না। তবু, একবার দেখিয়ে দিন তো। কে যেন একবার আমাকে দেখিয়েও ছিল। ভুলে গেছি এখন।'

'আপনার বাঁ হাত মাথার পেছনে রাখুন। না, না, কেবল আঙুল। ডান হাত ছড়িয়ে কপালে... ঠিক হল। এখন একসঙ্গে দু'হাতে মাথা মালিশ করতে থাকুন। কিন্তু চোখ বুজতে ভুলবেন না।'

'চোখ বুজলে হোল্টফের মতো আমার মাথাটাই আপনি গুড়ো করে দেবেন।'

'আপনি যদি পিতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পরামর্শ দেন তাহলে অবশ্যই... ওবেরগ্রুপেনফুয়েরের, আপনি আপনার ঘড়ি দেখেছেন: ওটা সাত মিনিট স্লো। আমরা এখানে এক ঘণ্টারও বেশি সময় কাটিয়েছি। সব তাস দেখিয়ে খেলাই আমার পছন্দ। অন্তত আপনজনদের সঙ্গে।'

বাঁকাহাসি হেসে মুলার বলল, 'আপনি আমার বিভাগে কাজ করেন না সেজন্য বরাবর দুঃখ করেছি। অনেক আগেই তাহলে আপনাকে আমার দু'নম্বর বানাতাম।'

'এতে আমি রাজি হতাম না।'

'কিসে?'

'আপনার সহকারী হতে।'

'কেন?'

'আপনার হিংসুটে স্বভাবের জন্য... যা অনেকটা স্বামীগতপ্রাণ স্ত্রীদের মধ্যে দেখা যায়। এটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঈর্ষা... কীভাবে বোঝাই? অত্যাচারের মতো।'

'সবকিছু বিচার করলে দেখলে আপনি সত্যিকথাই বলেছেন। কিন্তু ওই অত্যাচারী ঈর্ষা শব্দটির বদলে সহকর্মীদের জন্য উদ্বেগ... এই ধরনের কিছু একটাও বলা যায়। অবশ্য এটা টেকনিক্যাল ব্যাপার, নীতির ব্যাপার নয়।'

তারপর না লুকিয়েই মুলার ঘড়ি দেখল। 'একেবারে সেরা জাতের গোয়েন্দা,' অসংখ্য বারের মতো এবারও মুলার আপনমনে পুনরুক্তি করল। 'ভাবভঙ্গি দেখেই ও পরিস্থিতি আঁচ করতে পারে। ওকে প্রশংসা না করা অসম্ভব। আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করলে ও রাইখের যে-পরিমাণ ক্ষতি করত সেটা আমি অনুমান করারও সাহস করতাম না। এই ধরনের একজন শিল্পীর দান আমাদের হাজার অভাগা সৈনিকের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।'

'ঠিক আছে,' মুলার বলল, 'তাহলে আমার তাসগুলি টেবিলেই রাখছি। শুধু একটি মিনিট...'

সে উঠে দাঁড়িয়ে আলতোভাবে সেলের ভারি দরজা ঠেলল। গুলি-অভেদ্য ইস্পাতের বিরাট দরজাটা অঢেল ওজন সত্ত্বেও এই সামান্য ছোঁয়ায় সাড়া দিল। একজন রক্ষী ওখানে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আনমনে নখ পরিষ্কার করছিল। সে ওকে ডেকে বলল, 'শোলৎসকে ফোন করে দেখুন তো কোন খবর আছে কি না?'

'মুলার ভেবেছিল যে রল্‌ফ দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই রুশী মেয়েটির কাছ থেকে কথা আদায় করতে পারবে। তারপর তাকে কেন্দ্রীয় দফ্‌তরে এনে স্টির্‌লিৎসের সামনে দাঁড় করাবে। হ্যাঁ বা না, কোন বাজে কথা নয়। পরবর্তী কোন বোঝাপড়ার জন্য উপায় তার আছে: ঘটনার যাচাই করে দেখাই তো প্রতিগোয়েন্দার প্রথম কর্তব্য। স্টির্‌লিৎসের জেরার আগ থেকে

সে সতর্কভাবেই সবকিছু প্রস্তুত করেছে: রল্‌ফ রুশী মেয়েটিকে কথা বলাতে পারলেই মুলার তার রঙের তাসটি বের করবে, স্টির্‌লিৎসের ভাবান্তর লক্ষ্য করবে এবং শেষে ওই পিয়ানোবাজিয়ের মুখোমুখি তাকে দাঁড় করাবে।

'বেশি সময় লাগবে না,' তারপর ফিরে স্টির্‌লিৎসের সামনে দাঁড়িয়ে মুলার বলল। 'আমি একটি রিপোর্ট আসার অপেক্ষায় আছি।'

স্টির্‌লিৎস কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে এখানে আনার কী দরকার ছিল? আমরা কি এসব আপনার অফিসে আলোচনা করতে পারতাম না?'

'এখানটা খুবই চুপচাপ। যদি সবকিছু আমার আশানুরূপ ঘটে তাহলে আমরা একসঙ্গে অফিসে ফিরে যাব আর অন্যরা ভাবুক যে আমরা দুজনে একটি কেস নিয়ে আমার বিভাগে আলোচনা করছিলাম।'

'আমার প্রধানও কি এটা জানবেন?'

'কার ঈর্ষাকে আপনি বেশি ভয় পান, ওর না আমার?'

'আপনার কী মনে হয়?'

'আপনার কাজের সরল পদ্ধতি আমার পছন্দসই।'

'আমার আর অন্য উপায় নেই এবং তখন আমি সবসময়ই স্পষ্টতা পছন্দ করে থাকি।'

'আসলে স্পষ্টতা এক ধরনের পূর্ণ কুয়াশা... আমি আপনাকে জানি, আপনি মহা ধুরন্ধর...'

রক্ষী এসে বলল, 'শোলৎস আপনাকে বলতে বললেন যে ওখান থেকে কোন সাড়া মিলছে না।'

বিস্মিত মুলার তার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল এবং ক্ষণেকের মধ্যেই ভাবল: 'সম্ভবত রল্‌ফ ফোন না করেই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেছে; হয়ত আমার লাইনটাই ব্যস্ত ছিল আর ও সময় বাঁচানোর জন্য খবর না দিয়েই চলে আসছে। আরও ভাল। অর্থাৎ দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই মেয়েটিকে নিয়ে পৌঁছবে।'

'তাহলে,' মুলার আবার শুরু করল, 'বাইবেলে কী আছে: পাথর কুড়ানোর সময় আছে, পাথর ফেলে দেয়ারও সময় আছে।'

'স্কুলে আপনার ধর্মশিক্ষার মান ততটা উন্নত ছিল না,' স্টির্‌লিৎস মন্তব্য করল। 'ধর্মপুস্তকে আছে: এক সময় পাথর বর্জ্য হিসাবে ফেলে দিতে

হয়, এক সময় এগুলি জমিয়ে রাখতে হয়; সময় আছে আলিঙ্গনের, সময় আছে আলিঙ্গন এড়ানোর।'

তখন মুলার বলল, 'আপনার আশ্রিত পাস্তর শ্লাগের কাছ থেকেই কি এমন নিখুঁতভাবে বাইবেল শিখেছেন?'

'আমি প্রায়ই বাইবেল পড়ি। শত্রুকে হারাতে হলে তার ভাবাদর্শ জানা দরকার। না কি? লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি শুরু করলে কিছুতেই হার ঠেকান যাবে না।'

'সত্যি কি, ওরা পাস্তরকে সীমান্তে ধরতে পারে নি?' স্টির্‌লিৎস নিজেকে প্রশ্ন করে। 'নাকি ধরে ফেলেছে? কিন্তু স্টেশনে ফেরার পথে তো একটিও গাড়ি আমার চোখে পড়ে নি। হতে পারে, ওরা আমার আগেই ওখানে পৌঁছে খোদ সীমান্ত চৌকিতে বসেছিল। তাহলে ওরা এখন ব্যার্লিনের কাছাকাছি এসে গেছে। তাহলে... আমার প্রধানের সঙ্গে এখনই আমি কথা বলতে চাইব। আক্রমণের বদলে আত্মরক্ষার পথ ধরলেই আমি খতম। আর মুলার যদি ক্লাউসের খবর জানতে চায় তাহলে? ওকে দিয়ে লেখান চিঠিটা বাড়িতে আমার ড্রয়ারে রয়েছে। অজুহাতটি খুবই স্পষ্ট। কিন্তু ঘটনাগুলি পাস্তরের ব্যাপারটিতেই ওদের নিয়ে আসবে এটা আর কে ভেবেছিল? ক্লাউসের ঘটনাটা অবশ্য তাদের প্রমাণ করতে হবে। সময়টা আমার পক্ষেই রয়েছে।'

মুলার স্টির্‌লিৎসের চোখের দিকে তাকিয়ে বুকপকেট থেকে আস্তে আস্তে হালকা নীল রঙের একটি খাম উঠল।

'যদি সবচেয়ে মন্দটাই ঘটে তাহলে যাহোক' আমি আমার কাজটি তো পুরো করেছি,' স্টির্‌লিৎস ভাবল। 'আহাম্মকটা, ভাবছে এসব খবর খুঁড়ে, সম্মোহিত করে আমার স্নায়ুগুলি দুর্বল করে দেবে। ঈশ্বর ওর সহায় হোন। ওটা ওর প্রয়োজন।.ওর কারিকুরিও সম্মোহনের আয়োজন আমাকে অন্তত বাড়তি বিশ সেকেন্ড ভাবার সময় দিচ্ছে। পাস্তর সবকিছু বলে দিতে পারে। কিন্তু সেটা তত মারাত্মক নয়। আসল ব্যাপার হল প্লেশ্‌নার নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আমাদের লোকদের ক্যাথির ধরা পড়ার ঘটনা, সুইজারল্যান্ডে উল্‌ফের আলোচনা চালানোর বা সেটা শুরু করার কথা জানিয়ে দিয়েছে। আমি দৃশ্য থেকে উধাও হলেও এখন পরবর্তী চালটি আমাদের লোকদেরই দেয়ার কথা। তৎপরতা কোথায় কেন্দ্রীভূত করতে হবে এখন সেটা অন্তত তারা জেনে গেছে। মুলার আমার সাঙ্কেতিক খবরগুলির অর্থ বের করতে

পারবে না। আমি আর আমার প্রধান ছাড়া এসব আর কেউ জানে না। ওটা আমার কাছ থেকে ওরা বের করতে পারবে না। কখনই না।'

'তাহলে,' নীল খাম থেকে তিনটি আঙুলের ছাপের কার্ড বের করে মুলার শুরু করল। 'এখানে একটি অদ্ভুত রহস্যের খানিকটা তলিয়ে দেখুন তো। এই আঙুলের ছাপগুলি হল — আপনি ওই আহাম্মক দুর্ভাগা হোল্টফকে তৃষ্ণার জল দেয়ার সময় যেটা গ্লাসে রেখেছিলেন,' বলে প্রথম কার্ডটি সে স্টিরলিৎসকে দিল। 'এখন, বলুন তো ওগুলি আমরা কোথায় পেয়েছি?' প্রথম কার্ডটিকে হটিয়ে দেয়ার মতো সে দ্বিতীয় কার্ডটি ছুড়ে দিয়ে বলল। 'এখন?'

'হল্যাণ্ডে পড়ে থাকা আমার আঙুল আপনারা পেয়ে যেতে পারেন,' স্টিরলিৎস জবাব দিল, 'কিংবা মাদ্রিদে, টোকিওয়, আঙ্কারায়...'

'আর কোথায়?'

'আমি মনে করতে পারি। কিন্তু এতে আমার অর্ধেক দিন লেগে যাবে আর দুপুরের ও রাতের খাবার ছাড়াই আপনাকে বসে থাকতে হবে...'

'ঠিক আছে। উপোসে আমি রাজি। আপনাদের যোগের মতে তো উপোস এক চমৎকার ওষুধ। গনোরিয়া নাকি আগামীতে গন্ধক ছাড়াই সাত দিন উপোস করলেই সেরে যাবে... মনে আছে?'

'এই আলোচনায় আমাদের কোনই লাভ হবে না। আমি গ্রেপ্তার হয়ে থাকলে আপনি দয়া করে আনুষ্ঠানিকভাবে সেটা আমাকে জানান। আমি সেভাবেই উত্তর দেব। আর তা না হলে আমি চাই না...'

'আমি চাই না,' স্টিরলিৎসের স্বর অনুকরণ করে মুলার পুনরুক্তি করল। 'আমি চাই না।'

মুলার আবার ঘড়ি দেখল: ইতিমধ্যে রল্‌ফ এসে পৌঁছলে সে নিশ্চয়ই বেতারযন্ত্রের কথা জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু সেখানে সে না আসায় সামনের দ্বিতীয় পথটি সে ধরল। সে বলল, 'কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ হট-লাইন টেলিফোন থেকে ফোন করার পর যা যা করেছেন তার খুঁটিনাটি, সবকিছু, প্রতিটি মিনিটের কাজকর্ম বলে যান তো!'

'প্রথমেই অবশ্য এজন্য যোগাযোগ বিভাগের কর্মীদের কাজে অবহেলা ও ভীরুতার জন্য, দরজার তালায় চাবি রেখে ভীতু খরগোসের মতো সবাই মিলে আশ্রয়ে পালানোর জন্য ওদের আদালতে সোপর্দ করা উচিত। ওখানে যাওয়ার পর আমি পার্টাইগেনসে বোরম্যানের সঙ্গে দু'ঘণ্টার মতো কাটাই। আমরা কী আলোচনা করেছি সেটা আপনাকে বলব না।'

'আপনি এটা এড়াতে পারতেন যদি না...'

'এখানে 'যদি না'র কোন ব্যাপার নেই।'

'মাথা ঠিক রাখুন, স্টির্লিংস। ধীরে চলুন। সবকিছু বাদ দিলেও আমি আপনার উপরওয়ালা, বয়স ও পদ দুদিকেই।'

'সে বলেছে যে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় নি,' স্টির্লিংস ভাবল। 'সেক্ষেত্রে তারা কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ আমার বিরুদ্ধে পায় নি। কিন্তু তারা অপেক্ষা করছে এবং আমার কাছ থেকেও। তাহলে এখনো আমার বাঁচার সম্ভাবনা আছে।'

'আমি সত্যি দুঃখিত, গ্রুপেনফুয়েরর।'

'ঠিক আছে। বোরমানের সঙ্গে আপনি কী নিয়ে কথা বললেন? পার্টাইগেনসে বোরমানের সঙ্গে...'

'সেটা কেবল আমি তাঁর সামনেই বলতে পারি। দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

'ওকে বাদ দিয়ে প্রশ্নটির উত্তর দিলে আপনি বোধহয় তৃতীয় প্রশ্নটি থেকে রেহাই পেতে পারতেন...'

কথাটি বলেই মুলার আরেকবার ঘড়ি দেখল: তার হিসাবমতো এতক্ষণে রল্ফের ভিতঘরে পেঁছিনোর কথা। সময়জ্ঞান সম্পর্কে মুলার খুবই অহংকারী।

'আমার নিজের সম্পর্কে হলে আপনার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু রাইখ ও ফুয়েররের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে আমি নাচার।'

'এটা কেবল আপনারই ব্যাপার। স্টির্লিংস, এই আঙুলের ছাপটি আমার লোকেরা রুশী মেয়েটির বেতারের উপরে পেয়েছিল... উত্তরটি অবশ্যই আপনার জন্য সবচেয়ে কঠিন হবে।'

'এমনটি কেন ভাবছেন? আসলে একেবারেই তার উল্টো। রল্ফের অফিসে যন্ত্রটি আমি নেড়েচেড়ে দেখেছিলাম। ওকে ডাকলে সব বলবে।'

'ও বলেছে।'

'তাহলে?'

'কেন্দ্রীয় দফ্তরে আসার আগে জেলা গেস্টাপোর অফিসে এই আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছিল।'

'এতে ভুলের সম্ভাবনা বাদ দেয়া হয়েছে?'

'পুরোপুরি।'

'কোন আপতিক ঘটনা?'

'সম্ভব। কিন্তু এটা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। ওই বিশেষ স্যুটকেসটির উপর আপনার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল কেন যাতে রুশী মেয়েটি তার বেতার লুকিয়ে রেখেছিল? বার্লিনে তো স্যুটকেসের সংখ্যা দুই কোটির বেশি, বলুন।'

'হুঁ, এটা ব্যাখ্যা অসম্ভব না হলেও অবশ্যই কঠিন হবে। আপনার জায়গায় আমি থাকলে আমার দেয়া সম্ভাব্য কোন ব্যাখ্যাই আমি শুনতাম না... আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, গ্রুপেনফুয়েরর... তা তাই, আমি আপনাকে বুঝি...'

'আপনার কাছ থেকে এর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা চাই, স্টির্লিৎস। আমি সত্যি কথাই বলছি, আপনাকে পছন্দ করি।'

'আমি বিশ্বাস করি।'

'রল্‌ফ এখনই রুশী মেয়েটিকে এখানে নিয়ে আসবে। আমি জানি, বেতারযন্ত্র রাখার স্যুটকেসে কবে, কোথায় আপনি আপনার 'স্বাক্ষরটি' রেখে এসেছিলেন সেটা ওই আপনাকে মনে করিয়ে দেবে।'

'মানে ওই রুশী মেয়েটা?' স্টির্লিৎস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। 'যাকে আমি হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছিলাম? আমার স্মরণশক্তি ফোটোগ্রাফির মতো। ওকে আগে কোথাও দেখলে অবশ্যই ওর মুখ মনে করতে পারতাম। না, ওর কাছ থেকে কোনই সাহায্য পাওয়া যাবে না।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে,' মুলার বাধা দিল। 'এবং এতেই হবে,' বুকপকেট খুঁজতে খুঁজতে সে যোগ করল। এবার সে প্লেশ্‌নারের হাতে বার্নে পাঠান সাঙ্কেতিক সংবাদের কাগজটি স্টির্লিৎসকে দেখাল।

'অর্থাৎ সবই শেষ,' স্টির্লিৎস বুঝতে পারল। 'এটাই শেষ আশ্রয়। তাহলে আমাদের লোক কিছুই জানতে পারে নি আর আমার অবস্থা দাঁড়িয়েছে আহাম্মক হাতুড়ের মতো। প্লেশ্‌নার একটি কাপুরুষ, কিংবা মাথাখারাপ অথবা কোন প্ররোচক চর।'

'প্রিন্স-আলব্রেখ্‌ট-স্ট্রাসে
বার্লিন।
প্রাগের জন্য।

প্রিয় ক্রুগার,

'এস.এস ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর কালটেনব্রুনারের নির্দেশ অনুযায়ী আমার লোকেরা কর্নেল বের্গ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে। রাইখ নিরাপত্তা বিভাগের প্রধানের সঙ্গে

তার পরিচিত থাকা সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনি ভুল খবর পেয়েছেন। জেনারেল নউবর্টের অনুরোধ মোতাবেক আমরাও বের্গের অতীত সম্পর্কে ইতিমধ্যেই অনুসন্ধান চালিয়েছি এবং কানারিসের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতে তাকে অভিযুক্ত করার মতো কোন সরাসরি প্রমাণ পাচ্ছি না। তবে এইসঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে তা মোটেই সমর্থনীয় নয়। তবু যেহেতু সে ইতিমধ্যেই কাজে হাত দিয়েছে সেজন্য আমার মতে এখন এই তৎপরতা থেকে তাকে বিরতও করা সঠিক হবে না। পক্ষান্তরে শুধু স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অথচ খুব মৌলিক নয় এমন কোন কাজ দিয়ে বের্গকে মূল তৎপরতার আওতায় রেখে তার উপর অত্যন্ত কড়া নজর রাখাই আমি সঙ্গত মনে করি। আপনি জানেন যে কানারিস এখন ফ্লসেনবুর্গ বন্দীশিবিরে আটক রয়েছে। ওর বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতি সামান্য কোন খবরও আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান। সেজন্য বের্গকে বাদীপক্ষের সাক্ষী, এমন কি আসামীর সাক্ষী হিসাবেও দাঁড় করান গেলে আমি নিশ্চিত যে এই সাফল্যের জন্য আমাদের নেতারা আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ থাকবেন। সত্য বলতে কি, ক্রাকোভ শহরটি পুরোপুরি অটুট অবস্থায় রুশীদের হাতে পড়ার সেই ন্যক্কারজনক ঘটনার পর বের্গকে এই ধরনের কাজে টানতে পারলে এটা আপনারই পক্ষে যেত এবং আপনি নিজের সুনামটিও পুরোপুরি উদ্ধার করতে পারতেন... আমি জানি যে প্রাগ গেস্টাপোর সহকারী প্রধানের বর্তমান পদটি আপনার অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যের পক্ষে মানানসই নয়।

প্রতিগোয়েন্দা বিভাগের যে হের গ্রিশান্‌চিকভকে এস.এস স্টান্ডারটেনফুয়েরের স্টির্‌লিৎস চমৎকার মালিশ বিশেষজ্ঞ হিসাবে নির্বাচন করেছেন, আমার লোকরা তার কাগজপত্রও দেখবে। আমার অনুরোধ আমাকে ভুল বোঝবেন না: এতে আপনার উপর সামান্যতম অনাস্থার ভাবও নিহিত নেই।

বার্লিনের বর্তমান পরিস্থিতিই আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে। এই পত্রবাহক আইসমানকে আশা করি সম্ভাব্য সর্বতোভাবে সাহায্য দেবেন। সে ফুয়েররের অতি অনুগত ভক্তদের একজন এবং প্রতিগোয়েন্দাগিরিতে সত্যিকার একটি রত্নবিশেষ। সে খুবই বুদ্ধিমান, লোক হিসাবেও চমৎকার। আমি নিশ্চিত যে আপনারা দুজন এই কাজে পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করবেন।

অশেষ শুভেচ্ছা সহ,
আপনার,
মুলার।'

প্লেশ্‌নার আবারও দরজাটা ঠেলল। না, ওটা ভালভাবেই তালা-আটকান। দরজার উপরের যে-ফুকর দিয়ে সে খোলা আকাশ দেখেছিল সেটা দিয়ে পালানোর চেষ্টাও বৃথা।

'যাকগে, এটা তো আর সিনেমার মতো ব্যাপার নয়,' হঠাৎ ঔদাসিন্য ও ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে সে ভাবল। 'চশমা-পরা আমার মতো এক বুড়ো

ওখানে কোনক্রমে উঠলেও নির্ঘাত আটকে যাবে... আর আমার অসহায় পাদুটি ধরে ওরা হে'চকা টান দেবে, বাস।'

একপ্রস্ত সি'ড়ি ভেঙে সে দেখল যে-ঘুলঘুলি দিয়ে লাফিয়ে পড়ার কথা ভেবেছিল ওটা অন্তত দশ ফিট উ'চু আর সেই নির্জন, শান্ত রাস্তার উপরেই, যেখানে টুপি-পরা ওই লোকদুটি ধীরে ধীরে হাঁটছে। এখন আর ওরা দোকানের জিনিস দেখার কিংবা পরস্পরকে না চেনার ভান করছে না। প্লেশ্‌নার আরও একপ্রস্ত সি'ড়ি ভেঙে উপরে উঠে দেখল উঠনের সামনের জানালাটা প্লাইউড দিয়ে আটকান: হয়ত কাচ ভেঙে গেছে কিংবা শীঘ্রই মেরামত করা হবে। সি'ড়িটার অবস্থা ছিল আরও খারাপ — অনেক জায়গায়ই রঙ-চটা।

'এর সবচেয়ে অসহ্য দিক হল যখন ওরা তোমাকে উদোম করে ফেলে, মুখের ভেতরটা দেখে, তখন নিজেকে একটা কীট ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। আমি জানি মারধর সহ্য করা আমার সাধ্য নয়। গোড়া থেকেই এটা স্পষ্ট। সেই প্রথম বার যখন লুকনোর কিছুই ছিল না, তখনো চুপ করে থাকতে পারি নি। ওরা যা-চেয়েছে তাই বলেছি। যা-বলেছে তাই লিখে দিয়েছি। আর তখন আমার বয়সও কম ছিল। কিন্তু এখন, ওরা মারধর শুরু করলেই আমার মুখ খুলে যাবে, আমার ভাইয়ের স্মৃতিকে অপমান করে বসব। ওর স্মৃতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আমার কাছে মৃত্যুর সমান। তাই কাউকে প্রতারণা করার আগে নিজে সরে পড়াই তো ভাল।'

সে দরজার সামনে থামল। ওখানে টানান পিতলের ফলকে লেখা: 'ফ্রান্‌ৎস উল্‌ম, ডক্টর অব ল'।

'এখন আমি উল্‌মের ঘণ্টি বাজাব,' মস্তিষ্কে হঠাৎ-উঠা একটি ঢেউয়ের সঙ্গে প্লেশ্‌নার ভাবল। 'ওকে বলব আমার দারুণ হৃৎকম্প শুরু হয়েছে, একজন ডাক্তার ডাকুন। অন্য লোকের সামনে ওরা আমাকে গুলি করুক। তাহলে অন্তত চে'চিয়ে কিছু একটা বলার সুযোগ আমি পাব।'

প্লেশ্‌নার ঘণ্টি টিপলে দীর্ঘায়িত শব্দের প্রতিধ্বনি সে শুনতে পেল।

'কিন্তু ডাক্তার আমার ঠিকানা জানতে চাইলে কী বলব?' সে ভাবতে লাগল। 'যাকগে, ওদের পুলিসের হাতে পড়া তেমন কিছু মারাত্মক নয়। হিটলারের দিন শেষ হয়ে আসছে। অচিরেই আমার সত্যিকার নামঠিকানা ওদের জানাতে পারব।'

সে আবার ঘণ্টি বাজাল। কোন উত্তর এল না।

'এই উল্‌ম মহাশয় কোন কাফেতে বসে নিশ্চয়ই আইসক্রিম খাচ্ছে,

চমৎকার আইসক্রিম — স্ট্রবেরি আর বিস্কুট দেয়া,' দিবাস্বপ্নের কোন দূর জগতে যেতে যেতে প্লেশ্‌নার ভাবল। 'নিশ্চয়ই খুশি মনে সে এখন কাগজ পড়ছে, আমার কথা একটুও ভাবছে না।'

তারপর প্লেশ্‌নার পাশের দরজায় গিয়ে সেখানকার ঘণ্টি টিপল। শব্দটি আলাদা ধরনের। কয়েকটি ছোট ঘণ্টির শব্দের সঙ্গে একটি শিশুকণ্ঠ শোনা গেল, 'কে ওখানে?'

প্লেশ্‌নার অজান্তে হাঁটু গেড়ে বসে ফিসফিস করে চাবির ফুকর দিয়ে বলল, 'সোনামণি, দরজাটা খুল।'

'কে ওখানে?' আবার ও জিজ্ঞেস করল।

'দয়া করে দরজাটা খুল,' প্রথম বারের চেয়ে একটু জোরে প্লেশ্‌নার বলল। কিন্তু তার মনে হল কথাগুলি খুবই জোরে বলেছে এবং সারা সিঁড়ির উপর থেকে নিচ অবধি সর্বত্রই শোনা গেছে।

'কে তুমি? মা বলেছে ফাদার ক্রিসমাস আর পুরো এক বছর এদিকে আসবে না।'

'আমি ফাদার ক্রিসমাস নই, তার ভাই। তোমার জন্য তার কাছ থেকে সামান্য উপহার নিয়ে এসেছি...'

'কী এনেছ?'

'দরজাটা আগে খুল,' উঠে দাঁড়িয়ে দরজায় মুখ লাগিয়ে সে বলল। 'একটা ঘড়িলাগান মোটরসাইকেল...'

'ওটা নিয়ে তো আমার ভাই খেলে... আমি খেলি পুতুল নিয়ে... আমি মেয়ে যে...'

'একটি পুতুলও আছে। বড়সড়ো। ওটি কথা বলে, চোখ খুলে, চোখ বুজে।'

'ওর চুল কি হালকা রঙের?'

'তাই।'

'ও রকম একটা তো আমার আছে। আমার চাই কাল চুল।'

'কাল চুলের পুতুলও একটা রয়েছে।' প্লেশ্‌নার তাকে আশ্বস্ত করে আরেকবার চেষ্টা করল, 'দয়া করে দরজাটা খুল, জলদি!'

রাস্তার দিকের দরজা খুলার শব্দ সে শুনতে পেল। অর্থাৎ রাস্তার লোকদুটি ভেতরে এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে ওদের পায়ের শব্দ উপরে এগিয়ে আসছে। মেয়েটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মা দরজায় তালা লাগিয়ে রেখেছে। খুলতে পারছি না তো। এখনই মা আসবে...'

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু প্লেশনার আর কিছু শুনতে পেল না। সে তখন সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেছে। সে প্রায় উড়ে চলছিল, ভেবেছিল যেখানে তার জন্য ওরা অপেক্ষা করছে তার উল্টো দিকের দরজার ঘণ্টি বাজিয়ে দেখবে। কিন্তু ঠিক তখনই সেই ভয়ংকর দরজাটি খুলে গেল এবং লম্বা সোনালী-চুল লোকটি বেরিয়ে এসে বলল, 'মনে হচ্ছে নম্বরটি ভুলে গেছেন, কমরেড। এখানে আমরা এবং একটু আগে যেখানে ঢুকার চেষ্টা করছিলেন সেখানে আরেক পরিবার ছাড়া বাকী সব ফ্ল্যাটই খালি। দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

'আমার পাণ্ডুলিপিটি ওখানে হোটেলের টেবিলে পড়ে আছে। একটি পৃষ্ঠার অর্ধেক পর্যন্ত লিখেছিলাম, চমৎকার এগুচ্ছিল। যদি এখানে না আসতাম, বার্লিনেই থাকতাম আর এই সবকিছু শেষ হলে মালমশলাগুলি জোগাড় করে প্রকাশকের জন্য একটা বই তৈরি করতাম। আর এখন কে আমার লেখা টুকরোগুলি উদ্ধার করবে? কেউই আমার হাতের লেখা বুঝতে পারবে না।'

সে সিঁড়ির পাশের জানালাটা খুলে বাইরে লাফ দিল। লোকজনদের নজরে পড়ার জন্য সে চেঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না। নিচের শূন্যতা অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গেই তার হৃৎপিণ্ডটি থেমে গিয়েছিল।

১৫

গেস্টাপো বিশেষজ্ঞদের কাজ ও ফোটোগ্রাফারের ছবি তোলার দিকে নজর রাখার জন্য মুলার একেবারে দরজার পাশে বসেছিল। তার সামনে অদ্ভুতভাবে নেতিয়ে পড়া মেঝের উপর রল্ফ ও বারবারার শরীর।

'এখানে কিছুই নেই,' গোয়েন্দাদের একজন বলল। 'এমন কি সামান্য চিহ্নটুকু পর্যন্ত।'

রল্ফ হত্যার অকুস্থলে মুলার তার সেরা গোয়েন্দাদের নিয়ে ছুটে এসেছিল। এইসব পুরনো লোকরাই সেই বিশের দশকে গুণ্ডা, হিটলারের জাতীয়-সমাজতন্ত্রী ও থেলমানের কমিউনিস্টদের ধরার জন্য তাকে সহায়তা যোগাত। খুব দৈবাৎ ওদের সে সঙ্গে আনত। ওদের সে গেস্টাপোয় বদলি করে নি, যাতে ওদের পা ভারি না হয়ে ওঠে: এখনকার সংস্থার অপরাধসন্ধানী গোয়েন্দারা প্রধানত বিশেষজ্ঞ অপরাধবিদ, গুপ্তচর ও টেপ-রেকর্ডারের সাহায্য

নিত। পক্ষান্তরে মুলার ছিল চেক লেখক কারেল চাপেকের ভক্ত। ওই লেখকের গোয়েন্দারা নিজেদের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়েই কাজ চালাত।

'একজন যাজক কখনই ধর্মসংস্কারক হতে পারে না,' একবার মুলার মন্তব্য করেছিল। 'সংস্কারকরা বাহির থেকেই আসে। সেজন্য আমি আমার পুরনো সহকারীদের হাতে রাখি যাতে কোন ভাবী সংস্কারকের কাছে আমাকে গদি হারাতে না হয়। ওইসব লোক ও তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি নিজেই মাঝে মাঝে কিছুটা পুনর্গঠনের কাজ করি।'

'একেবারে কিছুই না?' মুলার প্রতিধ্বনি করল। 'সামান্যতম চিহ্নও না?'

'এতটুকুও না,' পাঁশুটে মুখ, সাদা-চুল একটি লোক জবাব দিল। মুলার ওর নামটি ভুলে গেলেও সেই ১৯২৬ সাল থেকে তারা পরস্পরকে 'তুমি' বলে আসছে। 'এটার মতোই তো তুমি মিউনিখে সেই খুনের রহস্যভেদ করেছিলে।'

'এগণ্টস্ট্রাসের?'

'হ্যাঁ। মনে হয় ৯ নং বাড়িতে।'

'আট। রাস্তার বাঁদিকে ওদের সে খতম করে দিয়েছিল।'

'আশ্চর্য তোমার স্মরণশক্তি!'

'এ ব্যাপারে নিজের সম্পর্কে কোন দুঃখ থাকার কারণ তোমার আছে কি?'

'আমি আয়োডিন খাই যে।'

'ভদকাই আমার পছন্দ।'

'আপনি জেনারেল, এই ধরনের বিলাস আপনারই সাজে। ভদকা জোগাড়ের মতো পয়সা আমাদের কোথায়?'

'ঘুষ খাও,' বাঁকাহাসি হেসে মুলার উপদেশ দিল।

'আর শেষে তোমার কসাইদের হাতে খতম হই? না, ধন্যবাদ। এর চেয়ে আয়োডিনই ভাল।'

'বুঝলাম,' মুলার বলল। 'চালিয়ে যাও, দোস্ত। সত্যি বলতে কী, তোমার আয়োডিনের সঙ্গে আমার ভদকা বদলাতে পারলে আমি খুশিই হতাম।'

'খুব বেশি কাজ করতে হচ্ছে কী?'

'এখনকার মতো,' মুলার জবাব দিল। 'তবে শীঘ্রই আমার আর কোন কাজ থাকবে না। কিন্তু এখন কী করা? সত্যিই এগনোর মতো কিছু নেই?'

'এই রাজজোটটিকে যে-গ্‌লি খতম করেছে সেটি তোমার সাগরেদদের পরীক্ষা করতে বল।'

'এনিয়ে ভাবনার কিছু নেই। ওরা কাজটা ভালমতোই করবে,' ম্‌লার তাকে আশ্বস্ত করল। 'ওরা যে সেটা জর্‌রি ভেবেই করবে এমন ভরসা রাখতে পার।'

আরেকজন বয়স্ক লোক এসে একটা চেয়ার টেনে ম্‌লারের পাশে বসল।

'ব্‌ড়ো ধাড়ি বদমাশ,' তার দিকে তাকিয়ে ম্‌লার ভাবল, 'চুলে বোধহয় কলপ লাগাচ্ছে। নিশ্চয়ই, কোন ভুল নেই।'

'আর তুমি কী পেয়েছ, গ্‌ন্‌টার?'

'অন্তত সামান্য কিছু।'

'আচ্ছা, চুলে কী কলপ দিচ্ছ?'

'মেহেদি। আমার চুল সাদা বা কাল নয়, দাগ-ফুটকি। ইল্‌জেও আর নেই। মেয়েরা আজকাল ঘাটের-মরা গোয়েন্দাদের চেয়ে ছোকরা সিপাইদেরই বেশি পছন্দ করে।'

'কিন্তু সিপাইরা তো ফ্রণ্টে।'

'যেসব জখমীরা টিকে গেছে ঘরগেরস্তি করছে তারা...'

'এদের অনেকেই তো খোঁড়া...'

'এই কাজের জন্য পা তেমন কিছু দরকারী নয়,' গ্‌ন্‌টার হাসল। 'শোন, উল্টো দিকের বাড়ির ব্‌ড়ি এখান থেকে ঘণ্টাখানেক আগে এক সিপাইয়ের সঙ্গে বাচ্চা-কোলে একজন স্ত্রীলোককে বের্‌তে দেখেছে। ওরা খ্‌ব ব্যস্ত ছিল।'

'সিপাইটি কী পরেছিল?'

'অদ্ভুত প্রশ্ন! উর্দি...'

'আন্ডারওয়ার পরে বের হয় নি বলে ওকে তারিফ করছি। কিন্তু কী ধরনের উর্দি, কাল?'

'আর কী? কালই হবে। নিয়মিত সিপাইদের তো আর পাহারার কাজে লাগান হয় না।'

'কী ধরনের গাড়ি তারা নিয়েছিল?'

'তারা বাসে গিয়েছে?'

বিস্মিত ম্‌লার চেয়ার থেকে অর্ধেক উঠে বসল।

'কী বলছ, বাস?'

'তাই, ১৭ নং।'

'কোন দিকে গেছে?'

'ওদিকে,' গুন্টার ইশারা করল, 'পশ্চিমে।'

মুলার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে টেলিফোন ধরে তড়িঘড়ি একটি নম্বর ঘুরিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'শোলেৎস! জলদি! ১৭ নং বাসরুটে লোক পাঠান। ওতে রয়েছে পিয়ানোবাজিয়ে ও পাহারাদার। কী? অদ্ভুত তো, কী করে আমি ওর নাম জানি! জলদি তার নাম খুঁজে বের করুন! তারপর ওর কাগজপত্র আনুন, দেখুন ও কে, কোত্থেকে, আত্মীয়জন কারা। এখনই ওর চাকুরির পুরো রেকর্ড আমার কাছে পাঠান। কখনো স্টির্লিৎসের আশেপাশে একবারও গিয়ে থাকলে সেটাও এইসঙ্গে জানাবেন! কী? না, এতে কিছু আসে-যায় না! হোক সেটা ফ্রন্টলাইন, বেশ্যাখানা কিংবা সাগরপার!'

একটু পরে গেস্টাপো বিশেষজ্ঞ ও ফোটোগ্রাফাররা ঘর ছেড়ে গেলে মুলার দরজার পাশের চেয়ারে আবার বসল। ওখানে ছিল তার ওই দুজন পুরনো সাঙাত। তারা অতীত দিনের কথা বলল, সাধারণ স্মৃতিকথা আলোচনায় একে অন্যের কথায় বাধা দিল। মুলার ওদের কথা শুনছিল এবং একসময় দেখল তার চোখ জলে ভরে গেছে: ওরা নিজেদের তরুণ বয়সের নানা রঙের দিনগুলি স্মরণ করছিল, যখন সবকিছুই ছিল সোজা-সরল, যখন বন্ধুকে গ্রেপ্তার করতে হত না, ঘুমের বড়ি ও সঞ্জীবনী আরক খাওয়ার রেওয়াজ চালু হয় নি।

'হ্যালো,' মুলার ফোনে একটি নম্বর ঘুরিয়ে বলল। 'স্টির্লিৎসের বাড়ির পাশে ওত পাতার জন্য একটা দল পাঠান... কতক্ষণের জন্য? যতক্ষণ দরকার ততক্ষণ যেন ওরা ওখানেই থাকে... টেলিফোন এলে বলবে স্টির্লিৎস আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরবে। কে? শোফার বলছে...'

'আমি হেরে গেছি,' পুরনো দিনের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপশেষে কিছুটা শান্ত হয়ে মুলার স্বীকার করল। 'কিন্তু বার্নের ব্যাপারটা এখনো আমার জমার হিসাবে আছে। অবশ্য ওখানকার ঘটনাগুলি আরও জটিল: বিদেশী পুলিস, বিদেশী সীমান্তরক্ষীদের মোকাবিলা। ওই দুটো... ওরা বাস ধরছিল, অর্থাৎ এটা কোন পরিকল্পনার ব্যাপার নয়। অন্যকিছু হলে বাইরে অবশ্যই ওদের জন্য গাড়ি থাকত। এখানে এমন কোন পরিকল্পনার কথা ভাবাও হাস্যকর বটে। রুশীরা নিশ্চয়ই তাদের লোকজনদের যথাসম্ভব ভাল সাহায্য-সহায়তা যোগায়। তাই বলে ওরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে এই পিয়ানোবাজিয়ের জন্য কয়েক জনকে মরণের মুখে ঠেলে দেয়ার ঝুঁকি নেবে এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। এই বাচ্চাটা তার খুবই দুর্বল জায়গা। এটা

তারা অবশ্যই বুঝে থাকবে। তবে এজন্যই কি তারা এমন মারাত্মক ঝুঁকি নিল? কিন্তু আমি আবোলতাবোল কী সব ভাবছি? এখানে পরিকল্পিত ঝুঁকির কোনই সম্ভাবনা নেই... তারা নামল, বাস ধরল... এমন মারাত্মক পরিকল্পনা কেউ করে না... এটা আহাম্মকি ছাড়া আর কিছু নয়। এর আর কোন ব্যাখ্যা নেই...'

ফোন তুলে আরও কিছু বলার জন্য মুলার একটি নম্বরে ডায়েল করল। 'মুলার বলছি। স্টেশনগুলিতে বাচ্চা-কোলে একটি মেয়েলোক খুঁজতে পুলিসদের বলুন। ওদের ওর চেহারার একটা বর্ণনা দিয়ে পুলিসকে জানান যে, সে চোর ও খুনি। দেখামাত্রই যেন ওকে গ্রেপ্তার করা হয়। বলুন, ভুল করে কোন নির্দোষীকে ধরলেও ওদের ক্ষমা করা হবে... কেবল একটা জিনিস ওরা করবে না এবং সেটা হল আমার শিকারটি যেন পালাতে না পারে।'

স্টির্‌লিৎস আরেকবার ঘড়ি দেখল। মুলার যাওয়ার পর ইতিমধ্যে দু'ঘণ্টারও বেশি পেরিয়ে গেছে। সে ভাবল: 'সম্ভবত ক্যাথি কিছু বলতে অস্বীকার করেছে, কিংবা তার সঙ্গে প্রেশ্‌নারের মোকাবিলা করান হচ্ছে? এতে ভয়ংকর কিছু নেই। ওরা পরস্পরকে চেনে না। কিন্তু মুলারের কিছু একটা হয়েছে। কিছু একটা ঘটেছে। মনোবল অটুট রাখার জন্য আমাকে শ্বাস ফেলার এই সময়টুকু কাজে লাগাতে হবে।'

নানা সম্ভাবনার কথা ভাবতে ভাবতে স্টির্‌লিৎস সেলে ধীর ও সতর্ক ভাবে পায়চারি করছিল। ওই অপয়া স্যুটকেসটি সম্পর্কে যাকিছু মনে ছিল তাই সে ভেবে দেখছিল। হ্যাঁ, বনের মধ্যে এরউইন পিছলে প্রায় পড়ে যাওয়ার মুখে সে ওটি ধরেছিল। এটি ঘটেছিল বিমান হামলার আগের রাতে। ঘটেছে এক বারই।

'তবে এক মিনিট!' স্টির্‌লিৎস হঠাৎ থেমে গেল। 'বিমান হামলার আগের রাতে আমি স্যুটকেসটি ধরেছিলাম... এবং বোমা পড়ার পর গাড়ি করে এরউইনদের দেখতে গিয়েছিলাম... ওখানে বহু গাড়ি আটকা পড়ে গিয়েছিল। দমকলের লোকরা ওখানে কাজ করছিল। কিন্তু আমি ওখানে গিয়েছিলাম কেন? কারণ, কুডাম যাওয়ার সাবেক রাস্তাটি জঞ্জালে আটকে গিয়েছিল। সেদিন ভোরে ওখানে কার্যরত পুলিসটিকে ওদের তলব করতে বলব। আমি বলতে পারব যে পুলিসই আমাকে ওই পথে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বিমান হামলার পরে ওখানে পড়ে থাকা স্যুটকেসটির অটুট একটি ফোটো

ফাইলে রয়েছে। ওখানকার পুলিসটির সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। ওর মুখটি আমার মনে আছে আর ও নিশ্চয়ই আমার এস.এস পাসের কথা ভুলে যায় নি ... একটি স্যুটকেস পার করতে আমি সাহায্য করেছিলাম। সে নিশ্চয়ই ঘটনাটি অস্বীকার করবে না। আমি ওর সঙ্গে মোকাবিলা দাবি করব। আমি বলতে পারব যে ওখানে যে মহিলাটি কাঁদছিল তাকে আমি প্রাম পার করতে সাহায্য করেছিলাম। সেও এটা স্বীকার করবে। এটা সত্যিই তো ঘটেছিল। এমন পরিস্থিতিতে এসব খুঁটিনাটি কেউ ভুলে যায় না।'

স্টির্‌লিংস সেলের দরজায় ঘা দিতে লাগল। দরজাটা খুলে গেল। ওটা বন্ধ না থাকলেও দরজার কাছে রক্ষী দুজন দাঁড়ান ছিল। তৃতীয় রক্ষীটি পায়খানার পাত্র হাতে একজন কয়েদিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ওরা সেল পেরিয়ে বারান্দায় কিছুদূর এগুলে স্টির্‌লিংস লোকটির দগদগে মুখটি দেখতে পেল। ওকে মুহূর্তেই সে চিনতে পারল: বোরমানের ব্যক্তিগত শোফার।

স্টির্‌লিংসের মনে হল তার সারা শরীর যেন জমে গেছে। সে এখনকার প্রতিটি মুহূর্তের গুরুত্ব বুঝতে পারল।

'ওই, শুনুন, গ্রুপেনফুয়েরের মুলারকে এখনই ফোন করুন। তাঁকে বলুন আমার মনে পড়েছে! সবকিছুই মনে পড়েছে! এখনই তাঁর আসা দরকার!'

'প্রেশ্‌নারকে এখনো আনে নি। এক। ক্যাথি সম্পর্কে ওদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। দুই। এই জঞ্জাল থেকে বেরনোর কেবল একটিই পথ আছে— সময়। সময় ও বোরমান। তাড়াতাড়ি না করলে মুলারেরই জিত হবে।'

'ঠিক আছে,' রক্ষীটি বলল। 'এখনই বলছি।'

অনাথ আশ্রমের সদর দরজার নতুন এনামেল লাগান ফুকরের সামনে একটি লম্বা গড়নের সিপাই দাঁড়িয়েছিল। মুখের সিগারেটে আগুন ধরাতে ভুলে গিয়ে ওটি সে চিবাচ্ছিল। সে অস্থির হয়ে কেবলই ঘাড় দেখছিল। ফুকরের কাছে কেউ আসামাত্র আনাড়ির মতো উঁকি দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'মাপ করবেন, বলছিলাম কী যদি একটা অনুরোধ...'

'এই মুহূর্তে কোন অনুরোধ রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়,' মহিলাটি জবাব দিল। সাদা টুপির নিচ দিয়ে তার ঘাড়ে চুল উপচে পড়ছিল। 'বাচ্চাদের খাওয়ান হচ্ছে, আর সকলেই এখন ভারি ব্যস্ত...'

'কিন্তু ফ্রন্ট থেকে মাত্র আধা দিনের ছুটি পেয়েছি। এখনই আমাকে চলে যেতে হবে।'

'খুবই দুঃখিত, এখন তো বাচ্চারা...'

'আপনাদের কোন উপরয়ালার সঙ্গে কথা বললে হয়ত...'

'এদের কেউ এখানে নেই: হয় ফ্রন্টে কিংবা বাচ্চাদের দেখাশুনা করছে। দুঃখিত, কোন সাহায্য করতে পারলাম না।' এবং তারপর মহিলাটি তার মুখের উপর ফুকরটি সশব্দে বন্ধ করে দিল।

'কখন বাচ্চার খাওয়ান শেষ হবে?'

'আধঘণ্টা পরে আসুন। দেখি কী করা যায়।'

সিপাইটি দালান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরিয়ে একটি ধসে পড়া বাড়িতে ঢুকল। ওখানে ভাঙা বাক্সের জঞ্জালের মধ্যে বসে ক্যাথি বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল।

'কী হল?' সে জিজ্ঞেস করল।

'এখন আর কিছু করা যাবে না,' হেলমুট জবাব দিল। 'অন্তত আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।'

'তাই করব,' ক্যাথি শান্ত স্বরে বলল। 'তাই করব, এখন আর আমাদের কী হবে? আমরা কোথায় ওরা জানবে কীভাবে?'

'বোধহয় আপনি ঠিকই বলছেন। তবে যত তাড়াতাড়ি শহর ছেড়ে পালান যায় ততই ভাল। না হলে ওরা শেষপর্যন্ত আমাদের খুঁজে বের করবেই। কাউকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে ওদের দৌড় আমি ভালই জানি। আমাকে ছাড়াই না হয় আপনি যান! সবকিছু ভালভাবে চললে আমি আপনার কাছে পৌঁছে যাব। আপনি কী ভাবছেন? পরে কোথায় আমাদের দেখা হতে পারে?..'

'না,' মাথা নেড়ে ক্যাথি বলল। 'ওর কোন প্রয়োজন নেই। আমি অপেক্ষা করব... আসলে এই শহরে যাবার মতো আমার জায়গা কোথাও নেই।'

শোলৎস বেতারযন্ত্র বসান সেই ক্যাথির ফ্ল্যাটে মুলারকে ফোন করল, 'স্টির্‌লিৎস আপনাকে বলতে বলেছে সবকিছু তার মনে পড়েছে।'

'মনে করতে পেরেছে?' বিস্মিত মুলার এই অভাবিত সংবাদে চাঙ্গা হয়ে উঠল। সঙ্গী গোয়েন্দাকে জোরে হাসতে বারণ করে জিজ্ঞেস করল, 'কখন?'

'এই মুহূর্তে।'

'চমৎকার। বলুন আসছি। আর কোন খবর?'

'তেমন কিছু নয়।'

'আর ওই সিপাইটি সম্পর্কে?'

'দরকারী কিছুই মেলে নি...'

'দরকারী বলতে আপনি কী বুঝাতে চান?..' পাশের খালি চেয়ার থেকে কোট তুলে নিতে নিতে স্বভাবসুলভ যান্ত্রিক স্বরে মুলার জিজ্ঞেস করল।

'শুধু তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়দের কিছু খবর।'

'কিছুই দরকারী নয়!' মুলার টেলিফোনে চেঁচিয়ে উঠল। 'এই ধরনের কাজে ঠিক এগুলিই প্রয়োজন, দোস্ত! এখনই এসে আপনার ওই 'অদরকারী' জিনিসগুলি দেখব... ওর স্ত্রীর খোঁজে কাউকে পাঠান হয়েছে?'

'দু'মাস আগে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

'কী? কথা শুনতে পাচ্ছি না!'

'গুলির শব্দে স্নায়ুবিকৃতি ঘটার পর হাসপাতালে থাকার সময় স্ত্রী তাকে ছেড়ে মিউনিখের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে চলে যায়।'

'আর বাচ্চারা?'

'এক মিনিট,' ফাইলের পাতা উল্টাতে উল্টাতে শোলৎস বলল, 'একটু দেখছি ওর বাচ্চারা কোথায়..., হ্যাঁ... এই যে...'

'কম কথা বলে একটু বেশি কাজ করুন, শোলৎস।'

'চার মাস আগে ওদের একটি সন্তান জন্মে। স্ত্রী বাচ্চাটিকে অনাথ আশ্রমে রেখে গেছে।'

'রুশী মেয়েটিরও তো একটি বাচ্চা রয়েছে!' মুলারের মনে পড়ল। 'ব্যাপার তাহলে এই। বাচ্চাকে দুধ দেয়ার মতো একজন ধাই-মা তার দরকার! রল্ফ হয়ত বাচ্চাটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।'

'ওই আশ্রমটির নাম কী?' সে জিজ্ঞেস করল।

'এখানে কোন নাম লেখা নেই। ওটি পানকোভ এলাকায়। ঠিকানা ৭, শিলারস্ট্রাসে। বাচ্চাটি সম্পর্কে এটুকুই... তারপর ওর মা'র...'

মা'র খুঁটিনাটি শোনার জন্য মুলার আর অপেক্ষা করল না। সে তাড়াতাড়ি রিসিভার রাখল। তার আলসেমি ততক্ষণে উবে গেছে। কোটটি কাঁধে ফেলে লোকদুটিকে হুঁশিয়ার করে বলল:

'এখন কিছুটা শুটিংয়ের মতো একটা কিছু হতে পারে। তোমাদের 'ডালকুত্তাগুলি' তৈরি কর। তোমরা কেউ পানকোভের অনাথ আশ্রমটি চেন কি?'

'৮ নং শিলারস্ট্রাসের? তাই না?' সাদা চুলয়ালা বলল।

'আবার নম্বরের ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলছ,' ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে মুলার জবাব দিল। 'জোড় ও বিজোড় সংখ্যা দেখছি তুমি সবসময় মিশিয়ে ফেল। ওটা ৭ নং।'

'রাস্তাটা খুবই সাধারণ,' সাদা চুলয়ালা বলে চলল। 'ওখানে বিশেষ কিছু নেই। আমাদের কাজের জন্য ভালই। খুবই নির্জন। পথে কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবার নয়। কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছ: আমি নম্বর গুলিয়ে ফেলি। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই। জোড় ও বিজোড় সংখ্যা শেখার সময় আমি অসুস্থ, স্কুল-ছুট ছিলাম।'

কথাটা মনে পড়ায় সে হেসে উঠল। অন্য দুজনও যোগ দিল। ওদের তখন হরিণ-তাড়ুয়া শিকারীদের মতো দেখাচ্ছিল।

না, স্টির্‌লিংসের সঙ্গে হেলমুট কোলডারের কখনই কোন মোলাকাত ঘটে নি। তাদের পথ ছিল সর্বদাই আলাদা। সেই ১৯৪০ সাল থেকেই হেলমুট লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছে। সে ভাবত, সে লড়ছে মাতৃভূমির জন্য, মা, তিন ভাই ও এক বোনের জীবনের জন্য। সে ভাবত চাষাবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ, বিশাল এলাকার দখলকার মালিক, নিকৃষ্ট স্লাভদের বিরুদ্ধে সে জার্মানির ভবিষ্যৎ রক্ষা করছে; লড়ছে ধনতান্ত্রিক আমেরিকার কাছে আত্মবিক্রয়কারী ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আর সাধারণ মানুষের শত্রু ও ওদের দুর্ভাগ্য যাদের পুঁজি সেই ইহুদিদের বিরুদ্ধে। ফুয়েরর স্বেচ্ছায় নিজ কাঁধে জার্মান জাতির সুখশান্তির দুর্ভার বোঝা নিয়েছেন এবং বহু শতাব্দী অবধি তার নাম উজ্জ্বলতা হারাবে না, এতে সে নিঃসন্দেহ ছিল।

১৯৪১ সালের শরৎকালের আগ অবধি হেলমুটের মনে এই বিশ্বাসই অটুট ছিল। এই সময় জার্মান সৈন্যরা দুনিয়াকে দলিত করে এগিয়ে চলছিল — মুখে তাদের গান, তারা জয়ের নেশায় মশগুল, তখন এস.এস পানজার ডিভিসনের অন্যান্যদের সঙ্গে হেলমুটও খোশমেজাজেই ছিল, অবাধ ফুর্তিতেও মাঝে মাঝে মেতে থাকত। কিন্তু মস্কোর যুদ্ধের পর রুশ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই শুরু এবং বন্দীদের খতম করে দেয়ার হুকুম জারি হলে তার মনে সন্দেহ জাগে। কৃষক হেলমুটের মা ছিল তার কাছে স্বর্গাদপি গরীয়সী। অনেকগুলি ভাইবোনদের সঙ্গে মা তাকে লালনপালন করেছিল। বাপ মারা যাওয়ার পর মা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙা

খাটুনি খাটত এবং অসুখে অথর্ব হয়ে না পড়া অবধি সে হেলমুটকে স্কুল ছাড়তে দেয় নি।

মুক্তিযোদ্ধারা একটি ট্রেন উড়িয়ে দেয়ার পর স্মলেন্স্কে চল্লিশ জন পণবন্দীকে গুলি করার জন্য হেলমুটের প্লাটুনকে ডেকে পাঠান হয়। তার সামনে ছিল নারী, শিশু এবং বুড়োরাও। মেয়েরা বাচ্চাদের চোখ বন্ধ করে, নিজের বুকে চেপে ধরে তাড়াতাড়ি তাদের মেরে ফেলার জন্য সিপাইদের অনুনয় করছিল। তারপরই হেলমুট মদ ধরেছিল।

হেলমুট পরে লক্ষ্য করেছিল যে জার্মানদের মতো রুশী মায়েরাও আলুর শেষ টুকরাটুকুও বাচ্চাদের খাওয়াত এবং যুদ্ধকালীন কোন ভোজে ওদের আনন্দ দেখে নীরবে চোখের জল ফেলত।

স্মলেন্স্কের কাছের সেই প্রথম হত্যানুষ্ঠানের পরই হেলমুট ভেঙে পড়েছিল। এই প্লাটুনে কেবল সে একাই মদ ধরে নি, তার অনেক বিষণ্ণ সহকর্মীই নীরবে ভদকা খেয়ে চলত। ওরা তখন কোন হাসির গল্প বলত না, আকর্ডিয়ানও বাজাত না। তারপর তাদের আবার ফ্রণ্টে পাঠান হয়। রুশীদের বিরুদ্ধে হিংস্র লড়াইয়ের মধ্যে একসময় তারা সেই দুঃস্বপ্ন ভুলে যায়।

হেলমুট ছুটিতে বাড়ি এলে মা এক প্রতিবেশী আর তার মেয়েটিকে নিমন্ত্রণ করে। মেয়েটির নাম লুইজা: চমৎকার ছিমছাম এবং সুন্দরীও বটে। হেলমুট প্রতিরাতে তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল। শেষে শুরু হল সিনেমা দেখা ও চাঁদনি রাতে অন্তহীন ভ্রমণ। দশ বছরের ছোট এই মেয়েটির প্রতি তার মনে এক কোমল অনুরাগ জন্মাল। তাকে সম্ভাব্য স্ত্রী হিসাবে, সন্তানের মা হিসাবে সে ভাবতে লাগল। হেলমুট ছেলেপুলে ভালবাসত। তাই স্বপ্ন দেখত: একটি বাড়ি, হলঘরে ছড়ান অনেকগুলি ছোটছোট জুতা... নিশ্চয়ই সে ওদের ভালবাসত। কারণ, ওদের সুখ, ওদের ভবিষ্যতের জন্যই তো সে লড়ছিল!

পরের ছুটিতেই লুইজা হল হেলমুটের স্ত্রী। সে ফ্রণ্টে ফিরে গেলে লুইজা দু'মাস তার কথাই অনুক্ষণ ভাবত। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে এটা বোঝার পর সে ভয় পেতে শুরু করে, জীবনের এই নতুন পরিস্থিতিতে বিরক্ত হয়ে ওঠে। সে তখন শহরে রওয়ানা হয়। সেখানে পৌঁছে হেলমুটের বন্ধুদের বাড়িটি বোমাবিধ্বস্ত দেখে সে হতাশ হয়ে হোটেলে জায়গা খুঁজে এবং শেষে ব্যর্থ হয়ে রাতটি বিমানবাহিনীর এক অফিসরের সঙ্গে কাটায়।

সন্তান প্রসবের পর ওটি অনাথ আশ্রমের জিম্মায় রেখে লুইজা উধাও

হয়ে যায়। হেলমুট তখন হাসপাতালে। গুলির মারাত্মক শব্দজনিত স্নায়বিক বৈকল্যের জন্য তার চিকিৎসা চলছিল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে অন্যের সঙ্গে লুইজার পালানোর ঘটনাটি সে জানতে পারে। তখন একটি রুশী স্কুলশিক্ষিকার কথা তার মনে পড়েছিল। হেলমুটের এক বন্ধু পাঁচ টিন মাংসের বদলে ওই শিক্ষিকার সঙ্গে শুয়েছিল। শিক্ষিকার বাচ্চা মেয়েটির কোন খাবার ছিল না। পরদিন গলায় দড়ি দিয়ে তাকে ঝুলতে দেখা যায়। প্রতিবেশীর আশ্রয়ে রাখা মেয়েটিকে সে দিয়ে গিয়েছিল মাংসের ওই টিনগুলি আর ওর বাবার একটি ফোটো। লুইজা ছিল হিটলার যুবলীগের সদস্যা, সত্যিকার আর্য, আদিম বন্য স্লাভ মেয়ে নয়। তবু সাধারণ বেশ্যার মতো সে মেয়েটিকে অনাথ আশ্রমে রেখে পালিয়েছে।

প্রতি সপ্তাহে একবার হেলমুট ওখানে যেত এবং খোলা বাতাসে বেড়ানোর জন্য বাচ্চাটাকে তার হাতে ছেড়ে দেয়া হত। সে ওর সঙ্গে খেলত, গান গাইত। তার ভালবাসা অচিরেই প্রায় পাগলামিতে পৌঁছল। ক্যাথিকে তার ছেলেটাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য দোলাতে দেখে একদিন সে এই প্রথম নিজেকে জিজ্ঞেস করে: 'কী সর্বনাশটাই না আমরা করেছি? কী জঘন্য আমরা! ওরাও তো আমাদের মতোই মানুষ, আমাদের মতোই ছেলেপুলেকে ভালবাসে, ওদের জন্য মরতে পারে।'

তারপরই রল্‌ফের হাতে ক্যাথির ছেলেটার সেই দুর্দশা। এই অবস্থায় যুক্তির বদলে আবেগই তাকে এই কাজে চালিত করেছিল। দু'সপ্তাহের একটি বাচ্চাকে খুন করতে উদ্যত রল্‌ফ ও বারবারার মধ্যে সে হঠাৎ যেন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক লুইজার ছায়া দেখতে পেয়েছিল।

আধঘণ্টা পর হেলমুট অনাথ আশ্রমে গেল। কিছুক্ষণের জন্য মেয়েটি বাইরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি সে পেল। উজ্জ্বল এনামেল লাগান ফুকরের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভয়ঙ্কর, অনাস্বাদিত চাপ সে অনুভব করতে লাগল। সে জানত: রল্‌ফ রুশী বাচ্চার লালচে শরীরটা তুলে নিয়ে ওকে মেরে ফেলতে উদ্যত হওয়ার দৃশ্যটি দেখার পর থেকেই এটা শুরু হয়েছে। হেলমুট অনুভব করল — কিছু একটা সে হারাচ্ছে, তার শীত-কাঁপুনি ধরেছে, গুলির চাপ-লাগা শরীরের পুরো বাঁ দিকটা অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

ফুকরের মধ্য দিয়ে এক মহিলাকে উঁকি দিতে দেখে সে বলল, 'শুভদিন। আমি উরসুলা কোলডারের জন্য এসেছিলাম ... আমার মেয়ে... আমাকে অনুমতি...'

'জানি। কিন্তু ওর এখন ঘুমন দরকার...'

'আমাকে এখনই বার্লিন ছেড়ে ফ্রন্টে যেতে হবে। আমি ওকে একটুক্ষণ বাইরে রাখব। আমার হাতেই ঘুমুবে। ওর ন্যাপকিন বদলানোর সময় হলেই ওকে ফিরিয়ে দেব...'

'কিন্তু ডাক্তার বোধহয় রাজি হবেন না।'

'আমি ফ্রন্টে যাচ্ছি,' সে ব্যস্ত স্বরে পুনরুক্তি করল। 'বাচ্চাটাকে দেখার এই শেষ সুযোগটি নিশ্চয়ই আমাকে দেবেন।'

'ঠিক আছে, দেখছি... একটু অপেক্ষা করুন, দয়া করে।'

একটুক্ষণ দশ মিনিটে গড়াল। ইতিমধ্যে হেলমুটের কাঁপুনি বেড়েই চলল, দাঁতে দাঁত লাগতে শুরু করল।

শেষাবধি ফুকর খুলল। সাদা কাপড়ে মোড়া বাচ্চাটাকে তার হাতে তুলে দেয়া হল। কম্বলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা বাচ্চার মুখটিকে সাদা কাপড়ের পাশাপাশি অদ্ভুত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

'ওকে বাইরে নিয়ে যেতে চান?'

'কী?' ওর কথা না শুনেই হেলমুট বলে।

ইতিমধ্যেই তার শোনার শক্তিটুকু উবে যাচ্ছিল, শব্দগুলি যেন বহুদূর থেকে কিংবা বন্ধ দরজার অন্দর থেকে তার কানে পৌঁছচ্ছিল। গুলির শব্দের সেই আঘাতের পর থেকে উত্তেজিত হলেই তার এই লক্ষণগুলি দেখা দিত। কয়েকবার সে রাস্তায় জ্ঞানও হারিয়েছে। বিমান হামলার পর বিধ্বস্ত হাসপাতাল বা অনাথ আশ্রম দেখলেই তার এমনটি ঘটত।

'বাচ্চাটাকে বাইরে নিলে আপনাকে একটা প্র্যাম দিতে পারি।'

'কেন?'

'তাহলে ওকে সবসময় কোলে রাখার দরকার হবে না।'

'না, ধন্যবাদ। ওকে বুকে ধরে রাখতেই আমি ভালবাসি।'

'আমাদের বাগানে ওকে নিয়ে ঘুরলেই ভাল হত। ওখানে সবকিছু চুপচাপ আর বিমান হামলা শুরু হলে আশ্রয়ের ব্যবস্থাও কাছে।'

'চমৎকার। আমার বাসটি এসেছে কিনা সেটা এক নজর দেখেই বাড়িতে ফিরে আসব...'

'কোন বাড়িতে?'

'বাগানে... আমি দুঃখিত, মানে বাগানে...'

'আপনি ভাবেন, আপনি যথেষ্ট সুস্থ?'

'নিশ্চয়ই, কেন নয়?'

'আপনাকে খুবই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে...'

'আমি চমৎকার আছি,' বলেই হেলমুট ওখান থেকে বেরিয়ে এল।

ফুটপাথ থেকে নামতেই সে তার পেছনে ব্রেকের আর্তনাদ শুনতে পেল। সৈন্যবাহিনীর ড্রাইভার অতিকষ্টে ওর কয়েক ফিট পেছনে কোনক্রমে তার গাড়িটি থামিয়েছে। ফুকর দিয়ে মাথা বের করে সে চেঁচাল, 'হেই, আহাম্মক কাহাকা, চোখ খুলে হাঁটি!'

হেলমুট তার অমূল্য পুতুলিটি জোরে চেপে ধরল এবং বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে বলতে ধসে পড়া বাড়িটির দিকে এগুল। ওখানে দরজার ধারে ক্যাথি অপেক্ষা করছিল। ছেলেটা উপুড়-করা একটি বাক্সে শোয়ান, ঘুমে একটু নড়ছিল।

'এই যে,' বলে হেলমুট মেয়েকে ক্যাথির হাতে দিল। 'আমি বাসস্টপে যাচ্ছি। কোণায় বাস দেখলেই আপনাকে এসে নিয়ে যেতে পারব।'

ক্যাথি খুবই হুঁশিয়ার হয়ে মেয়েটিকে ধরছে দেখে আবার তার চোখ জলে ভরে উঠল। সে দৌড়ে রাস্তায় এল।

'আমরা বরং একসঙ্গেই যাই!' ক্যাথি বলল।

'ব্যস্ত হবেন না, এখনই ফিরে আসব,' হেলমুট জবাব দিতে গিয়ে বারেক ফিরে তাকাল। 'আপনি জানেন না ওদের কাছে হয়ত আপনার ফোটো আছে। আমার কথা আলাদা। গুলির এই ব্যাপারটার পর আমার চেহারাটা পালটে গেছে। আপনি অপেক্ষা করুন।'

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সে বাসস্টপে পেঁছিল। রাস্তা নির্জন।

'ওরা আশ্রম থেকে সবাইকে সরিয়ে নিলে আমার মেয়েটিকে চিরদিনের জন্য হারাব। তারপর তাকে আর কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? বোমায় যদি মরতেই হয় তবে দুজনে একসঙ্গেই মরব। রুশী মেয়েটি আমার বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াবে, মানুষ তো যমজও পোষতে পারে। ওর জন্য যা করেছি ঈশ্বর আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন... বিশেষভাবে স্মলেন্‌স্কের শহরতলীর সেই ঘটনাটির জন্য।'

বাসের অপেক্ষায় থাকতেই বৃষ্টি নামল, কনকনে ঠান্ডা আর সেঁতসেঁতে। কিন্তু হেলমুট ভাবল: 'প্রথম বসন্তের বৃষ্টি তো আসন্ন গ্রীষ্মেরই ইশারা। আশ্রমের মেয়েরা কেবল আমাদের বাসে উঠতে না দেখলেই বাঁচি। আমরা চিড়িয়াখানা স্টেশন অবধি এতটুকু যাব। ওখানেই রেলস্টেশন। ট্রেনে চড়তে কিংবা উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভিড়ে যেতে কোনই অসুবিধা হবে না। আজকাল ভিড়ে উধাও হওয়া খুবই সোজা। মিউনিখ না পেঁছন অবধি সে

আমার মেয়েটিকে দুধ খাওয়াবে। ওখানে গেলে আমার মা আমাদের সাহায্য করবে। আমরা সেখানে নিশ্চয়ই কোন ধাই-মা পাব। অবশ্য ওরা তখনো আমাকে খুঁজে বেড়াবে... না, মা'র কাছে যাওয়া চলবে না। যাকগে, আসল কথা হল এই শহর ছেড়ে যাওয়া। একবার গাঁয়ে পেঁছে জলাজঙ্গলের আড়াল নিলে অবস্থাটাই পালটে যাবে। কিংবা আমরা উত্তরে, সাগর অবধি যাব! ওখানে হানসের বাড়ি যাওয়া যায়। কে আর ভাববে যে আমি ফ্রণ্টের এক বন্ধুর বাড়িতে রয়েছি?'

হেলমুট টুপিটা আরও টেনে কান পর্যন্ত নামিয়ে দিল। এখন সে আর কাঁপছে না। তার বাঁ দিকটা ক্রমেই স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

'বৃষ্টি এসে ভালই হল,' সে ভাবল। 'কিছু একটা তো ঘটছে। যখন তুমি অপেক্ষা করছ আর তোমার চারিদিকে সবকিছু নিথর, ভুতুড়ে পরিবেশ, এটা খারাপ, স্নায়ুর পক্ষে অসহ্য। আর বৃষ্টি বা বরফ পড়তে শুরু করলে নিজেকে আর ততটা আটক মনে হয় না।'

বৃষ্টি পড়ছেই। হঠাৎ মেঘের মাঝখানে একটা ফাঁক তৈরি হল এবং ছিদ্রপথে এক টুকরা নীলাকাশ ও রোদের ঝিলিক উঁকি দিল। 'শেষপর্যন্ত বসন্ত আসছে,' হেলমুট ভাবল। 'যেকোন দিন ঘাসের সবুজ দেখা দেবে...'

আর তখনই সে কোণের মোড়ে বাসের ভোঁতা নাক দেখতে পেল। ক্যাথির ওখানে ধসে-পড়া বাড়ির দিকে ছুটে যাওয়ার মুখে বাসের পেছনে আসা দুটি কাল ভুতুড়ে গাড়ি তার চোখে পড়ল। রাস্তার নিয়মকানুন কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে এগুলি সেই অনাথ ভবনের দিকে এগুচ্ছিল। আবার হেলমুটের হাঁটু কাঁপতে লাগল, বাঁ হাত অসাড় হয়ে এল। সে জানত গাড়িগুলি গেস্টাপোর। প্রথম উত্তেজনার তোড়ে সে ক্যাথির কাছে ছুটে যাওয়ার কথা ভাবল। কিন্তু দৌড়লে সে ওদের চোখে পড়বে এবং তারপর ক্যাথি সহ তার মেয়েটিকে ধরে নিয়ে ওরা সদরদফতরে যাবে — এটা সময়মতোই হেলমুটের মাথায় এসেছিল। সবচেয়ে ভাল হবে এখান থেকে ওদের চলে যাওয়ার পর পেছন দিকে ওখানে পেঁছন। 'ওরা বলে দেবে যে একটু আগে আমি মেয়েটিকে নিয়ে বাইরে গেছি আর তারপর ওরা আশেপাশে খুঁজে শেষপর্যন্ত রুশী মেয়েটিকে ওই গুদামে পেয়ে যাবেই।'

তার মেয়েটার তখন কী ঘটবে এর কিছুই সে আর আঁচ করতে পারছিল না। শেষে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে আর গেস্টপোর লোকরা তাকে ধরে নিয়ে যায়, এজন্য সে ভয় পেতে শুরু করল। 'ওরা বাচ্চা মেয়েটাকে খুঁজে বের করবে। ওকে উদোম করে খোলা জানালার পাশে রাখবে। বসন্ত তো সবে

শুরু হয়েছে। কবে সত্যিকার গরম পড়বে তার এখনো হদিস নেই। কিন্তু যদি গুলি চালাই, রুশী মেয়েটি শুনতে পাবে। কী ঘটেছে বুঝতে পারবে। আমি জানি ও বেইমানী করবে না। এটা হতে পারে না যাতে...'

হেলমুট রাস্তায় এল এবং পিস্তল বের করে সামনের গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের উপরে এলোপাতাড়ি গুলি চালাল। সে সাবমেশিনগানের গুলি ঝরার শব্দ শুনল এবং তার ঝাঁঝরা শরীরটি শেষ বারের মতো নিথর হওয়ার আগে একটিমাত্র যন্ত্রণা সে অনুভব করল: 'মেয়েটিকে কী নাম দিয়েছিলাম সেটা তো ওকে কোনদিন বলা হয় নি...'

'না, স্যর,' হেলমুটের কাছে যে-নার্স বাচ্চাটিকে দিয়েছিল সে বলল, 'দশ মিনিটের বেশি হবে না।'

'তাহলে বাচ্চাটা কোথায়?' সাদা-চুল গোয়েন্দাটি তার কলপদার চুলয়ালা বন্ধুর লাসের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল। তার লাসটি এখন দরজার কাছে। এবার বয়স চিনতে আর কোন ভুল হবে না: নিশ্চয়ই বেশ কিছুদিন সে চুলে কলপ দেয় নি। চুলগুলির গোড়া সাদা, উপরটা বাদামী।

'ওরা বোধহয় গাড়িতে চলে গেছে,' দ্বিতীয় মহিলাটি বলল, 'ওরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি গাড়ি যেতে দেখেছিলাম।'

'কী? বাচ্চা মেয়েটা নিজেই গাড়িতে চড়ে বসেছিল?'

'না,' মহিলাটি গম্ভীর হয়ে বলে চলল, 'নিশ্চয়ই সে নিজে উঠে নি। সে তো কোলের শিশু।'

মুল্লার অন্য লোকটিকে আশপাশ খুঁজে দেখতে বলল। তাকে এখনই অফিসে ফিরতে হবে। 'যেকোন মুহূর্তেই আমার দু'নম্বর গাড়িটি আসবে। ওটা রওয়ানা হয়ে গেছে। কিন্তু বাচ্চা মেয়েটা গাড়িতে উঠল কীভাবে?' দরজা পর্যন্ত পেীছে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল। 'কী ধরনের গাড়ি ছিল ওটা?'

'বড়সড়ো।'

'লরি?'

'না, সাধারণ সবুজ রঙের।'

'মনে হয় নম্বরটি লক্ষ্য করেন নি?'

'না, খেয়াল করি নি।'

'কিছু একটা ঠিক মিলছে না,' মুলার বলল এবং দরজা খুলল। 'পাশের বাড়িগুলি একটু খুঁজেটুঁজে দেখ। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।'

'সবদিকেই তো আঁস্তাকুড় আর জঞ্জাল।'

'ওগুলিই দেখ,' মুলার যোগ করল। 'পুরো ব্যাপারটাই এমন আহাম্মকী আর হাতুড়ে যে মাথামুণ্ডু বোঝাই দায়!'

'আর ও যদি কোন ধূর্ত পেশাদার হয়, তাহলে?' সিগারেট ধরাতে ধরাতে সাদা-চুল গোয়েন্দা বলল।

'কোন ধূর্ত পেশাদারই সরাসরি এই অনাথ ভবনের ধারে-কাছে আসবে না,' বলেই মুলার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এইমাত্র শোলৎসের কাছ থেকে সে জেনেছে — যে রুশ লোকটি সাঙ্কেতিক খবরের ক্যাপসুল নিয়ে বার্নে গিয়েছিল ওর আত্মহত্যার পর সেখানকার বাড়ি সুইস পুলিস দখল করে নিয়েছে।

লসানের দৃশ্য সহ একটি কার্ড বার্লিনের ঠিকানায় স্টির্লিৎসকে পাঠানোর পর পাস্তর শ্লাগ বাড়ি ফিরল। এখন সে সেন্ট লরেন্ট গির্জার আবাসিক এলাকার ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। গেস্টাপোকে এড়িয়ে থাকার মতো জায়গাগুলির মধ্যে এটিও স্টির্লিৎসের তালিকায় ছিল। তার থাকার ঘরটি ছোটখাটো, অনেকটা উঁচু। ধনুকের মতো, চকচকে উজ্জ্বল সাদা ছাদটি দেখলেই কেবল গির্জার কথা মনে হত। অন্যদিকে আসবাবগুলি ছিল নরম, গদি-আঁটা এবং উজ্জ্বল গাঢ় লাল ভেলভেটে মোড়া।

শ্লাগকে বলা হয়েছিল যে, যেসব বিদেশীরা বিশেষ কারণে হোটেলে থাকার সুযোগ পায় না বা সেখানে থাকতে অনিচ্ছুক, তাদের জন্যই এই ঘরটি আলাদা করে রাখা। ভ্রাতৃহত্যা থেকে ইউরোপীয়দের বাঁচানের উদ্দেশ্যে বার্নে শান্তি মিশনে আগত বিদেশীরাই যে এই শ্রেণীর অতিথি তাও শ্লাগকে জানান হয়েছিল।

সে জানালায় বসে অনেকক্ষণ নিচের শহরের দৃশ্য দেখছিল: এখানে কোন নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা নেই, দোকানের জানালা ও সিনেমাগুলির প্রবেশপথে রঙবেরঙের আলোর রোশনাই। তার মনে হল নিচে লোকজন দেখে দেখে সে কখনই ক্লান্ত হবে না। বহু বছর সে একসঙ্গে এতগুলি তরুণ মুখ দেখে নি। বলতে গেলে, জার্মানিতে সে ভাবত যে দুনিয়াটাই বুড়িয়ে যাচ্ছে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

'দয়া করে ভেতরে আসুন।'

'আপনার কি কফি লাগবে?' বয়স্ক পরিচারক জিজ্ঞেস করল।

'ধন্যবাদ, লাগবে না।'

'যদি কফি, চা বা জলের দরকার হয় তবে দয়া করে ঘণ্টিটা বাজাবেন।'

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ!'

'তাহলে আমি যাই, শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি। আচ্ছা, বলছিলাম কী, আপনার কাছে ঘুমের ওষুধ বা ব্রোমাইড আছে? কিছুতেই ঘুম আসছে না।'

'জিজ্ঞেস করে এখনই আসছি।'

জার্মানির প্রাক্তন চেনসেলর ব্রুনিংয়ের সঙ্গে ওই বিশের দশক থেকেই পাস্তরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ওর সঙ্গে সেদিন সকালের আলোচনার পর কোন ওষুধ ছাড়া যে ঘুমুতে পারবে না সেটা পাস্তর ঠিকই বুঝেছিল। ঘরে ফিরে সাক্ষাৎকার সম্পর্কে সে তার মতামত লিখতে চেয়েছিল। কিন্তু টেবিলে বসতেই পারে নি। তার ধারণা এতই অভাবিত ও হতাশাভরা ছিল যে প্রথমে নিজের সমস্ত শক্তি একত্র করে ব্রুনিংয়ের বক্তব্যগুলি সতর্কভাবে বিচার করার পরই শুধু কিছু লেখা চলত।

'আমাদের আলোচনার গোড়ার দিকে,' সে প্রতিটি শব্দে থেমে থেমে ধীরে ধীরে শুরু করল, 'প্রাক্তন চেনসেলর আমাদের পরিচিতরা আজ কতটা দূরে সরে যাচ্ছে এনিয়ে প্রশ্ন তুললেন, প্রচন্ড বিপদের ঝুঁকি সত্ত্বেও কোন শর্ত ছাড়াই যিনি আমাকে দেশ থেকে বেরুতে সাহায্য করছেন তাঁর সাহসের প্রশংসা করলেন, গ্রেপ্তারকালে ও বন্দীশিবিরে আমার দেখা কয়েদিদের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তারপর আমাদের ঈপ্সিত বিষয়ের দিকে আলোচনার মোড় ঘুরালে ব্রুনিং বললেন, 'অনুপস্থিতরা সব সময়ই ভ্রান্ত। হয়াইট হাউসের লোকরা আর আমার সম্পর্কে উৎসাহী নয়। ওরা তো বাস্তববাদী রাজনীতিক, সত্যিকার ক্ষমতাশালী আর আমি হলাম এক প্রাক্তন রাজনীতিক, ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার। আমাদের ভাষা এখন আলাদা হয়ে গেছে, আর আমি যে ওদের কাছে পল্লবগ্রাহী মাত্র এতে কোন সন্দেহ নেই। পদচ্যুত রাজনীতিকদের মতো আর কেউ এত তাড়াতাড়ি নিঃসম্বল হয় না।' আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে বিরোধীপক্ষের সেরা লোকরা হিমলারের হাতে মারা পড়ার পর জার্মানিতে কাকে আর বিচক্ষণ রাজনীতিক ভাবা যায় তখন ব্রুনিং বললেন, 'হিমলার।' এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে গিয়ে যখন আমি বললাম যে এতে তাঁর আহত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য ফুটে উঠেছে,

তিনি অনেক দিন দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন, তখন তিনি আমাকে একটি দলিলপত্র পড়তে বললেন। তদুপরি তা থেকে নোট নিতেও আমাকে অনুমতি দেন। প্রথমে এটা দেখে আমি বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে ফেলি, পরে ওটা নাৎসিদের জাল করা কাগজপত্র ভাবতে থাকি। জবাবে ব্রুনিং বললেন যে দলিলপত্র খাঁটি না হলে তিনি খুবই খুশি মনেই আমার সুপারিশ অনুমোদন করতেন। জার্মানদের বর্তমান আলাপ-আলোচনার পেছনে কতটা সরকারী পোষকতা রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রুনিং বললেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে এর যেকোন সরাসরি জবাবই কিছুটা ভুল হতে পারে, কারণ ন্যাৎসি একনায়কত্বের বৈশিষ্ট্যের দরুন কেবল ফুয়েরর বা হিটলারকে হটিয়ে সর্বময় ক্ষমতা দখলে ইচ্ছুক তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীই কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ব্রুনিংয়ের মতে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি হবার পক্ষে রাইখস্‌মার্শাল গোয়েরিং বা বোরমানই যোগ্য লোক। হিমলারের পক্ষে উপরে আসা তিনি সম্ভবপর মনে করেন না। 'পশ্চিমের কোন কোন চক্র তার সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী হতে পারে, কিন্তু জাতীয় সমাজতন্ত্রের ভয়ঙ্কর ঘটনাবলীর প্রতীক হিমলারের সঙ্গে গণতন্ত্রীদের এক ও অভিন্ন টেবিলে আলোচনা চালানোর ব্যাপারটি সাধারণ জনমত কিছুতেই সহ্য করবে না। যদিও হিমলারই এখন জার্মানিতে সবচেয়ে শক্তিশালী, তবু সত্যিই তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে এটা বিশ্বাস্য মনে হয় না।' আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি যে জার্মানির সঙ্গে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠায় পশ্চিমী জোটের আগ্রহ কতটা খাঁটি। জবাবে ব্রুনিং বলেন যে, এই ধরনের আলাপ-আলোচনা কোথায় ও কাদের মধ্যে চলছে তিনি আমাকে জানাতে পারেন না। তবে হয় তা চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছে বা অচিরেই পৌঁছবে। তাঁর তথ্যসূত্রের নির্ভরযোগ্যতার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বুঝান যে নির্বাসিত রাজনীতিক সাধারণত বিশ্বাসযোগ্য গুজবেরই সদ্ব্যবহার করেন। তাঁকে যখন বললাম যে, অনর্থক রক্তপাত বন্ধ এবং মানুষকে দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য জার্মানির আমার বন্ধুরা পশ্চিমী জোটের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চালানোর সম্ভাবনা খোঁজার উদ্দেশ্যেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তখন ব্রুনিং তাঁদের পরিচয় জানতে চান। প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না পেয়ে তিনি আমাকে মার্কিন ও জার্মান পক্ষের আলোচনার নথিপত্র আবার ঘাঁটতে বললেন, যাতে আমি শান্তি নিকটতর করায় স্বীয় উদ্যোগের পথে ভিন্নতর মতামত মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে পারি। এইসঙ্গে আলোচনার আক্ষরিক প্রতিলিপির একটি কপি এতে দেয়া হল...'

বোরমানের আটক আর্কাইভ থেকে দলিলপত্র বাছাইকারীদের একজন খুব ভোরে শেলেনবার্গকে ফোন করল।

'আমরা কিছু একটা পেয়েছি,' সে তাকে বলল, 'যদি আপনি এখানে আসেন, আপনার জন্য কয়েকটি কাগজ তৈরি আছে।'

'এখনই আসছি,' শেলেনবার্গের সংক্ষিপ্ত জবাব শোনা গেল।

ওখানে পৌঁছে কোট না খুলেই সে টেবিলে এল এবং তার জন্য আলাদা করে রাখা কয়েকটি কাগজ তুলে নিল। তাড়াহুড়ো এগুলি দেখতে দেখতে সে বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকাল এবং ধীরে ধীরে কোট খুলে চেয়ারের পেছনে রেখে বাঁ পা শরীরের নিচে চেপে রেখে বসল। আসলে কাগজগুলি ছিল খুবই কৌতূহলজনক। এগুলির প্রথমটিতে ছিল:

'এক্স-দিবসে কালটেনব্রুনার, পল, শেলেনবার্গ ও মুলারকে অন্তরীণ করতে হবে।' মুলারের নামটি লাল পেন্সিলে কাটা রয়েছে। শেলেনবার্গ তার চকচকে কার্ডের একটিতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন সহ ঘটনাটি বিশেষভাবে লিখল। সংক্ষেপে টুকে রাখার জন্য সে সবসময়ই পকেটে এই ধরনের কার্ড বয়ে বেড়াত, ডেস্কেও মজুত রাখত। স্বাক্ষরহীন ও প্রাপকহীন এই কাগজে নিম্নোক্ত অংশটুকুও ছিল: 'এটা ধরে নিতে হবে যে, উপরোক্ত গেস্টাপো ও এস.ডি নেতাদের অন্তরীণ কারও কারও চিত্তবিক্ষেপ ঘটাবে। নির্দিষ্ট এক একটি দায়িত্বপ্রাপ্ত এইসব অন্তরীণদের খোঁজার ব্যাপারে আনুষঙ্গিক স্বার্থসংশ্লিষ্টরাই উদ্যোগী হবে।'

তারপর শেলেনবার্গ ১৭৬টি নামের একটি তালিকা দেখতে পেল। এতে ছিল: 'এইসব গেস্টাপো ও এস.ডি অফিসররা নানা পর্যায়ে রাইখের বৈদেশিক নীতির মূল দিকগুলির উপর আলোকপাত করতে পারে এবং তা প্রধান সূত্রের বদলে পরোক্ষ খুঁটিনাটি থেকে। সন্দেহ নেই যে নিজেরা না জানলেও এদের প্রত্যেকেই পুরো নকশার অংশবিশেষ এবং একাভাবে মূল্যহীন হলেও অন্যদের সঙ্গে যুক্তাবস্থায় এরা অমূল্য বটে। তাই রাইখের যেসব শত্রুরা জাতীয় সমাজতন্ত্র প্রয়োগের অসদ্ব্যবহারের নজির দেখিয়ে এর ভাবাদর্শগুলি সম্পর্কে সন্দেহ জাগাতে চায়, এইসব লোকেরা তাদের হাতে ব্যবহৃত হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে উপরোক্ত অফিসরদের প্রত্যেকেই পরস্পরযুক্ত বিধায় রাইখের জন্য একটি প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি অবশ্যই সম্ভব। দুঃখের বিষয়, এইক্ষেত্রে পার্টির লক্ষ্য এবং এস.এস-এর বাস্তব কার্যকলাপের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন সীমারেখা টানা অসম্ভব, যে-পরিমাণে এই অফিসররা আন্দোলনের পুরনো শরিক, যারা ১৯২৭-১৯৩৫ সালের মধ্যে

এন.এস.ডি.এ.পি-তে যোগ দিয়েছিল। এই বিবেচনার প্রেক্ষিতে এদের অন্তরীণ উপযোগী ও প্রয়োজনীয় প্রমাণিত হবে।'

'আচ্ছা, তাহলে আমাদের অবস্থা হল এই,' শেলেনবার্গ ভাবল। 'তিনি ধীরে ধীরে কলকাঠি নাড়ছেন, আমাদের পার্টি-নেতা। আমরা হলে বলতাম 'খতম,' উনি বলছেন 'অন্তরীণ'। সুতরাং আমাকে অন্তরীণ করা হবে আর মুলার থেকে যাবে। অবস্থা এখানে দাঁড়ালে এটাই আমি আশা করেছি। আর কিছু ভাবা আহাম্মকির সামিল বৈকি। খুবই আশ্চর্য যে, কালটেনব্রুনারও এই তালিকায় আছে। অবশ্য এটা বোঝা খুবে একটা কঠিন কিছু নয়: মুলার সবসময় আড়ালেই ছিল। কেবল পেশাদাররাই তার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু কালটেনব্রুনার খ্যাতির চৌহদ্দি পেরিয়েছে, দেশের বাইরেও তার নামডাক। উচ্চাশার জন্যই যে তার পতন ঘটবে সেটা সবসময়ই ভেবেছি। রাইখের জন্য প্রয়োজনীয় হতে চেয়েছি — এতেই আমার পতন ঘটেছে। রহস্যোদ্ধারের মধ্য দিয়েই আমি রাইখের জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারতাম। দেশ ও বিদেশের গোপন ব্যাপারগুলি উদঘাটনের মাধ্যমেই আমি নিজের প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ দিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানেই তো আমাদের রাষ্ট্রের স্ববিরোধিতা: তুমি যতবেশি সেবার চেষ্টা করবে তোমার বিপদ বাড়বে ততটাই। এর কারণ, আমার মতো মানুষের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্যগুলি নিয়ে কবরে যাওয়াও বেআইনী। এইসব গুপ্ততথ্যের ব্যাপারে অন্য কারও সঙ্গে শরিকানা থাকলে জীবন ও স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে ফারাকটা খুবই কমে যায়। দৃশ্য থেকে আমার মতো মানুষকে কোন হুঁশিয়ারী ছাড়া একেবারে হঠাৎই উধাও হতে হয় ... যেমনটি হেড্রিখকে...'

'অন্তরীণযোগ্যদের' তালিকার নামগুলি আরেকবার শেলেনবার্গ দেখল। তার বিভাগের অনেকের মধ্যে এর ১৪২ নম্বরে আছে এস.এস স্টান্ডারটেনফুয়েরর স্টির্‌লিৎস।

বোরমানের তালিকা থেকে মুলারের নামটি কাটা গেছে অথচ স্টির্‌লিৎসের নাম কাটা পড়ে নি। আসলে এথেকেই বোঝা যায় যে কী অসম্ভব তাড়াহুড়া ও গন্ডগোলের মধ্যেই না পার্টি-আর্কাইভটি সরান হয়েছে। তালিকার সংশোধনী সম্পর্কে বোরমানের নির্দেশ এসেছিল ঘটনার দুদিন আগে এবং চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে স্টির্‌লিৎসের নামটি কেটে দেয়া আর সম্ভবপর হয় নি। হয়ত এইসব দলিলের প্রথম পৃষ্ঠাই শুধু সংশোধন করা গিয়েছিল যেখানে

কেবল মালদার লোকজনদের নামই ছিল। এই ভুলটুকুর জন্যই স্টির্‌লিংস রেহাই পেয়ে গেল এবং তা আগামীতে বোরমানের বিশ্বস্তদের হাতে 'অন্তরীণ' হওয়ার বদলে শেলেনবার্গের কসাইদের 'ছুরির পোঁছ' থেকে। ওরা ছিল এই ব্যাপারে খুবই চটপটে আর করিতকর্মা... বলতে গেলে, 'খতম করাই' তো তাদের পেশা।

'কিছু ঘটেছে কি?' ভিতঘরের ৭ নং সেলে মুলার ফিরে এলে স্টির্‌লিংস জিজ্ঞেস করল। 'আমার দুশ্চিন্তা বাড়ছিল।'

'ঠিকই বলেছেন,' মুলার মন্তব্য করল। 'আমিও দুশ্চিন্তায় ছিলাম।'

'আমার মনে পড়েছে,' স্টির্‌লিংস ঘোষণা করল।

'কী আপনার মনে পড়েছে?'

'কীভাবে রুশী মেয়েটির স্যুটকেসে আমার আঙুলের ছাপ লেগেছিল... আচ্ছা, এখন সে কোথায়? আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাদের মোকাবিলা করানোর জন্য ওকে নিয়ে আসতেই গেছেন...'

'সে এখন হাসপাতালে। শীঘ্রই তাকে আনা হবে।'

'কী হয়েছে ওর?'

'কিছুই হয় নি। ওকে কথা বলানোর জন্য রল্‌ফ বাচ্চাটাকে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।'

'ও মিছে বলছে,' স্টির্‌লিংস খুশি হয়ে ভাবল। 'ক্যাথিকে কথা বলাতে পারলে ও আমাকে এখানে আটকে রাখত না। সত্য ঘটনাটা সে খুঁজছে, তবে মিছে কথাই বলছে।'

'যাকগে, এখনকার মতো তাড়াহুড়ার কিছু নেই।'

''এখনকার মতো' কেন? তাড়াহুড়ার কিছু নেই, বাস।'

'এখনকার মতো,' স্টির্‌লিংস আবার বলল। 'আপনি যদি সত্যিই স্যুটকেসের ব্যাপারটার একটা ফয়সালা চান তাহলে আমি পুরো ব্যাপারটা খোলসা করতে পারি। এতে আমার চুল আরও কিছু পেকে গেলেও সত্য যে শেষপর্যন্ত জয়ী হয় এতে আমার কোনই সন্দেহ নেই।'

'আমাদের মতামতের মিল দেখতে পেয়ে খুশি হলাম। এবার সত্যি ঘটনাটাই বলুন।'

'এজন্য আপনাকে বাইওরেটারস্ট্রাসে ঘেরাওকারী পুলিসদের তলব করতে হবে। ওখানে আমাকে থাকতে হয়েছিল এবং এস.ডি পাস দেখান সত্ত্বেও আমাকে গাড়ি নিয়ে যেতে দেয়া হয় নি। তাই আমি কেপেনিকস্ট্রাসে

থুরে রওয়ানা হই এবং সেখানেও আমাকে আটকান হয়। গাড়ির ভিড়ে রাস্তা তখন বন্ধ। কী হয়েছে দেখার জন্য এগিয়ে গেলে এক রোগা ছোকরা পুলিস, — বোধহয় যক্ষ্মায় ভুগছে — এবং তার সঙ্গী যাকে আমার আর ততটা মনে নেই, ওর মুখ ছিল কালিমাখা, আমাকে ওদিকে কিছুতেই যেতে দেবে না, অথচ ওখানকার টেলিফোনবুথ থেকে শেলেনবার্গকে খবর দেয়া আমার দরকার। শেষে পাস দেখাতেই হল। গেলাম বুথে। কাছেই এক মহিলা কয়েকটি বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জঞ্জাল থেকে প্রাম ঠেলে তুলতে তাকে আমি সাহায্য করি। আগুনের মুখ থেকে আমি তখন কয়েকটি স্যুটকেস সরাতেও হাত লাগাই। বিমান হামলার পর স্যুটকেসের তোলা ফোটোটা দেখুন, এক। তারপর পিয়ানোবাজিয়ের বাড়ির ঠিকানার সঙ্গে স্যুটকেস যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেটা মেলান, দুই। ওখানে কর্মরত পুলিসদের ডাকুন। ওরা সেখানে আমাকে দুস্থ লোকদের সাহায্যে এগিয়ে গিয়ে স্যুটকেসগুলি জঞ্জাল থেকে বের করতে দেখেছে, তিন। এর কোনটি যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে একটি গুলি সহ আমাকে পিস্তল দিন। আপনার কাজটি আমিই করব। আমার আর কোন পথ নেই। আপনাকে দেবার মতো অন্য অজুহাতও আমার নেই।'

'হুঁ। আমরা দেখব,' সামান্য হেসে মুলার জবাব দিল। 'আমরা ওটা পরখ করব। খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে। প্রথমে আমাদের জার্মান সাক্ষীদের জিজ্ঞেস করব, তারপর আপনার রুশী মেয়েটিকে।'

'আমাদের রুশী মেয়েটিকে,' স্টির্‌লিৎস সংশোধন করল। 'নাকি আপনি আমাকে সরাসরি রুশ চর ভাবছেন?' হেসে সে জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক আছে,' মুলার বলল, 'আমাকে আর কথা শেখাতে হবে না।'

টেলিফোন করার জন্য মুলার বাইরে গেলে স্টির্‌লিৎস পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করতে লাগল: 'এমন কি তারা যদি ক্যাথিকে বাগ মানাতেও পারে, যদি ঘটনাগুলি তাদের পরিকল্পনা অনুসারেই চলে, তাহলে ওকে হাসপাতালে নেওয়ার বদলে এখানে আনাই তো উচিত ছিল... যদি তারা প্লেশ্‌নারকে ধরে ফেলে থাকে তখন তারা আমাকে নিয়ে আর টানাহেঁচড়া করবে না — এই অবস্থায় দেরি করা অর্থহীন, উদ্যোগ হারিয়ে বসাই স্বাভাবিক।'

'আপনাকে ওরা কিছু খেতে দিয়েছে?' ফিরে এসে মুলার জিজ্ঞেস করল। 'একটু কিছু গিল নিলে কেমন হয়?'

'সময়ও হয়েছে,' স্টির্‌লিৎস সায় দিল।

'এখানেই কিছু একটা আনতে বলে দিয়েছি।'

'ধন্যবাদ, ওই পুলিসদের তলব করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে...'

'ওটা কিছু না,' হাল ছেড়ে দিয়ে মুলার বলল। 'বেঁচে যে আছি এটাই তো ভাগ্য। কিন্তু 'এখনকার মতো' বলতে আপনি কী বুঝতে চেয়েছিলেন? 'এখনকার মতো তাড়াহুড়ার কিছু নেই'.. আসুন, কথা বলুন... মতলব লুকিয়ে রেখে এখন আপনি আর বেশিদূর এগুতে পারবেন না...'

'মোকাবিলার পর পরই আমি বলব,' স্টির্‌লিংস জবাব দিল।' নইলে এটা বলা একেবারেই নিরর্থক। আমার অজুহাত না টিকলে 'এখনকার মতো' এই কথাটি বলাও অর্থহীন বৈকি।'

দরজা খুলল। রক্ষীদের একজন সাদা ন্যাপকিন-ঢাকা একটা ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। এতে একটি থালায় ছিল সিদ্ধ মাংস, রুটি, মাখন এবং নীল রঙের বাটিতে দুটি সিদ্ধ ডিম।

'এই ধরনের কয়েদখানায় নির্জন ভিতঘরে দিন দুই ঘুমাতে পারলে আমি খুশিই হতাম। এখানে বোমা পড়ার শব্দটি পর্যন্ত পৌঁছয় না।'

'ঘুমানোর মতো কিছুটা সময় আপনি পাবেন।'

'এই আয়েসী চিন্তার সুযোগ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ,' স্টির্‌লিংস হেসে উত্তর দিল।

'হাসছেন কেন?' বাঁকা হাসি হেসে মুলার জিজ্ঞেস করল। 'আমি সত্যি সত্যিই বলছি... আপনার ভাবসাব আমার ভাল লাগছে। এখানে আলাপ করার জন্য আমার নিজের কয়েকজন সাগরেদকে ডেকেছিলাম। ওরা ঘা-খাওয়া কুকুরের মতো লেজ গুটিয়েছে। একটু মদ চলবে?'

'না, ধন্যবাদ।'

'মানে খান না?'

'আশা করি আমার প্রিয় কনিয়াকের ব্র্যান্ডটি আপনি জানেন।'

'নিজেকে অতটা ভাববেন না, স্টির্‌লিংস। ঠিক আছে... যদি না চান খাবেন না। একটু মদ না হলে আমার আর চলছে না। বলতে কী, আমি ঠিক আর আমাতে নেই।'

মারাত্মক কিছু একটা যে ঘটেছে, ক্যাথি গুলির শব্দ শুনেই বুঝতে পারল। সে গুদামের দরজা অবধি ছুটে গেল এবং উঁকি দিয়ে দেখল দুটি কাল গাড়ি আর ফুটপাথের মাঝখানে পড়ে-থাকা হেলমুটের লাস। যেপথে

এসেছিল সেদিকেই সে ছুটে গেল: তার ছেলেটা বাক্সের উপর অস্থির হয়ে মোচড়াচ্ছে। কোলের মেয়েটি তখন ঘুমে অসাড়, শুধু মাঝে মাঝে তৃপ্তিতে ঠোঁট চুষছিল। ক্যাথি ওকে ছেলেটার পাশে রাখল। তার চলাফেরা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হাত কাঁপছে। সে নিজেকে জোর করে বলল, 'ইস! চুপ! 'চুপ' কেন?' গুদামের আরও ভেতরের দিকে গেলে ক্যাথি ভাবল: 'আমি তো চেঁচাই নি...'

হাতদুটি সামনে ছড়িয়ে পাথর ও কাঁড়িবরগায় হোঁচট খেতে খেতে ঘুটঘুটে অন্ধকারে সে এগুতে লাগল। যখন থেমে সে চারিদিকে তাকানোর চেষ্টা করল তখন যে-বাক্সের উপর বাচ্চাগুলি রেখেছিল সেটি আর দেখতে পেল না। সামনে নিরেট অন্ধকারের দেয়াল। ক্যাথি ভয় পাচ্ছিল যে সে পথ হারাবে আর বাচ্চাদের কাছে ফেরার পথটি খুঁজে পাবে না: ওরা একা আর ছেলেটা যেকোন সময় কেঁদে উঠতে পারে। নিশ্চয়ই ও কাপড় ভিজিয়ে ফেলেছে। সে মেয়েটাকেও জাগিয়ে দেবে। দুটো একসঙ্গে চেঁচাতে থাকবে। ওদের কান্না রাস্তায় পৌঁছবে। ক্যাথি হতাশায় কাঁদতে শুরু করল, দুনিয়ার কাছে নিজেকে তার অপ্রয়োজনীয় মনে হল। দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে সে আবার ফিরে আসতে লাগল। একটু তাড়াতাড়ি পা চালাল। হঠাৎ একটা পাইপে পা আটকে যাওয়ায় সে টাল হারাল। সামনে হাত বাড়িয়ে, চোখ বুজে ক্যাথি সটান মাটিতে পড়ে গেল। মুহূর্তকাল সে চোখে সরষেফুল দেখল এবং শেষে মাথার তীব্র যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাল।

... জ্ঞান ফিরলে কতক্ষণ এভাবে ছিল, সেটা এক মিনিট, না এক ঘণ্টা, তার কিছুই ক্যাথি আঁচ করতে পারল না। চোখ খুলতেই একটা অদ্ভুত শব্দ সে শুনতে পেল। তার মুখের বাঁদিকটা বরফের মতো ঠাণ্ডা খাঁজ-কাটা একটা লোহারে সঙ্গে সাঁটা এবং সেখান থেকেই শব্দটা আসছিল। মাথার ভারি আঘাতকেই ক্যাথি প্রথমে এর কারণ ভেবেছিল। কিন্তু মুখ তুলতেই সেটা বন্ধ হল। সঠিক বললে, বদলে গেল। উঠে দাঁড়ানোর মুখে সে হঠাৎ বুঝতে পারল যে নর্দমার মেন-হোলের মুখের উপর সে পড়ে আছে। খাঁজ-কাটা লোহার চারদিকে হাত দিয়ে আঘাত করে করে ব্যাপারটা সে যাচাই করল। তারপর লোহাটি উঠানোর সে চেষ্টা করল। কিন্তু ওটা নড়ল না। শেষে সে মেন-হোলের বাইরে অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে যেন মরচে-ধরা লোহার একটা শিক খুঁজে পেল। ঢাকনির নিচে শিকটা লাগিয়ে ওটা সে একপাশে কিছুটা সরাল। ঢাকনিতে আটকান শব্দ নিচের অতল গভীর থেকে এখন প্রবল হয়ে উঠল।

18-005

সাদা-চুল গোয়েন্দা টর্চ জ্বালতেই বহুদূর অবধি অন্ধকার হঠাৎ ছিঁড়েখুঁড়ে গেল।

'শুনুন, এস.এস ছোকরা একাই পিস্তল চালিয়েছিল, নাকি ওরা দুজনেই কাজটি সেরেছিল?' সঙ্গীদের সে জিজ্ঞেস করল।

কে একজন উত্তর দিল, 'গেস্টাপো ল্যাবরেটারিতে ফোন করেছিলাম। কিন্তু এখনো সবকিছু তৈরি হয় নি।'

'অথচ শুনি, বলামাত্রই নাকি গেস্টাপো সব কিছু সেরে ফেলে। দেখেটেকে মনে হচ্ছে সবই কথার তুবড়ি। কেউ গিয়ে ওখানটা দেখুক, চোখে আজকাল কেমন ঝাপসা দেখি: ওগুলি পায়ের দাগ না অন্যকিছু?'

'ধুলাবালি তো তেমনটা নেই ... যদি এখন গরমের দিন ...'

'যদি এখন গরমের দিন, আমাদের যদি একটা কুকুর থাকত, এস.এস-র কাছ থেকে পালান মেয়েটির যদি একটি দস্তানা পাওয়া যেত আর যদি কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে গন্ধ আঁচ করতে পারত... এক মিনিট, সিগারেটের ওই গোড়াটা?'

'পুরনো, দেখাই তো যাচ্ছে। ওটা প্রায় পাথর হয়ে গেছে।'

'দেখা এক কথা, গিয়ে হাত লাগাও তো। আমাদের কাজে সবসময় হাত লাগবে ... ঈশ্বরের দয়া যে, গুনটারের বউ নেই। আমি কেবল ভাবি, তোমরা কীভাবে আমার মারিয়াকে বলতে পারতে যে আমার ঠাণ্ডা শরীরটা লাসঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে?'

বেরনোর অন্যকোন পথ আছে কি না সেজন্য সারা গুদাম খুঁজে আরেকজন গোয়েন্দা তার কাছে এল।

'কী?' পাকা-চুল জিজ্ঞেস করল।

'দুটো পথ ছিল। কিন্তু এখন বন্ধ।'

'কীসে?'

'ইটে।'

'ওগুলিতে অঢেল ধুলা আছে কি?'

'না, এখানকার চেয়ে বেশি নয়। ইট-সুরকির মধ্যে আর কতটা ধুলাবালু থাকে?'

'কিছু নেই?'

'ইট-সুরকির উপর কী আর থাকবে?'

'আবার গিয়ে এক চক্কর দেখে এস, যদি ...শয়তানগুলি ভোগায় পাজি।'

আস্তে আস্তে কথা বলে তারা একসঙ্গে এগিয়ে গেল এবং আলো ফেলে

গুদামের দূরের কোণগুলি, ভাঙা ইট ও কড়িবরগা দেখতে লাগল। তারপর সাদা-চুল থামল এবং এক প্যাকেট সিগারেট বের করল।

'এক মিনিট,' সে বলল 'সিগারেটটা ধরিয়ে নিই।'

মেন-হোল ঢাকনির উপর দাঁড়িয়েই সে কথাগুলি বলল।

ক্যাথি ঠিক মাথার উপর পুলিসদের দাঁড়ানোর শব্দ, ওদের কথাবার্তা শুনতে পেল। তার পক্ষে কথাগুলির অর্থ বোঝা সম্ভব ছিল না, কারণ তার নিচে ছিল নর্দমার গর্জমান স্রোত। দুটি ধাতু-ব্র্যাকেটে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল: কোলে দুটি শিশু, নিচে নর্দমার নোংরা জল এবং যেকোন মুহূর্তে টাল হারিয়ে বাচ্চাদুটি নিয়ে ওখানে পড়ে যাওয়ার মরণান্তিক ভয়। সে কাঁপছিল। উপরে কথা শুনে ক্যাথি ভাবল: 'ওরা মেন-হোলের মুখ খুললে আমি নিচের শূন্যতায় ঝাঁপ দেব। এটা সবার জন্যই ভাল হবে।' সে বুঝতে পারছিল, ছেলেটা গোঙাতে শুরু করল, এটাই কান্নার পূর্বলক্ষণ। ওকে উপর-নিচে দুলানোর কথা তো ভাবাই যায় না—এতে তার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল হবে।

'কী জঘন্য,' বুড়ো গোয়েন্দা বলল, 'দেশলাইগুলি দেখছি ভিজে গেছে।'

'আমার লাইটার আছে।'

'ধন্যবাদ ... আমারটার পাথর ভেঙে গিয়ে একটা টুকরা চাকাটার নিচে সেঁটে গেছে। আমি ওটা বের করতে পারছি না। আমার চোখ খারাপ হয়ে গেছে।'

'মেরামতি দোকানে দেয়া দরকার।'

'জায়গাটা তো খুঁজেছি,' লাইটার ফেরত দিতে দিতে বুড়ো গোয়েন্দা বলল। 'সারা বার্লিনে একটাও আর মেরামতি দোকান নেই! সবাই ফ্রন্টে।'

'দেখি, কিছু করতে পারি কি না?'

'ধন্যবাদ সাঙাত ... তাহলে আমার মস্তবড় উপকার করবেন।'

'আমরা কি কাজ চালিয়ে যাব?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। সবদিক খুঁজে দেখতে হবে, না হলে বিবেকটা বড়ই জ্বালাতন করবে।'

শেষপর্যন্ত ওরা চলে গেল।

ছেলেটা কাঁদতে শুরু করল। গোড়ায় চাপা, অস্পষ্ট, প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে গোঙাতে লাগল। কিন্তু ক্যাথির মনে হয় যেন ও এত জোরে কাঁদছে যে মাইল কয়েক দূরের মানুষও তা শুনছে। সে ওর দিকে কিছুটা নুয়ে, টাল সামলে যথাসম্ভব আস্তে, শব্দগুলি প্রায় মুখে রেখে একটা ঘুমপাড়ানি গান গাইতে লাগল। কিন্তু ছেলেটার চেঁচান বেড়েই চলল।

'চুপ, খোকামণি,' ক্যাথি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'চুপ কর, বাবা।'

সে বুঝতে পারল ওর ক্ষিধে পেয়েছে এবং খেতে না দিলে কান্না বাড়বেই। কিন্তু মেন-হোল পর্যন্ত না উঠে গিয়ে ওটা সম্ভব ছিল না। সৌভাগ্য, মেয়েটি আগের মতোই ঘুমিয়ে আছে। নিচে, অতল অন্ধকারে নর্দমার কল্লোল কিন্তু মুহূর্তের জন্যও থামে নি।

'ওরা কি কোনদিন যাবে না?' ক্যাথি আপনমনে ভাবল। 'ঈশ্বর, দয়া কর...'

১৬

হোল্টফের অফিসে দেয়াল ঘেঁষে চেয়ার টেনে বসেছিল মুলার, শোলৎস আর স্টির্‌লিৎস। আইসমান দরজা খুলে উর্দি-পরা এক পুলিসকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

জেনারেলের পোশাক-পরা মুলারকে দেখে পুলিসটি 'হাইল হিটলার।' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

মুলার কোন উত্তর দিল না। তামাশার ভাবটাও সে অতি কষ্টে লুকাল। পাছে আগেভাগে স্টির্‌লিৎসের উপর সন্দেহের ছায়া পড়ে এজন্য সনাক্ত প্যারেডে আর কোন গেস্টাপো অফিসরকে ডাকা হয় নি। বিশেষ ঘটনাটি সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানে এমন তিনজনই শুধু এখানে ছিল।

'এদের তিনজনের মধ্যে কাউকে আপনি চিনেন?' আইসমান জিজ্ঞেস করল।

'না,' মুলারের কোটে লাগান লোহার ক্রস ও অসংখ্য পদকের সারির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পুলিসটি বলল।

'এদের কাউকে কখনো দেখেছেন?'

'যতটুকু মনে হয়, দেখি নি।'

'বিমান হামলার সময় ধসে পড়া দালানগুলি ঘিরে রাখার সময় হয়ত এদের কাউকে আপনি যেতে দেখেছেন?'

'উর্দি-পরা অনেকেই তো এসেছেন,' পুলিসটি জবাব দিল, 'তারা ধসের ঢিপিগুলি দেখেন। তাই বিশেষ কাউকে আমার মনে পড়ছে না।'

'ধন্যবাদ, এই যথেষ্ট,' আইসমান বলল। 'যাবার পথে পরের জনকে আসতে বলবেন।'

পুলিসটি ঘর ছাড়ামাত্র স্টির্‌লিংস বলল, 'এই হারে এরা একমাত্র রাইখস্‌ফুয়েরর ছাড়া আর কাউকেই সনাক্ত করতে পারবে না। আপনার উর্দিই ওদের ঘাবড়ে দিচ্ছে।'

'ভাববেন না। ওরা ঠিক হয়ে যাবে,' মুলার তাকে আশ্বস্ত করল। 'আপনি আমাকে কী করতে বলেন—উদোম হয়ে বসতে?'

'অন্তত ওদের জায়গাটার কথা বলুন,' স্টির্‌লিংস অনুরোধ করল। 'নইলে ওরা কিছুই মনে করতে পারবে না। বলতে গেলে ওরা রোজ দশ ঘণ্টার মতো রাস্তায় দাঁড়াচ্ছে আর সকলকে একই রকম দেখানোর পক্ষে এটাই তো যথেষ্ট।'

'ঠিক আছে,' মুলার রাজি হল। 'ওদের কিছুটা সাহায্য করুন ... ওটি কি ওদের একটি?'

'না, ওকে আগে কখনো দেখি নি। যাকে দেখেছিলাম তাকে আমার মনে আছে।'

দ্বিতীয় পুলিসটিও তিনজনের কাউকেই চিনতে পারল না। এভাবে সাত নম্বরে শেষপর্যন্ত রোগা ট্রাফিক পুলিসটির দেখা মিলল। দেখে মনে হচ্ছিল সে নিশ্চিত যক্ষ্মারোগী।

'আমাকে খতম করলে যদি মুলারের সুবিধা হত, অথবা তার হাতে যদি ক্যাথি বা প্লেশ্‌নারের সূত্র থেকে পাওয়া সরাসরি কোন প্রমাণ থাকত তাহলে সে আমার সঙ্গে অন্য ধরনের ব্যবহার করত। তার এখন ভ্যাবাচেকা অবস্থা। সে যতসই খুঁটি খুঁজছে। তার কোন কাজের ছক নেই। সে এখন আমাকে দিয়ে সুবিধা আদায়ের ফিকিরে আছে। এটা আমার জন্য একটা সুযোগ বটে।'

'এই তিনজনের কাউকে আপনি দেখেছেন?' আইসমান জিজ্ঞেস করল।

'না, মনে পড়ে না ...'

'কেপেনিকস্ট্রাসেতে বিমান হামলার পর আপনি ওখানে পুলিস-বেষ্টনীতে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, তাই তো, ছিলাম, স্যর,' ছোকরা পুলিস বলল। কিছু মনে পড়ায় তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ওই অফিসরটি ওখানে আমাকে তাঁর পাস দেখান। আশপাশের জঞ্জালের মধ্য দিয়ে আমি তাঁকে যেতে দিয়েছিলাম।'

'তাঁকে যেতে দিতে তিনি আপনাকে বলেছিলেন?'

'না ... তিনি কেবল পাসটি দেখিয়েছিলেন। তিনি গাড়িতে ছিলেন আর আমি কোন গাড়ি ওদিকে যেতে দিচ্ছিলাম না ... তবু তিনি গিয়েছিলেন ... কিন্তু কী জন্য এসব?' অন্যায় কিছু করে ফেলেছে ভেবে পুলিস জিজ্ঞেস করল। 'তাঁকে যেতে না দিলে... কিন্তু আমি নিয়মকানুন তো জানি, এস.ডি বা গেস্টাপোর কাউকে যেখানে খুশি যেতে দিতে আমাদের বলে দেয়া হয়েছে।'

'তিনি অবশ্যই যেতে পারেন,' চেয়ার থেকে উঠে মুলার বলল। 'তিনি আমাদের পক্ষে, এমন ভুল ধারণা করবেন না ... আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করছি ... এবার বলুন তো বোমা পড়ার ওখানটার এক বাড়িতে তিনি কি কোন গর্ভবতী মেয়েলোক খুঁজছিল?'

'না ... আগের রাতেই তাকে সরান হয়েছিল, উনি আসেন সকালের দিকে।'

'তিনি কি সেই অভাগা মেয়েটির জিনিসপত্র খুজছিলেন ... আপনি কি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন?'

'না,' ভুরু কুঁচকে পুলিসটি জবাব দিল। 'আমার মনে আছে উনি জঞ্জাল থেকে প্রাম টেনে তুলতে এক মহিলাকে সাহায্য করেছিলেন ... এক বাচ্চার প্রাম... না, আমি তাঁকে কোন সাহায্য করি নি। আমি কেবল কাছে দাঁড়ান ছিলাম।'

'মহিলাটি কি কোন স্যুটকেসের কাছে দাঁড়িয়েছিল?'

'এখন আর আমার মনে নেই। সম্ভবত আশেপাশে কিছু বাক্সপেটরা ছড়ান ছিল। কিন্তু বিশেষ কোনটি এখন মনে করতে পারছি না। প্রামের কথাটি আমার মনে আছে। কারণ, ওটি খুলে গিয়েছিল, এই অফিসরটি জোড়া দিয়ে সেটা উল্টোদিকের ফুটপাথে নিয়ে যান।'

'কেন?' মুলার জিজ্ঞেস করল।

'কারণ ওটা সেখানে নিরাপদ থাকত। আমাদের দিকে রাস্তায় দমকলের লোকেরা কাজ করছিল। তারা বড় বড় হোস পাইপ লাগিয়েছিল ওতে পড়লে প্রামটি টুকরো টুকরো হয়ে যেত আর বেচারী বাচ্চাটার তখন শোবার মতো

কিছুই থাকত না। মহিলাটি মাটির তলার আশ্রয়ে ওটি নিয়ে যায়, বাচ্চাটা ওখানেই ঘুময়। পরে ওদের আমি সেখানে দেখেছিলাম ...'

'ধন্যবাদ,' মুলার বলল। 'বড় উপকার করলেন আমাদের। এখন যেতে পারেন।'

পুলিসটি চলে গেলে মুলার আইসমানকে বলল, 'বাদবাকী সবাইকে যেতে বলতে পারেন।'

'কিন্তু ওখানে তো আরেকজন, একটু বয়স্ক এক পুলিস থাকার কথা,' স্টিরলিৎস তাকে স্মরণ করিয়ে দিল। 'সেও আমাকে সাহায্য করতে পারত।'

'হয়েছে, হয়েছে, এই যথেষ্ট,' মুলার ভুরু কুঁচকে বলল।

'যেখানে আমাকে গাড়ি ঘুরাতে হয়েছিল সেখানকার পুলিসদের ডাকা হল না কেন?'

'ওটা আমরা খোঁজ করেছি,' মুলার বলল। 'আপনার দেয়া খুঁটিনাটি সবই ওরা সঠিক বলেছে? তাই না, শোলৎস?'

'হ্যাঁ, ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর। হেলউইগের জবানবন্দী এখানে আমাদের হাতেই রয়েছে। ওই কাজটি দেখাশুনো করছিল, ট্রাফিক পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল,' শোলৎস ব্যাখ্যা করল।

'ধন্যবাদ,' মুলার বলল, 'এবার আপনারা যেতে পারেন।'

শোলৎস ও আইসমান দরজার দিকে এগতে লাগল, স্টিরলিৎসও তাদের অনুসরণ করল।

'স্টিরলিৎস, আরও এক মিনিট আপনাকে আমার দরকার।' ওকে পথে থামিয়ে মুলার বলল।

আইসমান ও শোলৎস চলে যাওয়া পর্যন্ত মুলার অপেক্ষা করল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের কিনারে বসল — তার কাছ থেকেই গেস্টাপোর লোকরা এটা শিখেছে — এবং জিজ্ঞেস করল, 'এ পর্যন্ত সবই ভাল। খুঁটিনাটি সবকিছুই মিলে গেছে, আর খুঁটিনাটির উপর আমার বিশ্বাস একটু বেশি। কিন্তু এখন কেবল একটা প্রশ্নের উত্তর আমি চাই — দোস্ত, বলুন তো পাস্তর শ্লাগ এখন কোথায়?'

স্টিরলিৎস অবাক হওয়ার ভান করে হঠাৎ বেখাপ্পাভাবে মুলারের মুখোমুখি হয়ে বলল, 'ওটা দিয়ে শুরু করলেই তো হত!'

'স্টিরলিৎস, মনে রাখবেন, আমার মতো লোক ভালই জানে কোথায়

শুরু করতে হয়। জানি যে আপনি উতলা হয়ে আছেন। কিন্তু আদব-কায়দাগুলি তো মানা দরকার...'

'ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর, আপনার সঙ্গে খুবই সহজভাবে কথা বলার সুযোগ আমি নেব।'

'তাই নাকি, সত্যি? কিন্তু এই সুযোগের অনুমতি?'

'ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর, আমি জানি যে বোরমানের সঙ্গে টেলিফোন আলাপের সবকিছু শেলেনবার্গ দেখার পর রাইখস্‌ফুয়েররের কাছে গেছে। আমি জানি যে রাইখস্‌ফুয়েররের নির্দেশ আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। এমন কি তা আপনার বন্ধু ও আমার প্রধানের যোগসাযোগে হলেও। আমার বিশ্বাস, উপরের সরাসরি আদেশে বোরমানের শোফারকে গেস্টাপো গ্রেপ্তার করেছে। আমি নিশ্চিত যে ওকে গ্রেপ্তারের হুকুমটি আপনাকে দেয়া হয়েছিল।'

উত্তেজনায় মুলারের সারা শরীর কঠিন হয়ে উঠল। সে একদৃষ্টিতে স্টির্‌লিৎসের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। এজন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

'কেন এটি আপনার মনে হয়...' সে শুরু করল, কিন্তু স্টির্‌লিৎস না থেমে বলে চলল:

'ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর, যাতে ভবিষ্যতে আমি আর পার্টাইগেনসে বোরমানের সঙ্গে দেখা না করি সেজন্য আমার সঙ্গে যেকোন লোক বা যেকোন পদ্ধতির সাহায্যে যেমন করেই হোক আপনাকে আমার নামে কুৎসা রটাতে বলে দেয়া হয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি, কীভাবে আপনি আজকের শুনানির ব্যবস্থাটা করেছেন। আপনার স্বভাবসিদ্ধ ধরনে সবকিছু করা হলেও আপনার উৎসাহে মন্দা দেখা দিয়েছিল। কারণ, আপনি জানতেন বোরমানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ বন্ধ করলে কার লাভ আর কার ক্ষতি হবে। কেন? সেটা কেবল ফিরে এসেই আপনাকে বলতে পারি। এখন আমার আর মোটেই সময় নেই, বোরমান আমার জন্য ৫টায় অপেক্ষা করবেন। মনে হয় না, এই দৃশ্য থেকে আমাকে সরালে আপনার কোন সুবিধে হবে।'

'কোথায় আপনাদের দেখা হবে?'

'জীববিদ্যা জাদুঘরের কাছে।'

'কে গাড়ি চালাবে? তার দ্বিতীয় শোফার?'

'না, আমরা জানি শেলেনবার্গের মাধ্যমে গেস্টাপো তাকে ওখানে পাঠিয়েছে।'

''আমরা' বলতে কাকে বোঝাচ্ছেন?'

'জার্মানি ও ফুয়েররের অনুগত দেশপ্রেমীরা।'

'সাক্ষাতের জায়গায় আপনি আমার গাড়িতে যাবেন,' মুলার বলল, 'সেটা আপনার নিরাপত্তার জন্যই।'

'ধন্যবাদ।'

'সঙ্গে একটা টেপ-রেকর্ডার নিন। বোরমানের সঙ্গে আপনার পুরো আলাপটা রেকর্ড করুন আর তার শোফারের কথাটাও তুলবেন। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি তাকে গ্রেপ্তার করতে, ওর উপর জবরদস্তি চালাতে বাধ্য হয়েছি। তারপর ফিরে এলে আপনার টেপ শুনব। বোরমানের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার গাড়ি আপনার জন্য ওই জাদুঘরের কাছেই অপেক্ষা করবে।'

'সেটা ঠিক হবে না,' আশু ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে সে সম্পর্কে তড়িঘড়ি কিছুটা ভেবেচিন্তে স্টির্‌লিংস বলল। 'আমি বনের ওই ঘরটায় থাকি। এই আমার চাবি। আপনি বরং গাড়ি নিয়ে ওখানেই অপেক্ষা করুন। সেবার বোরমান আমাকে আমার বাড়িতে পেঁাছে দিয়েছিলেন। তাঁর শোফার সেটা স্বীকার করলে হয়ত গত সাত ঘণ্টা ধরে আপনি আমার জীবনটা অতিষ্ঠ করে তুলতেন না।'

'কিছুই বলা যায় না, হতে পারে আমি হুকুম তামিল করতে বাধ্য হতাম,' মুলার বলল, 'সাত ঘণ্টা আগেই আপনার যন্ত্রণার পালা শেষ হয়ে যেত।'

'সেটা ঘটলে, ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর, আপনাকে একাই এই দালানেই অনেকগুলি শত্রুর মোকাবিলা করতে হত। আর এতে আপনার জিত হত কি না, আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

দরজার হাতলে হাত রেখে শেষে স্টির্‌লিংস বলল, 'আর শুনুন, যে-পরিকল্পনা করেছি এতে ওই রুশী মেয়েটির খুবই দরকার। ওকে সঙ্গে নিয়ে আসেন নি কেন? আর বার্নের ওই সাঙ্কেতিক খবরের ঝামেলাটা আসলে কী?'

'শুনুন, আপনি যা ভাবছেন ওটা তেমন কিছু ঝামেলার ব্যাপার নয়। বোরমানের সঙ্গে দেখার পর বাবেল্‌সবার্গে বসে আমরা আলাপ করব।'

'হাইল হিটলার!' স্টির্‌লিংস বলল।

'নিজেকে মানিয়ে চলুন,' বিড়বিড় করে মুলার বলল। 'ওটা নেই বলে আমার মাথাটা ভনভন ঘুরছে...'

'বুঝলাম না...' স্টিরলিংস থামল যেন চলার পথে কোন কিছুতে সে হোঁচট খেয়েছে।

'থামুন, যথেষ্ট হয়েছে! কী বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। ফুয়েরের কোন সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। জার্মানির স্বার্থ আর এডলফ হিটলারকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলা এখন ঠিক নয়।'

'আপনি কি জানেন যে...'

'জানি, জানি, জানি! যা বলছি তা ভালই জানি। এখানে আড়ি পাতার কোন ব্যবস্থা নেই। আমি যা বলছি অন্যকে সেটা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। নিশ্চয়ই ওটা কাউকে গিয়ে বলার সাহস দেখাবেন না। এখনকার যে-খেলায় আপনি আমাকে ঠকাতে চাইছেন তার চেয়ে আরও চটকদার কোন খেলায় না মাতলে এই সত্যটা চিরকালের মতো মনে রাখবেন যে হিটলার জার্মানিকে শেষ করে দিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের কোন পথ আমি দেখছি না। আমার সঙ্গে আপনিও একমত? কোন পথ নেই। বসুন, আরেকটু। এখনো বিশ মিনিট আছে। ওখানে পৌঁছতে পাঁচ মিনিট বা বড়জোর সাত মিনিট। কী বলেন, তাহলে বোরমানের নিজস্ব আপৎকালীন পরিকল্পনা আছে? তাই না? রাইখস্‌ফুয়েররের থেকে আলাদা। একটু ভেবে দেখুন... হিমলারের যেসব লোকরা বিদেশে তৎপরতা চালাচ্ছে তাদের উপর নজর রাখা হয়েছে। তিনি তাঁর গুপ্তচরদের কাছ থেকে খুব বেশি কাজ আশা করেন, অথচ ওদের নিরাপত্তার উপর ততটা গুরুত্ব দেন না। আর দেখুন, জার্মান-মার্কিন, জার্মান-ব্রিটিশ ও জার্মান-ব্রেজিলীয় ইনস্টিটিউটের কোন লোকই আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয় নি। যত চেষ্টাই করুন, হিমলার এই দুনিয়া থেকে মিলিয়ে যেতে পারবেন না। কিন্তু বোরমান পারবে। এই ব্যাপারটাতেই আপনি মনোযোগ দেবেন। ওঁকে বুঝিয়ে বলুন, তবে যথাসম্ভব হুঁশিয়ার হয়ে, যেহেতু যেকোন মুহূর্তে সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে, সেজন্য এখন তাঁর কিছু পেশাদার, দক্ষ লোকের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। হিমলারের তহবিলের বড় অংশটাই এখন বিদেশী ব্যাংকে আর পশ্চিমীরা সেটা জানে। অন্যদিকে, বিদেশে বোরমানের তহবিল এর চেয়ে শতগুণ বেশি আর সেটা সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। তাঁর শত্রুদের হটানোর সাহায্যের সময়, স্টিরলিংস, ভবিষ্যতে নিজের টিকে থাকারও একটা ব্যবস্থা দেখুন। হিমলারের সোনা হল খুবই ঠুনকো, শিশুদের খেলনা। এটা বোরমানের দৌলতের একটা আড়ালমাত্র। হিটলার ভালই জানত যে হিমলারের সোনাদানা নিয়ে কোন কড়াকড়ি ছিল না। এটা ছিল আশু কৌশলগত

কাজ হাসিলের জন্য। তবে বোরমানের সোনা, পার্টির তহবিলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা: কোন ইতর গুপ্তচর কিংবা দুই প্রভুর সেবাদাস কোন সরকারী শোফার যারা শেলেনবার্গের চোখের উপর দিয়েই বড়কর্তাদের রক্ষিতা আনা-নেওয়া করে, এটা তাদের জন্য নয়। যারা মনে করে জাতীয় সমাজতন্ত্র ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন পথ নেই, এটা তাদের হক। পার্টির তহবিল হল ভবিষ্যতে পৌঁছনোর একটি সিঁড়িবিশেষ, যা আজকের এক মাস, এক বছর বা তিন বছর বয়সী আমাদের এই শিশুদের জন্য আগামীর সেতুবন্ধ তৈরি করবে। এখন যাদের বয়স দশ বছর ওদের আমাদের প্রয়োজন নেই: তারা আমাদের চাইবে না, আমাদের ভাবাদর্শ চাইবে না। এত ক্ষুধা, বিমান হামলার এত কষ্ট — এসবের জন্য ওরা আমাদের ক্ষমা করবে না। কিন্তু এখনো বিচার করার মতো বয়স যাদের হয় নি, তারা একদিন উপকথার মতো আমাদের মনে করবে এবং এই উপকথা বাঁচিয়ে রাখতে হবে, দরকার হবে কথাশিল্পীর, যারা নতুনভাবে আমাদের ধারণাগুলি উপস্থিত করবে, যা আজ থেকে বিশ বছর পরের মানুষকে জাগিয়ে তুলবে। যখনই কেউ 'সুপ্রভাতের' বদলে কারও নাম সহ 'হাইল' শব্দটি বলবে তখনই শুরু হবে আমাদের ফিরে-আসা! ১৯৬৫ সালে আপনার বয়স কত হবে? সত্তরের মতো? আপনি ভাগ্যবান। ততদিন আপনি বেঁচে থাকবেন। এই খেলায় শরিক হতে পারবেন: রাজনীতিকদের জন্য সত্তর বছর জীবনের সেরা সময়। কিন্তু আমি তখন আশিতে পা দেব... আর সেজন্যই পরের দশ বছর নিয়ে আমি এতটা চিন্তিত। আপনি যদি ভয়ের বদলে আমার উপর ভরসা করে সবকিছু করতে চান তাহলে মনে রাখবেন: গেস্টাপোর মুলার নেতিয়ে-পড়া বুড়ো মানুষ, এই অফিসে বসে দুর্দিনের জন্য একটা কানাকড়িও জমিয়ে রাখে নি। জীবনের শেষ ক'টা দিন সে কোনখানে সাঁতারের পুকুর সহ একটা ছোট খামারে কাটাতে চায় আর এজন্য আমি এখন একটা কিছু করতে চাই... তারপর, অবশ্য এটা আপনি বোরমানকে বলবেন না, শুধু মনে রাখবেন: বার্লিন থেকে বেরিয়ে যেতে এবং গরম দেশের ছোটখাটো কোন নির্জন খামারে পৌঁছতে চাইলে তাড়াহুড়ার ব্যাপারটা বাদ দিতে হবে। ফুয়েরেরের সাগরেদরা অচিরেই এখান থেকে পালাতে শুরু করবে আর ধরা পড়বে... কিন্তু রুশ কামানের গোলাগুলি এখানে পড়তে শুরু করলে, ঘরে ঘরে লড়াই বাঁধলে তখনই চুপচাপ সরে পড়ার সময় আসবে। তখন সঙ্গে নিতে হবে পার্টি-তহবিলের রহস্য, যা বোরমান আর ফুয়েরের ছাড়া আর কেউ জানে না। ফুয়েরের যখন আমাদের সঙ্গে থাকবে না, যখন বোরমান হবে বিশ শতকের

মণ্টেক্রিস্টো তখন আমাদের ছাড়া তিনি আর চলতে পারবেন না। এখন কেবল ধৈর্য্যের লড়াইটাই আসল কথা, বুঝলেন, স্টির্‌লিৎস। কিন্তু শেষলক্ষ্য তো এক ও অভিন্ন... এখন বরং আপনি যান। গাড়িতে উঠার পথে শোলেৎস আপনাকে একটা টেপরেকর্ডার দেবে। কী ভাবছেন? আপনি যদি বলেন যে, হিটলারই জিতবে তাহলে এটা আমি বিশ্বাস করব না। এনিয়ে মাথা ঘামাবেন না। উত্তর দেয়ার কোন দরকার নেই। যেতে যেতে কেবল আমার কথাগুলি ভেবে দেখবেন। আরও ভেবে দেখবেন কীভাবে আমি পাঁচ মিনিটে, ভোজবাজি ছাড়াই আপনাকে আমাদের দলে টানলাম। আজ সন্ধ্যায় অবসরমতো শেলেনবার্গ সম্পর্কে কথা বলা যাবে। তবে আপনি বোরমানকে অবশ্যই বলবেন যে আমার সাহায্য ছাড়া সুইজারল্যাণ্ডে আপনাদের কোন কাজই হাসিল হবে না।'

'আর সেখানে,' স্টির্‌লিৎস ধীরে, চিন্তিত স্বরে উত্তর দিল, 'আপনাকেই ওঁর দরকার হবে, আমি হব ফালতু...'

'বোরমান ভালই জানেন যে আপনাকে ছাড়া আমার পক্ষে নিজে কিছু করা সম্ভব নয়। আপনার বড়কর্তার চাকুরিতে তো আমার নিজের লোক তেমন কিছু বেশি নেই।'

স্টির্‌লিৎস চলে যাওয়ার পর মুলার হোল্টফের অফিসে অনেকক্ষণ বসে থাকল। তার মাথা বুকের উপর নুয়ে পড়ছিল, কাঁধগুলি কুঁজো হয়ে উঠেছিল আর হাতদুটি পাশে নিস্তেজ হয়ে ঝুলছিল। শেষে নিজেকে সে জোর করে দাঁড় করাল, হেঁটে নিজের অফিসে পেঁছিল। শোলৎসের কাছ দিয়ে যেতে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

'কোথাও ওকে পাওয়া যায় নি...'

'যাদের স্টির্‌লিৎসের বাড়ির ওখানে পাঠান হয়েছিল তাদের খবর কী?

'কেউ আসেও নি, ফোনও করে নি...'

'ওরা আরও কিছুক্ষণ ওখানে থাকুক। কিন্তু বাবেল্‌সবার্গে বোরমানের গাড়ি দেখা গেলেই ওরা যেন সরে পড়ে। বাড়িতে যেন কেউ সিগারেট না খায় বা কার্পেটে যেন ছাই পড়ে না থাকে। সবগুলি থানায় খবর দিন যে ছোট বাচ্চা-কোলে অল্পবয়সী সব মেয়েদের যেন আটক করা হয়। সবাইকে, কোন বাচবিচার ছাড়া। বাচ্চা-কোলে যাকে দেখবে তাকেই। ওর ফোটো কি সবাইকে দেয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

জবাবে মুলার সামান্য মাথা নাড়ল। তারপর সে অফিসে গিয়ে সিন্দুক

খুলল এবং বাভারীয় ভদকার একটি বড় বোতল বের করে গ্লাস ছাড়াই বড় বড় দুই ঢোক গিলল।

ক্যাথির পাদুটি ক্রমেই অসাড় হয়ে আসছিল। এরই মধ্যে মেয়েটিও জেগে গেছে এবং বাচ্চাদুটি একসঙ্গে তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে। সে অবশ্য বুঝতে পারছিল যে কান্না ভিতঘরের গুদাম পর্যন্ত পৌঁছবে না। ফুকরে পড়ার পর নর্দমার জলের শব্দই কেবল সে শুনছিল। কিন্তু বাইরে আসার জন্য মেন-হোলের ঢাকনি খুলতে সে ভয় পাচ্ছিল। কীভাবে মাথা দিয়ে ঢাকনি সরাবে, বাচ্চাদুটিকে পাথরের উপর রাখবে, খিল-ধরা হাতদুটিকে ছড়িয়ে দেবে এবং মেন-হোল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একটু জিরিয়ে নেবে এসব খুঁটিনাটি সে ভাবতে লাগল। প্রতিটি মুহূর্ত গুণে গুণে সে আরও কিছুক্ষণ এভাবেই থাকবে ভাবল। যখনই বুঝতে পারল যে সে তাড়াহুড়া করছে, নিজেকে ঠকাচ্ছে তখনই সে থেমে গিয়ে গোড়া থেকে আবার গুনতে শুরু করছিল।

'কতটা সময় পেরিয়েছে জানি না,' সে ভাবল। 'একঘণ্টা? না, বেশি। নাকি ততটাও নয়? জানি না। যা আছে কপালে। এগিয়ে গিয়ে ঢাকনিটা খুলবই। ওরা যদি না গিয়ে থাকে, কিংবা কেউ ওখানে ওত পাতে তাহলে এদিকেই লাফ দেব আর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।'

সে মাথা দিয়ে ঢাকনিটা ঠেলল। কিন্তু ওটা এক ইঞ্চিও নড়ল না। সে পা টান করে মাথা দিয়ে আবার ওটা ঠেলতে লাগল। 'ওরা ওর উপর দাঁড়িয়ে ছিল,' সে ভাবল। 'সেজন্যই খুলছে না। আমি ওটা সামলাব। লোহাটো পুরনো আর মরচে-পড়া। মাথা দিয়ে ঠেলে ওটাকে কিছুটা আলগা করব এবং তারপরও না সরলে ডান হাতে বাচ্চাদের ধরে রেখে খালি বাঁ হাত দিয়ে ঢাকনিটা খুলব। পারব, পারব বৈকি। মেয়েটাকে ডান হাতে নিয়ে যাওয়াই এখন ভাল। ও পড়ে যাবে না। নিশ্চয়ই না। আর কিছুতে কাজ না হলে ওর কম্বলটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরব। কিন্তু সেটা শেষ সম্বল। তখন আমার বাঁ হাতটা একটু জিরবে।'

খুব সাবধানে মেয়েটাকে ডানপাশে সরিয়ে বাঁ হাত তুলার চেষ্টা করতেই সে বুঝতে পারল যে এটা অসম্ভব: বাঁ হাতে খিল ধরেছে, নড়ছে না।

'কিছু না,' ক্যাথি নিজেকে আশ্বস্ত করল। 'এমন কিছু মারাত্মক নয়। শীঘ্রই চিন্‌চিনানি ধরবে আর হাতটিতে আবার সাড়া আসবে। আমি ওটা কাজে লাগাতে পারব। ডান হাত বাচ্চাদুটিকে ঠিকই ধরে রাখতে পারবে।

ওরা তো হালকাই। মেয়েটা যদি কেবল বেশি মোচড় দিতে শুরু না করে: আমারটার চেয়ে ওটা ভারি। বয়সে একটু বড়। একটু ভারি...'

শেষপর্যন্ত ক্যাথি বাঁ হাত তুলতে পারল, তবু মনে হল হাতটি যেন তার নয়। প্রায় অসাড় আঙুল দিয়ে সে মাথার উপরের ঢাকনিটা ঠেলতে লাগলে। ওটা নড়ে উঠল। ক্যাথি এবার মাথাটাও এইসঙ্গে কাজে লাগাল। ঢাকনি খানিকটা উঠে গেল। গুদামে কেউ আছে কি না সেদিকে নজর না দিয়ে ক্যাথি বাচ্চাদুটাকে মেঝেতে রাখল আর নিজে উপরে উঠে এসে অসীম ক্লান্তিতে ওদের পাশে নেতিয়ে পড়ল।

'জীবন থেকে মৃত্যু কেবল দুটো বৈশিষ্ট্যেই আলাদা: আয়তন ও চলৎশক্তি। জীবিত কফিনের চেয়ে কিছুটা বেশি ঢাকা জায়গা নিয়ে বসবাস করে, ওই চৌহদ্দিটা মাঝে মাঝে ডিঙিয়ে যায় — হোক সেটা বাড়ি, পাগলাগারদ, বেশ্যাখানা বা পার্লামেণ্ট। অথবা বিকল্প হিসাবে এতেই ফেরে। সঠিক বললে, এটাই মোট পার্থক্য,' লম্বা লিকলিকে ইতালীয়টি পাস্তরকে বলল। আসলে যথেষ্ট বুড়ো হলেও ওর বাইরের চেহারায় তারুণ্যের ছাপ তখনো অটুট ছিল। 'নৈরাশ্যবাদী হতে আমি ভয় পাই না। আপনাকে সরল হতেই বলছি। এই পরিস্থিতিতে অকপট হওয়া তো নৈরাশ্যবাদেরই নামান্তর। সরলতা হল নৈরাশ্যবাদের চরম, যুক্তিনিষ্ঠ ও উদ্দেশ্যমুখী উপাদান। কিংবা উল্টোভাবে, আবেগের শক্তির উপর বিশ্বাস রেখে আমি সুরের উপর কখনো ততটা গুরুত্ব দেই নি।'

'আপনার কথা আমার ভাল লাগছে না,' পাস্তর মন্তব্য করল। 'কারণ, এখন একটি মিনিটের অর্থ জার্মানিতে আরও কিছু ক্ষুধার্ত নারীর মৃত্যু, বিমান হামলায় বহু অসহায় শিশুর প্রাণহানি। শান্তির সময় অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছন খারাপ কিছু না হলেও মারাত্মক যুদ্ধ চলাকালে তখনকার মতো ব্যাপারটা খুবই নির্মম।'

'এবারও আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না: শান্তির প্রত্যেকটি দিনই যুদ্ধের সম্ভাবনাপুষ্ট। আবার উল্টোভাবে যুদ্ধের মারাত্মক দিনগুলি আসন্ন শান্তিরই নকিব। আমরা হেঁয়ালির অধিবৃত্তে বাস করছি আর কূটনীতির মতো দ্বিমুখী পেশাকেও দূর থেকে দেখলে ওটি তার চমৎকার গাণিতিক সমাবন্ধে আমাকে আকর্ষণ করে।'

'আপনার সঙ্গে কাজের কথা বলা খুব সহজ মনে হচ্ছে না,' পাস্তর বলল। 'আর এই মুহূর্তে মননশীলতার কচকচানি শোনার মোটেই কোন সময় নেই। যেসব ভদ্রলোকেরা আমাকে দয়া করে তাঁদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন

তাঁরাই আমাকে জানিয়েছেন যে জার্মানির কোটি কোটি মানুষের ভাগ্যদেবতাদের সঙ্গে আপনিই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষিত এই শান্তিকে যদি একটি দিনও এগিয়ে নিয়ে আসা যায় তাহলে ভবিষ্যতের কাছে আমরা অবশ্যই কিছুটা ক্ষমার ভাগীদার হব।'

'বলে যান। আপনার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।'

'সবক'টির কোনই প্রয়োজন নেই। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হলে আপনাকে আমার পক্ষে বিশ্বাস করা হয়ত সম্ভব হবে না।'

'খুবই সঙ্গত কথা।'

'আমি কূটনীতিক নই। বিশেষ কাজের জন্যই আমাকে এখানে পাঠান হয়েছে...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা আমার জানা। আপনার সম্পর্কে আমাকে কিছুটা বলা হয়েছে। আমার প্রথম প্রশ্ন: আপনি কাদের লোক?'

'মাপ করবেন, আমি প্রথমেই আপনার পরিচয় জানতে চাই। জার্মানিতে কাজ করছেন এমন সব লোকের কথা আপনাকে আমার বলতে হবে। তাঁরা নিজেদের, আত্মীয়স্বজনদের জীবন বিপন্ন করছেন। অন্যদিকে, আপনি নিরপেক্ষ দেশে রয়েছেন। কোন ঝুঁকিই আপনাকে পোহাতে হচ্ছে না।'

'অর্থাৎ আপনি ভাবেন যে, নিরপেক্ষ দেশে গেস্টাপোর লোক নেই? সেসব খুঁটিনাটির ব্যাপার। আমাদের আলোচ্যের সঙ্গে এসবের কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই। আমি মার্কিনী কিংবা ইংরেজ নই...'

'আপনার ইংরেজি বলা থেকে মনে হয় খুব সম্ভবত আপনি ইতালীয়।'

'অবশ্য জন্মসূত্রে। কিন্তু আমি মার্কিন নাগরিক। যাঁরা আপনাকে পাঠিয়েছেন তাঁদের উপর বিশ্বাস থাকলে আমার সঙ্গে খোলাখুলিই আলাপ করতে পারেন।'

বুনিংয়ের দেখান আলাপের অনুলিপিটির কথা বারেক স্মরণ করে পাস্তর বলতে শুরু করল, 'জার্মানিতে আমার বন্ধুরা মনে করেন আর আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত যে — যতশীঘ্র সম্ভব জার্মান সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করবে, এস.এস ইউনিটগুলি ভেঙে দেয়া হবে — ততই লক্ষ লক্ষ জীবন রক্ষা পাবে। আমার বন্ধুরা জানতে চান পশ্চিমী জোটের কোন প্রতিনিধির সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা চালান চলে?'

'অর্থাৎ একইসঙ্গে রাইখের সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ: পশ্চিমে, পূবে, উত্তরে, দক্ষিণে?'

'আপনি অন্য কিছু সুপারিশ করেন?'

'আলোচনাটা অদ্ভুত পথে চলছে। আমরা নই, জার্মানরাই আলোচনা চালাতে চাইছে। তাহলে কে শর্ত দেবে? নিশ্চয়ই আমরা। আমার বন্ধুরা আপনার সঙ্গে নির্দিষ্ট আলোচনায় বসার আগেই জানতে চাই: আমরা কার সঙ্গে কথা বলছি, আপনার মুরুব্বী কারা? নইলে আমরা আপনাকে গেস্টাপোর চর, কিংবা এই ধরনের আলোচনার উপযুক্ত ক্ষমতার অধিকারী নন এমন কেউ, অথবা ভুল তথ্য সরবরাহের জন্য নিযুক্ত কোন প্ররোচক ভাবব।'

'আমি কোন রাজনীতিক নই। হয়ত আপনি ঠিকই ভেবেছেন... কিন্তু আমার বিশ্বস্ততার উপর দয়া করে ভরসা করতে পারেন। যাঁরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তাঁদের পেছনে কারা আছে আমি সঠিক জানি না। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি এই দলের প্রতিনিধির যথেষ্টই প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে।'

'কিন্তু এটা তো দেখছি বিড়াল-ইঁদুর খেলা। রাজনীতির ব্যাপারে গোড়া থেকেই সবকিছু স্পষ্ট হওয়া দরকার। কাগজের শৌখিন বিভাগের পাঠকরাই শুধু ভাবে যে, রাজনীতিকরা পরস্পরের বিরুদ্ধে চালাকীর খেলায় মেতে থাকে, আসল উদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখে, মুখোশ পরে, মিথ্যা বলে। রাজনীতিকরা দরকষাকষি করে। কারণ, গোপনীয় বলতে তাদের কিছু নেই। তারা নানা কিছু ওজন করে দেখে, ওগুলির সঠিক দর যাচাই করে। দরকষাকষিতে খারাপ করলে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সহকর্মীরা তাদের হটিয়ে দেয়, আর সংসদীয় গণতন্ত্রে পরবর্তী নির্বাচনে তাদের হার হয়। আপনার বন্ধুদের বলবেন: তারা কাদের প্রতিনিধি, তাদের রাজনৈতিক মঞ্চ কী, বিশেষভাবে ভাবাদর্শের ব্যাপারে, আমাদের সমর্থন পেলে ভবিষ্যৎ জার্মানি নিয়ে তাদের ভাবনা — এগুলি না জানতে পারলে আমরা তাদের সঙ্গে কোনই আলাপ-আলোচনা শুরু করতে পারি না।'

'তাঁদের ভাবাদর্শগত ব্যাপারটি খুবই সরল, নাৎসিবিরোধিতাই এর ভিত্তি।'

'ভাবাদর্শের এটা প্রথম পর্যায়। কিন্তু জার্মানির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার বন্ধুদের ধারণাটি কেমন? এটা কোনমুখী? জার্মানির মানুষের জন্য কী ধরনের স্লোগান আপনারা ভাবছেন? বন্ধুদের পক্ষ থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলেও আপনার ব্যক্তিগত মতামতগুলি অন্তত আমি শুনব।'

'আমার ব্যক্তিগত মতামত অবশ্য অনেকটাই আমার নিজের হবে,' পাস্তর জবাব দিল। 'আমাদের লক্ষ্য শেষে কমিউনিস্টমুখী হয় এজন্য ভয় পেলে

এই ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি। কিন্তু এইসঙ্গে বর্তমান জার্মানির অত্যাচারী শাসনযন্ত্র টিকিয়ে রাখার, এমন কি নতুন ধরনে হলেও, এমন কল্পনাও আমার কাছে দানবীয় ঠেকে।'

'তা হলে বলুন: হিটলারের পর কে জার্মান জাতির মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারবে? পাদ্রিরা? যারা এখন বন্দীশিবিরে, তারা? নাকি এখন যারা পুলিসের নেতৃত্বে আছে এবং পরে নাৎসিবাদ ছেড়ে দেবে, ওরা?'

'জার্মানির পুলিস বাহিনী এস.এস রাইখস্‌ফুয়েরর হিমলারের অধীনে...'

'শুনেছি...'

'অর্থাৎ আপনি মনে করেন এস.এস-রাই ক্ষমতায় থাকুক। কারণ, তারাই জনসাধারণকে নিয়মের আওতায় রাখতে পারে, বিশৃঙ্খলা এড়াতে পারে?'

'কে এই প্রস্তাব দিচ্ছে? যতদূর আমি জানি এনিয়ে এখনো কোথাও কোন আলোচনা হয় নি,' পাস্তরের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে এবং আলোচনা শুরুর পর এই প্রথম না হেসে ইতালীয় জবাব দিল।

প্রশ্ন শুনে পাস্তর ভয় পেল। সে বুঝতে পারল, সে বেশি দূর এগিয়ে গেছে: ধূর্ত ইতালীয় এইটুকু ধরে মার্কিন ও এস.এস আলোচনার যেটুকু সে ব্রুনিংয়ের কাছ থেকে জেনেছে সেটা আক্ষরিকভাবে টেনে বের করবে। পাস্তর জানত, সে মিথ্যা বলতে অপারগ: মুখই তাকে সবসময় ধরিয়ে দেয়।

ঘরে ফিরে ডালেসের দলভুক্ত ইতালীয়টি রিপোর্ট লেখার জন্য অনেকক্ষণ এই আলোচনা নিয়ে ভাবল। 'হয় লোকটি একেবারেই ফালতু,' সে আপনমনে চিন্তা করল, 'জার্মানিতে ওর কোন মুরুব্বী নেই, কিংবা কোন ধূর্ত চর। দরকষাকষিতে ও একেবারেই ছেলেমানুষ। কিন্তু, অন্যদিকে সে কিছুই ছাড়ে নি। দেখছি, তাদের সামর্থ্য সম্পর্কে আমি যতটা জানি তার চেয়ে আমরা কী চাই সেটা সে আরও ভাল জানে। কিন্তু ওর শেষ কথা থেকে যেন মনে হল তারা উল্‌ফের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কথাটা জানে।'

পাতালরেলের টিকিট কেনার মতো কোন পয়সা ক্যাথির ছিল না। অথচ একটি গরম জায়গা তার দরকার: যেখানে সে বাচ্চাদের খাওয়াবে, তাদের ভেজা ন্যাপিগুলি শুকাবে। এটা না হলে বাচ্চাদের বাঁচান যাবে না। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরেই ওরা ঠাণ্ডায় রয়েছে।

'না হলে সকালে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল ছিল,' ক্যাথি ভাবল।

তার চিন্তাগুলি যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছিল। 'কিংবা মেন-হোলে লাফিয়ে পড়া।'

তার বিপদবোধ ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। সে কোনদিকে না তাকিয়েই ভিতঘরের গুদাম থেকে বেরিয়ে এল এবং বাসস্টপে পৌঁছল। সে কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে টিকিট কিনবে, একটুক্ষণ কোথায় বাচ্চাদের রাখবে — এসম্পর্কে তার কোনই স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সে কণ্ডাক্টরকে বলল যে টিকিট কেনার মতো পয়সা তার নেই, বোমায় সে তার সবকিছু হারিয়েছে। কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে কণ্ডাক্টর তাকে উদ্বাস্তুকেন্দ্রে যেতে বলল। ক্যাথি জানালার কাছে বসল। তার মনে হল সে যেন এক অনিশ্চিত অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। এটা ছিল বাসের গরম দিক এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম পেল। 'আমি ঘুমুব না,' সে শক্ত হয়ে নিজেকে বলল। 'ঘুমুলে আমার চলবে না।'

এবং তখনই সে ঢুলতে লাগল।

তারপর ক্যাথির শুধু এটুকুই মনে আছে — তাকে খোঁচা দেয়া হচ্ছিল, সে কাঁধে ঝাঁকি অনুভব করছিল, কিন্তু চোখ খুলতে পারছিল না। সে গরমের মধ্যে আরামে শুয়েছিল, আর বাচ্চাদের কান্না শুনেছিল অনেক দূর থেকে।

'শুনছেন!' কে যেন তাকে জোরে ধাক্কা দিল এবং তার কপাল জানালার ঠাণ্ডা কাচে ঠুকে গেল। 'এই যে, শুনছেন?'

ক্যাথি চোখ খুলল। অন্ধকার বাসে কণ্ডাক্টর আর এক পুলিস দাঁড়িয়ে।

'কী হয়েছে?' বাচ্চাদের বুকে আঁকড়ে ধরে সে ফিস্‌ফিস করে জিজ্ঞেস করল। 'কী হয়েছে?'

'বোমা পড়ছে,' নিচু গলায় কণ্ডাক্টর জবাব দিল। 'আসুন...'

'কোথায়?'

'আশ্রয়ে,' পুলিসটি বলল। 'বাচ্চাদের আমরাই নিচ্ছি।'

'না,' বাচ্চাদুটিকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে ক্যাথি জবাব দিল। 'আমিই নিচ্ছি।'

শুনে কণ্ডাক্টর কাঁধ ঝাঁকাল, কিন্তু কিছুই বলল না। পুলিসটি ক্যাথির কনুই ধরল এবং আশ্রয়ের দিকে এগিয়ে চলল। ভেতরে গরম আর অন্ধকার ছিল। কয়েকটি বাচ্চার কান্না শোনা যাচ্ছিল। ক্যাথি এক কোণে এলে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে একটি বেঞ্চে তাকে জায়গা করে দিল।

'ধন্যবাদ,' সে বলল। বাচ্চাদের নিজের পাশে রেখে হিটলার যুবলীগের কর্মী মেয়েটিকে বলল, 'বোমা পড়ে আমার বাড়ি ধসে গেছে। বাচ্চাদের জন্য

কাপড়ের টুকরাটিও আমার নেই। দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। কী যে করব, জানি না।'

মেয়েটি একটু মাথা নেড়ে অন্ধকার কোণের দিকে গেল। ওখানে কয়েকজন মহিলা বাচ্চাদের নিয়ে বসেছিল। সম্ভবত কোণটি সবচেয়ে নিরাপদ। একটু পরেই মেয়েটি কয়েকটি ন্যাপি নিয়ে ফিরল।

'এই যে,' সে বলল, 'চারটি আছে, আপাতত এতেই চলবে। আগামী কাল কাছের 'বোমায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যকেন্দ্রে' যাবেন। তবে আপনার থানা থেকে একটা চিট আর নিজের পরিচয়পত্র সঙ্গে নেবেন।'

'নিশ্চয়ই, অশেষ ধন্যবাদ,' ক্যাথি বলল এবং বাচ্চাদের ন্যাপি বদলাতে লাগল। 'আচ্ছা, এখানে কোন জলের ব্যবস্থা আছে? জল আর একটা স্টোভ? এই ন্যাপিগুলি আমি ধুব। আমার তাহলে আটটা ন্যাপি হবে। এতেই কাল পর্যন্ত চলবে।'

'ওখানে নিচে ঠাণ্ডা জল আছে। মনে হয় আপনাকে কিছুটা সাবান দিতে পারব। একটু পরে আসুন। দেখি কতটা কী করা যায়।'

'অশেষ ধন্যবাদ।'

'এটা তো আমার কর্তব্য।'

তারপর সে বাচ্চাদের খাওয়ায় এবং ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। ক্যাথি দেয়ালে হেলান দিয়ে একটুখানি, অন্তত আধঘণ্টা ঘুমনোর কথা ভাবল। 'এই মুহূর্তে আমি সঠিক কিছুই ভাবতে পারছি না,' সে আপনমনে বলল, 'মাথাটা বড্ড ধরেছে, মেন-হোলে থাকতেই হয়ত আমার ঠাণ্ডা লেগেছে... ওদের নিশ্চয়ই লাগে নি। ওরা ভালভাবেই কম্বলে জড়ান ছিল। কাপড় বদলানোর সময় এখনই ওদের পাগুলি গরম রয়েছে দেখেছি। একটু ঘুমিয়ে নেই, তারপর কী করব ভেবে দেখব।'

সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাথি ঘুমিয়ে পড়ল। আধঘণ্টার মতো ঘুমাল। জেগে উঠে সে অনেকটা সুস্থ বোধ করল, যদিও মাথাধরাটা তখনো কমে নি। 'নিশ্চয়ই আমার ঠাণ্ডা লেগেছে, আমি জ্বর জ্বর বোধ করছি। কিন্তু ওটা কিছু না। ঠাণ্ডায় কেউ মরে না।'

একেবারে হঠাৎ, যেন নিরেট শূন্যতা থেকেই একটি সংখ্যা তার মনে পড়ল: ৪২৭৫৪১।

'বলছিলাম কী,' পাশের অল্পবয়সী ঘুমন্তপ্রায় ছেলেটিকে কানেকানে জিজ্ঞেস করল, 'আশেপাশে কোন টেলিফোন আছে?'

'কী?' লাফিয়ে উঠে ভয় জড়ান স্বরে সে চেঁচিয়ে উঠল।

'আস্তে, আস্তে,' ওকে শান্ত করে ক্যাথি বলল। 'জিজ্ঞেস করছিলাম সবচেয়ে কাছের টেলিফোনটি কোথায়?'

হিটলার যুবলীগের মেয়েটি গোলমাল শুনতে পেয়ে ক্যাথির কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার কিছু চাই?'

'না, না,' ক্যাথি জবাব দিল। 'না, ধন্যবাদ, সবকিছুই ঠিক আছে।'

ঠিক তখনই বিমান চলে যাওয়ার সংকেত বাজল।

'কাছে কোথায় টেলিফোন আছে — উনি তাই জিজ্ঞেস করছিলেন,' ছেলেটি বলল।

'পাতালরেলের স্টেশনে,' মেয়েটি ক্যাথিকে বলল। 'ওখানেই, এই মোড়টি ঘুরলেই। আপনি কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে ফোন করতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'যান তাহলে, আমি বাচ্চাদের দেখব।'

'কিন্তু ফোনের পয়সাও তো আমার কাছে নেই।'

'দেখি। এই যে।'

'ধন্যবাদ... খুব দূরে নয় ত?'

'দু'মিনিটের পথ মাত্র।'

'কিন্তু, ওরা যদি কাঁদতে শুরু করে...'

'কোলে নেব,' মেয়েটি হেসে তাকে আশ্বস্ত করল। 'ভাববেন না, ওরা ভালই থাকবে।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ক্যাথি পথে নামল। পাতালরেল কাছেই। খোলা টেলিফোন বুথের আশপাশের গর্তের জমা বরফের উপর পূর্ণিমার ঠাণ্ডা আলো জ্বলছে।

'ফোন কাজ করছে না,' কাছের একটি পুলিস জানাল। 'বোমা পড়ে তারটার ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে।'

'আর কোথায় তাহলে ফোন করা যাবে?'

'পরের স্টেশনে... কিন্তু টেলিফোন কি আপনার খুবই দরকার?'

'খুব।'

'আমার সঙ্গে আসুন।'

পুলিস তাকে নিয়ে পাতালরেলের ছেড়ে-যাওয়া স্টেশনে পৌঁছে পাহারাদারের ঘর খুলল। আলো জ্বেলে সে টেবিলে রাখা টেলিফোনের দিকে ইশারা করল।

'যান, ফোন করুন, তবে তাড়াতাড়ি।'

'ক্যাথি টেবিলের অন্যদিকে গিয়ে চেয়ারে বসল এবং ৪২ ৭৫ ৪১ নম্বর ডায়েল করল। স্টির্‌লিংসের ফোন। অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোন বাজতে লাগল এবং সেটা শুনে শুনে অন্যমনস্ক ক্যাথি টেবিলের দিকে তাকালেও ওখানে টাইপ-করা টেলিফোন নম্বরের পাশে রাখা তার একটি বড় ফোটো প্রথমে দেখে নি। পুলিস তার পেছনে দাঁড়িয়ে সিগারেটে লম্বা টান দিতে দিতে ধীরেসুস্থে তখন ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ছিল।

টেপটি শোনার পর প্রথমেই মুলার জিজ্ঞেস করল, 'আর শোফারের ব্যাপারটা?'

'সেজন্য টেপে কোন জায়গা ছিল না। আমি তো আর বোরমানকে বলতে পারি না যে, একটু থামুন, রিলটা ঘুরিয়ে নেই। বুঝতেই পারছেন? আমি তাঁকে বলেছি যে, আর কেউ নয়, আপনিই বহুকষ্টে ওর প্রাণটা বাঁচিয়েছেন।'

'আর উনি কী বললেন?'

'বললেন যে গেস্টাপোর হাতে পড়ার পর ও নিশ্চয়ই এখন ভেঙে পড়েছে। ওকে তো আর বিশ্বাস করা যাবে না। মনে হল না এই ব্যাপারে তাঁর কোন বিশেষ উৎসাহ আছে। ও নিয়ে আপনার ভাববার কিছু নেই। তবু বলছি কী, শোফারকে আরও কিছুদিন এখানে রেখে দিন, আর দেখবেন যেন খেতেটেতে পায়। তারপর যা হবার...'

'আপনার কি মনে হয় যে শোফারকে নিয়ে আর কোন ঝামেলা বাঁধতে পারে না?'

'কে বাঁধাবে?'

'বোরমান।'

'কেন? শোফারের ব্যাপারটা এখানেই শেষ। সে তার কাজ করেছে। বাস। আপনার জায়গায় আমি থাকলে ওকে আরও কিছুদিন এখানে রাখতাম, যদি কোন প্রয়োজন দেখা দেয়। তারপর, রুশী পিয়ানোবাজিয়ের ব্যাপারটা? এখন তাকে পেলে আমাদের খুবই উপকার হত। ও কেমন আছে? ওকে হাসপাতাল থেকে আনা হয়েছে?'

'কীভাবে সে আমাদের কাজে লাগত? বেতারে খবর পাঠান ছাড়া ওকে দিয়ে আর কীই করান যাবে?'

'সেটা ঠিক,' স্টির্‌লিংস রাজি হল। 'এতে সন্দেহ নেই। আপনিই ঠিক।

কিন্তু ধরুন, যদি সুইজারল্যাণ্ডে উল্‌ফের সঙ্গে ওর যোগাযোগ করিয়ে দেয়া যায়?'

'এটা কল্পনারও বাড়া।'

'হয়ত। আমি নিজের সঙ্গে আমার কল্পনাকেও তাড়িয়ে নিয়ে চলেছি।'

'তাই। তাছাড়া আর...'

'কী?'

'ওহ্, না, কিছু না,' আপনমনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে মুলার বলল। 'আপনার প্রস্তাবটি নিয়েই ভাবছিলাম। ধরুন, আমি তাকে অন্য জায়গায় বদলি করেছি। রল্‌ফই এখন ওর দেখাশোনা করবে। বুঝলেন, ওটি আপনার যোগ্য কিছু নয়।'

'মানে, ও অনেক দূর এগিয়েছে, তাই কি?'

'তাই, অনেকটা এরকমই।'

'আর সেজন্যই কি বেচারি মারা পড়েছে?' মোলায়েম স্বরে স্টির্‌লিৎস বলে। বোরমানের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার মুখে গেস্টাপোর সদরদফ্‌তরের বারান্দায় খবরটি সে শুনেছিল।

'ওটা আমার ব্যাপার, স্টির্‌লিৎস। আমার সোজা কথাটা শুনুন: আমার কাছ থেকে যেটা জানা প্রয়োজন সেটা জেনে নেবেন। আড়িপাতা আমার অপছন্দ।'

'কোন দিক থেকে?' স্টির্‌লিৎস কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল। 'তাস খেলায় আমি পুতুল সাজতে চাই না। আমি সত্যিকার খেলোয়াড়, পুতুল নই।'

'সবসময় কি?' মুচকি হেসে মুলার জিজ্ঞেস করল।

'প্রায়ই।'

'তাহলে ঠিক আছে। ওটা আমরা পরে দেখব। এখনকার মতো শেষের ওই অংশটুকু আরেকবার শোনা যাক।'

মুলার টেপটা আবার থামিয়ে বলল, 'প্রায় ষাট ফিট পেছনে ঘুরিয়ে।'

'যেমন খুশি। একটু নতুন কফি তৈরি করব?'

'করুন।'

'আপনার একটু কনিয়াক চলবে?'

'ওটা আমার সহ্য হয় না। একবার কালটেনব্রুনারের অফিসে ওই জিনিস কিছুটা খেয়েছিলাম। ওটা মন্দ ছিল না। আসলে ভদকাই আমার পছন্দ।

কী জানেন, কনিয়াকে টেনিন আছে। আর ওটা রক্তের জন্য মোটেই ভাল নয়। কিন্তু ভদকায় শরীর গরম হয়ে ওঠে, সত্যিকার চাষাড়ে ভদকায়।'

'আলাপটা কি লিখে নিতে চান?'

'দরকার নেই। দরকারী অংশটা আমার মনেই থাকবে। ওখানে বেশকিছু চমৎকার পে'চ রয়েছে...'

'বোরমান: উল্ফ যে হিমলারের লোক এটা ডালেস জানে?

স্টির্লিৎস: মনে হয়, এমনটা সে অনুমান করে।

বোরমান: 'মনে হয়' তো কোন উত্তর নয়। সে উল্ফকে হিমলারের প্রতিনিধি হিসাবে নিয়েছে এর সঠিক প্রমাণ পেলে অচিরেই পশ্চিমী জোটের ভাঙন নিয়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ জল্পনা শুরু করতে পারতাম। তারা রাইখস্ফুয়েররের সঙ্গে আলাপে রাজি হলে ওদের কথাবার্তার একটা টেপ আমাকে অবশ্যই জোগাড় করতে হবে। ওটি গোয়েবল্সের হাতে গেলে আর সে ওটা বেতারে ব্যবহার করলে জানি না মস্কো, লণ্ডন, হোয়াইট হাউসে ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে।

স্টির্লিৎস: আর এখানে? বার্লিনে?

বোরমান: বলাই বাহুল্য। এখনো এনিয়ে আমি কিছুই ভাবছি না। সঠিকভাবে বললে, একমাত্র এজন্যই আমি ভাবছি না। ওই রেকর্ডিংয়ের ব্যাপারে আপনি হাত লাগাতে পারেন?

স্টির্লিৎস: উল্ফ যে হিমলারের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছে এজন্য গোড়াতেই তার কাছ থেকে একটা নিশ্চয়তা পাওয়া দরকার।

বোরমান: ডালেসের কাছে এমনটি সে বলে নি আপনি কেন ভাবছেন?

স্টির্লিৎস: জানি না। একটা ধারণার কথাই শুধু বলছি। শত্রুর প্রচার রাইখস্ফুয়েররকে সবসময়ই বিশেষভাবে বেছে নিয়েছে। তারা তাকে জলজ্যান্ত শয়তান হিসাবেই দেখে... উল্ফ কার লোক এটা হয়ত তারা জানতে চাইবে না। যে-ব্যাপারটি তাদের কাছে বড় তা হল সে কতটা শক্তিশালী, সামরিক দিক থেকে সে কার প্রতিনিধি।

বোরমান: আমি চাই, খোদ উল্ফের কাছ থেকেই তার প্রতিনিধিদের ব্যাপারটা ওরা বের করুক। কেবল উল্ফের কাছ থেকেই... কিংবা একেবারে শেষ নাগাদ আপনার কাছ থেকে।

স্টির্লিৎস: কেন?

বোরমান: খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণেই। স্টির্লিৎস, আমাকে বিশ্বাস করুন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণেই...

স্টির্‌লিৎস: কোন তৎপরতা চালানোর আগে এর পেছনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যটা আমার জানা দরকার। আমি যদি কোন দলের সঙ্গে কাজ করতাম, যেখানে প্রত্যেকের টুকরো টুকরো খবর প্রধানের কাছে দেয় আর তিনি নিজে এগুলি জোড়া দিয়ে পরিস্থিতির একটা পুরো চেহারা আঁচ করেন — তা হলে অন্যকথা। সেখানে পুরো পরিকল্পনা আমার না জানলেও কোন ক্ষতি নেই। সেখানে আমার কাজ, শিকলের আমার অংশটা পুরো করাই যথেষ্ট। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, এই কাজটা এভাবে করা যাবে না...

বোরমান: ধরুন, আমরা যদি স্তালিনকে জানাই যে, পশ্চিমী জোট কোন হেলাফেলা ধরনের নাৎসির সঙ্গে নয়, আত্মসমর্পণেচ্ছু একদল সেনাপতি বা জাহান্নমে যাওয়া, হতাশ রিবেনট্রপের সঙ্গে নয়, স্বয়ং এস.এস-নেতা, বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে যিনি জার্মানিকে ইস্পাতের এক দেয়াল হিসাবে দাঁড় করতে পারেন, সেই হেনরিখ হিমলারের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে — তাহলে ও কি খুশি হবে?

স্টির্‌লিৎস: বোধ হয় না...

বোরমান: আমার কাছ থেকে এসব শুনলে স্তালিন বিশ্বাস করবে না। কিন্তু জাতীয় সমাজতন্ত্রের কোন শত্রুর কাছ থেকে শুনলে?

স্টির্‌লিৎস: মুলারের সঙ্গে পরামর্শ করে কাউকে বাছলেই ভাল হয়। যোগ্য কোন লোক বের করে উনিই ওর পালানোর ব্যবস্থা করতে পারেন।

বোরমান: মনে হয় মুলার সর্বক্ষণই আমার উপকার করার চেষ্টা করছে।

স্টির্‌লিৎস: আমি যতটা বুঝি, তাঁর অবস্থাটা খুবই নড়বড়ে: আমার মতো তিনি তো ওতটা ঝুঁকি নিতে পারেন না। নিজের পদের জন্যই কাজটা তাঁর পক্ষে বেমানান। তাছাড়া তিনি সরাসরি হিমলারের কাছেই দায়ী। এটা মনে রাখলে নিশ্চয়ই আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, তিনি ছাড়া কাজটি আর কেউ হাসিল করতে পারবে না। অবশ্য, যদি তিনি মনে করেন যে এতে আপনার মত রয়েছে।

বোরমান: ঠিক, ঠিক... পরে আরও কথা হবে। ওটা খুঁটিনাটি মাত্র। আসল কথা: আপনার সবচেয়ে বড় কাজ হবে আলোচনাটা এগিয়ে নেওয়া, কোনভাবেই ভেঙে দেয়া নয়। আপনি হিমলারের সঙ্গে বার্নের ষড়যন্ত্রকারীদের যোগাযোগের ব্যাপার প্রকাশ করবেন, লুকিয়ে রাখবেন না। এমনভাবে খবরগুলি রটাবেন যাতে ফুয়েরর হিমলারকে, স্তালিন ডালেসকে, হিমলার উল্‌ফকে সন্দেহ করতে থাকে।

স্টির্লিৎস: ধরুন কারও সাহায্যের দরকার হলে কার সঙ্গে যোগাযোগ করব?

বোরমান: শেলেনবার্গের হুকুমগুলি তামিল করে যান। এটাই আপনার সাফল্যের নজির হবে। দূতাবাসকেও হেলাফেলা করবেন না। এতে ওরা কেবল বিরক্তই হবে: ওখানকার পার্টি-উপদেষ্টা আপনার চলাফেরার উপর নজর রাখবে...

স্টির্লিৎস: আমি জানি। কিন্তু শেলেনবার্গের বিরুদ্ধে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে? এব্যাপারে মুলার ছাড়া আর কেউ আমাকে কোন সহায়তা দিতে পারবে না। আমি ওঁর উপর কতটা ভরসা রাখতে পারি?

বোরমান: যারা বাড়াবাড়ি ধরনের আদর্শবাদী তাদের আমি খুব একটা বিশ্বাস করি না... একটু চুপচাপই আমার পছন্দ...'

ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। এই আচমকা শব্দে মুলার যেন হঠাৎ দারুণ ভয় পেল এবং স্টির্লিৎস সেটা লক্ষ্য করল।

'মাপ করবেন,' সে বলল, 'বোধহয়...'

'ঠিক আছে, যান...'

স্টির্লিৎস ফোন তুলে বলল, 'স্টির্লিৎস বলছি...'

তারপর এল সেই অভাবিত কণ্ঠস্বর। ক্যাথি।

'আমি বলছি ... আমি...'

'হ্যাঁ!' স্টির্লিৎস জবাব দিল। 'পার্টাইগেনসে, এখনই বেরুচ্ছি। কিন্তু কোথায় আপনার জন্য অপেক্ষা করব?'

'আমি বলছি,' ক্যাথি আবার বলল।

'কীভাবে ওখানে পৌঁছন যাবে?' তাকে সহায়তা যুগিয়ে স্টির্লিৎস নিচু গলায় আবার বলল এবং এইসঙ্গে মুলারকে টেপ-রেকর্ডারের দিকে ইঙ্গিত করে ওকে বুঝাল যেন বোরমানই ফোন করছে।

'আমি পাতালরেলের স্টেশনে... পুলিস-ফাঁড়ি থেকে ফোন করছি...'

'কী?'

'আপনাকে ফোন করতেই এসেছিলাম...'

'জায়গাটা ঠিক কোথায়?'

ক্যাথির বলা ঠিকানাটা স্টির্লিৎস শুনল এবং আরেকবার 'তাই হবে, পার্টাইগেনসে' বলে ফোন রাখল। বসে ধীরেসুস্থে চিন্তার আর সময় ছিল না। এখনো যদি তার টেলিফোনে আড়িপাতার ব্যবস্থা থাকে তবে মুলার সবকিছু ভোরের দিকেই জানতে পারবে এবং পরিস্থিতি অনুসারে সে কাজের

প্রস্তুতি নেবে। ক্যাথিকে উদ্ধার করাই এখন প্রথম কাজ। পরিস্থিতিটা ইতিমধ্যে ভালই সে বুঝেছে আর বাকিটা অনুমান করতেও পারবে। কিন্তু এখন ক্যাথি...

ক্যাথি হুঁশিয়ার হয়ে টেলিফোন রাখল এবং টেবিলের উপর কাচের ঢাকনির নিচে তার ফোটো আড়াল করার জন্য রাখা টুপিটা তুলল। পুলিসটি এখনো তার দিকে তাকাচ্ছে না। সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, যেন জীবিত নয়, মৃত। প্রতি মুহূর্তে সে অপেক্ষা করল পেছনে ডাক শোনার। তবে গেস্টাপো সকল পুলিসকেই পঁচিশ বছর বয়সী, বাচ্চা সহ একটি মেয়েলোককে গ্রেপ্তারের হুকুম দিয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে ক্যাথি বুড়িয়ে গেছে। তাকে চল্লিশ বছর বয়সীদের মতো দেখাচ্ছে। তার চুল সাদা, কোলে কোন বাচ্চাও নেই আর চোখদুটি মিলে গেলেও দুনিয়ায় অভিন্ন রকম চোখের মানুষ কতই তো আছে!

'আমি ফিরে না আসা অবধি হয়ত আপনি অপেক্ষা করবেন, ওবেরগ্রুপেনফুয়েরর?'

'আর শোলৎস দৌড়ে গিয়ে হিমলারকে বলুক যে অজ্ঞাত আস্তানার উদ্দেশ্যে তিন ঘণ্টা ধরে আমি লাপাতা হয়ে আছি। টেলিফোনটা কেন এল? বোরমান যে ফোন করবে সেটা তো আমাকে বলেন নি।'

'আপনি তো শুনলেন... আমাকে এখনই যেতে বললেন...'

'ওর সঙ্গে দেখা করেই আমার অফিসে আসবেন। আজ ওখানেই রাত কাটাব।'

১৭

আধঘণ্টার মধ্যে স্টির্‌লিৎস ক্যাথিকে খুঁজে বের করল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে সে শহরে এলোপাতাড়ি গাড়ি চালাল, উদ্দেশ্য — কেউ পিছু নিয়েছে কি না সেটা পরখ করা। সে ক্যাথির কথা শুনল। অতি কষ্টে কান্না চেপে ক্যাথি সেদিনের সবকিছু বলছিল। ওর কথা শুনতে শুনতে স্টির্‌লিৎস ভাবছিল — এই আশ্চর্য ঘটনাটি মুলারের শয়তানী ফন্দি, নাকি কোন আকস্মিক ভোজবাজি, যার সঙ্গে গোয়েন্দাদের পরিচয় থাকলেও সারা জীবনে যা কখনই একাধিকবার ঘটে না।

বার্লিনে কিছু সময় ঘুরাফেরার পর সে শহরতলীর দিকে রওয়ানা হল।

গাড়ির ভেতরটা গরম। ক্যাথি বসেছিল স্টির্‌লিৎসের পাশে। কোলের শিশুটি ঘুমাচ্ছিল আর স্টির্‌লিৎস ভাবছিল পরের পরিকল্পনার কথা: 'একটু পরেই মুলার জানবে আমি কথা বলেছি বোরমানের বদলে এক মহিলার সঙ্গে। যদি ধরা পড়ি — সবকিছুই খুয়াব। তাহলে বার্নে হিমলারের খেলাটি পণ্ড করা তো ভেস্তে যাবে।'

একটি সাইনবোর্ডের কাছে স্টির্‌লিৎস গাড়ি থামাল: রুবিনেরক্যানেল আর তিন মাইল। ওখান থেকে পটস্‌ডামে হয়ে বাবেল্‌সবার্গ যাওয়া যায়।

'না,' স্টির্‌লিৎস ভাবল। 'আমার রান্নাঘরে পেয়ালাগুলির অবস্থা দেখেই বুঝেছি যে মুলারের লোকেরা হয়ত দিনের বেলা আমার বাড়িতেই ছিল। কে জানে, হয়ত আমার 'নিরাপত্তার' জন্যই মুলার ওদের আবার পাঠিয়েছে, বিশেষ করে ওই টেলিফোনের ব্যাপারটা জানার পর।'

'ক্যাথি,' হঠাৎ ব্রেক কষে সে বলল, 'পেছনের সিটে যাও তো।'

'কী হয়েছে?'

'কিছু না। সবই ঠিক আছে। আমাদের হাতের মধ্যেই আছে। আমরা দুজনেই চূড়োয় উঠেছি। তাই না? পেছনের নীল পর্দাটা টেনে কেবল ঘুমিয়ে পড়। বাস। হিটারটা নেভাব না। দরজায় তালা দেব। আমার গাড়িতে কেউ তোমাকে ছুঁতে সাহস করবে না।'

'আমরা কোথায় চলেছি?'

'এই মুহূর্তে খুব দূরে কোথাও নয়,' স্টির্‌লিৎস জবাব দিল। 'দূরে তো নয়ই। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও। কাল আমাদের অঢেল কাজ, অঢেল ঝক্কি...'

'কিসের ঝক্কি?' পেছনের সিটে আরাম করে বসে ক্যাথি জিজ্ঞেস করল।

'খারাপ ধরনের নয়,' স্টির্‌লিৎস জবাব দিয়ে আপনমনে ভাবল: 'ক্যাথির সঙ্গে এখন এঁটে ওঠা মুশকিল হবে। সে এখনো ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারে নি, অবশ্য এতে তার কোন দোষ নেই।'

ওয়ালটার শেলেনবার্গের নিজস্ব বাড়ির কিছুদূরে সে গাড়ি থামাল। 'যদি কেবল ওকে বাড়িতে পাই?' যেন এটিই হয় এমন ইচ্ছা নিয়েই সে ভাবল। 'নউয়েনে হিমলারের কাছে বা হয়েনলিহেনে হেবহার্ডটের কাছে না গেলে নিশ্চয়ই বাড়িতেই আছে।'

সে বাড়িতেই ছিল।

'ব্রিগাডেনফুয়েরর,' কোট না খুলেই স্টির্‌লিৎস শুরু করল। সে বসেছিল চেয়ারের কিনারে, শেলেনবার্গের মুখোমুখি। শেলেনবার্গের গায়ে গরম

ড্রেসিংগাউন আর খালি পায়ে স্যাণ্ডেল। অসম্ভব সাদা ওর গুল্ফগুলি স্টির্লিংসের চোখে পড়ল। 'সুইজারল্যাণ্ডে উল্ফের তৎপরতার ব্যাপারে মুলার কিছুটা জানে।'

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' শেলেনবার্গ বলল। 'এটা অসম্ভব।'

'তাহলে ওটা আমি জানলাম কীভাবে?'

ড্রেসিংগাউনটা শরীরের সঙ্গে শক্ত করে এ'টে ধরে নিজের সবটুকু শক্তি একত্র করে শেলেনবার্গ বলল, 'আচ্ছা বলুন, কীভাবে জানলেন?'

'মুলার আমাকে তার হয়ে কাজ করার কথা বলল...'

'আর আপনাকেই কেন সে বেছে নিল?'

'বোধহয় তার লোকেরা পাস্তরের ব্যাপারটা জেনে গেছে। তবে এটাই আমাদের বাঁচোয়া। এখনই আমার বার্নে যাওয়া দরকার। পাস্তরের ভার আমাকেই নিতে হবে আর আমার সংকেত পেলেই আপনি উল্ফের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন।'

স্টির্লিংস সবসময়ই সোজাসুজি সঠিক প্রসঙ্গে পেঁছয় এবং কথা শেষ করার আগেই শেলেনবার্গ তা আঁচ করতে পারে।

'তাহলে এখনই বার্নে যান।'

'কিন্তু কাগজপত্র?... নাকি পাস্তরের সেই চোরাপথেই?'

'এটা খুবই আহাম্মকী হবে। সুইস প্রতিগোয়েন্দারা সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ধরে ফেলবে। যুদ্ধশেষ বুঝে তারা এখন মার্কিনীদের মন কাড়তে ব্যস্ত... না, অফিসে গিয়ে ভাল কিছু কাগজপত্র গোছান। আপনার কথা ওদের ফোনে জানাচ্ছি।'

'ব্যস্ত হবেন না। কেবল দুলাইন লিখে দিন।'

'আপনার কাছে কলম আছে?'

'নিজেরটাই তো ভাল।'

শেলেনবার্গ হাত দিয়ে মুখ ঘষল এবং অতি কষ্টে হেসে বলল, 'আমি এখনো ঘুমকাতুরে ভাবটা কাটাতে পারছি না। এটাই মুশকিল।'

স্টির্লিংস চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেলেনবার্গ গাড়ি আসার হুকুম দিল। গাড়িতে বসে শোফারকে সে ডক্টর হেবহার্ডটের স্যানাটোরিয়ামে যেতে বলল।

ওখানেই ছিল হিমলারের সদরদফ্তর।

তাড়াতাড়ি সীমান্তে পৌঁছনোর জন্য স্টির্‌লিংস জোরে গাড়ি চালাল। এখন তার পোকেটে দুটি পাসপোর্ট — নিজের ও স্ত্রী ফ্রাউ ইনগ্রিড ফন কিরস্টাইনের।

সীমান্তে জার্মান ফাঁড়ি পেরনোর পরপরই স্টির্‌লিংস ক্যাথির দিকে ফিরে বলল, 'ক্যাথি, বেঁচে গেলে, আর কোন ভাবনা নেই।'

এখানে, সুইজারল্যান্ডে আকাশ পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে। পেছনে কয়েক গজ দূরের আকাশটিও এমনি গভীর। ভোরের আলোয় পূর্ণিমার হলুদ চাঁদ সেখানে ক্রমেই পাঁশুটে হয়ে আসছে। নীলচে-হলুদ আকাশে উড়ছে চাতকের ঝাঁক। তবে আকাশটা জার্মানির। যেকোন সময় সেখানে দেখা দেবে পশ্চিমী জোটের ঝকঝকে সাদা বিমানগুলি। পড়বে বোমা। নিচের দুনিয়াটার জন্য মৃত্যুবর্ষী এই জিনিসগুলি প্রথমে সূর্যের আলোয় চকচক করবে। যারা আশ্রয় খুঁজছে, বোমা পড়তে দেখছে, তারা ভাববে ওই যমদূতেরা যেন সরাসরি ওদের জন্যই এসেছে। শেষে বসন্তের কাদা-ভরা কাল গর্ত থেকে আকাশের দিকে জলের ফোয়ারা উঠার আগেই ওগুলি মিলিয়ে যাবে। অসম্ভব দ্রুত ওগুলি মানুষের চোখের আড়াল হবে, যেসব চোখ এখনো জীবন্ত অথচ অসহায়, মুমূর্ষু...

স্টির্‌লিংস সোজা বার্নের দিকে চলল। পথে একটি ছোট শহরে ট্রাফিক আলোর সামনে সে গাড়ি থামাল। তারা দেখল বাইরে শিশুরা হেঁটে বেড়াচ্ছে, স্যান্ডউইচ খাচ্ছে। ক্যাথি হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'কী হল ?' স্টির্‌লিংস বলল।

'কিছু না,' সে জবাব দিল, 'আমি তো শান্তির মুখ দেখলাম, ও আর কোনদিন দেখবে না।'

'তবে তোমাদের বাচ্চাটি, ওর জন্য আর কোন ভয় নেই,' তাকে প্রবোধ দিয়ে স্টির্‌লিংস বলল। 'আর এই মেয়েটির জন্যও...'

ক্যাথিকে মনভোলান কিছু সে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজের প্রবল আবেগের উপযোগী ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছিল না।

'এখন থেকে কেবল ভবিষ্যতের কথাই ভাববে,' বলেই স্টির্‌লিংস বুঝতে পারল যে কথাগুলি শোভন, সময়োপযোগী হয় নি।

'অতীত ছাড়া তো ভবিষ্যৎ হয় না,' ক্যাথি চোখ মুছে জবাব দিল। 'আমাকে মাপ কর... মেয়েরা কাঁদতে শুরু করলে তাদের থামান কত কঠিন সে তো আমি জানি।'

বার্নে পৌঁছে সে পাস্তর প্লাগের কাছে গেল। ডালেস ও জেনারেল উল্ফের মধ্যেকার আলাপ-আলোচনার নথিগুলি সে দেখল। আর তখনই তার মনে পড়ল যখন ক্যাথিকে সে বলেছিল — আর কোন ভাবনা নেই, দুঃস্বপ্ন চিরদিনের মতো কেটে গেছে তখনই কত বড় ভুল করেছিল। এখন দেখছে কিছুই শেষ হয় নি। উলটোটাই বরং সত্য: আসল ঘটনা এখনই শুধু শুরু হতে পারে।...

''কেন্দ্রের' জন্য — জাস্টাস

ডালেস-উল্ফের আলোচনা সংশ্লিষ্ট এই কাগজপত্রের সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও আপনাকে জানাচ্ছি:

১) আমার মনে হয়, ডালেস এস.এস-র সঙ্গে তার আলোচনার পুরো ব্যাপারটা নিজের সরকারকে জানাচ্ছে না। সম্ভবত সে হিটলার 'বিরোধীদের' সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা বলছে, অথচ উল্ফ এই শ্রেণীভুক্ত নয়।

২) রুজভেল্ট কয়েক বারই ঘোষণা করেছেন যে নাৎসিবিরোধী অন্যান্য সকল শরিকের মতো জার্মানির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই আমেরিকার লক্ষ্য। অথচ ডালেস আপসের কথা বলছে এবং এমন কি কিছু কিছু নাৎসি সংস্থা অটুট রেখেই।

৩) সকল শরিকের পারস্পরিক সততা হল যেকোন জোট তৈরির আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। যদি ধরাও যায় যে ডালেস এই আলোচনার মাধ্যমে জার্মানদের পরীক্ষা করছে, তাহলে আমার নিজের তত্ত্ব অস্বীকার করেই আমি বলব যে, এখানে জার্মানদের জিত ও ডালেসের হার সম্পর্কে গোয়েন্দা হিসাবে কারও কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।

৪) ডালেস জার্মানদের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক উদ্যোগে নেমেছে এই সম্ভাবনাও আমি ভেবেছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সুইস সংবাদপত্রগুলিতে তাকে খোলাখুলিই প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি বলা হচ্ছে। রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধির মর্যাদাভোগী কোন ব্যক্তির পক্ষে কি প্ররোচনার আশ্রয় নেওয়া সম্ভব?

সিদ্ধান্ত: পশ্চিমের কোন কোন চক্র হয় দ্বিমুখী খেলা শুরু করেছে অথবা হিটলারবিরোধী জোটের অন্যতম সদস্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ডালেস বিশ্বাসঘাতকতা করতে উদ্যত হয়েছে।

সুপারিশ: আমরা যে সুইজারল্যান্ডের আলোচনার কথা জানি এটা মিত্রজোটকে জানান উচিত। উল্ফ ও ডালেসের মধ্যেকার আলোচনার পুরো খুঁটিনাটি নতুনভাবে সংগৃহীত কোন লোকের মাধ্যমে জানাতে পারব আশা করি। প্রসঙ্গত এগুলিকে আমি প্রচলিত কূটনৈতিক অর্থে আলোচনার বদলে খুচরো আলাপ হিসাবেই ধরছি। কোন সুপারিশ না করা সম্পর্কিত আমার নীতিটি এজন্যই ভাঙছি যে, পরিস্থিতি খুবই জটিল এবং প্ররোচনা থেকে, সম্ভবত দুপক্ষ থেকেই হিটলারবিরোধী জোটকে টিকিয়ে রাখার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার।

জাস্টাস।'

স্টির্লিংস 'ভার্জিনিয়া' পান্থনিবাসে গেল। ওখানেই প্রফেসর ঘর ভাড়া নিয়েছিল। তার পাঠান কার্ডে এর ইঙ্গিত ছিল: 'এখানকার ভার্জিনিয়া তামাক খুবই চমৎকার।' প্রফেসরের সঙ্গে আগ থেকেই ঠিক হয়েছিল যে তার ঠিকানাটা তামাকের কোন প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হবে। এমন কি, 'গ্রান্ড হোটেলে' থাকলেও সে স্টির্লিংসকে লিখত: 'এমন কি 'গ্রান্ড হোটেলে'ও আপনার পছন্দসই জিনিসটি পাচ্ছি না। এখানকার সবক'টি সিগারেটই আমদানির মাল।'

'ভার্জিনিয়া' পান্থনিবাসে পেঁাছতে স্টির্লিংসের কোনই অসুবিধা হয় নি। এটি তখন প্রায় খালি। বাসিন্দারা সবাই পাহাড়ে। স্কি-র মরসুম প্রায় শেষ। এই শেষ কয়েক সপ্তাহ রোদে পুড়লে শরীরে যে লালচে-তামাটে রঙ ধরে সেটা অনেক দিন টিকে থাকে। তাই, যাদের পক্ষে সম্ভব তারাই পাহাড়ে গেছে। ওখানে এখনো অঢেল তুষার।

'আপনাদের এখানে যে সুইডিশ প্রফেসর থাকেন তাঁর জন্য কয়েকটা বই দিতে পারি? তাঁর নামটা অবশ্য আমার মনে নেই,' স্টির্লিংস জিজ্ঞেস করল।

'সুইডিশ প্রফেসর সকলের দীর্ঘায়ু কামনা করে বিদায় নিয়েছেন। জানালা থেকে লাফিয়ে পড়ে তিনি মারা গেছেন।'

'কবে?'

'গত পরশু সকালে। জানেন, সকালে বেশ খোশ মেজাজেই তিনি বেরন। তবু আর ফিরলেন না।'

'কী আফসোসের কথা... আমার এক বন্ধু ওঁর বিষয়েই কাজ করেন। তিনি প্রফেসরকে বইগুলি দিয়ে ওঁর কাছ থেকে কিছু বই ফেরত আনতে বলেছিলেন।'

'তাহলে বরং পুলিসকে ফোন করুন... ওরা তাঁর সবকিছু নিয়ে গেছে। এগুলি যে আপনার বই তার কোন প্রমাণ দিলেই ওরা আপনাকে ওঁর যাবতীয় জিনিসপত্র ফেরত দিতে বাধ্য হবে।'

'ধন্যবাদ,' স্টির্লিংস জবাব দিল। 'ঠিক তাই করব।'

তারপর সে গোপন ঠিকানাটি খুঁজতে চলল। টবের গাছটি জানালায় — বিপদসঙ্কেত। এটি দেখে কী ঘটেছে স্টির্লিংস তার কিছুটা আঁচ করতে পারল। 'অথচ আমি তাঁকে কাপুরুষ ভেবেছি,' স্টির্লিংস মনে মনে বলল। 'প্লেশ্নার, বন্ধু, আমাকে মাপ কর।'

হঠাৎ আত্মহত্যার জন্য লাফিয়ে পড়া প্রফেসরের ছবিটি তার চোখে ফুটে উঠল — তাঁর ছোটখাটো, হালকা শরীরটা মাটির দিকে নেমে আসছে। তাঁর শেষ কয়েকটি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত... জার্মানি থেকে পালিয়ে মুক্ত সুইজারল্যাণ্ডে এসে তাঁকে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হল। নিশ্চয়ই গেস্টাপো তাঁর পিছু নিয়েছিল। কিংবা হতে পারে তাঁকে কথা বলাতে না পেরে আত্মহত্যায় বাধ্য করেছিল...

'চকের দিকে চলুন,' স্টির্‌লিংস ড্রাইভারকে বলল। 'চকের যেকোন জায়গায়, যেখানে আমি একনাগাড়ে কয়েক দিনের জন্য একটি গাড়ি ভাড়া পাব।'

হোটেলের ঘরে ক্যাথি ও বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়তেই স্টির্‌লিংস কেফিনের দুটি বড়ি গিলল। গত কয়েক দিন সে প্রায় একবারও চোখের পাতা বুজতে পারে নি। অথচ, এখনই পাস্তরের সঙ্গে আরেকবার বৈঠকে বসা দরকার। সে চলে গেল।

পাস্তর তাকে বলল, 'সকালে আমার আত্মীয়দের কথা তুলতে আমি সাহস পাই নি। এখন আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। আমার বোন কোথায়?'

'ওর লেখা আপনি চিনতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

স্টির্‌লিংস পাস্তরের হাতে একটি খাম দিল। চিরকুটটি সে তড়িঘড়ি পড়তে লাগল: 'প্রিয় ভাইটি আমার, তোমার সাহায্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমরা এখন পাহাড়ী এলাকায় রয়েছি। বলতে গেলে বিমান হামলার সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির কথা ভুলে যাচ্ছি। আমরা এক কৃষক পরিবারের সঙ্গে থাকি। ছেলেরা ওদের গরুগুলি চরায়। খাওয়া-দাওয়ার কোন অভাব নেই। নেই বিপদের কোন ঝুঁকি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর দয়ায় অচিরেই যেন তুমি বিপদ থেকে মুক্তি পাও। ইতি, তোমার প্রিয় বোন, অ্যানা।'

'কিসের বিপদ?' পাস্তর জিজ্ঞেস করল। 'কী বিপদের কথা ও লিখেছে?'

'আমি তাকে বলেছি যে আপনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। তার সঙ্গে আমি তো স্টির্‌লিংস হিসাবে দেখা করি নি, গিয়েছিলাম আপনার যজমান সেজে। এই তাদের ঠিকানা। সবকিছু চুকে গেলে ওখানেই ওদের খুঁজে পাবেন।

তাদের সম্পর্কে যাতে আপনার মনে কোন সন্দেহ না জাগে সেজন্য এই ফোটো।'

স্টির্‌লিংস এই প্রমাণটি তার হাতে দিল: সে কয়েকটি ছবিই তুলেছিল। কিন্তু দিনটি ছিল মেঘলা আর ছবিগুলি ততটা সুবিধের হয় নি। পাস্তর ওগুলির দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে শেষে বলল, 'সত্যি বলছি, ফোটো ছাড়াই আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতাম... আপনার গাল এতটা বসে গেছে কেন?'

'ঈশ্বর জানেন... ঘুমুতে পারছি না বলেই বোধ হয়। আর কোন খবর?'

'আছে, তবে এগুলির গুরুত্ব বোঝা আমার কর্ম নয়। দেখেশুনে মনে হচ্ছে হয় প্রত্যেককেই অবিশ্বাস করতে হবে, নয়ত চিরকালের মতো সিনিক সাজতে হবে। মার্কিনীরা এস.এস--র সঙ্গে আলাপ চালাচ্ছে। হিমলারের সঙ্গে কথা বলছে।'

'প্রমাণ?'

'কী বলতে চান?'

'এর প্রমাণ কি? কোথেকে খবরটা পেলেন? কোন সাক্ষ্যসাবুদ আছে? কোন কাগজপত্র? নইলে গুজবের ভরসায় থাকলে শেষপর্যন্ত চালাকি করে সাজান মিথ্যার জালে আমরাই আটকা পড়ে যাব।'

'দুঃখিত,' পাস্তর জবাব দিল, 'মার্কিনীরা হিমলারের লোকজনদের সাথে আলোচনায় বসে নি এই খবরটি সত্য হলে আমি খুবই খুশি হতাম। সকালে আপনাকে দেয়া কাগজপত্রগুলি আপনি পড়েছেন... আর এখন এটা দেখুন...' সে স্টির্‌লিংসের হাতে কয়েক পাতা পাতলা কাগজ ধরিয়ে দিল: সরু সরু লাইনে গোটাগোটা উল্টোমুখী হরপের ঠাস বুনানি।

উল্‌ফ: সুপ্রভাত, মহোদয়রা।

সমবেতকণ্ঠ: সুপ্রভাত।

ডালেস: আলোচনা চালানোর জন্য আমার সহকর্মীরা উপস্থিত।

উল্‌ফ: এমন উচ্চপর্যায়ে আমাদের আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখে খুশি হলাম।

ডালেস: এস.এস-র উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী শত্রুর সঙ্গে আলোচনায়

20 (895

বসে কোন ব্যক্তিগত দাবীদাওয়া তুলেন না দেখে আমি ও আমার সহকর্মীরা খুবই খুশি হয়েছি।

উল্ফ: জার্মানদের জন্য শান্তিপ্রতিষ্ঠার মধ্যেই আমার ব্যক্তিগত দাবীগুলি মিশে গেছে।

অপরিচিত কণ্ঠ: সাবাস! এই তো সত্যিকার সৈনিকের কথা!

ডালেস: ইতিমধ্যে আপনাদের দিকে নতুন কিছু ঘটেছে?

উল্ফ: কেসেলরিংকে ফুয়েররের সদরদফ্তরে তলব করা হয়েছে। এটাই বড় রকমের দুঃসংবাদ।

ডালেস: আপনি ভাবছেন...

উল্ফ: ফুয়েররের সদরদফ্তরে জরুরি তলবের মধ্যে ভালর কিছুই আমি দেখছি না।

ডালেস: কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি যে নতুন দায়িত্ব, পশ্চিম রণাঙ্গনের ভার দেয়ার জন্যই কেসেলরিংকে বার্লিনে তলব করা হয়েছে।

উল্ফ: আমিও শুনেছি। কিন্তু এখনো কোন প্রমাণ পাই নি।

ডালেস: প্রমাণ পাবেন। যেকোন দিন শুনতে পাবেন।

উল্ফ: তাহলে দয়া করে বলুন তো কেসেলরিংয়ের জায়গায় কে আসছে?

ডালেস: নিশ্চয়ই। তার নাম আপনাকে বলতে পারি বৈকি। সে কর্নেল জেনারেল ভিটিংহফ।

উল্ফ: আমার পরিচিত।

ডালেস: কেমন লোক?

উল্ফ: একেবারে কট্টর সিপাই।

ডালেস: জার্মান সেনাবাহিনীর প্রায় সব জেনারেল সম্পর্কেই তো তা খাটে।

উল্ফ: এমন কি বেক ও রোমেল সম্পর্কেও?

ডালেস: এঁরা সত্যিকার জার্মান দেশপ্রেমিক।

উল্ফ: আমি কিন্তু জেনারেল ভিটিংহফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত নই।

ডালেস: আর কেসেলরিংয়ের?

উল্ফ: বিমান বাহিনীতে গোয়েরিংয়ের সহকারী হিসাবে ভিটিংহফের মতো রাইখের সকল জেনারেলের সঙ্গেই তার সরাসরি যোগাযোগ ছিল।

ডালেস: ধরুন, আপনাকে যদি আমরা কেসেলরিংয়ের কাছে গিয়ে আর ভিটিংহফের সঙ্গে একটা চুক্তির মাধ্যমে একইসঙ্গে পশ্চিম রণাঙ্গন ও ইতালিতে আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করতে বলি, তাহলে?

উল্ফ: খুবই বিপজ্জনক কাজ।

ডালেস: আমরা সবাই কি বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছি না?

অপরিচিত কণ্ঠস্বর: যাকগে, পশ্চিম রণাঙ্গনে কেসেলরিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করলেই আত্মসমর্পণ সম্পর্কে তার মতামতটা আমরা ঠিক বুঝতে পারব...

উল্ফ: সে ইতালিতে যেহেতু রাজি ছিল সেজন্য স্থানবদলের তার মত বদলানোর তো কোন কারণ দেখি না।

ড্যালেস: পশ্চিম রণাঙ্গনে কবে নাগাদ আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে প্যারেন?

উল্ফ: কালটেনব্রুনার আমাকে বার্লিনে তলব করেছিলেন। কিন্তু আপনারা আলোচনায় রাজি হওয়ায় সেটা বাতিল করেছি...

ডালেস: তাহলে তো ইতালিতে ফিরে আপনি তখনই বার্লিন যেতে পারেন?

উল্ফ: তাই। সাধারণভাবে এটা সম্ভব। তবে...

ডালেস: বুঝেছি। আপনি সত্যি খুবই বড় একটা ঝুঁকি নিচ্ছেন। হয়ত আমাদের সবার চেয়েও বেশি। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আর কোন পথ দেখি না।

অপরিচিত কণ্ঠ: একটা পথ আছে।

গেভারনিৎস: আপনিই আলোচনার উদ্যোক্তা। নিশ্চয়ই বার্লিনে আপনার বড় বড় মুরুব্বী আছেন। কেসেলরিংয়ের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চয়ই আপনাকে একটা যুতসই সুযোগ বাতলাতে পারবেন।

ডালেস: জার্মানির ভাগ্যই যদি আপনার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হয়, তবে বলছি এর কিছুটা অবশ্যই আপনার হাতে রয়েছে।

উল্ফ: আপনাদের যুক্তিটি আমাকে মানতেই হবে দেখছি।

ডালেস: তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে আপনি কেসেলরিংয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য পশ্চিম রণাঙ্গনে যাবেন?

উল্ফ: হ্যাঁ।

ডালেস: আর আপনি ভাবেন যে কেসেলরিংকে আত্মসমর্পণে রাজি করাতে পারবেন?

উল্‌ফ: কোন সন্দেহ নেই।

ডালেস: তারপর জেনারেল ভিটিংহফ তাকে অনুসরণ করবে?

উল্‌ফ: আমি পরে ইতালি ফিরব।

গেভারনিৎস: ভিটিংহফ গড়িমসি শুরু করলে আপনি কি ব্যাপারটার কোন ফয়সলা করতে পারবেন?

উল্‌ফ: অবশ্যই। নিশ্চয়ই প্রয়োজন দেখা দিলে আপনারা জেনারেল ভিটিংহফের সঙ্গে এখানে অথবা ইতালিতে দেখা করবেন।

ডালেস: আপনি প্রয়োজন মনে করলে আমরা এজন্য ভিটিংহফের সঙ্গে দেখা করতে রাজি আছি। কেসেলরিংয়ের সঙ্গে দেখা করে কবে নাগাদ ফিরছেন?

উল্‌ফ: সবকিছু ভালয় ভালয় শেষ হলে সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আপনাকে ও ভিটিংহফকে পশ্চিম রণাঙ্গনে রাইখ সৈন্যদের আত্মসমর্পণের সঠিক তারিখটি জানাতে পারব। সেই সঙ্গে মিলিয়ে ইতালিতে আমাদের সৈন্যরা তাদের আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি হবে।

গেভারনিৎস: বলুন তো, আপনাদের বন্দীশিবিরে এই মুহূর্তে কতজন আটক রয়েছে?

উল্‌ফ: ইতালিতে রাইখের বন্দীশিবিরে এদের সংখ্যা এখন কয়েক লক্ষ।

ডালেস: আগামীতে এদের কী হবে?

উল্‌ফ: এদের খতম করার হুকুম হয়ে গেছে।

গেভারনিৎস: আপনার অনুপস্থিতিতে হুকুমটি কি কার্যকর হতে পারে?

উল্‌ফ: পারে বৈকি।

ডালেস: এটা আটকান সম্ভব?

উল্‌ফ: আমার জায়গায় কর্নেল দর্নোন থাকছে। আমার মতোই ওকে আমি বিশ্বাস করি। কথা দিচ্ছি, হুকুমটি কার্যকর করা হবে না।

গেভারনিৎস: মহোদয়গণ, বারান্দায় চলুন। দেখছি, টেবিল তৈরি। ঘরের এই অসহ্য গরমের চেয়ে বাইরে ওখানেই আলাপ জমবে ভাল...'

সেই রাতেই ক্যাথি বাচ্চাদের নিয়ে প্যারিস রওয়ানা হল। সঙ্গে স্টির্লিংসের সাঙ্কেতিক খবর। স্টেশন নির্জন, জনশূন্য। ক্যাথিকে হোটেলেই স্টির্লিংসের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে: গেস্টাপোর নজরে পড়ার ভয়ে স্টির্লিংস স্টেশনে যাওয়া বাতিল করেছে। তার চোখদুটি শূন্য প্ল্যাটফর্মে কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ জোরে বৃষ্টি নামল। ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ইঞ্জিন অলস গতিতে চলতে শুরু করল। স্টেশনের বাতিগুলি ভেজা প্ল্যাটফর্মের জলভরা ছোটছোট গর্তে অস্পষ্ট হলদে আলোয় ঢেউ ছড়িয়েছে—যেন আশ্চর্য এক ভারতীয় রত্নহার। ক্যাথির দুগাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নামছে: গত কয়েক দিনের একটানা দুর্ভোগের অসহ্য ভার এইমাত্র কেটেছে। এরউইন এখন তার সামনে। তার ছায়া সর্বক্ষণই সঙ্গে ছিল, অতি স্পষ্ট, অবিকল। এই মুহূর্তে একটি ঘটনার কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না — এরউইন ঘরের কোণে বেতারের পাশে দাঁড়িয়ে: মস্কোয় খবর পাঠানোর কাজ না থাকলে ওটি ঘাটতে সে দারুণ ভালবাসত...

কিন্তু স্টির্লিংস শেষপর্যন্ত স্টেশনে না এসে পারে নি। সে দূর থেকে দেখতে চেয়েছিল কীভাবে ক্যাথির ট্রেনটি ওকে নিয়ে স্টেশন ছেড়ে যায়। ও চলেছে ফ্রান্সে। ওখানে বাচ্চাগুলিকে নিয়ে সে নিরাপদ থাকবে। আর ওখান থেকেই হয়ত শেষপর্যন্ত তাকে সাহায্য করার জন্য নির্ভরযোগ্য কেউ এখনই এসে পৌঁছবে।

স্টেশনের একটি কাফের বড় জানালার পাশে স্টির্লিংস বসেছিল। ওখান থেকে পুরো ট্রেনটিই দেখা যায়।

এক সময় ট্রেন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। সে সবগুলি জানালাই খুঁজল। কিন্তু কোথাও ক্যাথির মুখ তার চোখে পড়ল না। হয়ত সে এককোণে ইঁদুরের মতো তার বাচ্চাদের নিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছে, আপন জনের জন্য অপেক্ষা করছে...

ট্রেনটি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেলে সে কাফে থেকে বেরিয়ে এল।

সন্ধ্যা আটটায় মলোতভ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার আর্চিবোল্ড ক্লার্ক কের-কে ক্রেমলিন ডেকে পাঠালেন। তিনি এইসঙ্গে মার্কিন দূত হারিম্যান-কে আর ডাকলেন না। তিনি জানতেন ক্লার্ক কের গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে নামী বিশেষজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে আলাপের পরিবেশটি হারিম্যান এলেই বদলে

যাবে। কারণ, হ্যারিম্যানের আলাপে ভাবাবেগের বাড়াবাড়ি থাকে আর পররাষ্ট্র দফ্‌তরের জনকমিশর মলোতভের সেটা পছন্দসই নয়।

সিগারেট ধরানোর পর আরাম করে একটু ধোঁয়া টানার জন্য তিনি চেয়ারে বসলেন। চেন-স্মোকার হিসাবে তাঁর নামডাক থাকলেও স্তালিনের মতো তিনিও ধোঁয়া গিলেন না।

ক্লার্ক কেরের সঙ্গে তাঁর আলাপের ধরনটি স্পষ্টতই নিরস ছিল। পে'সনেই চশমার আড়াল থেকে তাঁর কাল চোখদুটি গম্ভীর ও সতর্কভাবে ওঁর দেখছিল।

সাক্ষাৎকার অল্পস্থায়ী হল। মলোতভের দোভাষী পাভলভ একটি বিবৃতি ক্লার্ক কেরের হাতে তুলে দিলে তিনি সেটা পড়লেন এবং বললেন যে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর সরকারকে অচিরেই অবহিত করবেন।

এর বক্তব্য ছিল:

'বার্নে জার্মান জেনারেল উল্‌ফ এবং ফিল্ডমার্শাল আলেক্সান্ডারের অফিসরদের মধ্যে যে আলোচনা চলছে সে সম্পর্কে আপনাদের পত্রের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে সোভিয়েত সরকার এটিকে ভুল বোঝাবুঝির চেয়েও নিকৃষ্টতর কিছু মনে করে।

জার্মান জেনারেল উল্‌ফ ও তার সঙ্গীরা উত্তর ইতালিতে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কে ইংরেজ ও মার্কিন পক্ষের সঙ্গে আলোচনার জন্য বার্নে পৌঁছেছে। এতে সোভিয়েত পক্ষের অত্যাবশ্যকীয় যোগদানের প্রস্তাবটি নাকচ করে দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ, জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সোভিয়েত ইউনিয়নের অসাক্ষাতেই একপক্ষে জার্মান সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি এবং অন্যপক্ষে ইংরেজ ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিদের মধ্যে বার্নে দু'সপ্তাহব্যাপী আলাপ-আলোচনা চলছে। সোভিয়েত সরকার এটা স্বীকার করে নিতে একান্তই অপারগ।

ভ. মলোতভ।'

উল্‌ফ ও ডালেসের আলোচনার সংবাদ শুনে বোরমান খুশি হয়ে উঠল। এটি ছিল অভাবিত। এমন কি তার এই প্রতিক্রিয়ায় সে নিজেও বিস্মিত হল। ব্রিটিশরা বার্লিনে বোমা ফেলছে। রুশ কামান ফ্রাঙ্কফুর্টে গুলিবর্ষণ করছে। সারা রাইখ ছিন্নভিন্ন। অথচ সে একটি অদ্ভুত ঈর্ষামিশ্রিত আনন্দ অনুভব করল। বিশ্লেষণী মনের অধিকারী হিসাবে সে এই অনুভবকে বয়স্ক নারীর ঈর্ষার অনুরূপ ভাবল।

'আমি নিজে সত্যিকার কী তার একটা যথার্থ ধারণা, সেই অপ্রিয় সত্যটি পুরো আমার জানা থাকা দরকার,' সে ভাবল, 'তাহলে আত্মরক্ষা

ও আক্রমণ দুটোই আমার পক্ষে আরও সহজ হবে। কারণ, আমার দুর্বলতাগুলি আমি জানতে পারব।'

মনোচিকিৎসায় বোরমান বিশ্বাস করত। সে প্রায় কখনই ওষুধ খেত না। পুরো উদোম অবস্থায় সে সমাধিস্থ হত এবং শরীরের অসুস্থ প্রত্যঙ্গে মনের সমস্ত শক্তি জড় করত। মারাত্মক গলাব্যথা সে একদিনের মধ্যে সারাতে পারত, বিশেষ চেষ্টা ছাড়াই সর্দি থেকে ভাল হয়ে উঠত। সে ঈর্ষা ও হতাশার ভাবও এড়াতে পারত। ছেলেবেলায় হাইপকন্ড্রিয়ার মারাত্মক ভোগান্তির পর কেউ কোনদিন এগুলির রেশটুকুও তার মধ্যে আর দেখে নি। এভাবে হিংস্র আনন্দের দমকা উচ্ছ্বাসটুকুকেও সে বাগ মানাত।

হিমলারকে ফোন করার জন্য রিসিভার তুলতে গিয়ে বোরমান নিজেকে থামাল। খবরটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাইখস্‌ফুয়েরের কীভাবে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকবে, এই দৃশ্যটি তার চোখে ভাসল।

'উচাটনের তোড়ে অবশ্যই বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে সে শেলেনবার্গের খুঁজে ছুটবে?' বোরম্যান আপনমনে ভাবল, 'আর ঈশ্বরই জানেন ওই ধূর্ত বিদ্যাধরটি আবার কোন ফাঁদ পাততে শুরু করবে...'

'বোরমান বলছি,' রাইখস্‌লেইটর ফোন তুলে বলল,— 'সুপ্রভাত, কালটেনব্রুনার। এখনই আপনার আসা দরকার।'

'হ্যাঁ,' বোরমান ভাবল, 'হুঁশিয়ার হয়ে ব্যাপারটা মোকাবিলা করা দরকার। কালটেনব্রুনারকে মধ্যস্থতার কাজ করতে হবে। অবশ্য স্পষ্টা-স্পষ্টি কিছুই বলব না। কেবল উল্‌ফকে আবার বার্লিনে তলব করতে বলব। তাকে জানাব যে আমার খবর অনুসারে উল্‌ফ রাইখস্‌ফুয়েররের উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আমার বন্ধু হিমলারকে এসব কিছু না বলতে বলব। কারণ, মিছেমিছি তাকে ভয় পাইয়ে দেয়া ঠিক হবে না। তবে উল্‌ফ পৌঁছন মাত্রই তাকে গ্রেপ্তার করে ওর কাছ থেকে খবরের পুরোটা বের করতে বলব। শত্রুদের কাছ থেকে তো এরা একদিন খবর বের করেছে। এবার নিজের লোককে পরখ করে দেখুক। উল্‌ফের কাছ থেকে দরকারী খবরটা পাওয়ার পর তার সাক্ষ্যটা লিখে নিয়ে কালটেনব্রুনার নিজে আমার টেবিলে রাখলেই আমি ওটা ফুয়েররকে দেখাব আর সঙ্গে সঙ্গে হিমলার খতম হবে। তখন ফুয়েররের কাছের মানুষ হিসাবে আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না। গোয়েবল্‌সের কোন কথাই ওঠে না—ও তো মাথাখারাপ। তাছাড়া আমি যা জানি তার কিছুই সে জানে না। তার চিন্তাভাবনা থাকলেও তহবিলে তো কানাকড়িটিও নেই। কিন্তু আমার

ব্যাপারটা আলাদা। ওদের সব চিন্তাভাবনা আর পার্টি-তহবিল দুটোই আমার মুঠোয়। ওদের ভুলগুলি আমি করব না। আমি চুড়োয় উঠব। বিজয়ের মুহূর্তটির আসলে কোন গুরুত্বই নেই: খোদ লড়াইয়েই আনন্দ আর বিজয় তো লড়াইয়েরই ফল।'

সবগুলি নির্ভুল সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও বোরমান কেবল একটিই ভুল করল: সে ভাবল তার অসাধ্য কিছু নেই, সবই তার নাগালের মধ্যে আর প্রতিযোগীদের চেয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষমতা তার অনেক বেশি। সে নিজেকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগঠক হিসাবেই দেখত এবং সেজন্য খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলিকে, এক কথায় 'পেশাদারী' কোন কিছুকেই আমল দিত না।

রিবেনট্রপ, গোয়েরিং ও হিমলার সবাই তাকে ভয় করত, সবসময়ই তার সঙ্গে আপস করে চলত। কিন্তু পররাষ্ট্র দফতর, বিমান পরিবহন দফতরের নিম্নতর কর্মচারীরা ও প্রতিগোয়েন্দা বিভাগের সাধারণ অফিসররা পার্টি-নেতার পাঠান নির্দেশগুলি নিয়ে হাসাহাসি করত। ভেতরের পুরো ব্যাপারগুলি তারা ভালই জানত। কূটনৈতিক, গোয়েন্দাগিরি, শিল্প ও সেনাবাহিনীর মূল তৎপরতা ও কাজকর্মগুলি তারাই তৈরি করত। সর্ববিদ্যাবিশারদ বোরমানের পল্লবগ্রাহিতার জন্য তারা বিরক্ত হত এবং তারা মনে মনে তাকে অবজ্ঞা করত।

এই পল্লবগ্রাহিতার জন্যই শেষপর্যন্ত বোরমানের কীর্তিনাশ ঘটল। কালটেনব্রুনার অবশ্য হিমলারকে কিছুই বলে নি। রাইখস্‌লেইটর তাকে এই নির্দেশই দিয়েছিল। কার্ল উল্‌ফকে তখনই আবার ইতালি থেকে সে তলব করেছিল। রাইখ নিরাপত্তা বিভাগের অন্দরের কোন ঘটনাই মুলার ও শেলেনবার্গ — এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পারত না। কালটেনব্রুনারের বেতারবার্তা বিভাগে কার্যরত শেলেনবার্গের জনৈক এজেন্ট তার বেসরকারী বড়কর্তাকে ইতালিতে পাঠান একটি একান্ত গোপনীয় টেলিগ্রামের কথা জানাল: 'উল্‌ফ বিমানে বার্লিন আসছে, ওকে অনুসরণ করুন।' শেলেনবার্গ বুঝতে পারল — এটা হুঁশিয়ারি সঙ্কেত! তারপর সবকিছুই মোটামুটি নির্বিঘ্নেই ঘটল। উল্‌ফের আসার সঠিক তারিখটি জানতে গোয়েন্দা বিভাগের কোনই অসুবিধা হয় নি। টেম্‌পেলহফ বিমান ঘাঁটিতে যথাসময়ে দুটি গাড়ি তার অপেক্ষায় দাঁড়াল: গেস্টাপোর ভিতঘরের সেই জেলখানার রক্ষীদের তিনজন খুনে সহ বুলেটপ্রুফ একটি গাড়ি আর অন্যটিতে ছিল রাইখের রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান,

এস.এস ব্রিগাডেনফুয়েরের ওয়াল্টার শেলেনবার্গ। কাল পোশাক-পরা তিন পেশাদার গলা-কাটা এবং তাদের পাশে পরিস্থিতি অনুসারে জেনারেলের অভিজাত উর্দিতে সুদর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত শেলেনবার্গ বিমানের দিকে এগিয়ে গেল। সিঁড়ি বিমানের দরজা অবধি টেনে নেওয়া হয়েছিল। উল্ফ নামতেই হাতকড়ার বদলে শেলেনবার্গের শক্ত আঙুলে তার হাতটি বাঁধা পড়ল।

জেলরক্ষীরা উল্ফকে গ্রেপ্তারের সাহস না পেয়ে অগত্যা শেলেনবার্গের গাড়ির পিছু নিল। শেলেনবার্গ উল্ফকে নিয়ে ফুয়েররের সদরদফ্তরে হিমলারের একান্ত সচিব জেনারেল ফেগেলাইনের বাড়ি পৌঁছল। হিমলারের জন্য নয়, অন্য কারণে বোরম্যানকে হাত গুটিয়ে নিতে হল: ফেগেলাইনের স্ত্রী ছিল ইভা ব্রাউনের বোন। সেই সূত্রে সে হল হিটলারের আত্মীয়। হিটলার এক চায়ের আসরে একদা ফেগেলাইনকে 'আমার প্রিয় শ্যালক' বলে তোয়াজ করেছিল।

বেতারটি পুরো মাত্রায় ছেড়ে উল্ফকে লক্ষ্য করে হিমলার চেঁচিয়ে উঠল, 'পুরো ব্যাপারটাই আপনি গুলিয়ে ফেলেছেন আর এখন আমাকে কী বিপদেই না পড়তে হল, আপনি বুঝতে পারছেন? বোরমান আর কালটেনব্রুনার কীভাবে আপনার সলাপরামর্শ জানল? বদমাশ মুলারের ওই কুত্তারাই বা পুরো ব্যাপারটা কিভাবে আঁচ করল?'

হিমলার শান্ত হওয়া পর্যন্ত শেলেনবার্গ অপেক্ষা করল। শেষে খুব শান্ত গলায় বলল, 'রাইখস্ফুয়েরর, হয়ত আপনার মনে আছে যে, পুরো ব্যাপারটা সংগঠনের ভার আমার উপর ছিল? ব্যাপারটা চাপা দেয়ার সবই ঠিক করে ফেলেছি। এই পরিস্থিতিতে উল্ফের জন্য একটা যুতসই অজুহাতও বের করেছি। যারা আসলে বার্নে আলাদাভাবে শান্তি আলোচনার চেষ্টা করছিল উল্ফ সেখানে ঢুকে পড়েছিল। এখনই খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করা যাবে। মার্কিনীদের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপার সংক্রান্ত যে ষড়যন্ত্রটা আমরা, এস.এস গোয়েন্দা বিভাগ ফাঁস করেছি সে সম্পর্কে আপনাকে সম্বোধন করে উল্ফ এখনই আমার কথামতো একটা রিপোর্ট লিখবে।'

উল্ফের ঝামেলা এড়ানোর জন্য একটা বিমান দুর্ঘটনা ঘটানোর ক্ষমতা শেলেনবার্গের ছিল। কিন্তু কালটেনব্রুনার আলোচনার কতটা জানে এসম্পর্কে নিশ্চিত নয় বলে বিমান দুর্ঘটনা ঘটান সে সঙ্গত মনে করে নি। অবশ্য কালটেনব্রুনার যে খুব বেশি কিছু জানে না, সেটা শেলেনবার্গ বুঝেছিল।

নইলে সে উল্‌ফকে ইতালিতেই গ্রেপ্তার করাত। তাছাড়া বিমান দুর্ঘটনা ঘটালে কালটেনব্রুনারের মাধ্যমে বোরমান অতি সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও এইসব খবরগুলি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলত আর হিমলারের নামে বদনাম রটাত।

পশ্চিমী জোটের সঙ্গে প্লাগের আলাপে এবং সম্ভাব্য আলোচনায় শরিক হবার মতো কিছু নামের তালিকা সহ নিজের বানোয়াট গল্প দিয়ে বার্ন থেকে স্টির্‌লিৎস যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল সেটা দিয়ে শেলেনবার্গ ফুয়েররের সামনে একটা ষড়যন্ত্রের আভাস তুলে ধরেই তাকে সে ভয় দেখাতে পারত।

অবশ্য 'এস.এস এবং হিমলারের নিজের পোষ্য, ফুয়েররের একান্ত বিশ্বস্ত সেবক' এই উল্‌ফ যদি উপরওয়ালাদের নির্দেশে আলোচনা চালানোর উদ্যোগ না নিত (যে-সম্পর্কে এখন সে রাইখস্‌ফুয়েররকে রিপোর্ট দিতে যাচ্ছে) তাহলে ভবিষ্যতে কী ঘটত তার হদিস কারও জানা ছিল না।

ফুয়েররের অফিস থেকে হিমলার, উল্‌ফ ও শেলেনবার্গ বেরিয়ে আসতেই বোরমান বুঝল যে সে হেরে গেছে। উল্‌ফের সঙ্গে করমর্দন করে তাকে 'সাহস ও দক্ষতার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন' জানানোর সময় বোরমান মনে মনে ভাবল: সে কি স্টির্‌লিৎসকে ডেকে বার্নে ফুয়েররের বিশ্বাসঘাতক এই পাঁশুটে-খুদে শয়তানটার সামনে দাঁড় করাবে? হিমলার বোরমানের উপর নিজের জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ধীরেসুস্থে সদলবলে চলে যাওয়ার পর এটি কয়েক বারই তার মনে পড়ল।

কিন্তু কিছুতেই কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে সে পৌঁছতে পারল না। তারপর একেবারে হঠাৎ মুলারের মুখটি তার সামনে ভেসে উঠল।

'হ্যাঁ,' সে স্থির করল, 'ওকেই ডেকে পাঠাব। আধমনা থাকা কোন কাজের কথা নয়। এসপার বা ওসপার। স্টির্‌লিৎস থেকে আলাদা কেউ একজন আমার দরকার। চাই উপরের কেউ, যে আমার হয়েও কাজ করবে। নইলে হিমলারকে হারান যাবে না। যাবতীয় সম্ভাব্য বিকল্পগুলি নিয়ে মুলারের সঙ্গে আলাপ করব। এবং স্টির্‌লিৎস সম্পর্কেও। এখনো আমার একটি সম্ভাবনা আছে — স্টির্‌লিৎসের সাক্ষ্য। পার্টিতে উল্‌ফের শুনানির সময় আমি সেটা ব্যবহার করতে পারব।'

'বোরমান বলছি,' টেলিফোন-অপারেটরকে কর্কশ স্বরে সে বলল। 'মুলারকে আমার কাছে পাঠান।'

মার্শাল স্তালিনের কাছে মিঃ চার্চিলের পত্র

ব্যক্তিগত ও একান্ত গোপনীয়

১) উত্তর ইতালিতে কেসেলরিংয়ের সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আত্মসমর্পণ প্রসঙ্গে ফিল্ডমার্শাল আলেক্সান্ডারের দলভুক্ত একজন ব্রিটিশ ও একজন মার্কিন অফিসর এবং উল্‌ফ নামের জার্মান জেনারেলের মধ্যেকার সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত যোগাযোগ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে প্রেসিডেন্টের পত্রালাপের অনুলিপিগুলি তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের রাজকীয় সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাবলীর একটা সঠিক বিবরণী আপনাকে জানান আমি সঙ্গত মনে করি। এই যোগাযোগের ব্যাপারটি জানামাত্রই এ সম্পর্কে ১২ মার্চ আমরা সোভিয়েত সরকারকে অবহিত করি এবং যাকিছু ঘটেছে সবই বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমরা ও মার্কিন সরকার আপনাকে জানাই। সুইজারল্যান্ডে ওই আলোচ্য বা উল্লিখিত কাজ একটিই ছিল: জার্মানে দূতের ক্ষমতা যাচাই এবং কেসেলরিংয়ের প্রতিনিধি ও ফিল্ডমার্শাল আলেক্সান্ডারের সঙ্গে তাঁর সদরদফ্‌তরে বা উত্তর ইতালিতে কোন সুবিধাজনক জায়গায় একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা। এমন কি কেসেলরিংয়ের সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কেও সুইজারল্যান্ডে কোনই আলোচনা হয় নি। প্রেসিডেন্টকে পাঠান আপনার টেলিগ্রামে উল্লিখিত অভিযোগ — রাজনৈতিক-সামরিক সমঝোতার কথা আমরা ভাবি — তা সত্য নয়। আমাদের ইচ্ছা সম্পর্কিত এই অনুমান খুবই অপমানজনক।

২) আমরা ইতালিতে যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম সেখানে তখনই আপনার প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানান হত। সেটা ঘটলে এবং আপনার প্রতিনিধিরা যোগ দিলে তাঁরা সবকিছুই জানতে পারতেন।

৩) আমরা মনে করি, ইতালি ফ্রন্টের ২৫ ডিভিসন জার্মান সৈন্যের আত্মসমর্পণ সহ আনুষঙ্গিক শর্তাদি আলোচনাক্ষম কোন জার্মান প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা চালানোর পূর্ণ অধিকার ফিল্ডমার্শাল আলেক্সান্ডারের রয়েছে। যাহোক, যদি এটি ঘটত তবে এই নির্ভেজাল সামরিক আলোচনায় তাঁর সদরদফ্‌তরে আপনার প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণের ব্যাপারে আমরা বিশেষ নজর দিতাম। অবশ্য সুইজারল্যান্ডের এসব যোগাযোগে কোনই ফল ফলে নি। আমাদের অফিসররা কেসেলরিংয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতে ব্যর্থ হয়ে সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে এসেছে। এই সবই পর্যায়ক্রমে ফিল্ডমার্শাল আলেক্সান্ডার বা স্যর আ. ক্লার্ক কের

ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি মারফতও সোভিয়েত সরকারকে পুরোপুরি জানান হয়েছে। আমি আবার বলছি, সুইজারল্যান্ডে নিয়মিত বা অনিয়মিত কোন ধরনের আলোচনা বা আলোচনার সূত্রপাত হয় নি।

৪) জার্মানে জেনারেল উল্‌ফের এই আলোচনার পুরো উদ্যোগটি মিত্র জোটের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টির একটি শত্রুপক্ষীয় ষড়যন্ত্রও হতে পারে। ১১ মার্চ ফিল্ডমার্শাল আলেক্সান্ডার এই প্রসঙ্গে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন সেখানে উল্লিখিত ছিল: 'দয়া করে লক্ষ্য করবেন যে এই দুই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এস.এস. ও হিমলারের লোক হওয়ায় আমি খুবই সন্দিহান হয়ে পড়েছি।' এর বিষয়বস্তু সোভিয়েত সরকারকে জানানোর উদ্দেশ্যে ১২ মার্চ টেলিগ্রামটি মস্কোস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে পাঠান হয়। আমাদের মধ্যে অবিশ্বাস ছড়ান জার্মানদের উদ্দেশ্য হলে বলা যায় এই মুহূর্তে তারা অবশ্যই সফল হয়েছে।

৫) পুরো ব্যাপারটা মিঃ মলোতভের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য মিঃ ইডেন স্যর আ. ক্লার্ক কেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁকে দেয়া মিঃ মলোতভের উত্তরে এটা বলা হয়েছে: 'সোভিয়েত সরকার এটিকে ভুল বোঝাবুঝির চেয়েও নিকৃষ্টতর কিছু মনে করে।' তাতে আরও অনুযোগ রয়েছে, 'জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সোভিয়েত ইউনিয়নের অসাক্ষাতেই একপক্ষে, জার্মান সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি এবং অন্যপক্ষে, ইংরেজ ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিদের মধ্যে বার্নে দুসপ্তাহব্যাপী আলাপ-আলোচনা চলছে।' ইঙ্গো-রুশ সম্পর্কের স্বার্থে আমাদের রাজকীয় সরকার এই মর্মান্তিক ও অসত্য অভিযোগের কোন উত্তর না দিয়ে এটি এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেজন্যই প্রেসিডেন্টের কাছে লিখিত আপনার পত্রে আপনি একে 'ব্রিটিশের নীরবতা' বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা মিঃ মলোতভের চিঠির এই ধরনের উক্তির জবাব দেয়ার চেয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়তর ভেবেছি। কিন্তু আপনি অবশ্যই জানবেন যে মিঃ মলোতভের এই অভিযোগে আমরা বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছি। অবশ্য আপনাদের পুরোপুরি অবহিত রাখার জন্য ফিল্ডমার্শাল আলেক্সান্ডারকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এতে তার কোনই রদবদল ঘটবে না।

৬) এই ব্যাপারে পুরো উদ্যোগটি ব্রিটিশের বলে আপনি প্রেসিডেন্টকে যা লিখেছেন সেটাও মোটেই সত্য নয়। আসলে, জার্মান জেনারেল উল্‌ফ যে সুইজারল্যান্ডে আলোচনায় বসতে চায় এই খবরটি ফিল্ডমার্শাল আলেক্সান্ডার পেয়েছিলেন মার্কিন এজেন্সির মারফত।

৭) উল্লেখ্য যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয়ের সঙ্গে বার্ন বা অন্য কোথাও অনুষ্ঠিত আলোচনার কোনই সম্পর্ক নেই। তারা সেখানে মরণপণ লড়েছে এবং আমাদের ও মার্কিন সৈন্যদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছে। ফেব্রুয়ারি অভিযান শুরুর পর থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত আমাদের নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৭ সহস্রাধিক। অবশ্য স্থলে আমাদের অত্যধিক সৈন্যসংখ্যার চাপে এবং আকাশে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীর অত্যুন্নত বিমানের আধিক্যে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনী চূড়ান্তভাবে ছত্রখান হয়ে গেছে। কেবল মার্চ মাসেই জার্মানিতে আমরা ২ লক্ষাধিক টন বোমা ফেলেছি। পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানদের সংখ্যাল্পতা অবশ্য সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর চমৎকার আক্রমণ ও চাপের ফলেই ঘটেছে।

৮) প্রেসিডেন্টকে লিখিত আপনার পত্রে উল্লিখিত অভিযোগ আমাদের রাজকীয় সরকারের বিরুদ্ধেও কুৎসা রটনার সামিল। এজন্য আমি ও আমার সহকর্মীরা প্রেসিডেন্টের উত্তরের শেষ বাক্যের সঙ্গে অভিন্নমত পোষণ করছি।'

মিঃ ফ. রুজভেল্টের কাছে মার্শাল স্তালিনের পত্র

ব্যক্তিগত ও একান্ত গোপনীয়

১) আমার পত্রের বিষয়টি... ন্যায্যতা বা বিশ্বস্ততা ব্যাপার ছিল না। আমি কখনই আপনার ন্যায্যতা বা বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করি নি, যেমন প্রশ্ন করি নি মিঃ চার্চিলের ন্যায্যতা বা বিশ্বস্ততা সম্পর্কে। পত্রালাপের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে সেটা হল: মিত্রশক্তিগুলির একজন অন্যের ব্যাপারে কতটা যাবে এবং কতটা যাবে না। আমরা, রুশীরা বিশ্বাস করি যে, ফ্রন্টগুলির বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যখন শত্রুরা অনিবার্য আত্মসমর্পণের মুখোমুখি, তখন মিত্রশক্তির একপক্ষ আত্মসমর্পণের শর্তালোচনায় জার্মানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে সেখানে মিত্রশক্তির অন্যপক্ষের উপস্থিতিও আবশ্যকীয়। -এটা একান্তই প্রয়োজনীয়, বিশেষত মিত্রশক্তির অন্যপক্ষ এতে যোগদানে ইচ্ছুক হলে। কিন্তু এই ব্যাপারে ব্রিটিশ ও মার্কিন পক্ষ ভিন্নমত: তাদের মতে এতে রুশীদের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। সেই কারণেই তারা সুইজারল্যান্ডে জার্মানদের সঙ্গে আলোচনায় রুশীদের যোগদানের অধিকার অস্বীকার করেছে। আমি আপনাকে ইতিমধ্যেই লিখেছি এবং আরেকবার এর পুনরুক্তিও দোষণীয় মনে করছি না যে, অনুরূপ কোন আলোচনায় রুশীরা কখনই মার্কিন

ও ব্রিটিশদের যোগদানের অধিকার অস্বীকার করত না। রুশীদের দৃষ্টিভঙ্গি যে নির্ভুল এতে আমি এখনো নিশ্চিত। কারণ, এটি পারস্পরিক সন্দেহ দূর করে এবং শত্রুদের দ্বারা আমাদের মধ্যে অবিশ্বাস ছড়ানোর সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেয়।

২) পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানদের যুদ্ধ এড়ানোর ব্যাপারটা একমাত্র তাদের পরাজয়ের জন্যই ঘটেছে, এমনটি বিশ্বাস করা কঠিন। পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানদের ১৪৭টি ডিভিসন রয়েছে। পশ্চিম রণাঙ্গনে পাঠানোর জন্য এখান থেকে তারা সহজেই ১৫-২০ ডিভিসন সরাতে পারত। কিন্তু সেটা তারা করে নি, করছেও না। চেকোস্লোভাকিয়ার একটা অখ্যাত জায়গা, জেমলিয়ানিৎসার জন্য তারা রুশীদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়ছে। অথচ এটি তাদের জন্য মরা মানুষের পক্ষে একটি পুলটিসের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় নয়। অন্যদিকে, জার্মানির ভেতরের ওস্‌নাব্রুক, মানহাইম ও কাসেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি প্রতিরোধ ছাড়াই তারা ছেড়ে দিচ্ছে। আপনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, জার্মানদের এই ব্যবহার একেবারে অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য।

৩) যারা আমাকে খবরগুলি পাঠায় তারা যে সৎ ও সংযত চরিত্রের মানুষ সে-সম্পর্কে আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি। তারা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়েই কাজ করে এবং অন্যায়ভাবে কাউকেই অপদস্থ করতে চায় না। বহুবারই তাদের কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হয়েছে...’

শেলেনবার্গ রাইখে ফিরতে স্টির্‌লিৎসকে তলব করেছিল। বার্নে ‘প্লাগের মতো বিশ্বাসঘাতকদের অনুষ্ঠিত আলোচনা’ ভেঙে দেয়ার জন্য তার পরিচালিত কার্যকলাপ সম্পর্কে ফুয়েররকে ব্যক্তিগতভাবে বলা তখন খুবই জরুরি হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু স্টির্‌লিৎস তখনই বার্লিনে ফিরতে পারছিল না। ‘কেন্দ্র’ থেকে যেকোন দিন কাউকে সে আশা করছিল। নির্ভরযোগ্য সহযোগী ছাড়া তার পক্ষে কাজ চালান অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। বার্নে সে অনেকগুলি সোভিয়েত সংবাদপত্র কিনেছিল। ইতিমধ্যেই জার্মানির সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, রাইখের পতন আসন্ন, আর বিস্ময়কর কিছু ঘটবে না — স্বদেশবাসীদের এসব ধারণার কথা পড়ে পড়ে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ভয়ঙ্কর কোন বিস্ময় ঘটবে — এটি স্টির্‌লিৎস না ভেবে পারে নি। ভেতর থেকে জার্মান সেনাবাহিনী ও জার্মান শিল্পের সম্ভাব্য ক্ষমতা এবং পশ্চিমী মিত্রজোটের আলোচনার গোপন তথ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল

বলেই সে এটি ভয় করত। সে কেবল জানত না যে ক্যাথির মাধ্যমে পাঠান তার সাঙ্কেতিক খবরটা 'কেন্দ্রে' ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির কাছে পৌঁছেছে কি না।

আলোচনা ভেঙে দেয়ার ব্যাপারে তার ভূমিকা হিমলার জানতে পারলে এবং তার দ্বিমুখী খেলাটি বোরম্যানের নজরে এলে, তার সত্যিকার কার্যকলাপের হাজার ভাগের একভাগও আবিষ্কৃত হলে স্টির্‌লিৎসের দিন অচিরেই ফুরিয়ে আসবে...

বার্লিনে ফিরলে মারাত্মক বিপদে পড়তে পারে এসবই সে জানত। প্রাণটা খুয়ানোর জন্য সেখানে একা যাওয়া আহাম্মকীর সামিল ছিল। স্টির্‌লিৎস পরকীয়ভাবে বাইরের লোকের মতো নিজের জীবন মূল্যায়নের কৌশলটি ভালই আয়ত্ত করেছিল। বলতে গেলে, নিজের থেকে আলাদাভাবে একটি বিমূর্ত বর্গ হিসাবে নিজেকে নিয়ে সে আলোচনা করতে পারত। তবে এই মুহূর্তের জন্য একান্ত জরুরি মস্কোর সঙ্গে প্রয়োজন মতো যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য লোক পেলে তার পক্ষে বার্লিন ফেরা ততটা নিরর্থক ছিল না। নইলে নিজের ভূমিকা শেষ হয়েছে বলে এখনই খেলাটি থেকে সরাসরি সরে পড়াই তার উচিত হত। তার বিবেকের কোন সমস্যা ছিল না। সে এখন খুবই ক্লান্ত। তবে এসব অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি মাত্র। আসল কথা, সে তার কাজটি শেষ করেছে।

একটি সান্ধ্য বারে দেখা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত অনুষদে ভর্তি হয়েছে এমন একটি ছিটগ্রস্ত মেয়ে স্টির্‌লিৎসের সঙ্গে আলাপ করার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিল, তাকে চোখের আড়াল করছিল না। মাতাল এবং মোটাসোটা হলেও মেয়েটির মধ্যে সাদামাঠা আকর্ষণীয় কিছু একটা ছিল বৈকি। সে ফিসফিস করে বলছিল, 'ওরা বলে আমরা, গণিতের লোকেরা নাকি বেজায় কাঠখোট্টা! কিন্তু এটা তো ডাহা মিথ্যে! ওসব ব্যাপার-স্যাপার আমরা ভালই জানি। বিছানায় আইনস্টাইনের মতোই আমার মাথা খুলে। আমি একইসঙ্গে আপেক্ষিক ও অনপেক্ষিক! তোমাকে আমার দারুণ লাগছে।'

তাকে এড়ান স্টির্‌লিৎসের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। অথচ পাইপ, ব্রিফকেস ও পকেটব্যাগ দেখে সেই লোকটিকে ইতিমধ্যেই সে চিনতে পেরেছে। এখনই ওর কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু গণিতবেত্তাকে এড়ানোর কোন পথ সে খুঁজে পাচ্ছিল না। নাটক সৃষ্টির ব্যাপারকে সে শেষ আশ্রয় ভেবে রেখেছিল। এটি একেবারেই অসম্ভব ছিল।

'শুন, বরং আমার গাড়িতে যাও,' স্টির্‌লিৎস বলল। 'এখনই তোমার কাছে ফিরছি, প্রিয় আইনস্টাইন আমার...'

'সত্যি?'

'সত্যি...'

'শপথ করছ?'

'করছি গো, করছি...' স্টির্‌লিৎস হাসল। 'এক্ষুণি আসছি। সত্যি বলছি। ওখানে বসে বসে বরং গণিতের দু'-একটা সূত্র লেখ।'

লোকটি তাকে জানাল যে, বার্লিনের বর্তমান সমস্যা এবং তার জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে 'কেন্দ্র' তাকে সেখানে ফেরত যাওয়ার ব্যাপারে চাপ দিতে চায় না। কিন্তু জাস্টাস এটা সম্ভব মনে করলে তারা নিশ্চয়ই এতে আগ্রহী। কমরেড জাস্টাসের উপরই 'কেন্দ্র' শেষ সিদ্ধান্তের ভার দিচ্ছে এবং তাকে জানাচ্ছে যে তার তৎপরতার জন্য তারা রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি ও সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে জাস্টাসকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব দেয়ার সুপারিশ জানিয়েছে। কমরেড জাস্টাস জার্মানিতে ফেরত যাওয়া সম্ভব বিবেচনা করলে তাকে প্রয়োজনীয় লোক দেয়া হবে — পট্‌সডাম ও বার্লিনের উয়েডিং মহল্লায় দুজন বেতার-অপারেটর সে পাবে।

...'হোর্হ' গাড়িটি জোরে ছুটছে। মহাসড়কের পাশের সাদা-নীল সাইনবোর্ডটি তার চোখে পড়ল: বার্লিন, ১৫০ মাইল। নিচু হয়ে সাদা মেঘ উড়ছে। ফাঁকে ফাঁকে নীলাকাশের উঁকিঝুঁকি। বরফ গলে গেছে। মাটির উপর বিবর্ণ ওক-পাতার আস্তর। বনে-প্রান্তরে নীলের আঁচ লেগেছে। বাতাসে ঝুরো মাটির সোঁদা গন্ধ এবং এক ভয়ঙ্কর নৈশব্দ্যের আভাস।

'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে...' রেডিওতে গায়িকা মারিকা রক্ক-এর কণ্ঠ।

স্টির্‌লিৎস হঠাৎ ব্রেক কষল। কাছে কোথাও কোন যানবাহন নেই। গাড়িটি সড়ক থেকে না সরিয়েই সে নেমে এল। কিছু দূরে পাইন বনের ভেতর সে মাটিতে বসে পড়ল। প্রথম বসন্তের কুঁড়িগুলিতে পাতার ইশারা। স্টির্‌লিৎস মাটিতে আলতোভাবে হাত বুলাতে লাগল। মাটির এই ছোঁয়াটুকুর আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে কাটাল অনেকক্ষণ। বার্লিনে যেতে রাজি হওয়ার অর্থ তার কাছে অস্পষ্ট নেই। তাই বসন্তের এই শীতার্ত মাটিতে কিছুক্ষণ বসে থেকে ওতে সে অবশ্যই হাত বুলাতে পারে...

মস্কো — বার্লিন — নিউ ইয়র্ক

১৯৬৮

জনপ্রিয় সোভিয়েত লেখক ইউলিয়ান সেমিওনভ (জন্ম ১৯৩১) এদেশ ও বিদেশে সুপরিচিত। পেশাদার এই প্রাচ্যবিদ বহু বছর 'প্রাভদা' এবং 'লিতেরাতুরনায়া গাজেতা' পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন। দ্জের্জিনস্কির গোড়ার দিকের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের ভিত্তিতে লিখিত উপন্যাস 'গরেনিয়ে' (দাহ), কয়েকটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ এবং গৃহযুদ্ধ থেকে ইদানীংকাল অবধি বিস্তৃত পটভূমিতে রচিত 'আল্‌তেরনাতিভা' (বিকল্প) গল্পলহরীর জন্য তিনি আজ স্বনামখ্যাত। এই লহরীর প্রধান নায়ক — মাক্সিম ইসায়েভ।

জনৈক সমালোচকের ভাষায়: 'এই গল্পলহরী লেখকের জাদুস্পর্শে গোয়েন্দাকাহিনী থেকে ঐতিহাসিক ক্লাসিকে উত্তীর্ণ...'

কিন্তু 'রোমাঞ্চকর সতেরটি মুহূর্ত' (আক্ষরিক অনুবাদে 'বসন্তের সতেরটি মুহূর্ত') তাঁর জনপ্রিয়তম উপন্যাস। এই প্রামাণ্য কাহিনীর নায়ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিটলারের জার্মানিতে রাইখের নিরাপত্তা বিভাগের বিশেষ গুপ্তচর বাহিনীর এস. এস স্টাণ্ডারটেনফুয়েরর স্টির্‌লিৎস আসলে একজন সোভিয়েত গুপ্তচর — মাক্সিম ইসায়েভ।

পাঠকদের পত্রের জবাবে ইউলিয়ান সেমিওনভ বলেন: 'ইসায়েভ কি কোন কাল্পনিক চরিত্র? নিশ্চয়ই না। ভাবমূর্তিটি আমাদের সত্যিকার বীরসন্তানদেরই। সত্যনিষ্ঠ, দুঃসাহসী ও রোমাঞ্চকর কার্যকলাপের জন্য তাঁরা অবিস্মরণীয়...'

ISBN 5-05-001767-X